বুক অব
নলেজ

বুক অফ নলেজ

[কি কে কেন কবে কার কোথায়]

1126

৪'৮

অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী

পাত্র'জ পাবলিকেশন

২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭

প্রকাশক
শ্রীমানস কুমার পাত্র
পাত্র'জ পাবলিকেশন
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

প্রচ্ছদ শ্রীপ্রদোষ কান্তি বর্মন

মুদ্রক
শ্রীগৌর চন্দ্র জানা
আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স
২৪৩/২বি, আচার্য প্রফুল্ল, চন্দ্র রোড কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম ত্রিশ টাকা

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্য ও পুরাণ কুইজ

'চণ্ডী' কি ?—শাক্ত সম্প্রদায়ের তথা হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ। ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ত্রয়োদশ অধ্যায়। ইহার শ্লোক-সংখ্যা সাত শত।

'গীতা' কি ?—গীতা হিন্দুদের অতি প্রিয় ধর্মগ্রন্থ। ইহা মহাভারতের অংশ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন কুরু-সৈন্যমধ্যে নিজের প্রিয়জনদিগকে দেখিয়া যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইলে তাঁহার সারথি ও সখা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধর্মযুদ্ধে উৎসাহিত করিতে এবং তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিবার জন্য—কতকগুলি জ্ঞানের কথা বলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত সেই পরম জ্ঞানের বাণীই 'গীতা'। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি বহু বিষয় গীতায় আলোচিত—ঐ সকল বিষয় গীতার কথাই শ্রেষ্ঠ কথা। গীতার আঠারোটি অধ্যায়। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপদর্শন ব্রহ্ম অধ্যায় বলিয়া কথিত। ভাষায় ভাবে, গাম্ভীর্যে, গীতা বিশ্ব-সাহিত্যে এক অতুলনীয় সম্পদ্।

সমুদ্রমন্থনের সময় কি কি উঠিয়াছিল ?—পারিজাত, চন্দ্র, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, লক্ষ্মী, কৌস্তুভমণি, ঐরাবত (হাতী) ধন্বন্তরি, এক কলস অমৃত ও হলাহল (বিষ)।

সমুদ্র মন্থনের দণ্ড ও দড়ি কি ?—মন্দার পর্বত সমুদ্র মন্থনের দণ্ড ও বাসুকী নাগ দড়ি।

'উপনিষদ' কি ? উহা কোন্ সময়ে কাহারা রচনা করেন ? কয়েকটি উপনিষদের নাম কর।—উপনিষদে 'ব্রহ্ম' ও 'ব্রহ্মাণ্ড' অর্থাৎ ঈশ্বর ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে নানা-রূপ সুগভীর তত্ত্ব আলোচনা রহিয়াছে। ইহা ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন। বেদের পরবর্তী যুগে উপনিষদ রচিত হয়। ইহার অন্য নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদের শেষভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড। মহাজ্ঞানী ঋষিগণ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া নির্জন আশ্রমে ধ্যান ও তপশ্চর্যা দ্বারা যে সকল গভীর সত্য উপলব্ধি করেন, তাহাই উপনিষদে বর্ণিত। উপনিষৎ-কর্তা ঋষিগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য বিখ্যাত।

ঈশোপনিষৎ, কেনোপনিষৎ, মণ্ডুকোপনিষৎ, ঐতরেয়ো-পনিষৎ, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, প্রভৃতি।

'পুরাণ' কি ? উহা কোন্ সময়ে রচিত হয় ? কয়েক-খানি পুরাণের নাম কর।—পুরাণ একাধারে শাস্ত্র ও ইতিহাস। উহাতে প্রাচীন ভারতের ধর্মচিন্তার সহিত সৃষ্টিরহস্য, দেব-দেবীদের কথা, রাজাদের পরিচয় ও কীর্তি-কাহিনী ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় পদ্যছন্দে সংস্কৃত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। পুরাণগুলি উপনিষদের পরবর্তী যুগে রচিত হয়।

প্রধান পুরাণ ১৮ খানি—বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ বা শ্রীমদ্ভাগবৎ ইত্যাদি। ১৮ খানি পুরাণই মহাভারত-কর্তা ব্যাসদেবের রচনা বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবদের ও দ্রোপদীর নাম কি কি ছিল ?—যুধিষ্ঠিরের নাম কঙ্ক। এই মিথ্যা পরিচয়ের জন্য তাঁহার নরকদর্শন হয়, ভীম—বল্লভ, অর্জ্জুন—বৃহন্নলা, নকুল - গ্রন্থিক, সহদেব—তন্ত্রিপাল, দ্রোপদী—সৈরিন্ধ্রী।

গণেশের গজমুণ্ড হওয়ার কারণ কি ?—শনির কোপ-দৃষ্টিতে মুণ্ড দগ্ধ হইলে শোকাতুরা মাতাকে শান্ত করিবার জন্য বিষ্ণু গণেশের স্কন্ধে গজমুণ্ড সংযোগ করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়া তোলেন।

অষ্ট বজ্র কি ?—বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, ইন্দ্রের কুলিশ (বজ্র), বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়ের শক্তি, কালীর খড়্গ।

কুম্ভমেলার উৎপত্তি কি ভাবে ?—এই সম্বন্ধে নানা মত

আছে। সাধারণতঃ বলা হয় যে, সমুদ্রমন্থনের ফলে অমৃতপূর্ণ কুম্ভ উত্থিত হইলে দেবগণ ও দৈত্যগণের মধ্যে অমৃত লইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সেই যুদ্ধ দ্বাদশ দিন ধরিয়া চলে। দেবগণ এই দ্বাদশ দিন অমৃতপূর্ণ কুম্ভ এক একদিন স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের এক এক স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। এইরূপে পৃথিবীতে অমৃতপূর্ণ কুম্ভ চার দিন রক্ষিত হয়—হরিদ্বারে, প্রয়াগে, নাসিকে এবং ধারানগরীতে। কিন্তু দেবগণের এক দিন মানুষের এক বৎসরের সমান বলিয়া ধরা হয়। সেই অনুসারে পৃথিবীর যে সকল স্থানে অমৃতকুম্ভ রক্ষিত হইয়াছিল সেই সকল স্থানে প্রতি চার বৎসরে একবার কুম্ভমেলা হয়। তবে প্রয়াগ ও হরিদ্বারের গুরুত্ব অনেক বেশী এইজন্য যে এই দুই স্থানে কুম্ভ হইতে নাকি অধিক পরিমাণে অমৃত পড়িয়াছিল। এইজন্য প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই দুই স্থানে পূর্ণ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গঙ্গাসাগর মেলার উৎপত্তি কিভাবে ?—বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় যে, ভগবান, বাসুদেব যে স্থানে কপিলরূপ ধারণ করিয়া বসুমতীকে যোগবলে ধারণ করিতেছিলেন, সগরের ষাট হাজার পুত্র সেখানে তাঁহার হুংকারে ভস্মীভূত হন। স্বয়ং যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে নদীর মোহনায় স্নান করিয়া সমুদ্রতীরে পথে কলিঙ্গদেশে গিয়াছিলেন। অন্য এক মত অনুসারে, ভগীরথ যখন গঙ্গাকে সমুদ্র অভিমুখে লইয়া যাইতেছিলেন তখন কপিলমুনি ধ্যানের প্রভাবে গঙ্গাকে এই স্থানে আটক করেন। সাগর-সঙ্গমে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এই তীর্থের শেষ মন্দিরটি সমুদ্র-গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

সর্পদের জননীর নাম কি ?—সর্পদের জননীর নাম কদ্রু। কদ্রু দক্ষরাজের কন্যা ও কশ্যপের স্ত্রী।

"ইডেন" শব্দটির অর্থ কি ?—স্বর্গের উদ্যান। এখানে প্রথম মানব-মানবীর আবাসস্থল। এখান থেকেই বেরিয়েছে চারটি নদী—হিড্ডেকেল (টাইগ্রিস), ইলফ্রেটিস, পিসন এবং গিহন। মেসোপটেমিয়ার প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে এদের উৎপত্তি এমনই ধারণা করা হয়।

কামদেবের অন্য নাম কি ?—মদন, কন্দর্প, অনঙ্গ ইত্যাদি।

ইন্দ্রের হস্তীর নাম কি ?—ঐরাবত।

আরুণির অপর নাম কি ?—উচ্ছালক।

ঐন্দ্রিলার স্বামীর নাম কি ?—বৃত্রাসুরের স্ত্রী।

সমুদ্রমন্থনের সময় যে উজ্জ্বল মণি উত্থিত হয়েছিল, সেই মণিটির নাম কি ?—কৌস্তভ মণি।

খাণ্ডব দাহ কি ?—শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে বারো বছর ধরে ঘৃতপান করার জন্যে অগ্নির অগ্নিমান্দ্য হয়। ব্রহ্মা তাঁকে বলেছিলেন যে, খাণ্ডব বন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ করলে তাঁর (অগ্নির) অজীর্ণ রোগ দূর হবে। অগ্নি ব্রাহ্মণ বেশে কৃষ্ণার্জুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণার্জুন তখন যমুনার তীরে খাণ্ডব বনের কাছে পান-ভোজনে রত ছিলেন।

রাবণের মায়ের নাম কি ?—কৈকসী বা নিকষা।

ধনাধিপতি যক্ষরাজের নাম কি ?—কুবের।

লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতুলের নাম কি?—প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ডী, সুপার্শ্ব, সংহ্রাস, প্রঘস ও ভাসকর্ণ।

রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্টের কাছ থেকে বলপূর্বক যে গাভীটিকে হরণ করতে চেয়েছিলেন সেই গাভীটির নাম কি ?—নন্দিনী নামে কামধেনু।

রৌরব কি ?—একটি নরকের নাম। প্রতারক ও মিথ্যা-বাদীরা এই নরকে স্থান পায়।

'পেনিলোপস ওয়েব' প্রবাদ বচনটির অর্থ কি ?—পেনিলোপ ইউলিসিসের স্ত্রী। ট্রয়ের যুদ্ধে যাবার পর পেনিলোপ বহুদিন তার স্বামীর খবর পান নি। এদিকে নিত্যনতুন পাণি প্রার্থীদের আগমন ঘটতে থাকে। কারুকে না চটিয়ে তিনি বললেন যে, তিনি যে জিনিসটি বুনছেন সেটির কাজ শেষ হয়ে গেলেই তিনি তাঁর পছন্দমত এক-জনকে নির্বাচন করবেন। দিনের বেলায় সেটি বুনতেন আবার রাতের বেলায় সেটি খুলে ফেলতেন। ফলে দীর্ঘ

সময় অতিবাহিত হয়। এই জন্যেই বলা হয় পেনিলোপস ওয়েব।

নবদুর্গা কি ?—কালী, কাত্যায়নী, ইষানী, মুণ্ড-মর্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্র, ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী—এই নয় জন নবদুর্গা নামে খ্যাত।

ভারতীয় পুরাণে বসুদেব কি একই ব্যক্তি ?—বসুদের কৃষ্ণের পিতা এবং বাসুদেব কৃষ্ণ স্বয়ং।

শবরীর প্রতীক্ষা বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?

নীচকুলোদ্ভবা বৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণী তপস্বিনী। পম্পা নদীর তীরে মুনিদের আশ্রমের পরিচারিকা ছিলেন। তপস্বীরা শবরীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে রামচন্দ্রের দর্শন পেলে শবরী পুণ্যলোকে স্থান পাবে। দীর্ঘদিন ধরে শবরী তপস্যা করে রামচন্দ্রের জন্যে অপেক্ষা করে, তারপর রামচন্দ্রের শুভাগমনে শবরীর প্রতীক্ষা শেষ হয় এবং অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে স্বর্গলোকে যান।

শক্তিসেল কি ?—ময়দানব নির্মিত অষ্টঘণ্টাযুক্ত অস্ত্র। রাবণ এই অস্ত্রে লক্ষণকে ভূপাতিত করেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একমাত্র যে কন্যাটি ছিল তার নাম কি ?—দুঃশলা।

পসিডনকে রোমানরা কি বলত ?—নেপচুন।

সপ্তর্ষি নাম কি কি ?—বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলহ, পুলস্ত্য ও ক্রতু।

পঞ্চকন্যা নাম কি কি ?—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী।

পঞ্চবটী নাম কি কি ?—অশ্বত্থ, বিল্ব, (বেল), বট, আমলোকী ও অশোক।

পঞ্চতীর্থের নাম কি কি ?—কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর।

পঞ্চগব্যের নাম কি কি ?—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র।

পঞ্চশস্যের নাম কি কি ?—ধান্য, যব, শ্বেত সর্ষপ (সাদা সরিসা), তিল ও মুগ।

পঞ্চরত্নের নাম কি কি ?—মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য।

সপ্ত সমুদ্রের নাম কি কি ?—দধি, ক্ষীর, ইক্ষু, লবণ, সুরা, ঘৃত ও স্বাদুদক।

সপ্ত দ্বীপের নাম কি কি ?—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

চতুর্বেদের নাম কি কি ?—ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব।

নবগ্রহের নাম কি ?—সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

দশ অবতারের নাম কি ? —মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী।

দশ মহাবিদ্যার নাম কি ?—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, কমলা, মাতঙ্গী ও বগলা।

দ্বাদশ রাশির নাম কি ?—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

সপ্তরথীর নাম কি ?—দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, জয়দ্রথ ও দুঃশাসন।

মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রীর নাম কি ?—কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির তেরোটি কন্যাকে বিবাহ করেন। আদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, সুরসা, ইলা, মনু ক্রোধবশা, তাম্রা সুরসা, সরমা, ও তিমি। (শ্রীমদ্ভাগবত মতে) অন্যদিকে রামায়ণ মতে দক্ষ প্রজাপতির আটটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আদিতি, দিতি, দনু, কলকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অলকা।

অশ্বমেধ যজ্ঞ কি ?—প্রাচীন ভারতের সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রধান। ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজারা নানা ধরনের কামনার,—যেমন পুত্র কামনায় বা রাজচক্রবর্তী হয়ে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে—এই যজ্ঞ করতেন। এই যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও চিত্তা-কর্ষক।

চরু কি ?—দেবতাদের খাদ্য বিশেষ। তাছাড়া হোমের জন্যে যে অন্ন পাক করা হয় অথবা যজ্ঞীয় পায়সান্ন।

রোমানদের কোন দেবী সন্তান-জন্মানোর ওপর প্রভাব

বিস্তার করেন। জুনোর সঙ্গে সেই দেবীর মিল আছে কি ?—লুসিনা। জুনোর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য টানা হয়।

লীথী কি ?—গ্রীক শব্দটির অর্থ হলো বিস্মৃতি। যমপুরীর একটি নদী ; যে নদীতে মৃত আত্মরা অবগাহন করলে পূর্বস্মৃতি ভুলে যায়।

হারকিউলিস তার ভৃত্যকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর দেবতারা তাকে পাথরে রূপান্তরিত করেন। সেই ভৃত্যটির নাম কি ?—লিকাস (Lichas)

জেফাইরাস কি ?—গ্রীক পুরাণ মতে জেফাইরাস হলো পশ্চিমা বাতাস।

গ্রীকদের সূর্য-দেবতার নাম কি ?—হেলিয়স।

গ্রীকদের অগ্নি দেবতাকে রোমানরা কি বলে ?—রোমানদের অগ্নিদেবতা হলেন ঃ ভালক্যান। গ্রীকরা বলতেন ঃ হেফায়েস্টাস।

ওরফিউস কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন ?—সঙ্গীত বিশারদ। তাঁর বীণাযন্ত্রে এমনই সুর তুলতেন যে বনের পশুপাখীরাও তাঁর গানে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে থাকতো।

পুরাণে আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি মেডুসার দিকে তাকায় তাহলে তার কি হবে ?—নারী বা পুরুষই হোক সে পাথরে রূপান্তরিত হবে।

ইন্দ্রের কন্যার নাম কি ?—জয়ন্তী।

মাহিস্মতীরাজ নীলধ্বজের স্ত্রীর নাম কি ?—জনা।

মণিপুরাজ চিত্র ভানুর কন্যার নাম কি ?—চিত্রাঙ্গদা। অর্জুনের অন্যতমা স্ত্রী।

চিত্রাঙ্গদার ছেলের নাম কি ?—শ্রী বভ্রুবাহণ।

গ্রীক পুরাণে ন'টি মাথাওয়ালা যে সাপটি আছে তার নাম কি ?—হাইড্রা।

দশমহাবিদ্যা বলতে কি বোঝায় ?—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা—এই দশ দেবী মহাশক্তির দশ মূর্তি।

গ্রীকদের পুরানের একটি পক্ষীরাজ ঘোড়া হলো কবিতার প্রতীক। ঘোড়াটির নাম কি ?—পেগ্যাসাস। গ্রীক পুরাণমতে পক্ষীরাজ।

"ফতেহা দোয়াজ দাহম" কি ?—এই তারিখে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। [ঐসলামিক পঞ্জিকা ঃ হিজরী সনের ১২ রবিউক]

পান্নালাল ঘোষ কি ধরনের বাদ্যযন্ত্রের শিল্পী হিসাবে বিখ্যাত ?—বাঁশী।

এম, এস, শুভলক্ষ্মী কি জন্যে বিখ্যাত দক্ষিণ ভারতীর কণ্ঠ শিল্পী। ১৯৭৪ সালে র‍্যামন ম্যাগাসেসি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

মারিয়া কালস্ কি জন্যে বিখ্যাত ?—অপেরা গায়িকা।

কিউবিসম কি ?—বর্তমান শিল্পকলায় নিসর্গ প্রকৃতি জ্যামিতিক ছাঁদে চিত্রিত হয়।

এক বিশেষ ধরনের নৃত্যশৈলীর জন্য শম্ভু মহারাজের বিশেষ পরিচিত। এটি কি ধরনের নৃত্য ?—কথক

ওরিগামি কি ?—কাগজে বিভিন্ন ধরনের ভাঁজ করে নানারকম ফুল ও জন্তু জানোয়ারের আকার নিয়ে আসার যে কৌশল তাকে বলে ওরিগামি। এই পদ্ধতিটি জাপানে প্রচলিত। জাপানে দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যের ছাপ এতে আছে।

মৃদঙ্গ কি ?—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ করে ধ্রুপদী কর্ণাটক সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় নৃত্যে 'মুদ্রা' বলতে কি বোঝায় ?—মনের বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে হাত ও আঙুলের বৈচিত্রময় ভঙ্গী।

বোসা নোভা কি ?—জ্যাজ সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলে বোসা নোভা (ব্রাজিল থেকে এই সঙ্গীতের উৎপত্তি)

কি ধরনের শিল্পকলার জন্য সালভাডর ডালি বিখ্যাত ?—বাস্তবতা বোধ।

গ্রীক সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অরফিউসের নাম কি জন্যে বিখ্যাত ?—গ্রীক পুরাণে অরফিউসের নাম কীর্তিত হয়েছে গায়ক এবং সঙ্গীতকার হিসাবে।

ভারতে প্রথম যে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেয়েছিল তার নাম কি ?—রাজা হরিশ্চন্দ্র (১৯১৩ সাল)।

কি ধরনের ছবি আঁকার জন্যে পল সেজান বিখ্যাত?—ইম্প্রেসনইজম।

থিয়েটারের 'উইংস' কি?—রঙ্গমঞ্চের পাশের কাটা অংশ অথবা 'সেট' তৈরীর জন্যে পাশের যে অংশ। (সাধারণতঃ রঙ্গমঙ্গের ধার আড়াল করার জন্য যে আবরণ তৈরী করা হয়)

'এবং ইন্দ্রজিৎ' কি ধরনের নাটক?—অ্যাবসার্ড নাটক।

অবন ঠাকুর কি করতেন?—অবন ঠাকুর আসলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১—১৯৫১) চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক। বিশেষ করে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতিকে অবন ঠাকুর নতুন ভাবে পুনরুদ্ধার করেন। তাছাড়া ইটালীয়ান গিলার্ডি ইংরেজ পামার-এর কাছে প্যাস্টেল, জলরং, তেলরং ও প্রতিকৃতি অঙ্কন পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ টাইকান নামক জাপানী শিল্পীর কাছে জাপানী অঙ্কন-রীতি শিক্ষা করেন। 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে' 'রাজকাহিনী' 'ক্ষীরের পুতুল' 'বুড়ো আংলা' 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' অবনঠাকুরের অসামান্য কীর্ত্তির স্বাক্ষর। অবন ঠাকুরের চিত্রশিল্প আন্তর্জাতিক দৃষ্টি করেছিল।

উত্তর-পূর্ব ভারতে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ধ্রপদীনৃত্যের বিকাশ ঘটেছিল সেই নৃত্যশৈলীর নাম কি?—মণিপুরী।

তারাপদ চক্রবর্তী কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন?—বাংলার রাগ সঙ্গীতের বিকাশে তারাপদ চক্রবর্তী স্বনামধন্য শিল্পী। শিল্পী হিসাবে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য (অনেকটা ঘরানার মত) ছিল।

গান্ধার শিল্প কি?—কুষাণ বংশীয় রাজাদের শাসনকালে প্রচলিত ভারতের শিল্পরীতি যা পরবর্তীকালে চীন, জাপান ও মধ্য এশিয়ায় শিল্প রীতিকেও প্রভাবিত করেছে। অবশ্য গান্ধার শিল্পও প্রাক শিল্প প্রভাবিত, সে কারণে গান্ধার শিল্প "গ্রীক-বুদ্ধিষ্ট" বা "ইন্দোগ্রীক" নামেও অভিহিত।

জ্যাজ কি?—এক ধরনের সঙ্গীত। নিউ অরলিয়ানস থেকে এর উৎপত্তি। অপেরাতেও এই জ্যাজ গানের ব্যবহার হয়।

হার্মনি ও মেলডির পার্থক্য কি?—একই ধরনের দুটি স্বর (উচ্চ-নিচ) মিলিয়ে যে সুর তোলা হয় তাকে বলে হার্মনি (কর্ড তৈরী হয়)। অন্যদিকে মেলোডি হলো যখন অন্য স্বরে এসে মেলে, স্বরের মিষ্টতা আসে।

কাব্য নাট্য কি?—নাটকের মূল প্রতিপাদ্য হলো সংঘাত। কিন্তু সংঘাত যখন মনের গহনে থাকে তখন গদ্য সংলাপে তার স্বরূপ লক্ষণ ফুটিয়ে তোলা যায় না। কবিতার ব্যঞ্জনা ধর্মী ইংগিতময়তায় সেই নিভৃততম সংঘাতকে প্রকাশ করে তুলতে পারা যায়। একেই কাব্যনাট্য বলে।

উদয়শঙ্কর কি জন্যে বিখ্যাত ছিলেন?—ভারতীয় নৃত্যকলার বিকাশ সাধনায় উদয়শঙ্কর ব্রতী ছিলেন। নৃত্যশিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতি।

অর্কেস্ট্রা কি?—বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে কোন সুর বাজানো। অপেরা, থিয়েটার প্রভৃতিতে অর্কেস্ট্রা ব্যবহার করা হয়।

মোজায়েক কি ধরনের কারুশিল্প?—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের বা কাঁচের টুকরো সিমেণ্টের সঙ্গে বসিয়ে নানা কারুকার্যখচিত দেওয়াল, মেঝে ও ছাদের সিলিং তৈরী করা হয়। প্রাচীন অ্যাসীরিয়ান ও ইজিপ্শিয়ানের মধ্যে এই মোজায়েকের কাজ প্রচলিত ছিল।

'দেশ বিদেশে' কি ধরনের রচনা? লেখক কে?—ভ্রমণ সাহিত্য। মুজতবা আলি।

র‍্যাফেল কি জন্যে বিখ্যাত?—বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। পুরো নাম র‍্যাফেলা স্যাঞ্জি। তাঁর বিখ্যাত চিত্রগুলির মধ্যে (১) ম্যাডোনা এণ্ড চাইল্ড (২) ম্যাডোনা অব দি চেয়ার (৩) নোয়া বিল্ডিং দি আর্ক (৪) সেণ্ট পল ইত্যাদি।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বৈকুণ্ঠের উইল' কি একই লেখকের লেখা?—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) কৃষ্ণকান্তের উইল এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬—১৯৩৮) বৈকুণ্ঠের উইল।

ধ্রুপদী নৃত্যের জন্যে দক্ষিণ ভারত বিখ্যাত?—দুটি

নৃত্যশৈলীর মধ্যে একটি হলো কথাকলি, অপরটির নাম কি ?—ভারত নাট্যম।

নন্দলাল বসু কি জন্যে বিখ্যাত ?—ভারতবর্ষের অন্যতম বিখ্যাত চিত্র শিল্পী।

চার্লি চ্যাপলিনের পুরো নাম কি ?- চার্লি স্পেনসার চ্যাপলিন।

গীতি কবিতা বা লিরিক কবিতা কি ?—ছোটো ছোটো কবিতা যাতে কোনো আখ্যান থাকবে না, কিন্তু কবি মনের তীব্র আবেগ কবিতাটিকে টান করে রাখবে। প্রাচীনকালে লিরিক কবিতা গান গাইবার জন্যে রচিত হতো। বর্তমানে লিরিক বা গীতি কবিতাতে কবি মনের প্রখর ভাব ভাবনা থাকে, গীতি ধর্মিতা অনেক সময় থাকে না।

গ্রীক মহাকাব্য দুটির নাম কি ? এই দুটি মহাকাব্য কার রচনা ?—ইলিয়াড এবং ওডেসী। হোমার।

ঈশপের গল্পগুলি কি ধরনের ?—রূপকের আশ্রয় নিয়ে গল্পগুলি লেখা হয়েছে।

জর্জ এলিয়টের আসল নাম কি ?—মেরী অ্যান এভান্স (১৮১৯-৮০)।

যমক ও শ্লেষ অলংকারের মধ্যে পার্থক্য কি ? দুই বা তার বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনি সমেত নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থক ভাবে ব্যবহৃত হলে 'যমক' অলংকার বলা হয়। উদাহরণ।

'বাছা করে সর সর পাপিনী বলে সর সর' [সর=দুধের সর ; সর=সরে পড় বা পড়া] যমকে দুটি শব্দের ব্যবহার, দুটির অর্থ ভিন্ন। একটি শব্দ যখন বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয় তখন তাকে বলে শ্লেষ অলংকার। উদাহরণ, পুজা শেষে কুমারী বললে, 'ঠাকুর আমাকে একটি মনের মত বর দাও।'

[বর=আশীর্বাদ ; বর=স্বামী]

'এলিজি' কি ?—মৃত্যুতে যে শোক নেমে আসে তাকেই বিষয় বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে যে শোক-গাথা রচিত হয় তাকেই বলে 'এলিজি'।

ওড্ কি ?—দীর্ঘ ধরনের গীতি কবিতা যাতে বিষয় বস্তুর গুরুত্ব খুবই গভীর। 'ওড' রচনার বিশিষ্ট পদ্ধতিও আছে। শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'ওড' রচনায় যথার্থ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

মার্ক টোয়েনের আসল নাম কি ?—স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স (১৮৩৫—১৯১০)।

'বনফুল'-এর আসল নাম কি ?—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

'ডাকঘর' কার লেখা ? 'ডাকঘর' কি ধরনের নাটক ?—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাংকেতিক নাটক।

মোজার্ট-এর শেষ বিখ্যাত সিম্ফনির নামটি কি ?—জুপিটর সিম্ফনি।

উপমা ও রূপক অলংকারের মধ্যে পার্থক্য কি ?—উপমা ও রূপক-দুটিই অর্থালংকার। উপমান ও উপমেয়-এর মধ্যে কোনো ভেদ বা সংশয় থাকলে উপমা অলংকার হয়। উদাহরণ আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্মদীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম। রূপক অলংকারে উপমা ও উপমানে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। উদাহরণ, 'ফুলগুলো ধায় ফড়িঙ্ হ'য়ে উড়নফুলের রূপ ধ'রে'।

'দি ডাইং সোয়ান'-এর বিখ্যাত নর্ত্তকীর নামটি কি ?—আন্না প্যাভলে ভা।

'তাসের দেশ' কি ধরনের নাটক ?—'তাসের দেশ' সাধারণ নাটকের আদর্শে, বিশেষ করে অভিনয়ের জন্য লেখা হয়েছিল। এতে গানও আছে প্রচুর, এবং নাটকীয়তার জন্যেই গানগুলির প্রাধান্য। এতে নৃত্যও রয়েছে। সুতরাং 'তাসের দেশ' কে গীতিনাট্য বলাই সঙ্গত।

গী দ্য মোপাসাঁর আসল নাম কি ? কি কারণে তাঁর খ্যাতি ?—হেনরী আলবার্ট গী দ্য মোপাসাঁ। ছোট গল্প সৃষ্টিতে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

স্বগতোক্তি কি ? – নাটকের গতি ও কাহিনীকে বোধগম্য করার জন্য নাট্যকার কোনো কোনো চরিত্রের মুখ দিয়ে রঙ্গমঞ্চের ওপর কথা বলিয়ে নেন। দর্শক-শ্রোতারা শুনতে পারে কিন্তু উপস্থিত চরিত্ররা শুনতে পাবে না। বর্তমানে নাটকে এই অবাস্তব পদ্ধতিটি বর্জিত হয়েছে।

বেদ কটি ? নামগুলি কি ?—চারটি। ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব—এই চারটি বেদ।

'অল কোয়ায়েট ওন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রণ্ট' উপন্যাসখানির পটভূমি কি ? ঔপন্যাসিকের নাম কি ?—এরিখ মারিয়া রেমার্ক রচিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমির ওপর বইটি রচিত।

মলেয়ার কি জন্যে বিখ্যাত ? তিনি কোন্ দেশের অধিবাসী ?

ফরাসী দেশের বিখ্যাত নাট্যকার। কমেডিয়ান হিসাবে মলেয়ারের (১৬২২-৭৩) খ্যাতি। তাঁর আসল নাম জঁা ব্যাপটিস্টে পোকুইলিন।

ফরাসী দেশের জাতীয় থিয়েটারের নাম কি ?—কমেডি ফ্রানকেইস (Comedia Froncaise)।

'পিগমিলিয়ান' কি ধরনের রচনা ? লেখক কে ?—নাটক। জর্জ বার্ণাড শ।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দুটি ; (১) জনগণমন অধিনায়ক …" রবীন্দ্রনাথের রচিত। (২) "বন্দেমাতরম…" বঙ্কিমচন্দ্র রচিত।

'টারানটেলা' নৃত্যের নামকরণ কিভাবে হয়েছে ?—ইটালীর টারানটো শহর থেকে নামটি এসেছে। এখানে এক ধরনের মাকড়সা আছে যাদের বলা হয় টারানটুলা। এই মাকড়শা খুব বিষাক্ত। এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস যে এই টারানটুলা নাচ নাচলে মাকড়শার বিষ থেকে আরোগ্য লাভ করা যাবে।

পল রবসন কি জন্যে বিখ্যাত ?—বিখ্যাত সঙ্গীতকার ও কণ্ঠশিল্পী। মেহনতী জনতার পক্ষ নিয়ে পল রবসন যে সব গান রচনা করেছেন, গান গেয়েছেন তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ তো করেছেই, সাধারণের মনও জয় করেছে।

সহস্র রজনীর অপর নামটি কি ?—আরব্য রজনীর গল্প।

বিউলফ কি ধরনের রচনা ?—প্রাচীন ইংরেজী মহাকাব্য।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ কি ?—পয়ার ছন্দকে ভেঙে, ছেদ ও যতি চিহ্নকে আবেগ ও অর্থ অনুযায়ী বসিয়ে ছন্দের নতুন রূপ দিয়েছিলেন মধুসূদন। প্রতি চরণে ১৪ মাত্রা রেখে কিভাবে ছন্দের বিন্যাস পাল্টানো যায় তার প্রচেষ্টায় মধুসূদন ব্রতী হয়েছিলেন, সফলতাও অর্জন করেছেন। বিশেষ করে মহাকাব্য রচনার জন্য ছিল তাঁর এই সাধনা। সুতরাং অমিত্রাক্ষর অর্থে দুটি চরণের মিল নয়—এই অর্থে প্রযুক্তও নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিন্যাসই আলাদা।

'প্যারাডক্স কি ?'—প্যারাডক্স-এ এমন ধরনের বাক্য রচনা করা হয় যা আপাত ভ্রান্ত বলে মনে হলেও তার একটা গভীর অর্থ থাকে। যেমন কবিরা মিথ্যাবাদী। দার্শনিকরা নির্বোধ।

'রূপকথার গল্পে' কি বোঝানো হয় ?—অবাস্তবকে বাস্তব করে তোলা হয় রূপকথার গল্পে। কল্পনার আতিশয্য শিশুমনের বিকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটে। অজানা, অদেখা আর না পাওয়ার জন্য যে ব্যাকুলিত হৃদয় রূপকথার গল্পে তার তৃপ্তি ঘটে।

'ব্রেখট' কি জন্য বিখ্যাত ?—জার্মানীর কবি ও নাট্যকার ব্রেখট নাটকের নতুন রূপরীতি এনে দিয়েছেন।

ক্যাথারসিস কি ?—শিল্প সাহিত্যের রসাস্বাদনের মাধ্যমে মনের ক্লেদ ও গ্লানি দূরীভূত হওয়াই ক্যাথারসিস। অ্যারিস্টটল তার 'পোয়েটিকস'-এ বলেছেন ট্র্যাজিডির মধ্যে দিয়ে দর্শক হৃদয় ভাবের তীব্রতায় মথিত হয়ে (পিটি অ্যান্ড ফিয়ার) পরিশোধিত হয়। এই পরিশোধন হলো ক্যাথারসিস।

ফেবল কি ধরনের রচনা ?—রূপক গল্প। নীতিকথা বা উপদেশ দেওয়াই হলো এই গল্পের উদ্দেশ্য। চরিত্রগুলি জন্তু জানোয়ারের, তবে তারা মানুষের মতই কথাবার্তা বলে।

'এরস' কি ?—গ্রীকদের প্রেমের দেবতা। রোমানদের কাছে কিউপিড।

নদীর পটভূমিকায় বাংলায় তিনটি উপন্যাস রচিত হয়েছে। উপন্যাস তিনটির নাম ও লেখকদের নাম কি ?—পদ্মা নদীর মাঝি—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিতাস একটি নদীর নাম—অদ্বৈত্য মল্লবর্মন। গঙ্গা—সমরেশ বসু।

সাহিত্য শিল্পে 'রস' শব্দটির তাৎপর্য কি ?—পাঠক-চিত্তে অভিব্যক্ত তাঁর নিজস্ব যে স্থায়ীভাব, তারই প্রতীতি রস। তবে সহজভাবে বললে বলা যায় ঃ এই যে উপলব্ধি যা নিকটকে দূরে করে দেয় আবার যা সর্ব সাধারণের তাকে আপনার বৈশিষ্ট্যর দ্বারা রূপায়িত করে, যা ক্ষণের মধ্যে অনন্তের আস্বাদ দেয়, যা একান্ত ব্যক্তিগত অথচ একেবারেই ব্যক্তিস্বভাব বর্জিত—তার নামই রস।

"দি ওয়েস্সব দি ওয়াল্ড" কি ধরনের নাটক ? নাট্যকার কে ?—কমেডি অব ম্যানার্স। উইলিয়াম কনগ্রীভ (১৬৭০ ১৭২৯)।

'জাতক' কি ?—এক এক জন্মে বুদ্ধের জীবনে যে যে ঘটনা ঘটেছিল তাকে নিয়ে যে সব গল্প রচিত হয়েছে তাই সংকলিত হয়েছে 'জাতক'-এ।

বাউল গান কি ?—বাউল গান বাংলার লোক-সংস্কৃতির একটি বিশেষ সম্পদ। বাউল গানের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ হলো, সমস্ত সামাজিক সংস্কার, বিধিনিষেধ ও প্রথা, রীতিনীতির বাইরে একান্ত সহজভাবে রূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের ব্যাকুলতা।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ কি ?—কৌরবরা পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চায় নি বলেই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম। আসলে সম্পত্তি দখলের লড়াই।

ব্যাজস্তুতি কি ?—নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা ব্যঞ্জনায় যথাক্রমে যদি স্তুতি বা নিন্দা বোঝা যায়, তাহলে তাকে ব্যাজস্তুতি অলংকার বলে। উদাহরণ, "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ…"

জনমেজয় কি যজ্ঞ করেছিলেন ? সর্পসত্র যজ্ঞ। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের ইনি প্রপৌত্র। অভিমন্যুর পৌত্র ও রাজা পরীক্ষিতের পুত্র।

কীর্তন গান কি ? —বৈষ্ণবাচার্য নরোত্তম গোস্বামী প্রথম পদাবলী কীর্তনের প্রবর্তন করেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন গানের প্রসার ঘটে। আসলে রাধাকৃষ্ণের লীলা ও পরবর্তীকালে চৈতন্যকে নিয়ে কীর্তনের বিকাশ। কীর্তন গানের বিশিষ্ট লয় ও ছন্দ আছে। মন্দিরা ও খোলের ব্যবহার হয়। তাছাড়া কীর্তন গান আখরযুক্ত। এক হিসাবে কীর্তন গান ধর্মসঙ্গীত। বাংলার সঙ্গীতে কীর্তন গান বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

'পোস্টার ড্রামা' কি ?—পথচলতি নাটক। বিশেষ বিশেষ সমকালীন বিষয়বস্তু নিয়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে সাধারণ পোশাকে যে অভিনয় করা যায়। প্রচারধর্মীতা পোস্টার ড্রামার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বিরোধাভাস কি ?—যখন দুটি বস্তুকে আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে বোধ হয় কিন্তু তাৎপর্যে যে বিরোধের অবসান হয়, তখন হয় বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার। উদাহরণ, "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান।"

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট কি ?—বাণী ও সুরের সমন্বয়।

ঘরানা কি ?—বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীরা যখন সঙ্গীতের মধ্যে নতুনত্বের ছাপ রাখতে চাইতেন তখন নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী তার উৎকর্ষ সাধন করতেন। প্রত্যেক শিল্পীকে ঘিরে থাকতেন শিষ্যরা এবং গুরু প্রদর্শিত পথেই তাঁরা সঙ্গীত চর্চা করতেন। ফলে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত চর্চার প্রকাশ ঘটতে থাকে। একেই বলা হয় 'ঘরানা'। যেমন, গোয়ালিয়ার ঘরানা, দিল্লী ঘরানা, কিরানা ঘরানা ইত্যাদি। সঙ্গীত যখন পর্যন্ত সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে ওঠেনি তখন পর্যন্তই ঘরানার প্রভাব ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত ঘরানার দাপট দেখা যায়।

বীরজু মহারাজ কী জন্যে বিখ্যাত ?—কথক নৃত্য।

গল্প ও কাহিনীকার মধ্যে পার্থক্য কি ?—গল্পের মধ্যে কোনো কার্য কারণ সম্পর্ক থাকে না ; কিন্তু কাহিনীর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর নজরুল কবিকে উদ্দেশ্য করে যে কবিতাটি লিখেছিলেন সেই কবিতাটির নাম কি ? —রবিহারা।

খ্যাল কি ?—খ্যাল বা খেয়াল শব্দের অর্থ হলো কল্পনা। এই গান বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ আমীর খুসরোর

কল্পনা প্রসূত অর্থাৎ শিল্পীর মনের স্বাচ্ছন্দবিহারী ভাব-ব্যঞ্জনায় এই গান সৃষ্টি হয়েছে। আসলে খ্যাল গানে শিল্পী তাঁর নিজস্ব কল্পনা অনুযায়ী নানারকম তান, বাঁট ইত্যাদি মনের ভাববৈচিত্র্য দিয়ে বিষয়বস্তুকে অলংকৃত করে গাইতে পারেন।

যামিনী রায় কি জন্যে বিখ্যাত ?—যামিনী রায় (১৮৮৭-৮৮-১৯৭২) চিত্রশিল্পী হিসাবে বিখ্যাত। বিশেষ করে বাংলার পটুয়া শিল্পের দ্বারা তিনি বিশেষ প্রভাবিত হন। তাছাড়া ফরাসী চিত্রধারায় বিশেষ গোষ্ঠী যাঁরা সরল-রেখার বদলে 'কাভ'' ব্যবহারের পক্ষপাতী, তাঁদের চিত্রকল্প তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। তবে যামিনী রায় তাঁর নিজস্ব রূপ রীতিতে ছবি এঁকেই মন কেড়েছেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পেয়েছিলেন 'পদ্মভূষণ'।

'সঞ্চয়িতা' ও 'সঞ্চিতা' কবিতাসংকলন দুটি কি একই কবির ?—সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঞ্চিতা—কাজী নজরুল ইসলাম।

মিথ কি ?—কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত গল্প যাতে অপ্রাকৃত ঘটনা থাকবে এবং বিশেষ করে নৈসর্গিক অবস্থা ব্যাখ্যাত হবে, তাকেই বলে মিথ বা পুরাণ। পুরাণে অবশ্য জনমানসের জীবন্ত প্রাণধর্মী আবেগ সঞ্চারিত হয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ কি ছদ্মনাম নিয়ে ছিলেন ?—তাঁর বিখ্যাত ব্যাঙ্গাত্মক রচনা কোনটি ?—হুতোম পেঁচা। হুতোম পেঁচার নকসা।

মর্যালিটি প্লে কি ?—ইউরোপের মধ্যযুগের এক ধরনের নাটক (মর্যালিটি প্লে)। যাতে মানুষের দোষগুণগুলো চরিত্র হয়ে কথাবার্তা বলে।

লিরিক কবিতা কি ?—ছোটো ছোটো কবিতা, যাতে কোনো আখ্যান বস্তু থাকে না। কিন্তু কবি মনের তীব্র আবেগ কবিতাটিকে টান করে রাখে। প্রাচীনকালে লিরিক কবিতা গান গাইবার জন্য রচিত হতো। বর্তমানে লিরিক বা গীতি-কবিতাতে কবি মনের প্রখর ভাব-ব্যাঞ্জনা থাকে, গীতিধর্মিতা অনেক সময় থাকে না।

মিস্ট্রি প্লে কি ?—বাইবেলের উপাখ্যান নিয়ে ইউরোপের মধ্যযুগের শেষে নাটক রচিত হতো—এই নাটক গুলিকেই মিস্ট্রি প্লে বলে।

স্বরলিপি কি ?—সঙ্গীতের কাব্যাংশকে সুরবন্ধ বা লিপিবন্ধ করে ধরে রাখবার জন্যে যে স্বর ও সাংকেতিক চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয় তাকে বলে স্বরলিপি।

গীটার কি ধরনের বাদ্যযন্ত্র ?—গীটার কাঠের তৈরী। তারের বাদ্যযন্ত্র। দেখতে বেহালার মত। তবে আকারে বড়। গীটারে সঙ্গীতের সুর বাজানো হয়। বিশেষ করে পাশ্চাত্য সঙ্গীত গীটারে খুব সুন্দর ভাবে বাজানো যায়। বর্তমানে অবশ্য ভারতীয় সংগীতও বাজানো হচ্ছে, এমন কি মার্গ সঙ্গীতেও গীটারের ব্যবহার হচ্ছে। স্প্যানীশ গীটার ও হাউইয়ান গীটার—দু'ধরনের গীটার আছে এবং বাজানোর পদ্ধতিও ভিন্ন।

"প্রি-র‍্যাফেলাইট ব্রাদার হুড কথাটির তাৎপর্য কি ?—উনিশ শতকে ইংরেজ সাহিত্যিক ও চিত্র-শিল্পীরা মিলে নিজেদের 'প্রি-র‍্যাফেলাইট ব্রাদার হুড' নামে চিহ্নিত করে-ছিলেন। মূল বক্তব্য ছিল নিয়মের বাধাবাধিতে তাঁরা চলবেন না ; প্রকৃতিকে যেমনভাবে দেখা যায় তেমনভাবেই আঁকবেন, জীবনে যা দেখা শোনা যায় তাঁকেই শিল্প সাহিত্যের বিষয় বস্তু করতে হবে। তাঁদের মধ্যে এক বন্ধন মুক্তির চেতনা প্রবাহিত হয়েছিল।

শিব শঙ্কর পিল্লাই কি জন্যে বিখ্যাত ?—সাহিত্যিক।

মাদল কি ?—এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। তবে লোকসঙ্গীতে মাদলের ব্যবহার হয়। বিশেষ করে সাঁওতালী গানে (ঝুমুর ইত্যাদি) ও নৃত্যে মাদলের ব্যবহার অপরিহার্য।

গদ্যকবিতা কি ?—গদ্য-কবিতা, কবিতা হলেও ছন্দের আঁট-সাট বাঁধুনি এতে নেই। তবে ছন্দের একটা বিশেষ বৈচিত্র্য গদ্য কবিতায় দেখা যায়। কবি মনের বিশিষ্ট ভাব ব্যঞ্জনাই গদ্য-কবিতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে ধরে রেখেছে।

অতুলপ্রসাদ কি জন্যে বিখ্যাত ?—অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১—১৯৩৪) জীবিকার আইন-ব্যবসায়ী। লক্ষ্মৌ-এ তাঁর জীবন কেটেছে। বাংলা গান অতুলপ্রসাদের কাছে ঋণী। কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার হিসাবে অতুলপ্রসাদের যথার্থ পরিচিত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর ও ঢঙ, বাউল ও কীর্তনের সুর ইত্যাদি যোগ করে তিনি বাংলা গানে এক বিশিষ্ট সঙ্গীত রীতির প্রবর্ত্তন করেন। তাঁর রচিত বাণী

ও সুরের বৈচিত্র্যে এই সঙ্গীত ধারা দীর্ঘকাল আপন ঔজ্জ্বল্যে বর্তমান থাকবে।

'ভজন' কি ধরনের সঙ্গীত?—ভক্তি রসাশ্রিত গানই হলো ভজন। এই গানগুলি মূলতঃ তুলসী দাস, কবীর, সুরদাস, মীরাবাঈ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ভক্ত গায়কগণ এইগানের সৃষ্টি করেন।

লোকগীতি কি?—লোকসংগীতের জন্ম গ্রামের মাটিতে। প্রাচীন সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো লোক-সংগীত। সহজ, সরল অনাড়ম্বর জীবনের বিষয়বস্তু লোকসংগীতে রয়েছে। তাছাড়া শ্রমনির্ভরশীল গ্রামের মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাকেই রূপ দিয়েছে লোক-সংগীতে। আবার নিসর্গ চেতনার একটা প্রভাব আছে লোকসংগীতে। শাস্ত্রীয় রাগসঙ্গীতের সঙ্গে এখানেই তফাৎ। লোক-শিল্পীরা অনায়াস ভঙ্গীতে এসব গানগুলি গেয়ে থাকেন। লোকসংগীতের শিল্পকলা অনাড়ম্বর; গানগুলি ঐশ্বর্যমণ্ডিত না হলেও সরল সৌকুমার্যে শ্রোতাকে আবিষ্ট করে; তাই দেশ-বিদেশের লোকসংগীতের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

লর্ড টেনিসন তার অন্তরঙ্গ বন্ধুবিয়োগে ব্যাথাতুর হয়ে যে শোককাব্য রচনা করেছিলেন সেটির নাম কি? টেনিসনের মৃত বন্ধুর নাম কি?

"ইন মেমোরিয়াম"। আর্থার হ্যালাম।

শোরী মিঞা কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন?

টপ্পায় আদিরসাত্মক বিষয়বস্তু থাকায় ভদ্র সমাজে এই গান আপাংক্তেয় ছিল। পরবর্তীকালে লক্ষ্মৌ-এর প্রসিদ্ধ গায়ক গুলামনবী শোরী এই গীত-রচনা সংস্কার করে ভদ্র সমাজে প্রসার করেন। এই জন্য শোরী মিঞাকেই অনেকে টপ্পার সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করেন।

'তার সানাই' কি ধরনের বাদ্য-যন্ত্র?

এসরাজের মত বাদ্যযন্ত্র, তবে সুর নির্গমনের বিশেষ পদ্ধতি আছে।

সঙ্গীতে 'সপ্তক' শব্দটির তাৎপর্য কি?

সপ্তক বলা হয় সাতটি প্রাকৃত বা শুদ্ধ স্বরের সমষ্টিকে অর্থাৎ এক স্থানের মধ্যে সা থেকে নি, পর্যন্ত যে সাতটি শুদ্ধ স্বর আছে তারই সমষ্টি হল সপ্তক।

'দিলরুবা' কি ধরনের বাদ্যযন্ত্র?

এসরাজের বড় আকারকে দিলরুবা বলা হয়।

'চেতনা প্রবাহ' উপন্যাস কি?—চেতনা-প্রবাহ উপন্যাস এমন এক ধরনের রচনা যাতে চিত্রকলা এবং ভাবনা অসংঘ-বদ্ধভাবে সংলগ্ন। আখ্যানবস্তু ও যুক্তিগ্রাহী ক্রমবিকাশ এতে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রধান চরিত্রের সক্রিয় মনের পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনীর বিস্তার, তবে মূল চরিত্র তার চিন্তাচেতনার প্রবাহে বিভিন্ন ঘটনাকে স্থান কাল নিরপেক্ষ-ভাবে সংঘবদ্ধ করে। মনে হবে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা একই মানসিক আধারে প্রতিফলিত, প্রতিবিম্বিত।

'পর্ণগ্রাফি' কি?—যে শিল্প সাহিত্য যৌন-চেতনার প্রাধান্য ও যৌন-উত্তেজনার সঞ্চার ঘটানো হয়, তা-ই পর্ণগ্রাফি।

স্যাটায়ার কি?—কোনো বিষয়কেকিম্বা কোনো ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, সমালোচনা, রঙ্গব্যঙ্গ করা হয় তখন তাকে বলে স্যাটায়ার। এটি সাহিত্যের একটি বিশেষ ধর্ম।

মঙ্গল কাব্য কি?—বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এক ধরনের আখ্যামূলক দীর্ঘ কবিতা। দেব-দেবীদের মাহাত্ম থেকে নরদেহধারী দেবতাদের মর্ত্তলীলা মঙ্গল কাব্যের বিষয় বস্তু।

ধ্বনিবৃত্তি কি?—ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে 'ধ্বনি' সম্পর্কিত সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট ভাবনা।

যাত্রা কি?—বাংলা দেশের নাট্যচর্চার ও অভিনয়কলার একটি বিশেষ রীতি। দর্শক পরিবেষ্টিত হয়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রিগণ একটি বিশেষ অভিনয় করেন। থিয়েটারের মত রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্য পরিবেশনের কোনো ব্যবস্থা থাকে না।

অলংকার কি?—ভাষাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্যে এবং ভাষাকে সুললিত করার উদ্দেশ্যে যে রীতি অবলম্বন করা হয় তাকেই বলে অলংকার।

উচ্চাঙ্গ ও লঘু সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য কি?—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হলো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যা কঠিন নিয়মের বন্ধনে বাঁধা রাগ-রাগিনীর।

গানের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ থাকবেই। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শুদ্ধতার জন্যে নির্দিষ্ট বাঁধুনি আছে কিন্তু লঘু সঙ্গীতে নেই। লঘু সঙ্গীতে সব কিছুরই মিশ্রণ থাকে গানের বাণীকে পরিষ্কার করার জন্যে। এই লঘু সঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতা আছে, ব্যক্তিত্বের ছাপ এখানে পড়বেই।

ঠুংরী বা ঠুমরী কি ?—ছোটো খেয়াল গান থেকে তান ও অলংকারের কিছু অংশ বাদ দিয়ে এই গান রচিত হয়। ঠুমরী গানের কোনো ধারাবাহিক নিয়ম নেই ; এখানে শিল্পীর মনের ভাবনা ও কল্পনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ঠুমরি অতি জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক গান।

ঝুমুর কি ?—লোকসঙ্গীত। নৃত্য ও সঙ্গীতের সমন্বয়ই ঝুমুর। (সাঁওতাল সম্প্রদায়ের)

মুকুন্দদাস কি ধরনের গান গাইতেন ?—স্বদেশে-প্রেমের গান গাইতেন মুকুন্দদাস।

'অডিশ্যন কি'—গানের পরীক্ষা দেবার সময় কণ্ঠশিল্পী বা যন্ত্রশিল্পীর যে দক্ষতা বিচার-বিবেচনা করা হয় তাকে বলে অডিশ্যন।

কে

অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা কে ?—কাশীরাজের কন্যা। অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে ভীষ্ম তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্যে স্বয়ংবর সভা থেকে হরণ করে আনেন।

আব-বকর কে ?—মহম্মদের মৃত্যুর পর আবু-বকর প্রথম খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন।

অ্যাবসালম কে ?—ডেভিডের পুত্র। তিনি পিতৃদ্রোহী হন। (বাইবেল)

ইন্দ্র কে ?—ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা। যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন দেবতা হিসাবে তিনি বৈদিক দেবতাদের মধ্যে বিশিষ্ট। তবে পুরাণে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর—এই তিন শক্তির অধীনে ইন্দ্রের স্থান। অপর সকল দেবতার ওপর ইন্দ্র কর্তৃত্ব করেন বলে ইনি দেবরাজ নামে বিখ্যাত।

অশ্বিনীকুমার কে ?—স্বর্গের বৈদ্য হলেন অশ্বিনী ও রেবন্ত। এঁরা অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত এবং স্বর্গবৈদ্য হিসাবে খ্যাত।

প্লুটো কে ?—নৈসর্গিক বিপর্যয় ও ব্যাধি যেমন আনতেন, তেমনি রাষ্ট্র ও উপনিবেশ গড়ে তুলতেও পারতেন অ্যাপোলো। সঙ্গীত ও কবিতার দেবতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি। তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। যৌবনসুলভ পৌরুষ এবং সৌন্দর্যের দেবতা হিসাবেও তাঁর খাতি।

মৃত্যুলোকের দেবতা।

ভেনাস কে ?—রোমানদের কাছে ভেনাস হলেন সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী। গ্রীকরা এঁকে অভিহিত করতেন অ্যাফ্রোদিতে নামে।

অ্যাপোলো কে ?—অ্যাপোলো হলেন জিউসের পুত্র অ্যাপোলোর মায়ের নাম ল্যাটানো।

অনন্ত নাগ কে ?—নাগদের মধ্যে অনন্তই প্রধান। কশ্যপ মুনির পুত্র। কদ্রু তাঁর মাতা।

অভিমন্যু কে ?—অর্জুনের পুত্র। অভিমন্যুর মাতার নাম সুভদ্রা। সুভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যু চক্রব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারেন নি। জয়দ্রথ চক্রব্যূহের মুখ বন্ধ করে দেন ও দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথামা, দুর্যোধন ও শকুনি অন্যায় ভাবে অভিমন্যুকে বধ করেন।

মিনারভা কে ?—জ্ঞান, শিল্পকলা ও বাণিজ্যের দেবী হিসাবে রোমানরা মিনারভাকে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রীকদের কাছে এই দেবী এথ্‌নী নামে পরিচিত ছিলেন, তবে তিনি যুদ্ধের দেবী হিসাবেও পরিগণিত। পরবর্তী কালে এথ্‌নীকে মনে করা হোতো তিনি বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কারক।

কিউপিড কে ?—রোমানদের প্রেমের দেবতা। ছবিতে দেখা যায় তাঁকে ডানাধারী শিশু হিসাবে, কাঁধে ঝুলছে তীরধনুক।

অঙ্গদ কে ?—কিষ্কিন্ধার বানররাজ বালির পুত্র ছিলেন অঙ্গদ। অঙ্গদের মায়ের নাম তারা।

মারস কে ?—প্রাচীন রোমানদের যুদ্ধের দেবতা।

স্বাহার স্বামী কে ?—স্বাহা অগ্নিকে কামনা করেন। হবি প্রদান কালে ব্রাহ্মণরা স্বাহা বলবেন, তাতেই স্বাহা অগ্নির সঙ্গে বাস করতে পারবেন।

ইন্দ্রজিৎ কে ? কেন ইন্দ্রজিত নাম হলো ?—রাবণের

পুত্র। ইন্দ্রজিতের মায়ের নাম মন্দোদরী। ইন্দ্রজিৎ সমর-পটু, মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অতর্কিতে লক্ষ্মণের কাছে নিরস্ত্র অবস্থায় অন্যায় ভাবে নিহত হন। বিভীষণ লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে এনেছিলেন।

তিনি ইন্দ্রকে জয় করেছিলেন বলে তাঁকে ইন্দ্রজীৎ বলা হয়।

'অশ্বথামা হতঃ'...'ইতি গজঃ' ঃ কে কোন প্রসঙ্গে বলেছিলেন ?—কুরুপাণ্ডবের অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্যের পুত্র। কৃষ্ণের প্ররোচনায় এবং ভীমের সমর্থনে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রোণকে উচ্চে স্বরে বলেন, 'অশ্বথমা হতঃ' আর অস্ফুট স্বরে ধীরে ধীরে বলেন 'ইতি গজঃ'। যুদ্ধের কোলাহলে 'ইতি গজঃ' শব্দটি দ্রোণের কানে অশ্রুত থেকে যায়। পুত্রের মৃত্যু হয়েছে জেনে দ্রোণ অস্ত্র ত্যাগ করেন ও যোগস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন এবং দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়গাঘাতে দ্রোণের শিরশ্ছেদ করেন।

অ্যাটল্যাণ্টা কে ?—লোকগাথা অনুযায়ী অ্যাটল্যাণ্টার পিতার নাম ইয়াসাস এবং মায়ের নাম ক্লাইমেনি। তিনি কুমারী হিসাবেই থাকতেন। কিন্তু তাঁর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেক পাণি-প্রার্থী আসেন। তিনি ঘোষণা করেন, যে পাণিপ্রার্থী দৌড়-এ তাঁকে হারাতে পারবেন তাঁকেই তিনি বিবাহ করবেন। বিফল হলে সেই পাণিপ্রার্থীকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। অ্যাটল্যাণ্টার সঙ্গে দৌড়ে বিজয়ী হতে না পেরে অনেকেই মৃত্যু বরণ করেন। শেষ পর্যন্ত মিল্যানিয়ন বিজয়ী হন। কেননা অ্যাফ্রোদিতে মিল্যানিয়নকে তিনটি চোখ ধাঁধানো সোনার আপেল দিয়েছিলেন। দৌড়বার সময় মিল্যানিয়ন একটা একটা করে সোনার আপেল ফেলে যান, আর অ্যাটাল্যাণ্টা তার আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে দৌড়ে যান। ফলে মিল্যানিয়ন জয়ী হন (অন্য মতে বিজয়ী পাণিপ্রার্থীর নাম হলো হিপ্পোমেনেস)।

সিড্ কে ?—স্পেনের জাতীয় জনপ্রিয় নায়ক। নায়কের জীবন নিয়ে যে গাথাকাব্য তাতে ইতিহাস ও পুরাণ এমনভাবে মিশে গিয়েছে যা আলাদা করা দুঃসাধ্য।

'চারুলতা' ছায়াছবিটি কে পরিচালনা করেন ? মূল গল্পটির নাম কি? লেখক কে ?—সত্যজিৎ রায়। 'নষ্টনীড়'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'ম্যাডোনা এণ্ড চাইল্ড' এবং ম্যাডোনা অব দি চেয়ার' দুটি অবিস্মরণীয় চিত্র কে এঁকে ছিলেন ? 'ম্যাডোনার' অর্থ কি ? ম্যাডোনাকে নিয়ে ইউরোপের চিত্রশিল্পীরা অনেক ছবি এঁকেছেন। 'ম্যাডোনা এণ্ড চাইল্ড' বিষয়টি নিয়ে ছবি এঁকেছেন স্যানড্রো বত্তিচেলি, র‍্যাফেল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, তাইতান এবং মুরিল্লো। তবে ম্যাডোনা অব দি চেয়ার' ছবিটি র‍্যাফেলের বিখ্যাত চিত্র হিসাবে বিখ্যাত। ম্যাডোনো বলতে ভার্জিন মেরীকে বোঝায়।

'রাসোমন' ছায়াছবিটির পরিচালক কে ?—জাপানী পরিচালক আকিরা কুরোশওয়া।

'হেপাস্টাস' কে ?—গ্রীকদের অগ্নিদেবতা। রোমানরা বলতেন ভালকান।

'মুক্তি' ছায়াছবির পরিচালক কে ?—প্রমথেশ বড়ুয়া ১৯০৩।

হোরেস কে ?—হোরেস (৬৫-৮ খৃঃ পূঃ) রোমের একজন বিখ্যাত কবি।

'সুবর্ণরেখা' ছাযাছবিটি কে পরিচালনা করেন ?—ঋত্বিক ঘটক।

অ্যাকিলিস কে ?—ট্রয়ের যুদ্ধে অন্যতম গ্রীক বীর। অ্যাকিলিসের গোড়ালি ছাড়া তাঁর সমস্ত দেহটি দুর্ভেদ্য।

মহাভারতের সঞ্জয় কে ?—সূতবংশীয় গবল্গনের পুত্র। ধৃতরাষ্ট্রের সারথি ছিলেন, পরে অন্যতম মন্ত্রী হন। ব্যাসদেবের কাছ থেকে দিব্যচক্ষু লাভ করে অদৃষ্টদর্শী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রত্যেক ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখতে পান এবং অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ঘটনাগুলি শ্রবণ করান।

'দি স্ট্রেঞ্জার' ছায়াছবির পরিচালক কে ? কাহিনীটি কার ? ইতালীর অন্যতম পরিচালক লুসিনো ভিসকণ্টি। কামুর লেখা উপন্যাস "দি স্ট্রেঞ্জার"।

ভাঁড়ু দত্ত কে ?—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি ভিলেন চরিত্র।

ইহুদি মেনুহিন কে ?—বিখ্যাত বেহালা বাদক। মাত্র সাত বছর বয়সে বেহালা বাজিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হন।

নিধুবাবু কে ?—নিধুবাবুর আসল নাম রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)। ১৭৭৬ সালে কোম্পানীর অধীনে কাজ নিয়ে চিরণছাপরায় যান এবং সেখানে এক মুসলমান গায়কের কাছে হিন্দুস্থানী টপ্পা শিখে আসেন। ১৭৯৪ সালে কলকাতায় ফিরে বাংলা টপ্পা গান রচনা করেন ও

সঙ্গীত শিক্ষাদানে মনোযোগী হয়ে ১৮০৪ সালে একটি সঙ্গীত সমাজ স্থাপন করেন। বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক হিসাবেই তিনি বিখ্যাত। তাঁর রচিত টপ্পাকেই আধুনিক বাংলা কাব্যের আত্মকেন্দ্রিক লৌকিক সুর প্রথম ধ্বনিত হয়।

গজল গানে কে খ্যাতি অর্জন করেছেন?—আমীর খুসরো ও মির্জা গালিব।

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'—গানটি কে রচনা করেন? কার উদ্দেশ্যে এই গানটি রচিত হয়েছিল?—অজ্ঞাতনামা কোনো চারণ কবি।

শহীদ ক্ষুদিরামের উদ্দেশ্যে গানটি রচিত।

ফেডেরিকো ফেলিনি কে?—ইতালীর অন্যতম চিত্র-নির্মাতা।

রুডিন কে?—ফরাসী দেশের বিখ্যাত ভাস্কর।

পসিডন কে?—গ্রীকদের সমুদ্র দেবতা, রোমানরা যাকে বলতেন নেপচুন।

ওভিদ কে?—প্রাচীন রোমের অন্যতম বিখ্যাত কবি হলেন ওভিড খৃঃ পূঃ ৪৩-১৭।

প্যানডোরা কে?—হেপাসটাস্ প্যানডোরাকে সৃষ্টি করেন। স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে আনার জন্য মর্ত্ত্য-বাসীকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে প্যানডোরার সৃষ্টি। জিউস তাঁকে একটি বাক্স দিয়ে বলে ছিলেন যে ঐ বাক্সটিতে তার বিবাহের উপহার আছে; তবে তিনি তাকে এই বাক্সটি খুলতে বারণ করে দেন। প্যানডোরা সেই নির্দেশ মানে নি, ফলে বাক্সর মধ্যে যা-কিছু খারাপ ছিল তা বেরিয়ে পড়ে মানুষ ও শাস্তি পায়। প্যানডোরার অর্থ হলোঃ সবই উপহার।

ম্যালার্মে কে?—স্টিফেন ম্যালার্মে (১৮৪২-৯৮) ফরাসীদের কবি।

'একদা' উপন্যাসটি কে রচনা করেন?—গোপাল হালদার।

লি পো কে?—চীনের বিখ্যাত গীতিকবি (৭০১—৬২)

আকারমাত্রিক স্বরলিপি কে প্রবর্ত্তন করেন?—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্ত" লেখক কে? কোন রচনা থেকে এটি নেওয়া হয়েছে?—কালিদাস। মেঘদূত।

'সাজাহান' নাটকটি কে রচনা করেন?—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

অ্যাডগার অ্যালেন পো কে?—অ্যালান এডগার পো (১৮০৯-৪৯) সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত। তাঁর গল্প-গুলিতে একটা গা-ছম্‌ছমে ভাব রয়েছে।

ওয়াল্টার ডি. লা. মেয়ার কে?—ইংরেজী সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি ও ঔপন্যাসিক।

আগস্ট ট্রিডবার্গ কে?—আগস্ট ট্রিডবার্গ (১৮৪৯-১৯) সুইডেনের অন্যতম বিখ্যাত নাট্যকার। তাঁর রচনা অনেকটা সংকেতধর্মী।

মার্সেল প্রস্ত কে?—মার্সেল প্রস্ত (১৮৭১-১৯২২) ফরাসী দেশের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

'পূর্বক্ষণ' উপন্যাসটি কে রচনা করেছেন?—ইভান তুর্গেনিভ।

অ্যাটলাস কে?—অ্যাটলাস হলেন একজন টাইটান। স্বর্গকে মাথা ও হাত দিয়ে কোনোরকমে ধরে ছিলেন এই অ্যাটলাস। শাস্তি স্বরূপ অ্যাটলাসকে এই দুর্ভোগ করতে হয়।

অ্যাথনী কে—গ্রীকদের বিদ্যা, বাণিজ্য ও যুদ্ধের দেবীকে বলা হয় অ্যাথনী। রোমানরা এই দেবীকে বলতেন মিনারভা।

উতঙ্ক কে?—মহর্ষি অয়োদধৌম্যের একজন শিষ্য। গুরুভক্তির জন্য উতঙ্কের খ্যাতি ছিল।

কণ্ব কে? কণ্ব কার পালক-পিতাছিলেন?—কণ্ব ছিলেন আশ্রমবাসী ঋষি। কণ্ব শকুন্তলাকে নিজের কন্যার মত লালন-পালন করেন।

অ্যানটিয়াস কে? পোসিডনের পুত্র। মায়ের নাম জী (পৃথিবী) দৈত্য হিসাবে পরিচিত। মল্লযোদ্ধা হিসাবে খ্যাতি। হারকিউলেসের মত বীর প্রথমে অ্যানটিয়াসকে পরাজিত করতে পারেন নি। কেননা অ্যানটিয়াস মাটি (মা) স্পর্শ করলেই প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠতেন। হারকিউলিস তাকে শূন্যে তুলে বাহু দিয়ে চেপে মেরে ফেলেন।

চাইল্ড রোনাল্ড কে?—প্রাচীন স্কটল্যাণ্ডের গাথা-কাব্য অনুযায়ী চাইল্ড রোনাল্ড হলেন রাজা আর্থারের একজন পুত্র।

ব্যালথাজার কে?—ব্যালথাজার কথাটির অর্থ হলো 'বিত্তশালী তিনজন 'মাজি' বা প্রাচ্যে'র জ্ঞানী ব্যক্তিদের

একজন।

সারবেরাস কে ?—মৃত্যুলোকের দেবতা প্লুটোর কুকুরের নাম সারবেরাস। হেসোয়েড এর বিবরণ অনুযায়ী সারবেরাসের মুণ্ড হলো ৫০টি, অন্য বিবরণ অনুযায়ী তিনটি মুণ্ড।

কল্মাষপাদ কে ? তাঁর কল্মাষপাদ হলো কেন ?—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। সুদাস রাজার পুত্র বলে তাঁর নাম সৌদাস। বশিষ্ঠ সৌদাসের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু রাজগৃহের পাচক নরমাংস দিয়েছিলেন বশিষ্ঠকে ভক্ষণ করবার জন্য। বশিষ্ঠ তা দিব্যজ্ঞানে বুঝতে পেরেছিলেন। বশিষ্ঠ রাজাকে অভিশাপ দেন যে, তিনি রাক্ষসে পরিণত হবেন। বিনা দোষে বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিলে রাজা সৌদাসও মুনিকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। কিন্তু রাণী দময়ন্তী রাজাকে নিরস্ত করেন। এই অবস্থায় মন্ত্রপূত জল নিজের পায়ের ওপর নিক্ষেপ করেন, তাতে তাঁর পদদ্বয় কল্মাষ বা মলিনবর্ণ হয়ে যায়। সেই থেকে তার নাম হয় কল্মাষপাদ।

আইও কে ?—ইনরাকাসের কন্যা। ইনাকাস ছিলেন অর্গসের রাজা। জিউস আইওকে ভালোবাসেন, কিন্তু হেরার (জিউসের স্ত্রী) ঈর্ষা থেকে রক্ষা করার জন্য আইওকে গো-শাবকে রূপান্তরিত করেন। তাতেও অবশ্য 'আইও' হেরার অত্যাচার থেকে মুক্তি পান নি।

কচ কে ? তিনি কার কাছে কোন বিদ্যা অর্জন করার জন্যে এসেছিলেন ?—দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ। কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা আহরণ করার জন্য দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে গিয়েছিলেন। শুক্রাচার্যের কাছে বহু তপস্যা করে কচ এই বিদ্যা আহরণ করেছিলেন। তবে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীই ছিলেন কচের অন্যতম সহায়। বিদ্যা সমাপন করার পর শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী চেয়েছিলেন কচকে বিবাহ করতে। কিন্তু কচ তা পারেন নি। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী কচ জানিয়েছিলেন দেবযানী তাঁর ভগিনী। ক্রোধান্বিতা দেবযানী কচকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, কচ এই সঞ্জীবনী বিদ্যা অপরকে শিক্ষা দিলেও নিজে প্রয়োগ করতে পারবেন না, কচও অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, কোনো ব্রাহ্মণ দেবযানীকে বিবাহ করবেন না। রবীন্দ্রনাথ 'কচ ও দেবযানীর, কাহিনীকে অন্যভাবে ব্যবহার করে অনবদ্য কাব্যনাট্য সৃষ্টি করেছিলেন।

আব্রাহাম কে ?—আব্রাহাম ছিলেন হিব্রুদের কুলপতি।

আইসিস কে ?—ইজিপ্টের দেবী। ওসিরিসের স্ত্রী।

বৃহন্নলা কে ?—অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন ক্লীবরূপে এই নাম গ্রহণ করেন বিরাটনগরের রাজকন্যা উত্তরা ও অন্যান্য কুমারীর নৃত্যগীতাদির জন্য তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন।

ওরিয়ন কে ?—বোয়েথিয়ার একজন দৈত্য ও শিকারী। বিভিন্ন উপকথায় তাঁর স্থান।

দাশরথি কে ?—দশরথের পুত্র রামচন্দ্র।

হার্কিউলেস কে ?—হারকিউলেস অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রীক বীর। তাঁর অমর কীর্ত্তিঃ (১) দুর্ধর্ষ সিংহ নেমেয়াকে হত্যা করেনওতাঁর চামড়া পরিধান করেন, (২) বহু সংখ্যক মস্তক বিশিষ্ট একটি হাইড্রাকে হত্যা করেন, (৩) দুরন্ত গতিসম্পন্ন এক বল্গা হরিণ ধরেন (৪) বন্য শুয়োর ধরেন ও তাকে হত্যা করেন (৫) অজিয়াসের আস্তাবল পরিষ্কার করেন (৬) মাংসাশী পাখীদের মেরে ফেলেন (৭) ক্রীটের বন্য ষাঁড় ধরেন, (৮) ডাইমিডিসের মাদী ঘোড়া ধরেন, (যারা নরমাংস ভোজন করত) (৯) অ্যামাজোনের রানীর বেঘলা নিয়ে আসেন (১০) ঘেরিয়ন কে (ভয়ঙ্কর জীব) হত্যা করেন, (১১) হেরপোরিডেসের বাগান থেকে আপেল নিয়ে আসেন, (১২) নরক থেকে সারবেরাসকে (কুকুর নিয়ে আসেন)। এছাড়া বহু উল্লেখযোগ্য কীর্তির সঙ্গে বীর হারাকিউলেস কীর্তিত হয়ে আছেন।

হোয়াইট লেডি কে ?—জার্মান লোকগাথা ও অন্যান্য উপকথাতে হোয়াইট লেডির চরিত্রটি দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় টিউটনিক পুরাণের দেবী হোল্ডা বা বার্থা এই চরিত্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

জামসিড কে ?—পারস্যের কিংবদন্তীরাজা। ফির্দৌসির সাহানামাতে এই চরিত্রটি এসেছে। মনে করা হয় ভেষজ, বিদ্যা, বয়ন শিল্প, লোহ-নির্মিত যন্ত্র-পাতি, নৌবহর, ইত্যাদির আবিষ্কার কর্তা। ওমর খৈয়ামের রুবায়েৎ-এ তাঁর নাম প্রসঙ্গ ক্রমে এসেছে।

গুহক কে ? তিনি কাদের উপযুক্ত সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন ?—বলশালী নিষাদরাজ। অযোধ্যা ত্যাগ করে বন গমনকালে রাম, লক্ষণ ও সীতা এঁর রাজ্যে উপস্থিত হলে গুহক যথোচিতভাবে তাঁদের অতিথিসেবা করেন।

জিউস কে ?—গ্রীক দেবতাদের মধ্যে অন্যতম। স্বর্গের দেবতাদের রাজা। তাঁকে রোমানরা বলত জুপিটার। বহু

পৌরাণিক উপাখ্যান তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত।

গন্ধর্ব কে?—স্বর্গীয় গায়ক। এদের বাসস্থান গুহ্যক-লোকে ও বিদ্যাধরলোকের মধ্যে। এঁরা অতিশয় রূপবান, স্বর্গলোকে এঁদের চেয়ে সুন্দর আর কেউ নেই। বৈদিক যুগে গন্ধর্বরা ছিলেন স্বর্গের উচ্চ শ্রেণীর উপ-দেবতা, তবে পরে নিম্নশ্রেণীর দেবতায় পরিণত হন।

গ্রীকপুরাণে শিকারী ও পশুপালকদের দেবতা কে?—অ্যাপোলো।

হাইপেরিয়ান কে?—আলোরদেবতা যিনি। অন্ধকারকে খণ্ডন করেন।

যমরাজের কর্মচারী কে?—চিত্রগুপ্ত।

গ্রীকদের প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী কে?—অ্যাফ্রাদিতে।

ইজিপ্টর-এর পুরাণে হোরাস কে?—ইড-উল জুহা (বকরিদ)

ট্যানটেলাস কে? কি ধরনের শাস্তি তিনি পেয়েছিলেন?—গ্রীক পুরাণ মতে পেলপস এবং নীরোর পিতা। নরকে তাকে এমনভাবে শৃংখলাবদ্ধ করা হয় যাতে তৃষ্ণার্ত ট্যান্টেলাস জলপান করতে গেলে জল দূরে সরে যেতো; তৃষ্ণার্ত ট্যাণ্টলাস এইভাবে শাস্তি পায়।

ফিলে মেলা কে?—এথেন্সের রাজা প্যাণ্ডিয়নের কন্যা। ফিলো মেলা পরবর্তীকালে পক্ষীতে রূপান্তরিত হয়।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আয়োজন কে করেন এবং কি জন্যে করেন?—ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ। এই যজ্ঞ সমাপ্ত করতে পারলে তিনি অজেয় হতে পারতেন। কিন্তু যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদকে অন্যায়ভাবে লক্ষ্মণ হত্যা করেন।

সুমন্ত্র কে?—মহারাজ দশরথের আটজন অমাত্যদের মধ্যে ইনি একজন। ইনি ছিলেন রাজার অর্থসচিব।

শাম্ব কে?—ওর মায়ের নাম কি?—কৃষ্ণের পুত্র। শাম্বের মায়েরনাম জাম্ববতী

হীবী কে?—জিউস ও হেরার কন্যা। যৌবনের দেবী। স্বর্গের দেবদেবীদের পানপাত্র পূর্ণ করত হীবী।

সত্যবতী কে?—ব্যাস জননী সত্যবতী রাজা শান্তনুর স্ত্রী।

সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে নির্ধন করার প্রতিজ্ঞা করেন কে?—পরশুরাম।

অকালে দুর্গাপূজা করেন কে?—রামচন্দ্র। রাবণ বধের আগে শরৎকালে তিনি এই পূজা করেন। রাবণ চৈত্র মাসে অর্থাৎ উত্তরায়ণে এই পূজা করিতেন। মাঘ হইতে আষাঢ় এই ছয় মাস উত্তরায়ণ। এই সময় দেবদেবীগণ জাগ্রত থাকেন।

দেবতা ও অসুরদের মাতাপিতা কে?—উভয়ের পিতা মহর্ষি কশ্যপ কিন্তু দক্ষ প্রজাপতির দুই কন্যা অদিতি ও দিতি কশ্যপের স্ত্রী। অদিতির সন্তান দেবতাগণ ও দিতির সন্তান অসুরগণ।

ধর্মরাজের কেরাণী কে?—চিত্রগুপ্ত।

রেসিন কে?—জাঁ রেসিন (১৬৩৯-৯৯) ফরাসী দেশের অন্যতম নাট্যকার। ট্রাজেডি রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

'দি গ্রেপস অব র‍্যাফ' উপন্যাসটি কে রচনা করেন?—জন স্টেইনবেক।

ওকাকুর কে?—জাপানের চিত্রশিল্পী।

জ্যাঁ লুক গদার কে?—জ্যাঁ লুক গদার ফ্রান্সের চিত্র পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম।

'বাই সাইকল থিফ' ছায়াছবিটি কে পরিচালনা করেন?—ভিত্তোরিও ডি. সিকা।

জর্জি আমোদা কে?—ব্রাজিলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, ও কবি।

'ওপন সিটি রোম' ছায়াছবিটি কে পরিচালনা করেন?—রবার্টো রোসিলিনি।

ভীষ্ম দেব কে?—বাংলা গানে রাগ-সঙ্গীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিখ্যাত কণ্ঠ শিল্পী।

পল ভ্যালেরীর কে?—ফরাসী কবি। তাঁর কবিতার মধ্যে গীতি ধর্মিতা ও সাংকেতিকার এক আশ্চর্য দীপ্তি আছে।

আগাথা ক্রিষ্টি কে?—ডিটেকটিভ উপন্যাস রচয়িতা।

ইয়েটস কে?—উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯ বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্বে ইয়েটস ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি।

চার্লস ল্যাম্ব কে?—ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত প্রাবন্ধিক। ইংরেজী ভাষা তাঁর হাতে নতুন বিন্যাস পেয়েছে।

কাফকা কে?—জার্মান ঔপন্যাসিক।

ফ্রান্সিস বেকন কে?—দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও প্রাবন্ধিক হিসাবে বেকন ইংরেজী সাহিত্য নতুন জীবনের দিশারী।

অশ্বঘোষ কে?—'বুদ্ধচরিত্রের লেখক।

দীনেশচন্দ্র সেন কে?—বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি যাতে হয় তার জন্য দীনেশচন্দ্র সেনই সর্বপ্রথম বিজ্ঞান সম্মত

পদ্ধতিতে বাংলা সাহিত্যের গবেষণা করেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য তার অমর কীর্তি। তাঁরই প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গের লোকগীতি সংগ্রহ করা হয়। 'মৈমনসিংহ' গীতিকা ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত। কৃতি শিক্ষক ও সুলেখক হিসাবে তাঁর খ্যাতি।

'টেনিদা' 'ঘনাদা' ও 'ফেলুদাকে নিয়ে কারা উপভোগ গল্পের জাল বুনেছেন?—টেনিদা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঘনদা—প্রেমেন্দ্র মিত্র; ফেলুদা—সত্যজিৎ রায়।

কানা কেষ্ট' কে? তাঁর পুরো নাম কি? তিনি কি জন্যে বিখ্যাত?—সঙ্গীত শিল্পী। কৃষ্ণচন্দ্র দে বাংলার সঙ্গীত জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।—বিশেষ করে কীর্তন গানে তাঁর বিশেষ খ্যাতি।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কে?—

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) শিশু-সাহিত্যকে নতুন ভাবনায় সমৃদ্ধ করেছেন। উপেন্দ্রকিশোর চিত্রশিল্পী হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে আনন্দ রসিক শিশুসাহিত্যিক হিসাবেই তিনি স্মরণীয়।

ষ্টিফেন লিক্‌ক্ কে?—ইংরেজী সাহিত্যে লিকক বিশিষ্ট হয়ে আছেন রচনার প্রসার গুণে।

ইকবাল কে?—উর্দু সাহিত্যের কবি।

'ফিডিয়াস কে?—প্রাচীন গ্রীসের একজন বিখ্যাত ভাস্কর।

হ্যাভেল কে?—চিত্রশিল্পী।

হেমচন্দ্র বড়ুয়া কে?—অসমীয়া সাহিত্যিক।

'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সম্পাদনা করেন?—দীনেশচন্দ্র সেন।

উইলিয়াম হোগার্থ কে?—ইংরেজ চিত্রশিল্পী।

কুমারস্বামী কে?—বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।

ডি, ভি, পালুসকর কে?—শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে স্বনামধন্য শিল্পী।

আয়ে না বালম, ক্যা করু সজনী' গানটি গেয়ে, গানটির অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনাকে কে উদঘাটিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন?—ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ।

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকখানি কে রচনা করেন?—রামনারায়ণ তর্করত্ন।

আমীর খসরু কে?—

আমীর খসরু (১২৫৩-৫৪-১৩২৪ খৃঃ) ছিলেন, বিদ্বান বুদ্ধিমান ও অসাধারণ চতুর। বিভিন্ন ভাষা জানতেন এবং সুকণ্ঠের অধিকারী। সংগিতের ইতিহাসে তিনি স্বহামধন্য পুরুষ। আলাউদ্দীন খিলজী ও গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের কাছে শিল্পী হিসাবে সমাদর পেয়েছেন।

বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্কর কে?—বিষ্ণুদিগম্বর পুলস্কর (১৮৭২-১৯৩১) সঙ্গীত সাধক হিসাবে পরিচিত। তিনি একটি নতুন পদ্ধতির স্বরলিপি রচনা করেন।

বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে কে?—বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের (১৮৬০-১৯৩৬) পরিচয় সঙ্গীত সাধক হিসাবে। প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রকে আধুনিক ধারায় রূপান্তরিত করেন এবং নতুন স্বরলিপির প্রবর্ত্তন করেন।

পথের পাঁচালী' কে লিখেছেন? এই উপন্যাসের নায়ক অন্য কোন উপন্যাসে এসেছে?—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরাজিত।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে কে ছিলেন বিখ্যাত গায়ক?—তানসেন।

'ভিনি, ভিডি, ভিসি'—কথাগুলো কে বলেছিলেন?—জুলিয়াস সীজার—অ্যামানিটাসকে পত্র (৪৭ খ্রীঃ পূঃ)। অর্থঃ আমি এসেছিলাম, আমি দেখেছিলাম, আমি জয় করেছিলাম।

'মোনালিসা' ছবিটি কে এঁকেছিলেন?—লিওনার্ডো দা-ভিঞ্চি (ইটালী)।

'দি রাইম অব দি অ্যানসিয়েণ্ট মেরিনার' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটির রচয়িতা কে?—স্যামুয়েল টাইলার কোলেরিজ (১৭৭২—১৮৩৪)।

"ঊর্ধে গগনে বাজে মাদল" গানটি কে রচনা করেন ও কে সুরারোপ করেন?—কবি-সঙ্গীতকার কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬)।

'উত্তররাম চরিত' কে রচনা করেছেন?—ভবভূতি। (সংস্কৃত)।

কে কোথায় বলেছেনঃ "বেটার টু রেইন ইন হেল দ্যান সার্ভ ইন হেভেন'?—জন মিল্টনের রচিত 'প্যারাডাইস লস্টে'র শয়তানের উক্তি।

অর্জুনের অন্যতম পরামর্শদাতা কে ছিলেন?—শ্রীকৃষ্ণ।

'এ থিং অব বিউটি ইজ এ জয় ফর এভার' কে বলেছেন?—জন কীট্‌স (১৭৯৫—১৮২১)। এনডিমিয়ন কবিতার অন্তর্গত।

স্যার লরেন্স ওলিভার কে?—বৃটেনের একজন বিখ্যাত নট। বিশেষ করে উইলিয়াম সেক্সপীয়রের নাটকে অসামান্য অভিনয় চাতুর্য দেখিয়েছেন। নাটক ও চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট পরিচালক।

অ্যানী হ্থ্ওয়ে কে?—উইলিয়াম সেক্সপীয়রের স্ত্রী। বলা হয় অ্যানী সেক্সপীয়রের থেকে প্রায় ৮ বছরে বড়।

পিকাসো কে?—পাবলো পিকাসো (জন্ম ১৮৮১) ফরাসী দেশের চিত্রশিল্পী। তিনি নতুন প্রকরণ এনেছেন। পরিচয় সূত্রে স্পেন দেশীয়।

চসার কে?—জিওফ্রে চসার (১৩৪০-১৪০০) ইংলণ্ডের কবি। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে চসারের কাব্যগ্রন্থগুলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

মুন্সী প্রেমচাঁদ কে?—হিন্দী সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদ।

ওয়াল্ট হুইটম্যান কে?—আমেরিকার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান (১৮১৯-৯২)। তাঁর 'লিভ্স অব গ্রাস' একটি কবিতা সংকলন।

চণ্ডীগড়ের নক্সা কে করেছিলেন?—লে করবুসিরের। অর্থ হলো 'দাঁড়কাক'। আসল নাম চার্লস এডুঅর্ড জিনেরেট্ (১৮৮৭-১৯৬৫)। [Charles Edouard Jeauerret]

আবুল ফজল কে?—আকবরের রাজসভার একজন বিদ্বান, কবি ও পরামর্শদাতা হিসাবে আবুল ফজলের নাম বিখ্যাত। 'আকবর নামা'—যার মধ্যে আইন্-ই-আকবরি তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে।

ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে বিজয়ীকে যে পুরষ্কার দেওয়া হয় তার নাম কি?—'সোনার ময়ূর' (গোল্ডেন পীকক্)।

'দি লাস্ট সাপার' ছবিটি কে এঁকেছেন?—লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) ইটালীর চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, সঙ্গীতকার, ইঞ্জিনীয়ার এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে দা ভিঞ্চি স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁর চিত্রিত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হলো: দি লাস্ট সাপার, মোনা লিসা, সেণ্ট অ্যানী, মেরী অ্যাণ্ড দি চাইল্ড, সেণ্ট জন দি ব্যাপিস্ট।

'দি অ্যাঙ্গেলাস' ছবিটি কে এঁকেছিলেন?—জাঁ ফ্রানকইস মিলে (১৮১৪-৭৫) ফরাসী চিত্র-শিল্পী।

ক্রিস্টোফার রেণ কে?—একজন স্থপতি বিদ্যাবিৎ। লণ্ডনে ভয়াবহ আগুন লাগার পর তিনি সেণ্ট পল ক্যাথিড্রাল ও অন্যান্য প্রায় ৫০টির মত চার্চ নির্মাণ করে দেন।

'ফায়ার বার্ড' সঙ্গীত কে রচনা করেন?—ইগর স্ট্রাভিনস্কি (রাশিয়ান)। ১৯৪৫ সালে আমেরিকার নাগরিক হন।

কে লিখেছিলেন: 'টু আর ইজ হিউম্যান, টু ফরগিভ ডিফাইন'?—আলেকজাণ্ডার পোপ।

'মুনলাইট সোনাটা কে রচনা করেন?—বিঠোভেন (জার্মনী)

'মাউথ অরগ্যান' কে আবিষ্কার করেন?—বুস্যচম্যান (জার্মানী)। সাল ১৮২১।

যদুভট্ট কে?—পুরো নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৮৮৩) সঙ্গীতশিল্পী পিতার কাছে তালিম নিয়েছেন তাঁর গানে যেমন ছিল বৈচিত্র্য, তেমন ছিল সৌন্দর্য। পশ্চিমী চালে ধ্রুপদ যেমন গাইতেন, তেমনি গাইতেন স্বরচিত বাংলা ধ্রুপদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে মার্গ সঙ্গীত শিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তার সঙ্গীত শিষ্য। তিনিই 'বন্দেমাতরম' গানের প্রথম সুর-সংযোজক।

ইউলিসিস কে?—কোন লেখক ইউলিসিসের নামে উপন্যাস রচনা করেছিলেন?—ইউলিসের গ্রীক নাম ওডেসাস। গ্রীকবীর হিসাবে তাঁর নাম ও খ্যাতি। হোমার তাঁর মহাকাব্য 'ওডেসি' লিখেছেন এই গ্রীক বীরকে নিয়ে। জেমস্ জয়েস।

পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?—ফির্দৌসী।

স্তালিনাভস্কি কে?—তিনি কি জন্যে খ্যাতি অর্জন করেন?—রুশ দেশের বিখ্যাত নট ও পরিচালক। অভিনয় শিল্পের ওপর স্তালিনাভাস্কির গবেষণামূলক আলোচনা আছে এবং নাট্য পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা তাঁর খ্যাতির অন্যতম কারণ।

বেদ কয়খানি?—বেদগুলিকে ভাগ করেন কে?—চারখানি। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ভাগ করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তাঁহার নাম 'ব্যাস', বেদ বিভাগের কর্তা বলিয়া তাঁহাকে বলা হয় 'বেদব্যাস'।

কার

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আর দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;"—কবিতাটি কার রচনা ?—জীবনানন্দ দাশ।

'থ্যাঙ্ক ইউ জীভস্' কার রচনা ?—পি. জি. উডহাউস।

'পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ' কার লেখা ?—অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত।

'সী ফিভার' কবিতাটি কার রচনা ?—জন মেসফিল্ড।

'ফায়ারস আন্ডারগ্রাউন্ড' কার রচনা ?—হাইনৎস লাইপমান্।

'ম্যারেজ হাজ মেনি পেইনস, বাট সেলিবেসি হ্যাজ নো প্লেজার' : কার উক্তি ? ডঃ—স্যামুয়েল জনসন।

'অর্ডিয়াল' উপন্যাসটি কার লেখা ?—আলেক্সি টলস্টয়।

'হারভেস্ট' উপন্যাসটি কার রচনা ?—গ্যালিনা নিকোল্যাভা।

'ঝড়' উপন্যাসটি কার লেখা ?—ইলিয়া এরেনবুর্গ।

'ভ্যানিটি' দেয়ার' কার রচনা ?—থ্যাকারে।

হিউম্যান বন্ডেজ' কার লেখা ?—সমরসেট মম।

'রাগ তরঙ্গিনী' কার লেখা ?—লোচন পণ্ডিত।

'ডান জুয়ান' কার রচনা ?—বায়রণ।

'কিরাতার্জ্জুনীয়' কার রচনা ?—ভারবী।

'হলো মেন' কার রচনা ?—টি. এস. এলিয়ট।

'এভরি ম্যান ওভার ফর্টি ইজ-এ স্কাউনড্রেল'—উক্তিটি কার ?—জর্জ বানার্ড শ।

'সেপ-অব থিংস টু কাম' কার রচনা ?—এইচ. জি. ওয়েলস্।

কথাসরিৎ সাগর কার রচনা ?—সোমদেব ভট্ট।

'শিবঠাকুরের দেশে' কার রচনা ?—কবি সুকুমার রায়।

'সী স্টপস্ টু কনকার' কার রচনা ?—গোল্ডস্মিথ।

পদ্মাবত্ কার রচনা ?—মালিক মুহম্মদ জায়সী।

'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থটি কার ;—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

'দি ফায়ার নেক্সট্ টাইম' বইখানি কার রচনা ?—জেমস্ বল্ডুইন।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটি কার রচনা ?—আশাপূর্ণা দেবী।

'ওয়েটিং ফর দোদো" বইটি কার রচনা ?—টমাস বেকেট।

'বেনহুর' বইটি কার রচনা ?—লুই ওয়াল্যাস।

'অ্যানিম্যাল ফার্ম" বইটি কার রচনা ?—জর্জ অরওয়েল।

'গীতা কার রচনা ?—গীতা মহাভারতের অংশ, সুতরাং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচনা।

কার অস্থি দিয়া ইন্দ্রের বজ্র তৈয়ারী হইয়াছিল ?—বৃত্রাসুরকে মারিবার জন্য দধীচি মুনির অস্থি দিয়া

অমর কারা ?—হনুমান, বলি, ব্যাস, অশ্বত্থামা, বিভীষণ, কৃপাকার্য ও পরশুরাম।

জরাসন্ধ কার নাম ? কেন এই নাম হইয়াছিল ?—মগধের রাজা ছিলেন 'বৃহদ্রথ' তাঁহার দুই পত্নী একই শিশুর দেহে অর্ধাংশ প্রসব করেন। অংশ দুটি বনের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। 'জরা'-নামে এক রাক্ষসী অংশ দুটি জোড়া দিয়া শিশুকে বাঁচায়। তাই শিশুর নাম হয় 'জরাসন্ধ'

মহাভারতে কত শ্লোক আছে ?—এক লক্ষ।

রামায়ণে কয়টি অধ্যায় এবং কতগুলি শ্লোক আছে ?—অধ্যায় পাঁচ শ এবং শ্লোকসংখ্যা চব্বিশ হাজার।

'মবিডিক' উপন্যাসটি কার রচনা ?—মবিডিক বা দি হোয়াইট হোয়েল উপন্যাসটি মেলভিল-এর রচনা।

'দি রেপ অব দি লক' কাব্যগ্রন্থখানি কার রচনা ?—আলেকজাণ্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪)

'ভারতপ্রেম কথা' বইখানি কার রচনা ?—সন্তোষ ঘোষ। ভারতীয় মহাকাব্যে ও পুরাণে যে-সব প্রেমকাহিনী আছে সেই আখ্যানবস্তুকে নিয়ে সন্তোষ ঘোষ যেন এক নূতন কাহিনী রচনা করেছেন। তৎসম শব্দের ব্যবহারে বিষয়-বস্তুর গভীরতা বেড়েছে, প্রেমের কাহিনীগুলি নিটোল মুক্তোর মত ঝলমল হয়েছে।

'ব্যাপিকা বিদায়' নাটকটি কার রচনা ?—অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)

'প্রাউড এণ্ড প্রেজুডিস' উপন্যাসটি কার রচনা ?—জেন অস্টেন (১৭৭৫-১৮১৭)

'ডাঃ জিভাগো' কার রচনা ?—বরিস পাস্তারন্যাক।

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি" কবিতাটি কার ? —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'দি রিপ্রাইভ' কার রচনা ?—জাঁ পল সার্ত্র। ফরাসী দেশের দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক।

"দি লোয়ার ডেপথ্" নাটকটি কার রচনা ?—ম্যাক্সিম গোর্কি।

"টু উইমেন" উপন্যাসটি কার রচনা ?—মোরাভিও।

'ভ্রান্তিবিলাস' কার রচনা ?—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

'মুদ্রারাক্ষস' কার রচনা ?—বিশাখা দত্ত।

'রাইডার্স টু দি সী' নাটকটি কার রচনা ?—জে. এম. সিঞ্জ।

'হ্যাণ্ডারস্যান দি রেইন কিং' কার রচনা ?—সল বেলো।

"এবং বাদিনী দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী লীলা-কমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥"—কবিতাটি কার ?—কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম' নাটক।

"রাজ্যসুখের আশায় বৃথা
কেউবা কাটায় বরষ মাস,
স্বর্গসুখের কল্পনাতে
প'ড়ছে কারুর দীর্ঘশ্বাস।......
নগদ যা'পাও হাত পেতে নাও,
বাকীর খাতায় শূন্য থাক্,—
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে ?—
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।"

কবিতাটি কার ? অনুবাদক কে ?
ওমর খৈয়াম। কান্তিদেব ঘোষ।

'ফরসাইট স্যাগা' কার রচনা ?—জন গলস্ওয়ার্দি।

'বুদ্ধ ও সুজাতা' ছবিটি কার আঁকা ?—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'রংরুট' উপন্যাসটি কার রচনা ? 'রংরুট'-এর অর্থ কি ? উপন্যাসটির বিষয়বস্তু কি ?—বরেন বসু। 'রিক্রুট' ইংরেজী শব্দটির বিকৃত উচ্চারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় সৈন্যদের জীবন-কাহিনী।

'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' কার রচনা ?—আলডাস হাক্সলে।

'গুলাগ আর্কিপেলাগো' কার রচনা ?—আলেকজাণ্ডার সলঝেনইটাসন।

'সোরাব এণ্ড রুস্তাম' কার লেখা ?—ম্যাথু আর্নল্ড।

'দি ওয়ার্ল্ড-এজ টু মাচ উইথ আস' কবিতাটি কার লেখা ?—উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০—১৮৫০)।

'ফ্রাঙ্কেস্টাইন' কার রচনা ? পার্সি বিসি শেলীর সঙ্গে 'ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন' রচয়িতায় কি সম্পর্ক ছিল ?—মেরী উলু শেলী। শেলীর স্ত্রী।

'ধন ধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা........." কার রচনা ? এই কবিতাটিতে সুরারোপ করেন কে ?—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

'কার্টন' চিত্র-শিল্পী হিসাবে কার আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে ?—র্যানণ. আর. লুরি। তার আঁকা ছবি পাঁয়তাল্লিশটা দেশে প্রকাশিত হয়।

"তেলের শিশি ভাঙল ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা ?"—কবিতাটি কার রচনা ?—

অন্নদাশঙ্কর রায়।

'আখের স্বাদ নোনতা' বইটি কার লেখা ?—সৌরীন সেন।

'আমি হে রচিব কাব্য সে উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার
তবু কাব্য রচিলাম এ গর্ব বিদ্রোহ আমার।—কার রচনা ?—বুদ্ধদেব বসু।

'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যখানি কার লেখা ?—নবীনচন্দ্র সেন।

'দি রাইসিং অব দি মুন' নাটকটি কার রচনা ?—লেডি গেগ্রেরী।

'মন্ত্রশক্তি' গল্পটি কার রচনা ?—প্রমথ চৌধুরী।

'দি আউট সাইডার' কার রচনা ?—কামু।

"কাদম্বরী কার লেখা ?—বাণভট্ট।

'ওয়ার এণ্ড পীস' উপন্যাসটি কার লেখা ?—টলস্টস।

'দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী' উপন্যাসটি কার লেখা ? —আর্নেস্ট হেমিংওয়ে।

'ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' কবিতাটি কার রচনা ?—পার্সি বিসি শেলী।

পঞ্চতন্ত্র কার লেখা ?—পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা (২০০

খৃীঃ পূঃ)।

'করিওলেনাস' নাটকটি কার রচনা?—উইলিয়ম সেক্সপীয়র।

'ওরা কাজ করে' কবিতাটি কার রচনা?—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'গুড আর্থ' উপন্যাসটি কার লেখা?—পার্লবাক।

'গোরা' কার লেখা?—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৮৬১—১৯৪১)।

'রবিনসন ক্রুশো' কার লেখা?—ডেনিয়াল ডিফো।

'জাঁ-ক্রিসতাফ' কার লেখা?—রোঁমা রোঁলা।

'ডলস হাউস' কার রচনা?—হেনরিক ইবসেন।

'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' কার রচনা?—টি. এস. এলিয়ট।

'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসটি কার লেখা?—হার্ম্যান হেজ।

'ঈনীড' কার রচনা?—ভার্জিল।

'প্রমিথিউয়াস বাউন্ড' কার রচনা? একই বিষয়-বস্তু নিয়ে অন্য কোন ছবি 'প্রেমিথিউয়াস আনবাউন্ড' রচনা করেছিলেন?—অ্যাসকাইলাস (প্রাচীন গ্রীস: এথেন্সে)। পার্সি বিসি শেলী।

'ডক্টর ফস্টাস' কার রচনা?—ক্রিস্টোফার মার্লো (১৫৬৪—৯৩)।

'রঘুবংশম' কার লেখা?—কালিদাস।

'আইভ্যান হো' উপন্যাসটি কার লেখা?—ওয়াল্টার স্কট।

'দি ডিভাইন কমেডি' কার লেখা?—দান্তে।

'বলিদান' কার লেখা?—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' কার লেখা?—আর্নেস্ট হেমিংওয়ে।

'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি কার লেখা?—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'অগ্নিবীণা কার লেখা?—কাজী নজরুল ইসলাম।

"গ্যালিভারস ট্র্যাভেলস" কার রচনা?—জোনাথান সুইফট (১৬৬৭—১৭৪৫)।

'দিলাস্টরাইডটুগেদার' কবিতাটি কার রচনা?—রবার্ট ব্রাউনিং (১৮১২-৮৯)।

'কাঁদিদ' কার রচনা?—ভল্টেয়ার (১৬৯৪—১৭৭৮)। বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ও সাহিত্যিক।

'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' কার রচনা?—মুলকরাজ আনন্দ।

'রাজা ইডিপাস' কার রচনা?—ইউরিপিডেস (৪৮০—৪০৬ খৃীঃ পূঃ)। প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম নাট্যকার।

'ক্যাপটেনের মেয়ে' উপন্যাসটি কার লেখা?—আলেকজান্ডার সেরগিভিচ পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭)। রুশ সাহিত্যিক।

'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' পুস্তকটি কার লেখা?—লুই ক্যারল। লেখকের এটি ছদ্মনাম আসল নাম: চার্লস লুটুইজ ডডজসন (১৮২৩-৯৮)।

'ক্যান্টারবেরী টেলস' কার রচনা?—জিওফ্রে চসার (১৩৪০?—১৪০০)।

'রামচরিত মানস' কার রচনা?—তুলসী দাস।

'ধীরে বহে ডন' উপন্যাসটি কার রচনা?—মিখাইল শোলোকভ।

'দি নেকলেস' ছোট গল্পটি কার রচনা?—গী দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০-৯৩)। ফরাসী দেশের বিশিষ্ঠ সাহিত্যিক।

'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট' কার লেখা? ফিওডর ডস্টোয়ভস্কি (১৮২২-১৮৮১)।

'আর্মস এন্ড দি ম্যান' কার লেখা?—জর্জ বার্ণার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০)।

'ডঃ জেকইল এ্যান্ড হাইড' কার লেখা?—রবার্ট লুই স্টিভেনশন (১৮৫০-৯৪)।

'গণদেবতা' কার রচনা? পরের কোন উপন্যাসে একই বিষয়বস্তু নিয়ে ঔপন্যাসিক তার জের টেনেছেন?—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। 'পঞ্চগ্রাম উপন্যাস।

'আনা কারেনিনা' কার রচনা?—কাউন্ট লিও নিকোলাভিচ টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০)।

'মাদার বোভারি' কার রচনা?—গুস্তেভ ফ্লবেয়ার (১৮২১ ৮০)।

'দি ফ্রগ' নাটকটি কার লেখা?—অ্যারিসটোফেনস (৪৪৫-'৮৫ খ্রীঃ পূঃ) প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান।

'দি সেলফিস জায়েন্ট' গল্পটি কার রচনা?—ওকার ওয়াইল্ড (১৮৫৬-১৯০০)

'প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' কার লেখা?—ই এম. ফস্টার।

'প্যারাডাইস লস্ট' কার রচনা ?—মহাকবি মিলটন।

'ট্রেসার আইল্যান্ড' কার লেখা ?—রবার্ট লুই স্টিভেনসন (১৮৫০-৯৪)।

'দি এনিমি অব দি পিপল' কার লেখা ? এটি কি ধরনের রচনা ?—হেনরিখ ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬ নরওয়ের বিখ্যাত সাহিত্যিক। রচনাটি নাটক।

'লেডি চ্যাটার্লীস লাভার' উপন্যাসখানি কার রচনা ? ডেভিড হার্বার্ড লরেন্স (১৯৮৫-১৯৩০)।

'মেঘনাদ বধ' কাব্য কার রচনা ? 'মেঘনাদ বধ' কি কারণে উল্লেখযোগ্য ?—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। মেঘনাদ কাব্য বিষয়বস্তুর নতুন ব্যাখ্যায় ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হওয়ায় কাব্যটির গৌরব।

'গীতগোবিন্দ' কার রচনা ?—জয়দেব গোস্বামী।

মিউজেস কারা ?—জিউসের নয় কন্যা সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণা দাত্রী। তবে প্রত্যেক কন্যারই নিজ নিজ এলাকা আছে। এদের বলা হয় মিউজেস।

'দি সঙ্ অব ইণ্ডিয়া কার লেখা ?—সরোজিনী নাইডু। রাজনীতিবিদ হিসাবেও তাঁর খ্যাতি।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি কার লেখা ? এই কবিতাটি আবৃতি করে কে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ?—কাজী নজরুল ইসলাম। কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী।

ভানুসিংহ কার ছদ্ম নাম ?···রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'লা-মিসারেবল' কার রচনা ?—ভিকটর হিউগো।

'পদ্মানদীর মাঝি কার রচনা ?—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ছাড়পত্র' কবিতাটি কার লেখা ? কবিতাটি কোন কাব্য-গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ?—সুকান্ত ভট্টাচার্য। 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ।

'সন্স অব পেসেণ্টস' ছবিটি কার আঁকা ? রুবেনস (১৫৭৭-১৬৪০)।

'পথের দাবী' কার রচনা ?—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দেকামারেন কার লেখা ?—বোক্কাচিও (১৩১৩-৭৫)। এটি একটি গল্প সংকলন।

'গারগানতুয়া এণ্ড প্যাণ্টগ্রয়েল' কার রচনা ?—র‍্যাবেল্যাইয়্ (১৪৯০-১৫৫৩) ফরাসী সাহিত্যিক। তাঁর রচনা রঙ্গ-ব্যঙ্গে ভরা।

'দি পিকচার অফ ডোরিষান গ্রে' কার রচনা—অস্কার

'দি চেরী অর্চার্ড' কার রচনা ?—'রুশ সাহিত্যিক অ্যাণ্টন প্যাভেলোভিচ চেকভ (১৮৬০-১৯০৪)।

'কমলাকান্তের দপ্তর' কার রচনা ? কোন বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের কোন রচনার সঙ্গে এর মিল দেখতে পাওয়া যায় ?—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডি· কুইন্সির "কনফেসন্স অব অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ইটার"।

'নূরজাহান' নাটকটি কার রচনা ?—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

'দি স্কারলেট লেটার' কার রচনা ?—ন্যাথানিয়েল হথন (১৮০৪-৬৪)।

রোমের সিসটাইন চ্যাপেলের সিলিং এবং 'লাস্ট জাজমেণ্ট' চিত্র কার দ্বারা চিত্রিত ?—মাইকেল এঞ্জেলো।

পরশুরাম কার ছদ্মনাম ? —রাজশেখর বসু।

'ভল্গা থেকে গঙ্গ।' পুস্তকখানি কার রচনা ? —রাহুল সাংকৃত্যায়ন (হিন্দী সাহিত্যিক)। বিদ্বান ও মনীষী হিসাবে তাঁর পরিচিতি।

'বেণের মেয়ে' কার রচনা ?—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

'ফাদার গবিরট' উপন্যাসটি কার লেখা ?—বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০)। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক।

'জারমিনাল' কার রচনা ?—ফরাসী সাহিত্যিক এমিল জেলা (১৮৪০-১৯০২)

'ডেডসোল' কার রচনা ?—রুশ সাহিত্যিক নিকোলাই ভ্যাসিলিয়েভিচ গোগোল (১৮০৯-৫২)।

'দিনের শেষে ঘুমের দেশে···' গানটি কার রচনা ? এর সুরারোপ করেন কে ?—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঙ্কজকুমার মল্লিক।

কলকাতায় শিশিরমঞ্চ কার নামে নামকরণ হয়েছে ?—বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নামে এটির নামকরণ হয়।

'দি ইম্যাজিনারী ইনভ্যালিড' কার রচনা ?—বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের (১৬২২-৭৩) রচনা।

'মধুবংশীর গলি' কার রচনা ? কবিতাটি আবৃতি করে কে খ্যাতি অর্জন করেছেন ?—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। শম্ভু মিত্র।

'রাজতরঙ্গিনী' কার লেখা ?—কলহণ।

'কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিষ্টো' কার লেখা ?— আলেকজাণ্ডার ডুমা।

'গোদান' উপন্যাসটি কার লেখা ?—মুন্সী প্রেমচাঁদ।

'দৃষ্টিপাত' কার রচনা ? তাঁর আসল নাম কি ?—

24.11.06

যাযাবর। বিনয় মুখোপাধ্যায়।

'দশকুমার চরিত' কার লেখা ?—দণ্ডী।

'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত' বইটি কার রচনা ?—দেবব্রত বিশ্বাস।

'ললিতা কার লেখা ?—ভি· নবোকভ্।

'পিলগ্রিমস প্রগেস' কার রচনা ?—জন বুনিন।

'অ্যারাউনড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেস' কার লেখা ?—জুলে ভার্ণে।

'স্যামসন অ্যাগনিসটিস' কার লেখা ?—জন মিলটন (১৬০৮-৭৪)।

'ম্যাজিক মাউনটেন' উপন্যাসটি কার রচনা ?—জার্মানীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস ম্যান (১৮৭৫-১৯৫৫)।

বিঠোভেন কেন বিখ্যাত হয়ে আছেন ?—লুই ভ্যান বিঠোভেন (১৭৭০—১৮২৭) বন-এ জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গীত জগতে তিনি উজ্জল নক্ষত্র। সিম্ফনীকে নতুনভাবে রূপ দেন। তিনি অপেরা ফিডেলিও, মুনলাইট সোনাটা ইত্যাদি নানা সঙ্গীত রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

ইংলণ্ডে গ্লোব থিয়েটার বিখ্যাত কেন ?—সাউথওয়ার্কের তীর ভূমিতে গ্লোব থিয়েটার। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্নির্মিত হয়। গোলাকার প্রেক্ষাগৃহ। ১৬১৩ সালে আগুন লাগে এবং প্রেক্ষাগৃহটি ভস্মীভূত হয়। এই প্রেক্ষাগৃহের অংশীদার ছিলেন নাট্যকার সেক্সপীয়র। রাণী এলিজাবেথের আমলে গ্লোব থিয়েটারের সম্মান ছিল, প্রতিপত্তি ছিল। সেক্সপীয়রের নাটকগুলি এখানেই অভিনীত হত।

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন কেন প্রথমে যুদ্ধ করতে রাজী হন নি ?—গুরু ও অন্যান্য স্বজন দেখে অর্জুন বুঝেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি কুলক্ষয় জনিত দোষে লিপ্ত হবেন। এই কারণেই অর্জুন যুদ্ধে লিপ্ত হতে চান নি।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বলা হয় কেন ?—সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত বলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বলা হয়।

কিভাবে

শেলীর মৃত্যু হয়ে ছিল কিভাবে ?—১৮৮২ সালের জুলাই মাসে ইটালীর কাছে) স্পেজিয়া) জলে ডুবে মারা যান।

'সনেট' কটি চরণ থাকে ?—চৌদ্দটি চরণ [চরনের মিলঃ কখ কখ /গঘ গঘ / ঙচ ঙচ / ছছ (সেক্সপীয়র)। পেত্রার্কা কখ খক / কখ খক / গঘঙ / গঘঙ।

কোথায়

বলাশয় থিয়েটার কোথায় ?—মস্কো।

আধুনিক চিত্রকলার জন্যে ভারতে কোথায় ন্যাশনাল গ্যালারী আছে ?—নিউ দিল্লী।

পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে প্রাচীন থিয়েটার কোথায় ?—টিয়েট্রো অলিম্পিকো (ইতালী)

'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' প্রথমে কোথায় ছাপা হয় ?—এডিনবারা, স্কটল্যাণ্ড। ১৭৬৮ সালের ডিসেম্বর।

স্যামসন কাহিনীটি কোথায় আছে ?—বাইবেল। মহাকবি মিলটন এই কাহিনীটিকে নিয়ে (স্যামসন অ্যাগোনিষ্টিস) লিখেছিলেন।

কোথায় মরিলে গাধা হয় ?—ব্যাস কাশীতে (প্রবাদ)।

ইথাকা কোথায় ? – আইওনিয়নি সাগরের একটি দ্বীপ ; এটি ইউলিসিসের রাজ্য।

কাকে

রূপক কাকে বলে ?—কোনো বিষয়ের ওপর অন্য একটি বিষয়কে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে আপনার রূপে রূপায়িত করে। এই অনুরঞ্জনের ফলে দুই বিজাতীয় বস্তুকে এক বলে কল্পনা হয়। রূপক গল্পে এই রীতিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুপ্রাস কাকে বলে ?—একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাকে বলে অনুপ্রাস। যেমন, "নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।" তবে অনেক ধরনের অনুপ্রাস আছে।

ভারতীয় সঙ্গীত জগতে কাকে 'বড় কর্তা' বলা হত ?—শচীনদেব বর্মন।

পঞ্চম বেদ কাকে বলা হয় ?—ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।

'যমক' অলঙ্কার কাকে বলে ?—দুই বা তার বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনি সমেত নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থক-

ভাবে ব্যবহৃত হলে যমক অলংকার হয়। উদাহরণ "আনা-দরে আনা যায় কত আনারস।"

বাংলার মিলটন কাকে বলে?—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দধীচি কাকে এবং কেন তাঁর অস্থি দিয়েছিলেন?—বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য দধীচি স্বেচ্ছায় তার বুকের অস্থি দেন এবং বিশ্বকর্মা সেই অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করেন। অসুরদের কাছ থেকে দেবতাদের রক্ষা করার জন্য দধীচির এই আত্মত্যাগ—।

অগস্ত্যযাত্রা কাকে বলে?—অগস্ত ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ছিলেন বিন্ধ্যপর্বতের গুরু। বিন্ধ্যপর্বত একদিন ইচ্ছা করলো, সূর্য যেমন উদয়াস্তকালে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ বিন্ধ্যপর্বতকেও সূর্য প্রদক্ষিণ করবেন। সূর্য অসম্মত হলে, বিন্ধ্য-পর্বত ক্রোধে এত উঁচুতে মাথা তোলেত যে সূর্যের পথ রোধ হয়। তখন দেবতাদের অনুরোধে অগস্ত্য এলে বিন্ধ্যপর্বত মাথা নত করে গুরুকে প্রণাম করে। অগস্ত্য বলে যান তিনি যতদিন না ফিরবেন, ততদিন যেন বিন্ধ্যপর্বত মাথা নত করে থাকে। অগস্ত্য কিন্তু আর ফেরেন নি। ১লা ভাদ্র দক্ষিণাপথে অগস্ত্য এই যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু ফেরেন নি বলে ঐদিন যাত্রা নিষিদ্ধ। পরবর্তী কালে মাস পয়লায় বাড়ী থেকে বাইরে যাত্রা নিষিদ্ধ হয়। এই কারণেই অগস্ত্য যাত্রা।

Easter কাকে বলে?—যীশুখৃস্টের পুনরুত্থান পর্ব; ২১শে মার্চের পর প্রথম পূর্ণিমা তিথির পরের রবিবারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

Good Friday কাকে বলে?—যীশুখৃস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দিন। Easter-এর পূর্বে। [শব্দটি বসন্তদেবী Eastar হইতে আসিয়াছে।]

"সুন্নী" কাদের বলে?—মুসলমাদের মধ্যে যে সম্প্রদায় শুধু হজরত আলী ও তাঁহার পূর্ববর্তী তিন খালিফাকে মানেন।

"শিয়া" কাদের বলে?—মুসলমানদের মধ্যে যে সম্প্রদায় শুধু হজরত আলীকেই একমাত্র খলিফা বলিয়া গ্রহণ করেন।

কারা

পটুয়া কারা?—পটুয়ারা গ্রাম বাংলার লোকশিল্পী। এঁরা চিত্রকর এবং মাটির পুতুল ও নানা ধরনের মূর্ত্তি গড়ে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে।

প্যাসডিমো প্রাসাদে কারা বাস করে?—দৈত্যরা।

মহম্মদ রফি ভারতীয় কটি ভাষায় রেকর্ড করেন?—৪টি।

বিশ্বভারতী কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?—১৯৫১ বোলপুরে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ২১৷১২৷১৯০১॥ বিশ্বভারতী সেই প্রতিষ্ঠানেরই রূপ।

ভারতবর্ষে কবে সিনেমা শুরু হয়েছে?—রাজা হরিশচন্দ্র। নির্বাক ছবি ১৯২৩ সালে নির্মিত।

কলকাতায় কবে প্রথম চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়?—উনিশ শতকে।

কয়েকটি স্মরণীয় জন্ম ও মৃত্যু তারিখ

এই সব মহাপুরুষের জন্ম ও মৃত্যু কবে হয়েছিল?

নাম	জন্ম—মৃত্যু
শ্রীঅরবিন্দ	১৮৭২-১৯৫০
অশ্বিনীকুমার দত্ত	১৮৫৬-১৯২৩
অম্বিকাচরণ মজুমদার	১৮৫১-১৯২২
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬১-১৯৫১
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১৮৬৪-১৯২৪
আবুল কালাম আজাদ	১৮৮৮-১৯৫৯
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮২০-১৯৯১
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৪৪-১৯০৬
কেশবচন্দ্র সেন	১৮৩৮-১৮৮৪
জাকির হোসেন	১৮৯৯-১৯৬৯
ডি. কে. কার্ভে	১৮৫৮ ১৯৬১
স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু	১৮৭৫-১৯৪৮
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮১৭-১৯০৫
দাদাভাই নৌরজী	১৮২৫-১৯১৭
দয়ানন্দ সরস্বতী	১৮২৪-১৮৮৩
মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বরায়া	১৮৬১-১৯৬২
স্যার জগদীশচন্দ্রবসু	১৮৫৯-১৮৩৭
স্যার জামসেদজী টাটা	১৮৩৯-১৯০৪
জওহরলাল নেহেরু	১৮৮৯-১৯৬৪
মেঘনাদ সাহা	১৮৯৩-১৯৫৬
মহেন্দ্রলাল সরকার	১৮৩৩-১৯০৪

মোহনদাস কে. গান্ধী	১৮৬৯-১৯৪৮
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু	১৮৬১-১৯৩১
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য	১৮৬১-১৯৪০
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	১৭৮৫-১৯৩৩
স্যার যদুনাথ সরকার	১৮৭০-১৯৫৮
রাজা রামমোহন রায়	১৭৭২-১৮৩৩
রমেশচন্দ্র দত্ত	১৮৪৮-১৯০৯
শ্রীরামকৃষ্ণ	১৮৩৬-১৮৮৬
স্যার রাসবিহারী ঘোষ	১৮৪৪-১৯২১
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১৮৬১-১৯৪৪
লালবাহাদুর শাস্ত্রী	১৯০৪-১৮৬৬
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৬-১৯৩৮
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৯০১-১৯৫৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৩৮-১৮৯৪
স্বামী বিবেকানন্দ	১৮৬৩-১৯০২
স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	১৮৬৪-১৯৩৮
বিপিনচন্দ্র পাল	১৮৫৮-১৯৩৩
বাল গঙ্গাধর তিলক	১৮৫৬-১৯২০
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল	১৮৭৫-১৯৫০
বিধানচন্দ্র রায়	১৮৮২ ১৯৬২
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮২৪-১৮৭৩
কৃষ্ণদাস পাল	১৮৩৪-১৮৮৪
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৪৪-১৯১৮
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নাট্যঃ)	১৮৪৪ ১৯১২
জি. কে. গোখেল	১৮৬৬-১৯১৫
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস	১৮৭০-১৯২৫
স্যার সি. ভি. রমন	১৮৮৮-১৯৭০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬১-১৯৪১
স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী	১৮৩৪-১৯৩৬
রাজেন্দ্রপ্রসাদ	১৮৮৫-১৯৬৩
রাজাগোপালাচারী	১৮৭৯-১৯৭২
লালমোহন ঘোষ	১৮৪৯-১৯০৯
এম. জি. রানাডে	১৮৪১-১৯০২
লালা লাজপত রায়	১৮৬৫-১৯২৮
লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ	১৮৬৩-১৯২৮
সরোজিনী নাইডু	১৮৭৯-১৯৭৪
সত্যেন্দ্রনাথ বসু	১৮৯৪-১৯৭৪
সুচেত কৃপালনী	১৯০৮-১৯৭৪
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ	১৮৮৮ ১৯৭৫
সৈয়দ আমীর আলি	১৮৪৯-১৯২৮
সুনীতি চট্টোপাধ্যায়	১৮৯০-১৯৭৭

কোন

রামায়ণ ও মহাভারতে কোন্ সময়ে রচিত হয় ?—এ বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নাই। ইদানীং অনেক পণ্ডিত মনে করেন, দুইখানি মহাকাব্যই খ্রীস্টজন্মের ৪০০—৫০০ বৎসর পূর্বে রচিত, রামায়ণের পরে মহাভারত। [প্রাচ্য পণ্ডিতদের কেহ কেহ প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মহাভারত ৩০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দেরও কিছু-কাল আগে রচিত। তাঁহাদের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয় ৩০৪৪-৪১ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে।]

কোন্ ব্রাহ্মণ ২১ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন ? —পরশুরাম।

কোন্ মণিপুত্র পিতার আদেশে নিজের মাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন ?—জামদগ্নি মুনির পুত্র পরশুরাম।

নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়া কে গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন ? —নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য।

স্বামীর মৃত্যুর পর কোন্ রমণী বিধবা হন নাই ?—রাবনের স্ত্রী মন্দোদরী। স্বামীর চিতা নির্বাপিত হইলে বিধবার বেশ ধারণ করিতে হয়। রাবণের চিতার আগুন কখনও নির্বাপিত হয় না, তাই মন্দোদরী চিরসধবা।

কোন্ ক্ষত্রিয় তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ;— বিশ্বামিত্র মুনি।

অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবদের কি কি ছিল ?— যুধিষ্ঠিরের নাম কঙ্ক। এই মিথ্যা পরিচয়ের জন্য তাঁহার নরকদর্শন হয়, ভীমের বল্লভ, অর্জুনের বৃহন্নলা, নকুলের গ্রন্থিক এবং সহদেবের তন্ত্রীপাল।

মহাভারতের কোন্ চরিত্রে ত্যাগ ও বীরত্বের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় ঘটিয়াছে ?—ভীষ্মের চরিত্রে।

রামায়ণের কোন্ আদর্শ হিন্দুর পারিবারিক জীবনে সর্বাপেক্ষা শুভঙ্করী ?—সৌভ্রাত্রের আদর্শ।

অগস্ত্য যাত্রা বলিতে কোন্ তারিখে বুঝায় ?—ভাদ্র মাসের পয়লা তারিখে অগস্ত্যমুনি দক্ষিণাপথে যাত্রা করেন, কিন্তু আর ফিরিয়া আসেন নাই। ১লা ভাদ্র কোথাও যাত্রা

করিলে উহাকে অগস্ত্য যাত্রা বলে।

দশরথ কোন্ মুনিপুত্রকে কিভাবে তীর বিদ্ধ করেন? মুনির অভিশাপ দশরথের কাছে 'বর' হয়ে যায় কেন?—রাজা দশরথ সরযূ নদীর তীরে মৃগয়ায় বেরিয়ে ছিলেন। সেই সময় অন্ধকমুনির (অন্ধ ছিলেন) একমাত্র পুত্র সিন্ধু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে কলসীতে জল ভরছিল। রাজা দশরথ কলসীতে জলপূর্ণ হবার শব্দকে ভুলক্রমে হরিণ মনে করে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করেন। সিন্ধু মারা যায়। অন্ধক মুনি পুত্রশোকে দশরথকে অভিশাপ দেন যে তিনিও পুত্রশোকে কাতর হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন। রাজা তখনও অপুত্রক ছিলেন। স্বভাবতই প্রথমে এই অভিশাপ দশরথের কাছে 'বর' হয়ে দাঁড়ায়।

সমুদ্রমন্থনে কোন্ দেবী আবির্ভূত হন?—লক্ষ্মী।

দুর্গাপূজার সময় বোধন হয় কেন?—শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্যন্ত এই ছয় মাস দক্ষিণায়ন। এই সময় দেবদেবী-গণ নিদ্রিত থাকেন। বোধন করিয়া তাঁহাদের জাগ্রত করিতে হয়।

মহাদেবের নীলকণ্ঠ নাম হইল কেন?—সমুদ্র মন্থনের সময় যে হলাহল (বিষ) উঠিয়াছিল, তাহা তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম নীলকণ্ঠ।

কোন বিখ্যাত হিন্দী কবির পুত্র চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন?—হরিবনশ্রাই বচ্চন। তাঁর পুত্রের নাম অমিতাভ বচ্চন।

ভারত নাট্যম কোন দেশের সৃষ্টি?—তামিলনাড়ুর অন্তর্গত তাঞ্জোরের মন্দিরে ভারতনাট্যম-এর জন্ম ইতিহাস।

সেক্সপীয়রেয় হ্যামলেট নাটকের নায়ক কোন দেশের রাজকুমার ছিলেন?—ডেনমার্ক।

এমিলি ব্রণ্টি কোন উপন্যাস রচনা করে বিখ্যাত হন?—উইদারিং হাইট।

'পুতুল খেলা' কোন বিদেশী নাটকের অনুসরণে লিখিত? কোন নাট্যসম্প্রদায় এই নাটকটি অভিনয় করেন?—ইবসেনের 'ডলস হাউস'। 'বহুরূপী' নাট্য সম্প্রদায়।

বাংলায় কোন ছায়াছবি প্রথমে মুক্তি লাভ করে?—হরিশচন্দ্র (নির্বাক)

বদলেয়ার কোন দেশের কবি?—পিয়ারে চার্লস বদলেয়ার (১৮২১-৬৭) ফরাসী কবি ও সমালোচক।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপন্যাস রচনায় কোন লেখক আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন?—আইস্যাক অ্যাসিমভ।

'হেইনে' কোন দেশের কবি?—হেনরিখ হেইনে (১৮৯৭-১৮৫৬) জার্মান কবি।

গ্যায়টে কোন দেশের সাহিত্যিক? তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা কি?—জার্মান সাহিত্যিক। 'ফাউস্ট'—নাট্যকাব্য।

হাফিজ কোন দেশের কবি?—পারস্য দেশের কবি ও দার্শনিক।

'কৃষ্ণকলি'র প্রতিবেদনে কোন্ সঙ্গীতকারের 'সেই মেয়ে' গানটি রচনা করেন? গানটি কে গেয়েছিলেন?—সলিল চৌধুরী। সুচিত্রা মিত্র।

লু স্যুন কোন দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক?—চীন দেশের।

পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?—মহাভারত।

উস্তাদ আলি আকবর খাঁন কোন বাদ্যযন্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন?—সরোদ।

পারস্যের কোন কবি 'গুলিস্তান' ও 'দস্তান' কবিতা দুটি রচনা করেছেন?—শেখ সাদী।

লঙফেলো কোন দেশের কবি?—আমেরিকার বিখ্যাত কবি হলেন হেনরী ওয়াড্সওয়ার্থ লঙফেলো (১৮০৭-৮২)।

'কর্ডেলিয়া' সেক্সপীয়রের কোন নাটকের গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র?—কিং লীয়ার নাটক।

পল এলুয়ার কোন দেশের কবি?—ফরাসী দেশের কবি।

মহাকবি গ্যায়টে ভারতীয় কোন নাটককে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "প্রভাতের ফুল আর বর্ষশেষের ফল?—কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলম' নাটকটিকে উপলক্ষ্য করে গ্যায়টে মন্তব্য করেছিলেন।

কাশীরাম দাস কোন ছন্দে মহাভারত কাব্য রচনা করেছেন?—পয়ার ছন্দে।

'শাইলক' চরিত্রটি কোন নাট্যকারের কোন নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র?—সেক্সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' নাটক।

'বসন্তসেনা' কোন সংস্কৃত নাটকের নায়িকা ?—মৃচ্ছকটিকম। শূদ্রকের রচনা।

রেইনার মারিয়া রিল্কে কোন দেশের সাহিত্যিক ?—রেইনার মারিয়া রিল্কে (১৮৭৫-১৯২৬) জার্মান কবি।

টাসো কোন দেশের কবি ?—টাসো (১৫৪৪-৯৫) ইটালীর কবি।

'দীপক' রাগ কোন ঋতুর উপযোগী ?—গ্রীষ্মকাল।

"তারার লাগি পতঙ্গ যে-আশায় মরে ঘুরে,
উষার লাগি নিশার যে-সাধনা—
পীড়িত এই মর্ত্ত্য হতে যা আছে বহুদূরে
তাহারি লাগি যে-পূজা আরাধনা ?"

শেলীর কোন কবিতার অংশ ? অনুবাদক কে ?—শেলীর 'ওয়ান ওয়ার্ড ইজ টু অফেন প্রোফেন্ড' কবিতা। অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ।

লুই আরাগাঁ কোন দেশের সাহিত্যিক ?—ফরাসী দেশের সাহিত্যিক।

কুও মো-জো কোন দেশের সাহিত্যিক ?—চীনের কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার।

আনা সেঘার্স কোন দেশের ঔপন্যাসিক ?—জার্মাণীর আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতমা। তাঁর প্রথম রচনা "রিভোল্ট অব দি ফিশার মেন"।

'পিক উইক' চরিত্র কোন লেখকের কোন রচনায় পাওয়া যায় ?—চার্লস ডিকেন্সের 'পিক্ উইক পেপারস'।

অ-বাঙালী কোন কোন শিল্পী রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন ?—সায়গল এবং রাজেশ্বরী দত্ত।

পৃথিবীর কোন ছায়াছবি সব থেকে বেশী পুরস্কার পেয়েছে ?—বেনহুর (১৯৫৯ সাল) ১১টি পুরস্কার ; গন উইথ দি উইন্ড (১৯৩৯) ১০ টি ; ওয়েস্ট সাইড স্টোরী (১৯৬১) ১০টি।

পৃথিবীর মধ্যে সফল 'পপ গ্রুপ' কোন্‌টি ?—আব্বা।

'ফলস,স্টোফ সেকস্‌পীয়রের কোন নাটকের চরিত্র ?—সেক্সপীয়রের 'হেনরী ফোর্থ'।

'তোরাপ' চরিত্র কোন বিখ্যাত নাটকের বিখ্যাত চরিত্র ?—দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র।

লাও চাও কোন দেশের সাহিত্যিক ?—চীনা সাহিত্যিক, অন্যতম বিখ্যাত ঔপন্যাসিক।

'কাঠ-খোদাই' শিল্পে পৃথিবীর কোন দেশ বিখ্যাত ?—চীনের কাঠ খোদাই শিল্প বিখ্যাত।

ও'হেনরি কোন দেশের সাহিত্যিক ?—আমেরিকান সাহিত্যে ও'হেনরীর নাম বিখ্যাত।

কে, এম মুন্সি কোন ভাষায় তাঁর পুস্তকগুলি রচনা করেছেন ?—গুজরাটী সাহিত্য।

অমৃত প্রীতম কোন ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ?—পাঞ্জাবী সাহিত্য।

ভি. এস খাণ্ডেকার কোন ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ?—মারাঠী সাহিত্য।

রাধানাথ রায় কোন ভাষায় তাঁর পুস্তকগুলি রচনা করেছেন ?—মুন্সি প্রেমচাঁদ। দূরদর্শনের জন্য প্রথম ছবি। পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

কোন্ সাহিত্যিকদের কি ছদ্মনাম ?

ভানুসিংহ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বীরবল—প্রমথ চৌধুরী
টেকচাঁদ—প্যারীচাঁদ মিত্র
পঞ্চানন্দ—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাফি খাঁ—প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী
জরাসন্ধ—চারুচন্দ্র চক্রবর্তী
পরশুরাম—রাজশেখর বসু
বনফুল—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
যাযাবর—বিনয় মুখোপাধ্যায়
কালকূট—সমরেশ বসু
অ. কৃ. ব.—অজিতকৃষ্ণ বসু
অপরাজিতা দেবী—রাধারাণী দত্ত
হুতোম পেঁচা—কালীপ্রসন্ন সিংহ
প্র. না. বি.—প্রমথনাথ বিশি
ধনঞ্জয় বৈরাগী—তরুণ রায়
শঙ্কর—মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
সত্যসুন্দর দাস—মোহিতলাল মজুমদার
নবকুমার কবিরত্ন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
যুবনাশ্ব—মনীশ ঘটক
মহাস্থবির—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ভাস্কর—জ্যোতির্ময় ঘোষ
ও'হেনরী—উইলিয়াম সিড্নী পোর্টার
জর্জ এলিয়ট—মেরী অ্যান ইভান্স
গোর্কী—অ্যালেক্সী ম্যাক্সিমোভিচ্ পসকভ
ফিরদৌসী—আবুল কাশিম মনসুর
মার্ক টোয়েন—স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লেমেন্স
লিউইস ক্যারল—চার্লস লাটউইজ ডজসন
জি. বি. এস্.—জর্জ বার্নার্ড শ

কোন্ কোন্ ব্যক্তির কি আখ্যা

কান্তকবি—(রজনীকান্ত সেন)
বিশ্বকবি—(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
বিদ্রোহী কবি—(নজরুল ইসলাম)
সাহিত্যসম্রাট—(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
কবিকঙ্কন—(মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)
রায় গুণাকর—(ভারতচন্দ্র রায়)
বাংলার বাঘ—(আশুতোষ মুখোপাধ্যায়)
লাল. বাল. পাল—(লালা লাজপৎ রায়. বাল গঙ্গাধর তিলক. বিপিনচন্দ্র পাল)
দেশবন্ধু—(চিত্তরঞ্জন দাস)
বঙ্গবন্ধু—(মুজিবর রহমান)
রাষ্ট্রগুরু—(সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)
দেশপ্রিয়—(যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত)
দেশপ্রাণ—(বীরেন্দ্রনাথ শাসমল)
নেতাজী—(সুভাষচন্দ্র বসু)
জাতির জনক—(মহাত্মা গান্ধী)

কোন্ কিংবদন্তি রাজা বর পেয়েছিলেন যে, তিনি যা-কিছু ছোঁবেন তা-ই সোনা হবে ?—রাজা মিডাস।

ইজিপ্সিয়ানদের 'ওসিরিস' গ্রীকদের কোন দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ?—ডাইওনিসাস্।

'জতুগৃহ' মহাভারতের কোন পর্বে আছে ?—মহাভারতের বনপর্বে—আদিপর্বে।

কোন দিনে হজ তীর্থযাত্রার শেষ দিন ?—ইউরেনাস এবং জী-এর পত্রসন্তান। হাইপেরিয়ানকে কবিরা সূর্য দেবতা হিসাবেই চিহ্নিত করেন।

সীতাকে যখন রাবণ হরণ করে নিয়ে যায় তখন কোন পক্ষী রাবণকে বাধা দেয় ?—জটায়ু।

মিশরীয় পুরাণে বেড়াল মাথার কোন দোষ আছে ?—প্যাস্ট (pasht)

কোন্ গাছকে ব্রাহ্মণ বলা হয় ?—নারিকেল গাছকে। এইজন্য হিন্দুরা জীবন্ত নারিকেল গাছ কাটে না।

কৃত্তিবাস কোন মহাকাব্যের যথার্থ অনুবাদ না করে অনুসরণ করেছিলেন ?—রামায়ণ।

'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—কোন নাটকের কোন চরিত্রে এই উক্তি করেছে ? নাট্যকার কে ?—'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ চরিত্র। নাট্যকার ঃ গিরিশ ঘোষ।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-এর পটভূমি নিয়ে বাংলার কোন্ ঔপন্যাসিক কি উপন্যাস লিখেছিলেন ?—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আনন্দমঠ।

'পাল্কীর গান' কবিতাটি কোন কবির রচনা ?—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মায়কাভস্কি কোন দেশের কবি ?—রুশ দেশের কবি।

'মিকবার' কোন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের বিখ্যাত উপন্যাসের একটি অপূর্ব চরিত্র ?—চার্লস ডিকেন্সের (১৮১২-৭০) ডেভিড কপারফিল্ড একটি আদর্শ চরিত্র।

পৃথিবীর মধ্যে কোন্ গায়ক বা গায়িকা সব থেকে বেশী রেকর্ড করেছেন ?—লতা মাঙ্গেশকর। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁর রেকর্ড ২০-০০০০। সংখ্যা এখন বৃদ্ধি পেয়েছে।

জতুগৃহ দাহ কাহিনী কোন মহাকাব্যে আছে ? মহাকবির নাম কি ?—মহাভারত। ব্যাসদেব।

'ইয়াগা' কোন নাট্যকারের কোন নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র ?—উইলিয়াম সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের বিশিষ্ট চরিত্র।

'এট্ টু ব্রুট' উক্তিটি কোন নাটকের কোন চরিত্রের ?—কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন জুলিয়াস সীজার। তিনি যখন দেখলেন ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্র-কারীরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত তখন ব্রুটাসকে লক্ষ্য করে সীজার বলেছিলেন "ব্রুটাস তুমিও।"

'নবকুমার' কোন উপন্যাসের নায়ক চরিত্র ?—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়ক চরিত্র।

সেতারে ভারতের কোন শিল্পী আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন ?—পণ্ডিত রবিশঙ্কর।

'দি গোল্ড রাশ' চলচ্চিত্রে কোন বিখ্যাত শিল্পী অভিনয় করেছিলেন ?—চার্লি চ্যাপলিন।

'সাঙ্কো পাঞ্জা' কোন বিখ্যাত লেখকের বিখ্যাত পুস্তকের একটি চরিত্র ?—মিগুয়েল ডি সারভ্যানটেস সাভেড্রা (১৫৪৭-১৬১৬)। স্পেনের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। উপন্যাসটির নাম 'ডন কুইক্সোট'।

ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় কোন ঔপন্যাসিক কোন বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেছিলেন ?—চার্লস ডিকেন্স রচিত 'এ টেল অব টু সিটিজ' (প্রকাশিত ১৮৫৯)।

'টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দি কোয়েসচেন': উক্তিটি কোন্ নাটকের কোন্ চরিত্রের ?—উইলিয়াম সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের 'হ্যামলেট' চরিত্রের (নায়ক)।

সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী কোন উপন্যাসের দুটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র ?—সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নারী চরিত্র।

সত্যজিৎ রায় প্রথম কোন বইটি পরিচালনা করে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ?—পথের পাঁচালী।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী কোন বছর পালিত হয় ?—১৯৬১ সালে।

'নন্দিনী' কোন নাটকের নায়িকা ?—রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের নায়িকা।

'পাভেল' কোন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের বিখ্যাত উপন্যাসের নায়ক চরিত্র ?—ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) রচিত 'মা' উপন্যাসের নায়ক চরিত্র।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যে সব সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান কোনটি ?—"বাংলার মাটি বাংলার জল…"

কোন অনুবাদের জন্য এডওয়ার্ড ফিটজারেল্ড বিখ্যাত হয়ে আছেন ?—ওমর খৈয়ামের রুবায়েৎ।

সেক্সপীয়রের কোন নাটকে 'পাক'-এর চরিত্র আছে ?—'মিড সামার নাইটস ড্রিম'।

গরবা নৃত্য ভারতের কোন্ রাজ্যের ?—গুজরাট। এটি একটি লোকনৃত্য।

কোন দেশ পিয়ানো বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেছিল ?—ইটালী (বার্তোলোমিও ক্রিস্টোফার ১৭০৯)

চিত্রশিল্পী ফ্রান্সিসকো গোআ কোন দেশের মানুষ ?—ফ্রান্সিসকো ডি গোআ (১৭৪৬-১৮২৪) স্পেনের অধিবাসী বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। সাধারণ একজন কৃষকের সন্তান হয়ে পরবর্তী কালে চার্লস (৪র্থ)-এর সভ্য চিত্রশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

পৃথিবীর মধ্যে কোন নগরীতে ওয়াল্টজ নৃত্য জনপ্রিয় ?—ভিয়েনা।

কোন দেশের জাতীয় পতাকাতে বাদ্যযন্ত্রের ছবি আছে ?—আইরিশ জাতীয় পতাকায় বীণার ছবি আছে।

বিক্রয় মূল্যের দিক থেকে কোন সঙ্গীতকার পৃথিবী বিখ্যাত ?—পল ম্যাককার্টনে। সঙ্গীত রচনায় যথেষ্ট পারদর্শী বলেই ১৯৬২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ সঙ্গীত বিক্রী হয়েছে। অবশ্য কিছ কিছু গান যৌথভাবেও রচিত।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কোন রাগ বর্ষণমুখর ঋতুর সম্পর্কযুক্ত ?—মেঘমল্লার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস কুইজ

কি

ফাঙ্কোনিয়া কি ?—রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিক গথ্, ভাণ্ডাল প্রভৃতি জার্মান জাতির বিভিন্ন শাখা উপশাখা মধ্যে ফ্রাঙ্কগণ বর্তমান জার্মানী ও ফ্রাঙ্কর কিছু অংশ নিয়ে ফ্রাঙ্কদের রাজ্য ফাঙ্কোনিয়া গঠন করেন।

ইতিহাসের মূল ভিত্তি কি কি ?—মানুষ ও তার পরিবেশ।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নাম কি ছিল ?—জম্বুদ্বীপ।

মধ্যযুগে ভারতে তিনজন বিদেশী পর্যটকের নাম কি ?—ইবন-বতুতা, আবদুর রজাক, মা-হুয়ান।

মহেঞ্জোদাড়ো কথাটার মানে কি ?—মৃতের স্তূপ।

বিদেশী পর্যটক ইবন-বতুতা কোন্ সময়ে ভারতে আসেন এবং তার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম কি ?—ইবন-বতুতা মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে ১৩৩৩ সালে ভারতে আসেন। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম 'রেহলা'।

ফরাসী বিপ্লবের আগে সামাজিক অবস্থা কি রকম ছল ?—অধিকাংশ দেশেই সমান প্রধানতঃ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল—যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত সম্প্রদায় ও জনসাধারণ। যাজকরা ছিলেন সমাজের প্রথম সম্প্রদায়, অভিজাতগণ ছিলেন সমাজের দ্বিতীয় সম্প্রদায় ও বাকী সকলে ছিলেন তৃতীয় সম্প্রদায়। মর্যাদা ও স্বার্থের দিক দিয়ে প্রথম দুই সম্প্রদায় ছিল সম মর্যাদাসম্পন্ন। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তরা ছিলেন তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। কৃষকরা ভূমি দাসে পরিণত হয়েছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের আগে রাষ্ট্র ও জন সাধারণের সম্পর্ক কি ছিল ?—রাষ্ট্র ও জনসাধারণ—দুটি পৃথক সত্তা হিসাবে পরিগণিত হত, রাষ্ট্রের কাছ থেকে জনসাধারণের যথেষ্ট দাবী আছে এটা তখন স্বীকৃত ছিল না।

'কনফেডারেশন অফ দি রাইন' কি ?—নেপোলিয়ন যখন জার্মানী জয় করেন তখন অসংখ্য ছোট রাজ্যের পরিবর্তে জার্মানীর ৩৯টি রাজ্য নিয়ে 'কনফেডারেশন অব দি রাইন' নামে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা পত্তন করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলোপ করে এই কাজ করেন।

আর্যসত্য বলতে কি বোঝায় ?—দুঃখের কারণ আছে, এটা দূর করা সম্ভব এবং দুঃখনাশের উপায় আছে—এই হল আর্য সত্য।

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি এবং তা কি ভাষায় লেখা ?—ত্রিপিটক। এটা পালি ভাষায় রচিত।

জৈন ধর্মের মূল উদ্দেশ্য কি ?—আত্মার চিরমুক্তি লাভ।

একখানা জৈন ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?—পরিশিষ্ট পার্বণ।

বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য কি ?—নির্বাণলাভ হল বৌদ্ধ ধর্মের মূল লক্ষ্য।

বৈদিক সাহিত্য বলতে কি বোঝায় ?—বেদ ও বেদান্ত।

বৈদিক সমাজটা ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—সেগুলি কি কি ?—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

আর্যদের সমগ্র জীবন চতুরাশ্রমে বিভক্ত ছিল। এই চতুমাশ্রম কি ?—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সে সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের এই চারিটি আশ্রম পালন করতে হত।

পঞ্চমহাব্রত কি ?—পার্শ্বনাথ অহিংসা, সত্য অচৌর্য (চুরি না করা), অ-প্রতিগ্রহ (দাস গ্রহণ না করা)—এই যে চারটি মত প্রচার করেছিলেন, তার সঙ্গে মহাবীর ব্রহ্মচর্য বা জীতেন্দ্রিয়তা এই নীতি যোগ করেছিলেন, সেটাই পঞ্চমহাব্রত নামে পরিচিত।

ত্রিরত্ন কি ?—মহাবীর সত্য বিশ্বাস, সত্যজ্ঞান ও সত্য আচরণ এই তিনটি প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেন। একেই ত্রিরত্ন বলে।

মৌর্য বংশের প্রথম ও শেষ রাজার নাম কি ?—মৌর্য

বংশের প্রথম রাজা হলেন : চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও শেষ রাজা হলেন সম্রাট বৃহদ্রথ।

নিস্ক কি ?—বৈদিক যুগের মুদ্রাকে নিস্ক বলা হত।

চরক যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার নাম কি ?—চরক সংহিতা।

সর্বপ্রথম বাঙ্গালী সম্পাদিত বাংলা সংবাদ পত্র কি ?—বেঙ্গল গেজেট, ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়—প্রতিষ্ঠাতার নাম গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।

'বুনিয়াদী শিক্ষা' কি ?—বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা হইতেছে "কাজের মধ্য দিয়া জ্ঞান আহরণ"। ইহার মূল উদ্দেশ্য, দেশের মাটি ও মানুষের মধ্যে প্রাণের য়োগাযোগ গড়িয়া তোলা। ইহাতে কৃষি, শাকসব্জী ফলান, বয়ন, ছুতারগিার ইত্যাদি গ্রামীণ কর্মের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়। ৬ বৎসর হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েকে বুনিয়াদী শিক্ষার অধীনে আনিতে হইবে, এই মর্মে ভারত সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন। এই শিক্ষা অবৈতনিক।

কমিউনিস্ট লীগ কি এবং কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?—আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা। ১৮৪৭ সালে।

ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হলে কি ধরণের যোগ্যতার প্রয়োজন ?—(১) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। (২) প্রার্থীর বয়স ৩৫ বছর হওয়া চাই। (৩) লোক সভায় নির্বাচিত হতে পারেন এমন ধরণের যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। (৪) রাষ্ট্রপতি কোন লাভজনক পদ গ্রহণ করতে পারবেন না।

সাইমন কমিশন কি ?—১৯২৭ সালের শেষে পার্লামেন্ট ভারতের শাসনব্যাবস্থার সুপারিশ করবার জন্য সাইমন কমিশনের নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে এই কমিশন কোনো ভারতীয়দের স্থান ছিল না।

মিণ্টো-মর্লে সংস্কার বলতে কি বোঝায় ?—১৯০৯ সালের ব্যবস্থাপক সভা আইন বিলাতের পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত হয়। এই আইনটি মর্লি-মিণ্টো আইন নামে পরিচিত। কারণ ভারতসচিব জন মর্লি ও বড়লাট মিণ্টোর আগ্রহে এই আইনটি পাশ হয়। (১) এই আইনের বলে ১৮৯২ সালে তুলনায় কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্য সংখ্যা বর্ধিত হয়, (২) সরাসরি নির্বাচন প্রথা মেনে নেওয়া হয়, (৩) সাম্প্রদায়িক নির্বাচন (মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন) প্রথা সৃষ্ট হয়, (৪) ব্যবস্থাপক সভাগুলির কিছুটা ক্ষমতা বাড়ে।

রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝায় ?—রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যে মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে লক্ষ্য করা যায় যে, যখন সমমতাদর্শে ঐক্যবদ্ধ নাগরিকগণের সমষ্টি জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং শাসনক্ষমতা অধিকার করে সেই কর্মসূচীকে রূপায়িত করার জন্যে সচেষ্ট হয় তখনই রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যিনি প্রধান তাঁকে কি বলা হয় ?—গভর্ণর।

সুইডেনের মুদ্রার নাম কি ?—ক্রোনার।

গ্রীসের মুদ্রার নাম কি ?—দ্রাকমা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি ?—নির্দিষ্ট হারে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াই হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

ক্রেমলিন কি ?—সোভিয়েট রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর প্রধান অঞ্চল। ক্রেমলিন ছিলো প্রাচীন দুর্গশহর। ক্রেমলিনকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে বর্তমান মস্কো শহর।

শ্রম বিভাজন বলতে কি বোঝায় ?—পণ্য উৎপাদনে কোনো একজন ব্যক্তি একটি দ্রব্য সম্পূর্ণভাবে একা তৈরি করতে পারে না। বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রমের দ্বারা একটি দ্রব্য উৎপাদন হয়। সুতরাং কোনো দ্রব্য বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রম নিহিত থাকে। এই যে বিভিন্নতা তাকেই বলে শ্রমের বিভাজন।

জি. এন. পি বলিতে কি বোঝায় ?—গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট।

পশ্চিম জার্মানীর আইন সভার নাম কি ?—বাণ্ডস্ট্যাগ।

জাপানী মুদ্রার নাম কি ?—ইয়েন।

মেক্সিকোর মুদ্রার নাম কি ?—৩৯৮ পেসো।

ই. এফ. টি. এ বলতে কি বোঝায় ?—ইউরোপিয়ান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশান।

সবুজ বিপ্লব কি ?—কৃষিজাত দ্রব্যের অতি ফলনই হলো সবুজ বিপ্লব।

জাম্বিয়ার মুদ্রার নাম কি ?—কোয়াচা।

চানক্যপুরী কি ?—দিল্লীর যে স্থানে কুটনৈতিক সম্পর্ক বিচার-বিবেচনা করা হয়।

বৃটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস কি ?—এক সময়ে যে সব দেশগুলো বৃটেন অধিকারে ছিল, কিন্তু সেই সব দেশ গুলো স্বাধীন হবার পর আজও স্বেচ্ছাকৃতভাবে বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে সেই সব দেশগুলো মিলেই বৃটিশ কমনওয়েলথ।

ভিসা কি ?—ভিসা হলো পরিচয় পত্র যার বলে একজন ব্যক্তি অন্যদেশে (সেই দেশ পরিচয় পত্র দেয়) প্রবেশ করতে পারেন। অবশ্য সময়-সীমা নির্ধারিত থাকে।

কারখানা বলতে কি বোঝায় ?—যেখানে বৃহৎ আকারে পণ্য উৎপাদন হয় তাকেই বলে কারখানা।

বর্মার মুদ্রাকে কি বলে ?—কিয়াৎ।

ঠাণ্ডা যুদ্ধ বলতে কি বোঝানো হয় ?—দেখা যায় দুটি রাষ্ট্র বা বৃহৎ বৃহৎ শক্তিবর্গ পরস্পরকে সন্দেহ করে। এই অবস্থায় সরাসরিভাবে যুদ্ধে না নেমে তারা নিজেদের শক্তি বাড়াতে থাকে। এর ফলে যে ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাকেই বলে ঠাণ্ডা যুদ্ধ।

চীনে দুষ্ট চতুষ্টয় বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?—সামরিক অভিযান চালিয়ে বর্তমান চীনা নেতৃত্বকে খতম করার জন্যে যে চারজন ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তাদেরই বলা হয়েছে দুষ্ট চতুষ্টয়। এরা হলেন (১) মাদাম চিয়াং চাং, (২) চ্যাং চুঙ-চিয়াও, (৩) ইয়াও ওয়েন উয়াং এবং (৪) ওয়াঙ হুঙ ওয়েং।

কুটীর শিল্প কি ?—যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বা কয়েকজন মিলে ক্ষুদ্রাকারে কোন দ্রব্য উৎপাদন করে (দেশজ প্রথা বা পদ্ধতি) তখন তাকেই বলে কুটির শিল্প যেমন তাঁতের বস্ত্র কামারশালা ইত্যাদি থেকে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী।

বানধ কি ?—কোনো আন্দোলনকে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্যে সেই ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত অবস্থাগুলিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রাখাই হলো বানধ্।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে 'সলিডারিটি শব্দটির তাৎপর্য কি ?—শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন (পোল্যান্ড)।

গিলোটিন কি ?—অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স ধিকৃত বন্দীদের শিরোচ্ছেদ করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তাকেই বলে গিলোটিন।

শ্রেণী সংগ্রাম কি ?—রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য যখন একটি নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে শাসক দলের সংঘর্ষ হয় তখনই শ্রেণী সংগ্রাম। দাস মালিকদের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম, সামন্ত শ্রেণীদের বিরুদ্ধে বণিক শ্রেণীর সংগ্রমে, এবং ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম—শ্রেণী সংগ্রামের নজীর। বলাবাহুল্য শ্রেণী সংগ্রামের নানারূপ সমাজে দেখা যায়। (মার্কসীয় নীতিতে)

জুনতা কি ?—রাজনৈতিক দলের একটি গোষ্ঠী যখন অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে তখন ঐ গোষ্ঠীকে বলে জুনতা।

স্বৈরতন্ত্র কি ?—রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা গণতান্ত্রিক পন্থায় পরিচালিত না হয়ে যখন কোনো ব্যক্তি বিশেষের কুক্ষিগত হয় এবং সেই ক্ষমতার অপব্যবহারে জনজীবন নিষ্পেষিত হয় তখন তাকে বলে স্বৈরতন্ত্র।

সন্ত্রাসবাদ কি ?—সন্ত্রাসবাদ মূলতঃ নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। মনে করা হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা হচ্ছে ব্যক্তি বিকাশের প্রতিবন্ধক। মানুষের জীবনে রাষ্ট্র শৃঙ্খল বিশেষ, অত্যাচারের যন্ত্র। মানুষের কাছে রাষ্ট্র নিষ্প্রয়োজন। পারস্পারিক ইচ্ছা ও চুক্তির মাধ্যমে গঠিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা মানুষের জীবনকে পরিচালিত করবে, অস্ত্রপ্রয়োগকারী বাহিনী শাসন সংগঠন ইত্যাদি দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র নয়।

ভিয়েৎকঙ শব্দটির তাৎপর্য কি ?——দক্ষিণ ভিৎনামের কমিউনিস্টরা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট-এর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। মার্কিনীদের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। সংগ্রামীদের বলা হয় ভিয়েৎ কঙ।

ট্যারিফ বোর্ড কি ?—সরকার প্রতিষ্ঠিত বিশেষ সংস্থা। কুটীর শিল্পের উন্নতি ও তার সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থ রক্ষিত হয়।

মাথা পিছু আয় বলতে কি বোঝায় ?—মাথা পিছু আয় হ লা জাতীয় উৎপাদনের সমানুপাতিক এবং জনসংখ্যার ব্যস্তানুপাতিক।

ডেমোক্রেটিক সেণ্ট্রালিজম্ কি ?—কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালনার জন্যে বিশেষ পদ্ধতি। পার্টির নিম্নতম থেকে বিভিন্ন মতামত ও কর্মসূচিগত বক্তব্য পরস্পর উর্ধতন ইউনিটগুলোতে যায় এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থায় তা বিচার বিবেচনা করে পুনরায় ক্রমিক পর্যায়ে তলা পর্যন্ত নেমে আসে। এতে সাংগঠনিক দৃঢ়তা বজায় থাকে। তাছাড়া

জার্মান দার্শনিক (১৮১৮-৮৩)।

শেষ মোগল সম্রাট কে?—দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। ইংরাজ কর্তৃক রেঙ্গুনে নির্বাসিত হইয়া ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু।

সক্রেটিস (Socrates) কে?—প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক মহামনীষী।

জোয়ান অব আর্ক কে ছিলেন?—ফরাসী বীর বালিকা। প্রকৃত নাম জীন ডার্ক (১৪১২—১৪৩১)। তাঁহার নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্যগণ কর্তৃক ইংরাজরা অরলিয়েন্স হইতে দূরীভূত হয়। কিন্তু পরে ইংরাজরা আহত অবস্থায় তাঁহাকে ধরে এবং আগুনে পুড়িয়ে মারে।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন ছিলেন কে কে?—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, বররুচি, ঘটকর্পর, বরাহমিহির ও কালিদাস।

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে?—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

ইকমিক কুকারের আবিষ্কর্তা কে?—ডঃ ইন্দুমাধব মল্লিক।

বাংলাভাষায় কে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক করেন?—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা কে?—মহর্ষি দেবেন্দ্র ঠাকুর।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা কে?—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

রুশো কে?—বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী চিন্তানায়ক (১৭১২ ১৭৭৮)।

লেনিন কে?—রুশ বিপ্লবের মহান নেতা, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের স্রষ্টা (১৮৭০-১৯২৪)।

ভিক্টর হিউগো কে?—প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি ও ঔপন্যাসিক, জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস "লা মিজারেবল্"-এর রচয়িতা (১৮০২-১৮৮৫)।

টলস্টয় কে?—রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক। জ্ঞানে ও চরিত্রে ঋষিতুল্য ছিলেন (১৮২৮-১৯১০)।

ম্যাক্সিম গোর্কি কে?—সোভিয়েট রাশিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক সুপ্রসিদ্ধ 'Mother' বা 'মা' উপন্যাসের রচয়িতা (১৮৬৮-১৯৩৬)।

কামাল পাশা কে?—তুরস্ক-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৮০-১৯৩৮)।

হোমার কে ছিলেন?—প্রাচীন গ্রীসের অন্ধ কবি, 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি' নামক গ্রীক মহাকাব্যদ্বয়ের রচয়িতা (আনু খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতক)।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি কে ছিলেন?—ইটালীর প্রসিদ্ধ শিল্পী, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী (১৪৪২-১৫১৯ খ্রীঃ)। তাঁহার অঙ্কিত "মোনালিসা" ও "লাস্ট সাপার" চিত্র দুইটি জগদ্বিখ্যাত।

বিখ্যাত ম্যাডোনা চিত্রের শিল্পী কে?—র‍্যাফায়েল (ইটালীয়) (১৪৮৩-১৫২০ খ্রীঃ)।

সুন-ইয়াৎ সেন কে?—চীন-জাগরণের নেতা ও নব্য চীনের রূপকার (১৮৬৭-১৯২০)।

হো চি মিন (Ho Chi Minch) কে?—ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক জাগরণের নেতা (১৮৯০-১৯৬৯)।

কোপারনিকাস্ কে ছিলেন?—আধুনিক জ্যোতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতা, পোল্যাণ্ডের মনীষী (জন্ম ১৪৭৩ খ্রীঃ)। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং সূর্য স্থির, এই তত্ত্ব তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন।

বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন কে?—উত্তর বঙ্গের রাজা গণেশ (খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী)। কাহারও কাহারও মতে পরবর্তীকালে তাহিরপুরের কংসনারায়ণ (বার ভুইঞার অন্যতম)।

হ্যান্স এণ্ডারসন্ কে?—ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ রূপকথা-লেখক (১৮০৫-১৮৭৫)। তাঁহার বিখ্যাত বই "দি আগলি ডার্কলিং"।

কার্নেগী কে?—আমেরিকার বিখ্যাত ধনকুবের ও দাতা (১৮৩৫-১৯১৮)।

টাকার বদলে নোট প্রথম চালু করেন কে?—চীনসম্রাট কুবলাই খান (১৩শ শতক)।

'সব লাল হো জায়গা' কে বলিয়াছেন?—পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং। এই উক্তি ইংরেজ কর্তৃক সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী।

সর্বপ্রথম মুদ্রা হিসাবে স্বর্ণের প্রচলন করেন কে?—ক্রিসাস (লিবিয়ার রাজা) খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক।

শাহজাহানের ময়ূর-সিংহাসন কে তৈয়ারী করিয়া-ছিলেন?—শিল্পী বেবাদল খাঁ (৭ বৎসরের শ্রমে ও ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে)।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট কে ছিলেন ?—জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৩২-১৭৯৯)। ১৭৮৮-তে প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন।

'অহিংসা পরম ধর্ম" উক্তিটি কে করিয়াছিলেন ?—ভগবান বুদ্ধ।

ক্লিওপেট্রা কে ছিলেন ?—মিশরের রাজা নবম টলেমীর কন্যা এবং মিশরের সুপ্রসিদ্ধ সুন্দরী রানী (৫৯-৩০ খৃঃ পূঃ)। প্রথমে রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া মিশরেই থাকিয়া যান। অগাস্টাস সিজারের সহিত যুদ্ধে এ্যাণ্টনির মৃত্যু হইলে অ্যাস্প (Asp) নামক বিষধর সর্প বক্ষে চাপিয়া তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

গ্রাণ্ডট্রাক রোড কে নির্মাণ করেন ?—শেরশাহ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—রাজা রামমোহন রায়।

কামাল আতাতুর্ক কে ?—কামাল আতাতুর্ক (১৯৮০—১৯৩৮) তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

মুঘল রাজত্বের শেষ সম্রাট কে ছিলেন ?—বাহাদুর শাহ জাফর।

চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ?—চাণক্য।

হলদিঘাটের যুদ্ধে কে পরাজিত হয়েছিলেন ?—১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে রাণাপ্রতাপ পরাজিত হন।

কুতুব মিনার নির্মাণ করেছিলেন কে ?—১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবেকের শাসনকালে কুতুব মিনারের কাজ শুরু হয়। তাঁর কাজ সমাপ্ত করেন কুতুবের জামাতা ও পরে সুলতান ইলতুতমিস (১২১১—৩৬খ্রীঃ)। পরে সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলখ মিনারটি আরও দশ ফুট উঁচু করেন। পাঁচতল বিশিষ্ট মিনারটির উচ্চতা ২৩৫ ফুট।

প্রাচীন গ্রীসের অসাধারণ বাগ্মী হিসাবে কে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ?—ডেমস্থিনেস।

ল্যাণ্ড হোল্ডার সোসাইটি কে কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন ?—১৮৩৭ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নেতৃত্বে ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আব্রাহাম লিঙ্কন কে ছিলেন ?—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শতম প্রেসিডেণ্ট।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক ছিলেন কে ?—সূর্য সেন। মাস্টারদা নামে পরিচিত।

আগ্রাফোর্ট কে নির্মাণ করেন ?—মুঘল সম্রাট আকবর।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে ইংলণ্ডের দূত হিসাবে এসেছিলেন কে ?—স্যার টমাস রো।

স্বাধীন ভারতের প্রথম কমাণ্ডার-ইন-চিফ কে ছিলেন ?—জেনারেল কে· কারিয়াপ্পা।

১৯১১ সালে কে চীনের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?—ডঃ সান ইয়াৎ সেন।

কে বলেছিলেন, "ওদের কেক্ খেতে বালো।"—ফ্রান্সের রাণী মেরী অ্যাণ্টোইনেট।

ভারতের শেষ গভরনর জেনারেল ছিলেন কে ?—শ্রী রাজাগোপালাচারী।

সাঁচির স্তূপ কে নির্মাণ করেছিলেন ?—সম্রাট অশোক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কে ছিলেন জেনারেল এবং পরে যিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন ?—ডিইট ডেভিড আইস্যানহাওয়ার।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কে ছিলেন ?—সর্দার বলদেব সিং।

প্রেসিডেণ্ট নাসেরের পর কে মিশরের শাসন ভার গ্রহণ করেছিলেন ?—আনোয়ার সাদাত। ১৯৭০ সালের ১৫ই অক্টোবর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কে মন্তব্য করেছিলেন : সবচেয়ে বড় মিথ্যা বার বার বলতে বলতে নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে ?—অ্যালডফ হিটলার।

স্পার্টাকাস কে ?—প্রাচীন বিশ্ব ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসদের যে বিদ্রোহ ঘটেছিল তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩ থেকে ৭১ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। স্পার্টাকাস বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেন শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ দমন করা হয়; কিন্তু বীর স্পার্টাকাস নিহত হন। ৬০০০ দাসদের ক্রুশ বিদ্ধ করে মারা হয়। তা সত্ত্বেও অমর বীর শহীদ স্পার্টাকাসের নাম স্বার্ণাক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।

রুশ বিপ্লবের সময় 'লালফৌজ'কে কে সামরিক কায়দায় সুসংগঠিত করেছিল ?—লিও ট্রট্স্কি।

কাদের কসাক বলা হয় ?—দক্ষিণ রাশিয়ার অধিবাসীরা

নিম্নতম ইউনিট সব সময় তার উর্ধতন ইউনিটের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। এই যে আরোহী এবং অবরোহী পদ্ধতিতে সাংগঠের রূপ তাকেই বলা হয় ডেমোক্রেটিক সেণ্ট্রালিজম।

লক আউট বলতে কি বোঝায় ?—লক আউটের অর্থ হলো, যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে মালিকরা তাদের কারখানা বন্ধ করে দেয় এবং কর্মচারীদের বাধ্য করায় যাতে তারা মালিকদের প্রস্তাব মেনে নেয়।

নাজীবাদ কি ?—নাজী শব্দটি "ন্যাশনল সোস্যালইসম" এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে হিটলার এই পার্টিকে পরিচালিত করতেন। নাজীরা আর্যজাতি বলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইছে। সুতরাং বিশ্বের উন্নতি ঘটাতে হলে বিশ্বজয় করতে হবে। জাতিবৈষম্যের ভিত্তিতে যে পার্টি পরিচালিত হতো তা নিশ্চয় প্রতিক্রিয়াশীল।

দারিদ্র্য সীমা বলতে কি বোঝায় ?—অতি সাধারণভাবে বেঁচে থাকার জন্যে ব্যক্তি বা পরিবারকে সেই অর্থ উপার্জন করতে হয়। যদি কারুর উপার্জন এই সীমার নিচে নেমে যায় তখন তাকে বলে দারিদ্র্য সীমা।

পরিকল্পিত অর্থনীতি কি ?—এমন এক ধরনের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন খাত, উৎপাদন বিনিয়োগ ও সরবরাহ সরকারী বা সরকার অনুমোদিত সংস্থার দ্বারা সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়; তাকেই বলে পরিকল্পিত অর্থনীতি।

আন্তর্জাতিক আইন বলতে কি বোঝায় ?—আন্তর্জাতিক আইন বলতে বোঝায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের সমাধান বা মীমাংসা করা। সেই অনুযায়ী আইন গঠিত হয়; এখানে স্বেচ্ছামূলক, বাধ্যতামূলক ও পরামর্শমূলক এক্তিয়ার আছে। আন্তর্জাতিক আদালতে ১৫ জন সদস্য আছেন।

মাউণ্টব্যাটন প্লান কি ?—ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য লর্ড ওয়াভেলের পরিবর্তে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে বড়লাট নিযুক্ত করে। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলায় দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়। জওহরলাল প্রমুখ নেতারা যাঁরা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন,বর্তমান অবস্থায় তাঁরা মত পরিবর্তন করেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখের ঘোষণায় কিভাবে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে তার মূল ধারাগুলি প্রকাশ করেন। মূলতঃ মুসলমান প্রধান এলাকাগুলোর সদস্যগণই স্থির করবেন তারা পাকিস্তান ও ভারতে থাকবেন কি না।

ওয়াভেল প্ল্যান কি ?—১৯৪৫ সাল থেকে ইউরোপে মিত্রশক্তি জয়লাভ করতে থাকে। ভারতে স্বাধীনতার দাবীও সোচ্চার হয়। এই সময় বড়লাট ওয়াভেল প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে পরামর্শ করে এসে ভারতীয় নেতাদের কাছে একটি প্রস্তাব দেন। (১) বড়লাটের শাসন পরিষদ বড়লাট ও প্রধান সৈন্যাধক্ষ্য ছাড়া কেবলমাত্র ভারতীয় সদস্যদের দ্বারা গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক বিভাগেও একজন ভারতীয় সদস্য দ্বারা পরিচালিত হবে। ভারতীয় সদস্য সংখ্যা হবে দশ, (২) পরিষদে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান থাকবে, (৩) দেশীয় রাজ্যগুলি এই আওতায় পড়বে না।

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য কি ?—যে সব ব্যক্তিকে বা সংস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে কর দিতে হয় তাকে বলে প্রত্যক্ষ কর। অন্যদিকে যে কর প্রত্যক্ষভাবে দিতে হয় না কিন্তু পরোক্ষভাবে তার দায় বর্তায় ও দিতে হয় তাকে বলে পরোক্ষ কর।

পলিটব্যুরো কি ?—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্ট্রাল কমিটি সাব-কমিটিকে বলে পলিটব্যুরো। অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেও এই ব্যবস্থা অনুসৃত হয়।

কাসটম ডিউটি ও একসারসাইজ ডিউটির মধ্যে পার্থক্য কি ?—কোনো আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের ওপর যে কর তাকে বলে কাসটমস ডিউটি। অন্যদিকে যে সব দ্রব্য দেশে উৎপাদন হয় তার ওপর কোনো ধার্য করকে বলে একসার-সাইজ ডিউটি।

রেফারেনডাম কি ?—যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নির্বাচক-মণ্ডলী তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে পুনরায় পদত্যাগ করিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারে তাকে বলে 'রিকল সিস্টেম' বা 'রেফারেনডাম'।

গ্যারিবল্ডির অনুগামীদের বলা হোত 'রেড সার্ট'; মুসোলিনীর অনুগামীদের কি বলা হোত ?—ব্ল্যাক সার্ট। কেননা তারা কালো সার্ট পরতো।

মার্শ্যাল প্ল্যান কি ?—যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের দেশ-গুলোকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

সেক্রেটারী জর্জ· সি· মার্শাল পরিকল্পনাটি করেন (১৯৪৭ সালে)।

প্যারিস কমিউন কি ?—জার্মানির কাছে তৃতীয় নেপোলিয়ানের পরাজয়ের (২রা সেপ্টেম্বর ১৮৭০) পর ফ্রান্সের আবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যে ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণী প্যারিসে কমিউন গড়ে তোলে, এবং তারাই দেশের আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করে। এই কমিউন বেশীদিন ক্ষমতা দখল করে রাখতে পারে নি বটে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর শৌর্যবীর্যের এক অগ্নিময় ইতিহাস রচনা করে গিয়েছে তাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে।

কমিনটার্ণ কি ?—কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনাল-এর সংক্ষিপ্ত আকার। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পর ১৯১৯ সালে মস্কোতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে এই কমিনটার্ণ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। [উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং বিভিন্ন ধরনের সাহায্য করা।]

পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি ?—অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময়-সূচি গ্রহণ করা হয়। ঐ সময়ের মধ্যে নির্মাণকার্য ও বাস্তব অবস্থার উন্নতি যাতে কার্যকরী হয় তার জন্যই পাঁচ বছরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ন দেখা যায়।

মে দিবসের তাৎপর্য কি ?—বিশ্বশ্রমিক দিবস পালন করা হয়।

তাসখণ্ড চুক্তি কি ?—১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারী তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ভারত-পাকিস্তান চুক্তিতে স্বাক্ষর (তাসখন্দে)। চুক্তির কয়েক ঘণ্টা পরেই শাস্ত্রী মারা যান।

ডিকটেটার অব দি প্রলেটারিয়েট কি ?—সমাজতান্ত্রিক দেশে (মার্কসীয় রাজনীতিতে) তিনি সর্বহারাদের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁকেই বলা হয় ডিকটেটর অব দি প্রলেটারিয়েট।

বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী শব্দ দুটির তাৎপর্য কি ?—রাজনৈতিক মতামতের দিক থেকে যাঁরা উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল ভূমিকা নেন তাঁরাই বামপন্থী। (বিশেষ করে যারা বুর্জোয়া ব্যবস্থার পরিপন্থী) অন্যদিকে যাঁরা রক্ষণশীল তাঁরাই হলেন দক্ষিণপন্থী।

ভারতের 'মীরাট ষড়যন্ত্র'টি কি ?—শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের কারাবন্দী করে মীরাটে যে বিচার হয় তাই মীরাট ষড়যন্ত্র নামে খ্যাত। শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তারা বৃটিশ সরকারকে উৎখ্যাত করার জন্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন এই বিচার চলে। ৩১ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের সামরিক মর্যাদা কি ছিল ?—করপোরাল।

রোমান রাজনীতিবিদ ব্রুটাসের পুরো নামটা কি ?—মার্কাস জুনিয়াস ব্রুটাস (৮৫-৪২ খ্রীঃ পূঃ)।

চীনের ৩০শে মে আন্দোলন বলতে কি বোঝায় ?—সাম্রাজাবাদ বিরোধী আন্দোলনই চীনের ৩০শে মে (১৯২৫) আন্দোলনের তাৎপর্য।

উদারনীতিবাদ কি ?—একচেটিয়া ব্যবসাবাণিজ্য তা রাষ্ট্রের মাধ্যমেই হোক্ কিম্বা যৌথ প্রচেষ্টায় হোক তার তীব্র বিরোধী হলেন উদারনীতিবাদের প্রবক্তরা। তাঁরা চান যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পারস্পরিক লেন-দেনের মাধ্যমে একটা সহনশীল ব্যবস্থা গড়ে উঠুক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁরা যুদ্ধোপকরণ নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তির পক্ষপাতী।

অর্থনৈতিক উন্নতি বলতে কি বোঝায় ?—দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি হলো অর্থনৈতিক উন্নতি।

ভারতীয় সংবিধানে ১২৩ ও ২১৩ ধারায় রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে কি বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে ?—কোনো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, এই অবস্থার ওপরে ভিত্তি করে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল হুকুম আইন জারী করতে পারেন। সাধারণতঃ পার্লামেণ্ট ও রাজ্যবিধান সভার অধিবেশন চলছে না এমন সময়ই এই হুকুম জারী করা হয়। এটিকে আইন প্রণয়ণের জরুরী ক্ষমতা বলা হয়।

পুঁজিবাদ কি ?—যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে উৎপাদনের জন্য সব সম্পদ ও হাতিয়ার, পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, চাকুরী দেবার ও শ্রমের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি যখন ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে চলে তখনই তাকে পুঁজিবাদ বলে। বলাবাহুল্য এখানে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সব সময়ই বিদ্যমান থাকে।

জাপানের পার্লামেণ্টকে কি বলে ?—ডায়েট।

ফিফথ্ কলাম কি?—যে বা যারা বিদেশীদের হয়ে গোপনে নিজেদের দেশের সরকারের শত্রুতা করে তাদের বলে ফিফথ্ কলাম।

বাজেট কি?—এক বছরের আয় ও ব্যায়ের হিসাব ধার্য করা দেশের ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রযোজ্য।

আমেরিকার পার্লামেণ্টকে কি বলে?—কংগ্রেস।

সাম্রাজ্যবাদ কি?—অন্য দেশকে বলপূর্বক অধিকার করে তার ওপর প্রভুত্ব করা। মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক। অন্য দেশকে পদানত করে রেখে তার সম্পদ, শ্রম ও বাজার দখল করা সুতরাং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ হলো মূল ভিত, তেমনি পদানত দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও ধ্বংস করা সাম্রাজ্যবাদী দেশের লক্ষ্য।

আই· এম· এফ কি?—'ইনটারন্যাশনল মনিটারী ফাণ্ড'। এ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থা। এ সংস্থার উদ্দেশ্য হলো, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, বিনিময় ব্যবস্থার স্থায়িত্ব, মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনশীলতা সংরক্ষণ, বৈদেশিক বিনিময়ের ওপর অকারণ বাধা দূরীকরণ। এই সংস্থার সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে।

কর ও মাশুলে তফাৎ কি?—ব্যক্তি অথবা কোনো সংস্থাকে যখন বিভিন্ন জিনিস ও সম্পদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট হারে সরকারী তহবিলে অর্থ জমা দিতে হয় তখন তাকে বলে কর। মাশুল দিতে হয় বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে যেমন কোনো বিশেষ এলাকায় প্রবেশ করতে কিম্বা যানবাহনে মালপত্র নিয়ে যেতে।

হিটলার যে রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম কি?—নাজি পার্টি। পুরো নাম ন্যাশনল সোস্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি।

কালো টাকা কি?—কোনো ব্যক্তির বা কোনো সংস্থার যে টাকা অবৈধভাবে সঞ্চয় করা হয় এবং মিথ্যা হিসাব দাখিল করা হয় সরকারের কাছে, তখন ঐ অর্থ ও সম্পদ হলো কালো টাকা মূলতঃ ট্যাকস ফাঁকি দেওয়া হলো এর উদ্দেশ্য।

বৈদেশিক নীতি কি?—যে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কি কি নীতির ওপর সম্পর্ক গড়ে তুলবে তাকেই সাধারণ ভাবে বৈদেশিক নীতি বলে।

ক্যাবিনেটকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কি বলে?—সুপ্রীম সোভিয়েট।

হ্যাবিয়াস কার্পাস কি?—১৬৭৯ সালে দ্বিতীয় চার্লস-এর সময় এই আইন বলবৎ হয়। যে-কেউ কোর্টের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করে বলতে পারেন, তাঁর যথাসম্ভব সত্বর বিচার করা হোক কিম্বা বেলে মুক্তি দেওয়া হোক। কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া এবং ওয়ারেণ্ট ছাড়া কাউকে যেন বিনা বিচারে কারাগারে বন্দী করা না হয়।

আমলাতন্ত্র কি?—সরকারী আমলারা এমনভাবে কাজ-কর্ম করেন যাতে সরকারী কাজকর্ম (বিভিন্ন বিভাগ) দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। আসলে সব ফাইল লাল সুতোয় বাঁধাই পড়ে থাকে। সরকারী কর্মচারীরা তখন জনসাধারণের সেবক না হয়ে প্রভু হন।

ফরাসী বিপ্লবের তিনটি মহান বাণী কি?—সাম্য, মৈত্র স্বাধীনতা।

ভারতের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ও লেজিসলেটিভ কাউনসিল কি নামে পরিচিত?—বিধান সভা ও বিধান পরিষদ।

প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকার কি?—স্ত্রী, পুরুষ, জাতিধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্করা যাতে তাদের মনোমত জন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন তার জন্য সাংবিধানিক অধিকার হলো প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার।

বোস্টনের টি-পার্টি কি?—১৭৭৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বোস্টন বন্দরে চায়ের জাহাজ সংক্রান্ত ঘটনা। তৃতীয় জর্জের আমলে বৃটিশ পার্লামেণ্টের উচ্চ হারে কর চাপানার ব্যাপারে তিক্ততা বাড়ে। উল্লিখিত সময়ে একদল নাগরিক ভারতীয়দের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠে এবং চায়ের পেটি ফেলে দেয়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের এটাই ছিল প্রারম্ভিক ভূমিকা।

স্টেট ডিউটি কি?—কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে তার সম্পত্তি যখন হস্তান্তরিত হয় তখন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে যে কর দিতে হয় তাকে বলে স্টেট ডিউটি।

মৌর্য সাম্রাজ্যের শেষ দিকে কে ছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষ? তাঁর খ্যাতি ও অখ্যাতির কারণ কি?—পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন।

তাঞ্জোর কোথায় এবং কি জন্যে বিখ্যাত?—বর্ত্তমানে তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত। একটি মন্দিরময় সুপ্রাচীন

জেলা ও শহর। সারা জেলায় দেড় হাজারের মত মন্দির আছে।

শহীদ মিনারের পূর্বে কি নাম ছিল ?—অক্টারলোনি।

অধীনতা মূলক মিত্রতা কি ?—ভারতে ইংরেজ শাসন-কালে গর্ভনর-জেনারেল লর্ড ওয়েলসলি এর প্রবর্ত্তন করেন। এতে বলা হয়, যে-সকল রাজ্য ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হবে, সেই সকল রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বহিরাক্রমণ থেকে ইংরেজ সরকার রক্ষা করবে। তবে ঐ রাজ্যগুলির নিজস্ব কোনো পররাষ্ট্র নীতি থাকবে না ও ইংরেজ সরকারের নির্দিষ্ট কতকগুলি বিধি-নিষেধ তাদের মেনে চলতে হবে। ঐ সব রাজ্যে ইংরেজ সরকারের একজন রেসিডেণ্ট থাকবেন। রাজ্যরক্ষার, জন্য সরকারের যে সৈন্যবাহিনী থাকবে তার ব্যয়ভারও রাজ্যগুলিকে বহন করতে হবে। হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করেন।

পারসীকদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?—আবেস্তা।

ভার্সাই চুক্তি কি ?—প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মিত্রশক্তির সঙ্গে যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাই হলো ভার্সাই চুক্তি। ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

বার্টার পদ্ধতি কি ?—টাকার নামে উৎপাদিত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় না হয়ে সরাসরিভাবে উৎপাদিত পণ্যের বিনিময় ব্যবস্থা হলো বার্টার পদ্ধতি।

পিটের 'ইণ্ডিয়া বিল' কি ?—উইলিয়ম পিট ইংলণ্ডে প্রধান মন্ত্রী হবার পর ১৭৮৪ সালে পার্লামেণ্ট কর্তৃক একটি বিল পাশ করিয়ে নেন (এই বিলটির নামই হলো পিটের ইণ্ডিয়া বিল। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হলে। শাসন ক্ষমতার কিছুটা অংশ রইল কোম্পানীর হাতে, আর কিছুটা অংশ রইল ব্রিটিশ সরকারের হাতে। মোটামুটি ভাবে এই নীতি ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল।

কোরিয়ার যুদ্ধ কি ?—আমেরিকান দখলকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে।

'পার্লামেণ্ট' শব্দটি কি অর্থ থেকে এসেছে ?—'পার্ল-ল্যান্স' শব্দ থেকে। এর অর্থ হলো কথা বলার ভঙ্গী।

ভূমি রাজস্ব কি ?—ভূমি বাবদ যে খাজনা কর আদায় করা হয় তাকেই বলে ভূমি রাজস্ব।

সামন্ততন্ত্র কি ?—রাজাই হলেন ভূমির মালিক। তবে জমি বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। শেষ পর্যন্ত চাষীরা যে জমি পেত চাষ করার জন্যে তাতে তাদের অধিকার থাকতো না। জীবিকা নির্বাহের জন্য সামান্য ফসল পেত, বাকীটা যেতো উর্ধতন কর্মচারীর হাতে। এইভাবে ভূমির উপর নির্ভর করে যে রাজনৈতিক কাঠামো তাকেই বলা হয় সামন্ততন্ত্র। এই ব্যবস্থায় চাষীদের নিজেদের জমি না থাকলেও তারা কিন্তু কোনো মতেই জমিজমা ছেড়ে পালাতে পারত না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেকটা পিরামিডের মত, স্তরে স্তরে সাজানো। শীর্ষে রাজা, মধ্যিখানে নানা শ্রেণী ও তলায় চাষী। অবশ্য সামন্তদের ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল পোপের।

মুদ্রাস্ফীতি কি ?—উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে আনুপাতিক-ভাবে মুদ্রা (কাগজ) ছাপা না হলে সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়। তাহলে উৎপাদিত পণ্যের দাম বৃদ্ধি হবে টাকায় কম পণ্য পাওয়া যাবে। সহজ কথায় এটাই হলো মুদ্রাস্ফীতি।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কি ? এর নেতৃত্ব দেন কে ?—মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে চট্টোগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্যে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনে এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের নাম কি ?—রিপাবলিকান পার্টি প্রতীক চিহ্ন : হস্তী। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রতীক চিহ্ন : গর্দভ।

গ্রাম পঞ্চায়েৎ কি ?—(১) স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা স্থাপন, (২) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পণ, (৩) উন্নয়ণ কাজে জনসাধারণের ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগ। এই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্যে গ্রাম-পঞ্চায়েত-এর ভূমিকা।

প্রাচীন রোমে অভিজাতদের বলা হত 'প্যাটরিসিয়ান', সাধারণ মানুষদের কি বলা হত ?—প্লেবিয়ানস।

১৯৫২ সালে ভারতের লোকসভায় দলীয় অবস্থা কি রকম ছিল ?—কংগ্রেস ৩৬৩। প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি — ২১ কমিউনিস্ট (অবিভক্ত)—১৬। জনসংঘ—৩। নির্দল ও

অন্যান্য—৮৫।

বুয়র যুদ্ধ কি ?—দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ ও ডাচ উপনিবেশ-কারীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তাকেই বুয়র যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৯৯ সালে এবং শেষ হয় ১৯০২ সালে।

বেনিতো মুসোলিনী ছিলেন ইতালীর ডিটেক্টর। কিন্তু তিনি কি উপাধি নিয়েছিলেন ?—দ্বিতীয় ডিউস্ (নেতা)।

১৮৫৭ সাল কি জন্যে বিখ্যাত ?—সিপাহী। অনেক ঐতিহাসিক একে ভারতের প্রথম যুদ্ধ হিসাবে অভিহিত করেন।

তেইপিং কোথায় এবং কি ঘটেছিল ?—চীনে। এই অভ্যুত্থান চলেছিল ১৮৫০ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত।

১৯১৮ সাল পর্যন্ত জার্মান শাসকবর্গ কি উপাধি নিয়ে রাজ্যশাসন করতেন।—কাইজার।

আফিং যুদ্ধ কি ?—অবৈধভাবে আফিম চালান ব্যবসা নিয়ে চীনের সঙ্গে বৃটেনের সংঘর্ষ হয় ১৮৩৯ থেকে ১৮৪২। দ্বিতীয় সংঘর্ষ হয় চীনের সঙ্গে বৃটেন ও ফ্রান্সের (১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত)। এই সংঘর্ষই প্রথম ও দ্বিতীয় আদিম যুদ্ধ নামে খ্যাত।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কি নামে পরিচিত ছিলেন ?—বিক্রমাদিত্য (৩৮০-৪১৩ খৃঃ)

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ কি ? শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৩৩৮-১৪৫৩) ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সঙ্গে এই যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের কারণ হলো ইংলণ্ডের তৃতীয় এডওয়ার্ড ফরাসী দেশের সিংহাসন দাবী করেছিলেন।

নীলবিদ্রোহ কি ?—নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৯ সালে বাংলাদেশের নীল উৎপাদক জেলা-গুলোতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমান চাষীরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৮৬১ সালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ হলে ফাদার লঙ সাহেব (নাটকটির অনুবাদ করেন) কারাবরণ করেন। ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে ইংলণ্ডেও তোলপাড় হয়।

মাদুরাই কোথায় এবং কি জন্যে বিখ্যাত ?—তামিল-নাড়ুর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মাদুরাই। উৎসব অনুষ্ঠানের শহর বলেও এর খ্যাতি আছে। অতীতের দ্রাবিড় সংস্কৃতির পীঠস্থানও এই মাদুরাই।

ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব কি ?—বিনা রক্তপাতে ইংলণ্ডের নাগরিকরা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্জন করেন। স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর স্টুয়ার্ট বংশের শাসন শেষ (১৬৮৮ সাল) হয়। রাজা সাংবিধানিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও পার্লামেণ্টেরে ক্ষমতা অনেক বর্ধিত হয়।

মহারাণা প্রতাপের বিখ্যাত অশ্বটির নাম কি ছিল ?—চৈতক।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের সামরিক পদমর্যাদা কি ছিল ?—করপোরাল।

বাস্তিল কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছে ?—চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বে ফ্রান্সের জনগণ অভাবে অনটনে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তারপর চতুর্দশ লুই ১৭৮৯ সালের ১১ জুলাই তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করলে প্যারিসের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাস্তিল দুর্গ থেকে অস্ত্র পাবার আশায় জনতা এগিয়ে চলে, সংঘর্ষ হয়, অনেকে নিহত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাস্তিলের পতন হয়। জনগণের জয় ও রাজার পরাজয় হলো বাস্তিলে। বাস্তিলের পতনে গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয় অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কনস্ট্যাণ্টিনোপল-এর পতনের তাৎপর্য কি ?—কনস্ট্যাণ্টিনোপল অধিকার করার জন্য দ্বিতীয় মহমেত্ সুশিক্ষিত সৈন্য বাহিনী নিয়ে আক্রমণ অভিযান চালান। ১৪৫৩ সালের ২৯শে মে তিনি চূড়ান্ত আঘাত হানেন। একাদশ কন্সট্যান্টাইন বীরের মত যুদ্ধ করে বীরের মত মৃত্যুশয্যা নেন। এই ঘটনার আগেই বিদ্বান ব্যক্তিরা পুঁথিপত্র নিয়ে অন্যত্র পাড়ি দেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমের ঐশ্বর্য ও জ্ঞান গরিমা পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। রেণেসাঁস বা নবজাগরণে প্রাচীন গৌরব গাথা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপযুক্ত প্রেরণা যুগিয়েছিল।

খালিফাট আন্দোলন কি ?—খালিফা কথাটির অর্থ উত্তরাধিকারী, প্রতিষ্ঠানের নাম খিলাফৎ। মুশ্লিম দুনিয়ার দায়দায়িত্ব ছিল খালিফাদের। কিন্তু প্রথম মহাবিশ্বযুদ্ধের পর খালিফার ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয় এবং ভারতের মুশ্লিম সমাজকে তা বিপন্ন করে তোলে। ভারতের জাতীয় নেতারা মুশ্লিম সমাজের অসন্তোষে সহানুভূতি জানান কিন্তু ১৯২২ সালে কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলে খিলাফৎ আন্দো-

লনের সার্থকতা লোপ পায়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট কে?—জর্জ ওয়াশিংটন।

বারভূঁইয়া কি?—মুঘল আমলে বঙ্গদেশের জমিদাররাই আসলে ভূঁইয়া। এঁদের মধ্যে চাঁদ রায়, প্রতাপ রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বারোজন ভূঁইয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

মহাজনপদ কি?—বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'অঙ্গুত্তর নিকয়' ও জৈন্য ধর্মগ্রন্থ 'ভগবতী সূত্রেতে' খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে ষোলটি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ রাজ্যগুলিকে বলা হত মহাজনপদ। মহাজনপদগুলির নাম ছিল, কাশী, কোশল অঙ্গ, মগধ, বজ্জি (বৃজি), মল্ল, চেদি বংশ (বৎস), কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অস্মক, অবন্তি, গান্ধার ও কম্বোজ।

'ওয়াটারলু' শব্দটির অর্থ কি?—বেলজিয়ামের একটি গ্রামের নাম। এখানে ফরাসী সম্রাট যুদ্ধে পরাজিত হন। 'ওয়াটারলু' শব্দটি ব্যর্থতা ও পরাজয়ের প্রতীক। লণ্ডনে একটি বিখ্যাত স্টেশনের নাম 'ওয়াটারলু'।

রবার্ট ক্লাইভ কি ভাবে মারা গিয়েছিলেন?—১৭৬৫ সালে ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময় ইংলণ্ডে তাঁর বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি, অত্যাচার ও অনাচারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এই সব কারণেই শেষ পর্যন্ত ১৭৭৪ সালের ২২শে নভেম্বর ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন।

জাহাঙ্গীরের পুরো নাম কি ছিল?—নুর-উদ্-দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (সেলিম)।

ক্রিপস্ মিশন কি?—স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস ছিলেন চার্চিল মন্ত্রিসভার সদস্য। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ক্রিপস ভারতের জাতীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন একটি প্রস্তাব নিয়ে। ভারতকে ডোমিনিয়ান স্টাটাসের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য ক্রিপস-এর দৌত্য ক্রিপস মিশন নামে খ্যাত।

চৌরিচৌরার ঘটনা কি?—১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশে অহিংসা, অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে উত্তেজিত জনতা থানা আক্রমণ করে ও সেখানকার মোট ২১ জন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করে। এই ঘটনার আটদিন বাদে হিংসার গন্ধ পেয়ে গান্ধীজি একক সিদ্ধান্তে ঐ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

চেঙ্গিস খানের আসল নামটা কি?—তেমুজিন-কুরুলটাই।

স্পার্টা কি জন্যে বিখ্যাত ছিল?—স্পাটার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং প্রথা এমনই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো যাতে প্রত্যেকেই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারত।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কি? একদিকে অনাবৃষ্টি অন্যদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলা ও অনুচরদের অত্যাচার এবং নবাবের নিষ্ক্রিয়তায় বাংলার বুকে হাহাকার নেমে আসে। ১৭৭৮ খ্রীঃ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বাংলার বুকে যে মন্বন্তর নামে তা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়।

হিটলারের জার্মানীতে যে পুলিশ বাহিনী গোপনে কাজ করত তাদের নাম কি ছিল?—গেসট্যাপো।

ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডার কি নামে পরিচিত ছিলেন?—সিকান্দার-এ-আজাম।

ইথিয়োপিয়ার রাজধানীর নাম কি ছিল?—আদ্দিস আবাবা।

রুশ দেশের রাজা-রাণীকে কি নামে অভিহিত করা হোত?—জার ও জারিনা।

স্প্যানিস আর্মাডা কি?— ১৫৮৮ সালে স্পেন যে বিরাট নৌবহর নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে গিয়েছিলো তার নামই স্প্যানিশ আর্মাডা।

প্রাচীনকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গান্ধার রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল?—তক্ষশিলা।

উইলবার ফোর্স কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন?—সমাজ সংস্কারক। বৃটেনে দাস প্রথা রদের ব্যাপারে, শিক্ষা সংস্কারের জন্য উইলবার ফোর্স বিখ্যাত হয়ে আছেন।

অ্যালান অকটেভিয়ান হিউম-এর নাম কি কারণে উল্লেখযোগ্য?— ভারতীয়দের স্বাধীনতা কামনার অদম্য স্পৃহা দেখে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। হিউমের মন্তব্য অনুযায়ী এই ব্যবস্থা ছিল সেফটি "ভ্যাল্বের মত"। ইংরেজ রাজত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টা।

পাটনার কি নাম ছিল?—পাটলিপুত্র।

বক্সারের যুদ্ধ কি?—বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশেম ইরেজদের কাছে পরাজিত হন। (চীনের বক্সার যুদ্ধ

বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার ও সৈন্য হিসাবে বিখ্যাত। তাদের কসাক বলা হয়।

শেষ রোমান সম্রাট কে ছিলেন?—রমুলাস অগাস-টুলাস।

স্বাধীন ভারতের প্রথম গভরনর জেনারেল কে ছিলেন? —লুই মাউন্টব্যাটেন (অগাস্ট ১৫, ১৯৪৭ থেকে জুন ২০, ১৯৪৮)।

যখন ভারতে ঠগী দমন ও সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয় তখন কে ছিলেন বৃটিশ ভারতের গভরনর জেনারেল।—লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক।

গজনীর মহম্মদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভারতে এসেছিলেন?—আলবেরুনী।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে কে ব্ল্যাক প্রিন্স হিসাবে পরিচিত ছিলেন?—তৃতীয় এডওয়ার্ডের পুত্র। তিনিও এডওয়ার্ড নামে পরিচিত।

হিটলারের শাসনকালে কে ছিলেন বৈদেশিক মন্ত্রী?—জোয়াকিম ভন রিবেনট্রপ।

কমিউনিস্ট রাশিয়ার প্রথম প্রধান মন্ত্রী কে ছিলেন?—ভি· আই· লেনিন (১৯১৭ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত)।

কে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'ইংরেজ দোকানদারে জাত? —নেপোলিয়ান।

কে কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনটি অক্ষ শক্তি ছিল?—জার্মানী, ইটালী ও জাপান।

১৯৬৯ সালে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?—গোল্ড মেয়ার।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা কে?—রাসবিহারী বসু ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। সুভাষচন্দ্র পরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব নেন।

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?—তিনি কোন সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ঐতিহাসিকরা কেন এই ব্যাপারটির ওপর গুরুত্ব দেন?—গোপালদেব। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে এই রাজা নির্বাচন বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কে ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী?—লিয়াকাৎ আলি খান।

ফতেপুর সিক্রি কে নির্মাণ করেছিলেন?—মুঘল সম্রাট আকবর।

টিউডর পরিবারের প্রথম রাজা কে?—রাজা সপ্তম হেনরী।

কে কে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটেনে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন?—উইনস্টন চার্চিল, নোভাইল চেম্বারলিন, ক্লিমেন্ট এটলী।

কে চালুক্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? চালুক্যদের মধ্যে কার নাম উল্লেখযোগ্য?—চালুক্য রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গুর্জর সর্দার চালুক। পুলকেশী হলেন চালুক্যদের প্রধান এবং তিনি হর্ষের সমসাময়িক।

আইভ্যান দি টেরিবল কে?—১৫৪৭ সালে জার উপাধি নেন। অত্যাচারী ও খিটখিটে মেজাজের চরিত্র। তাঁর ধারনা ছিল সবাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অনেকেই তাঁর অত্যাচারে নিপীড়িত ও নিহত হয়েছেন। ১৫৮০ সালে তিনি তাঁর বড় ছেলেকে হত্যা করেন। মাঝে মাঝে অনুতাপ আসত, প্রার্থনাও করতেন। ছ'বার বিয়ে করেছিলেন। অত্যাচারী হলেও তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর আমলেই রাশিয়ায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুষাণ কারা? কনিষ্ক কে ছিলেন?—কুষাণরা মধ্য এশিয়ার যাযাবর ইউচি জাতির একটি অংশ। কণিষ্ক ছিলেন কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট।

কে কোন সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট হিসাবে শপথ-গ্রহণ করে?—জেনারেল সুহার্তো। ১৯৬৭ সালের ১২ই মার্চ।

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?—ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

ফরাসী অধ্যুষিত ভারতের ১৭৪২ সালে কে গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন?—ডুপ্লে।

গ্রেট বৃটেনের প্রথম প্রধান মন্ত্রী কে?—স্যার রবার্ট ওয়ালপোল (১৬৮৪-১৭৭৮ সাল)

ম্যাজেনি কে ছিলেন?—ম্যাজেনি (১৮০৫-৭২) ছিলেন ইটালীর দেশ-প্রেমিক বীর। ইটালীকে স্বাধীন করার জন্যে তিনি দেশ ছাড়েন এবং ১৮৪৮ সালে রোমে ফেরেন ও রোমাম সাধারণতন্ত্রের ডিকটেটার হন। তবে বেশীদিন তিনি ঐ পদে থাকতে পারেন নি, কেননা ফ্রান্স রোম আক্রমণ করলে তিনি ইংলণ্ডে চলে আসেন। তবে তিনি ইটালীর ঐক্য দেখে গিয়েছিলেন।

তাঁতিয়া তোপী কে ছিলেন?—সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। প্রকৃত নাম রামচন্দ্র পাণ্ডুরং। জাতিতে

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তিনি নানাসাহেবের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি উইণ্ডহামকে পরাজিত করে কানপুর দখল করেন। ১৮৫৭ সালে তিনি ক্যাম্পবেলের কাছে পরাজিত হন এবং কানপুর ইংরেজদের দখলে চলে যায়। ঝান্সির রাণীকে সহযোগিতা করেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ পরাজিত ও নিহত হলে তিনি রাজপুতানায় চলে যান। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এক সঙ্গীর বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়েন। বিচারে তার ফাঁসি হয় (১৮৫৯ খৃঃ)

বিসমার্ক কে ছিলেন ?—জার্মানীর ১৯ শতকের অন্যতম নেতা ছিলেন বিসমার্ক (১৮১৫—১৮৯৮)। তাঁর দৃঢ়, এবং সবল নেতৃত্ব ছিল ; অবশ্য তার মূলে ছিল রক্ত আর লৌহ-কঠিন পরিকল্পনা। তিনি জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

সম্রাট আকবরের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক কে ছিলেন ? —বৈরাম খাঁ।

গ্যারিবল্ডি কে ছিলেন ?—গ্যারিবল্ডি ছিলেন ইটালীর বিখ্যাত সেনাপতি ও স্বদেশপ্রেমিক বীর। সরকারী ব্যবস্থাকে চূর্ণ করার ব্যাপারে তাঁকে ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় (১৮৩৪)। কিন্তু তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে যান। পরে তিনি ইটালীতে ফেরেন এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হন। ইটাকীকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর জীবন-স্বপ্ন।

সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেন কে ?—গজনীর মহমুদ।

সাম্যবাদের মূলনীতিগুলি প্রথমে কে ঘোষণা করেন ? —কার্লমার্কস ও তাঁর সহযোগী বন্ধু ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। কমিউনিস্ট ইস্তাহায়ের প্রকাশিত (১৮৪৮)।

ভারতের লোকসভায় প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন ?—জি. ভি. মবলঙ্কর (১৯৫৬-৬২)।

কে বলেছিলেন ঃ মানুষ তার প্রকৃতিতেই রাজনৈতিক প্রাণী ?—অ্যারিস্টটল।

ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত কে ?—বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত (রাশিয়ায়)।

লোকমান্য তিলকের সাহায্য নিয়ে কে ১৯১৬ সালে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন ?—ডঃ অ্যানী বেসান্ত।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল কে ছিলেন ?—ট্রাইগভেলাই (নরওয়ে) [১৯৪৬-৫২]।

পদাধিকার বলে কে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হন ?—উপ-রাষ্ট্রপতি।

কমিউনিস্ট চীনের প্রথম চীনা রাষ্ট্রদূত কে ?—সর্দার কে. এম. পানিক্কর।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কাদের বলা হয় কংগ্রেস-মেন ?—জাতীয় আইনসভার সদস্যদের। এই আইনসভা দ্বিকক্ষ। একটি হলো হাউস অব রিপ্রেসেনটেটিভ।

স্বরাজদল কে প্রতিষ্ঠা করেন ?—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

Wealth of the Nations পুস্তকখানি রচনা করেন কে ?—অ্যাডাম স্মিথ।

টোডরমল কে ?—টোডরমল ছিলেন মোগল সম্রাট আকবরের বিশিষ্ট অমাত্য। কার্যত, টোডরমল ছিলেন সম্রাট আকবরের প্রধান মন্ত্রী। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার, ভূমি সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার, ইত্যাদির ব্যাপারে টোডরমল ছিলেন সম্রাটের মুখ্য উপদেষ্টা।

ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক কে ?—প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস (খ্রীঃ-পূঃ ৪র্থ শতক)।

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক কে ?—উইলিয়াম হারভে (১৫৭৮-১৬৫৭)। ইংলণ্ডের চিকিৎসক।

কার রাজত্বকালে প্রথম চীনা পরিব্রাজক ভারতে এসে-ছিলেন ?—ফা-হিয়েন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালে।

অর্থশাস্ত্র কার রচনা ?—চাণক্য বা কৌটীল্য।

'Princc' পুস্তকখানি কার রচনা ?—মেকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭)।

জাপানে কার উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয় ?—রাসবিহারী বসু ১৮৮৫-১৯৪৫)

এলাহবাদ স্তম্ভলিপি কার সম্পর্কে লেখা ?—সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্কে লেখা।

পটাশডাম সম্মেলনে কারা যোগদান করেন ?—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট বৃটেন (পটাশডাম বার্লিনের কাছে) ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই সম্মেলনে যোগদান করে। ২রা আগস্ট পর্যন্ত এই সম্মেলন চলেছিল।

ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির নির্বাচকমণ্ডলী কারা ? —লোকসভার ও রাজ্যসভার সদস্যবৃন্দ এবং প্রতি রাজ্যের

ভিন্ন)

দুই গোলাপের যুদ্ধ কি ?—ল্যাঙ্কেস্টার পরিবার ও ইয়র্ক পরিবারের লড়াই। প্রথম জনের ছিল রক্ত গোলাপের চিহ্ন দ্বিতীয় জনের ছিল শ্বেত গোলাপের চিহ্ন।

স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ কি ?—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধ করলে যে তীব্র লড়াই হয় তা-ই স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ নামে খ্যাত। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই লড়াই চলে।

নুরেনবার্গে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার কিভাবে হয়েছিল ?—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধী নাজীদের ও তাদের অনুচরদের নুরেনবার্গে বিচার হয়। কাউকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, কাউকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কি কারণে হয়েছিল ?—বড়লাট কার্জন শাসন ব্যবস্থার সুবিধার কথা তুলে বঙ্গদেশকে (বঙ্গদেশ, বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুর নিয়ে) দ্বিখণ্ডিত করেন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর। এর ফলে পূর্বভাগে পড়ে ঢাকা, রাজসাহী, চট্টোগ্রাম বিভাগ এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় আসাম। ঐ প্রদেশের নাম হয় "পূর্ববঙ্গ ও আসাম"। অপরদিকে প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ এবং বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুর নিয়ে গঠিত প্রদেশের নাম হয় "বঙ্গদেশ"। বিভাগের ফলে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' হয় মুসলিম প্রধান আর 'বঙ্গদেশ' অবাঙ্গালী প্রধান।

এই কারণেই বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনা বিঘ্নিত হয়। তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। অবশেষে ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারী ভঙ্গ বঙ্গ আবার যুক্ত হয়।

নক্সালপন্থী কি ?—সশস্ত্র সংগ্রামের পথে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান বলেই নক্সালপন্থীরা মাও নির্দেশিত পথে (চীনের মত) ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন চালাতে চেষ্টা করেছিলেন [সি. পি. আই. (এম-এল)]। পশ্চিমবঙ্গের নকসাল বাড়ী থেকে এই আন্দোলন (১৯৬৭) গড়ে উঠেছিল বলে এই নামকরণ হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায় ?—ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে রাষ্ট্রে যে কোনো ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি সংবিধান মতে সম মর্যাদা এবং সুযোগ পায় তাকেই বলে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র অর্থাৎ ধর্ম কোনো অন্তরায় ঘটাতে পারে না।

জাতীয় আয় কি ?—দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে ভোগ্য পণ্যে উৎপাদন করার জন্য পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়। এর ফলে যে বাৎসরিক আয় হয় (বস্তুধর্মী, সামাজিক কাজকর্ম ও সেবা) তাকেই বলে জাতীয় আয়।

ইস্রায়েলের পার্লামেণ্টের নাম কি ?—নেসেট।

লিমিটেড কোম্পানী বলতে কি বোঝায় ?—যে রেজিস্টার্ড কোম্পানীর দায়দায়িত্ব অংশীদারদের শেয়ার-এর পরিমাণ অনুযায়ী সীমাবদ্ধ থাকে তাকেই বলে লিমিটেড কোম্পানী।

বাংলাদেশের পার্লামেণ্টের নাম কি—জাতীয় সংসদ।

নির্বাচনের উদ্দেশ্য কি ?—

নির্বাচনের উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণ স্বাধীনভাবে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবেন এবং জনপ্রতিনিধিদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন।

যুগোশ্লাভিয়ার মুদ্রার নাম কি ?—দিনার।

ডেনমার্কে কি ধরনের সরকার আছে ?—সংসদীয় রাজতন্ত্র।

কুয়েৎ-এ মুদ্রার একক কি ?—কুয়েতি দিনার।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে গভর্নররা কিভাবে নিযুক্ত হন ?—প্রত্যেক রাজ্যেই নির্বাচনের মাধ্যমে গভর্ণর নিযুক্ত হন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ কি ?—রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণসার্বভৌমত্বকে সমর্থন করে। তাঁর মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিলো 'মর্তের স্বর্গ'। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের জন্য সেই স্বর্গীয় পরিবেশ অন্তর্হিত হয়। চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে জনগণ সকল ক্ষমতা 'সাধারণ ইচ্ছায়' সমর্পণ করে। 'সাধারণ ইচ্ছা' প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়ে গঠিত, এটি চরম, অসীম ও অভ্রান্ত। সুতরাং এখানে রাজতন্ত্রের চেয়ে জনসাধারণের ক্ষমতাই অধিক।

পার্লামেণ্টকে নেপালীরা কি বলে ?—রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েৎ।

রাজনৈতিক মান বলতে কি বোঝায় ?—জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক ধ্যান-ধারণা, আবেগ, সামাজিক মূল্যবোধ যখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় তখন এইসব সম্পর্কিত বিষয়গুলির সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণই

হলো রাজনৈতিক শিক্ষা।

জাতীয় ঋণ কি?—কোনো দেশ যখন খরচ চালাবার জন্যে ঋণ গ্রহণ করে তখন তাকে বলে জাতীয় ঋণ।

উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন কিম্বা যুদ্ধের জন্য এই ঋণ গ্রহণ করা হয়।

ইউনাইটেড কিংডমের অর্থমন্ত্রীকে কি বলে?—চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকার।

মিশ্র অর্থনীতি কি?—মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সমপ্রাধান্য লক্ষিত হয়।

বাংলা দেশের মুদ্রার নাম কি?—টাকা।

স্টার্লিং এলাকা বলতে কি বোঝায়?—বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত বেশীর ভাগ দেশই তাদের সঞ্চয় পাউণ্ড স্টার্লিং-এর মাধ্যমে রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য (এইসব দেশগুলো) এই স্টার্লিং-এর মাধ্যমে চলে বলেই স্টার্লিং এলাকা বলা হয়।

আয়কর কি?—কোনো ব্যক্তির বাৎসরিক আয়ের ওপর যে প্রত্যক্ষ কর ধার্য হয় (সরকার দ্বারা 'হার' বিধিবদ্ধ) তাকেই বলে আয়কর।

মিশ্র অর্থনীতির উদ্দেশ্য কি?—মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সব প্রাধান্য লক্ষিত হয়। জাতীয় অর্থনীতির উন্নতীতে এটাই হলো মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য।

হায়ার পারচেজ কি?—ক্রেতা যখন মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য বিক্রেতার কাছ থেকে কোনো জিনিস কেনে তখন তাকে বলে 'হায়ার পারচেজ'।

ইকুইটি শেয়ার কি?—শেয়ার হোল্ডারগণ যখন ডিভিডেণ্ট পাবার কোনো শর্ত না পেয়ে শেয়ার কেনে এবং চূড়ান্ত ঝুঁকি নেয় তখন সেই শেয়ারকেই বলে ইকুইটি শেয়ার।

'হোয়াইট পেপার' কি?—জনসাধারণের কাছে গুরুত্বসম্পন্ন কোনো বিষয় সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের স্বকীয় নীতি যখন প্রকাশিত করা হয় তখন তাকে বলে হোয়াইট পেপার।

ফ্লোর-ক্রসিং কি?—আইন সভায় নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা যখন দল বদল করে তখনই বলে ফ্লোর-ক্রসিং।

কার্টেল কি?—'কার্টেল এক ধরনের একচেটিয়া কারবার। তবে এখানে বিভিন্ন সমধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলো একটি যৌথ আকার নেয় এবং সম্মিলিতভাবে উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু প্রত্যেকটি কারবারী প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে।

অনুশীলন সমিতি কি?—বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯০২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সশস্ত্র আন্দোলনের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে হঠিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা এটাই ছিল অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্য।

ইউনিটারি ও ফেডারেল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য কি?—দুটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পার্থক্য হলো ক্ষমতা বণ্টনের নীতিতে এককেন্দ্রিক সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা বণ্টন।

স্বত্ববিলোপ নীতি কি?—লর্ড ডালহৌসি প্রবর্তিত অনুসারে দেশীয় নৃপতিদের বৃটিশ সরকারের অনুমতি ছাড়া দত্তক পুত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়, এবং অপুত্রক অবস্থায় মৃত দেশীয় নৃপতিদের রাজ্য সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অর্ডিন্যান্স কি?—অত্যন্ত জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান যখন কোনো আইন বলবৎ করেন তখনই তাকে অর্ডিন্যান্স বলে।

গোলটেবিল বৈঠক কি?—ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের ১৯৩০-৩২ সালের মধ্যে লণ্ডনে সংস্কার বিষয়ে যে তিন দফা আলোচনা হয় তা গোল টেবিল বৈঠক নামে অভিহিত।

সংসদীয় রাজতন্ত্র বলতে কি বুঝায়?—রাজা থাকলেও যেখানে সংবিধানসম্মত আইনসভা বর্তমান থাকে তাকে বলে সংসদীয় রাজতন্ত্র। এখানে রাজতন্ত্রের মত শাসকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রধান হয়ে উঠতে পারে না।

একচেটিয়া কারবার কি?—উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করাই হলো যে-যে কারবারী প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য তাদেরই অভিহিত করা হয় একচেটিয়া কারবারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে।

গান বোট ডিপ্লোম্যাসি কি?—কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে যখন সরকারের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয় তখনই বলে গান-বোট ডিপ্লোম্যাসি।

হট-লাইন কি?—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক কুটকৌশল তাকেই বলে হট লাইন।

দ্বৈত-শাসন কি ?—১৭৬০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানী লাভ করার পর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকে নবাবের হাতে, কিন্তু রাজস্ব আদায় ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে কোম্পানীর ওপর।

কোয়ালিশন সরকার বলতে কি বোঝায় ?—যখন কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলে সাধারণ কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকার গঠন করে তখনই বলে কোয়ালিশন সরকার। সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনো দল একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পেলে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

স্টক এক্সচেঞ্জের ফরাসী নাম কি ?—বোআর্স (Bourse)।

কে

হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারক কে ?—প্রত্নতাত্ত্বিক দয়ারাম সাহানী।

'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামা' বই দুটি কে রচনা করেন ?—আবুল ফজল।

মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার আবিষ্কারক কে ?—ভারতীয় ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিটলার কে ছিলেন ?—হিটলার জার্মানির প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট ও পরে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত একের পর এক রাষ্ট্রজয় করে গেছেন। একনায়কতন্ত্রের তিনি ছিলেন জীবন্ত প্রতিভূ। তিনি সেখান কার নাৎসী দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। অসাধারণ বাগ্মী হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। এই এডলফ হিটলার ছিলেন ইহুদী ও কমুনিষ্ট বিরোধী। তার অত্যাচারে ও অতিষ্ঠ হয়ে অনেক ইহুদী জার্মানী ছেড়ে অন্যান্য দেশে আশ্রয় নেয়। বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনও এই ইহুদী বিতাড়নের কবল থেকে রক্ষা পাননি।

সমগ্র জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন কে এবং কিভাবে ?—বিসমার্ক। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাডোয়ারের যুদ্ধে জয়লাভ করে বিসমার্ক সামান্য ৬ বছরের মধ্যে প্রাশিয়ার অধিনায়কত্বে সমগ্র জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক হিসাবে জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি কে ?—কার্ল মার্কস।

প্রথম আলেকজাণ্ডার কে ছিলেন ?—তিনি ছিলেন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের পতনের সময় রাশিয়ার জার। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার পদ লাভ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক কে ?—গৌতম বুদ্ধ।

জৈন ধর্মের মূল প্রবর্তক কে ?—পার্শ্বনাথ।

বৈরাম খাঁ কে ছিলেন ?—আকবরের অভিভাবক। সিংহাসনে আরোহণের সময় আকবরের বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। তিনি নাবালক থাকায় তাঁর পিতৃবন্ধু বৈরাম খাঁ পরে অবশ্য বৈরাম খাঁকে অপসারিত করে আকবর নিজের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

তানসেন কে ছিলেন ?—আকবরের রাজসভায় বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী।

সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন কে ?—সুলতান মামুদ।

অর্থশাস্ত্র কে রচনা করেন ?—কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন।

কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ?—কণিষ্ক।

কুষাণ রাজবংশের প্রথম সম্রাট কে ছিলেন ?—কুজুল কদফিসিস।

রোম নগরী কবে স্থাপিত হয়েছিল এবং কে স্থাপন করেছিলেন ?—যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৭৫৩ বছর আগে রেমাস ও রোমুলান নামে দুই ভাই রোম নগরী স্থাপন করেছিলেন। রোমুলাসের নাম অনুসারে এই নগরীর নাম রাখা হয় 'রোম'।

ফ্রাঙ্ক জাতির শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ?—শার্লেমান বা মহান চার্লস।

মার্কোপোলো কে ?—তিনি ছিলেন ইটালির একজন নাবিক ও পর্যটক। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি ভারত, চীন প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন, স্বদেশে ফিরে গিয়ে তিনি 'মার্কোপোলোর ভ্রমণ' নামে একটা বই লিখেছিলেন। তাতে তিনি সেই সময়কার প্রাচ্য দেশগুলির ঐশ্বর্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিখেছেন।

মাইকেল এঞ্জেলো কে ছিলেন ?—ইতালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও ভাস্কর (১৪৭৫-১৫৬৪)। তাঁহার "লাস্ট

জাজমেণ্ট”—প্লাম্টার ওয়াটার কলার চিত্রটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং বিখ্যাত।

তানসেন কে ছিলেন?—আকবরের একজন সভাসদ এবং বিখ্যাত গঙ্গীত বিশারদ।

সর্বশ্রেষ্ঠ মৌখিক পূরণকর্তা কে?—সোমেশ বসু। একশত অঙ্কের সংখ্যাকে একশত অংকের সংখ্যা দিয়া গুণ অত্যল্প সময়ের মধ্যে মুখে মুখে গুণফল বলিয়া দিতেন। জন্ম ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে।

বারভুইঞা কে কে?—চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, চাঁদপুরের চাঁদপুরের চাঁদগাজি, তাহিরপুরের কংসনারায়ণ, বিষ্ণুপুরের হাম্বীরমল্ল, পুটিয়ার রামচন্দ্র, ভাওয়ালের ফজল গাজি, মামুদপুরের সীতারাম রায় ও খিজিরপুরের ঈশা খাঁ।

বোপদেব কে ছিলেন?—‘মুগ্ধবোধ’ নামক বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণের রচয়িতা।

শুভঙ্কর কে ছিলেন?—বাঙালী গণিতজ্ঞ; আসল নাম ভৃগুরাম দাস।

নানাসাহেব কে ছিলেন?—ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক। নির্বাসিত পেশোয়া বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র, প্রকৃত নাম ধুন্দুপন্থ।

শাহনামা কে রচনা করেন?—পারস্যের মহান্ কবি ফিরদৌসি (৯৪০ ১০২০ খ্রীঃ)।

সুয়েজ খাল কি এবং কাটেন কে?—লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী এই খলটি ভারতবর্ষ তথা পূর্ব দেশগুলির সহিত ইউরোপের ব্যবধান বহুগুণ কমাইয়া দিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল, প্রস্থ ১৯৭ ফুট এবং গভীরতা কমবেশী ৩০ ফুট। কার্যকরী হয় ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। নির্মাণ ব্যয় ৩ কোটি পাউণ্ড। নির্মাণ করেন ফারডিনান্ড-ডি লেসেপ্স (ফ্রান্সের লোক)।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আবিস্কর্তা কে?—স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ১৭৫৫-১৮৪৩ খ্রীঃ) জার্মানীর লোক।

বিটোফেন কে?—জার্মানী তথা ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা (১৭৭০-১৮২৭); ইনি বধির ছিলেন।

বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন শাসনকর্তা কে?—নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

বঙ্গদেশের কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন কে?—রাজা বল্লাল সেন।

ইংলণ্ডে সর্বাপেক্ষা অল্প বয়সে প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন কে?—উইলিয়াম পিট্ (১৭৫৯ ১৮০৬), ২৫ বৎসর বয়সে ইনি প্রধানমন্ত্রী হন।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হাসপাতাল স্থাপন করেন কে?—খ্রীস্টান ধর্মগুরু সেণ্ট বেসিল ৩২৯ খ্রীস্টাব্দে ইটালীতে প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করেন।

সারনাথ স্তূপ নির্মাণ করান কে?—সম্রাট অশোক। এইখানেই বুদ্ধদেব সর্বপ্রথম তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন এবং সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন প্রভৃতি পাঁচজনকে প্রথম শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন।

ইউরোপ হইতে কে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন?—মহাবীর আলেকজাণ্ডার (৩২৬ খ্রীঃ পূঃ)।

আমাদের দেশকে কোন্ পর্বত দু'ভাগে ভাগ করেছে এবং সেই ভাগ দুটির নাম কি?—বিন্ধ্যপর্বত ভারতকে দু'ভাগে ভাগ করেছে এবং এই ভাগ দুটির নাম আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য।

সমগ্র ভারতবাসীকে একটা জাতি হিসাবে বর্ণনা করা যায়—সেটা কি জাতি?—মিশ্র জাতি।

অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে?—এইচ. এস. সুরাবর্দি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্য মন্ত্রী কে?—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর কে?—স্যার ফ্রেডারিক বারোজ।

পানামা খাল কি?—মধ্য আমেরিকার সঙ্কীর্ণ অংশে খাল কাটিয়া প্রশান্ত মহাসাগর ও ক্যারাবিয়ান সাগর তথা অতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন (দৈর্ঘ—৬৪ কি. মি.)।

বিশ্বের প্রথম সংবাদপত্র কি?—রোম থেকে প্রকাশিত “অ্যাক্টাডার্না”।

ভারতের প্রথম সংবাদপত্র কি?—“হিক্স্ বেঙ্গল গেজেট” ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী কলিকাতা হইতে ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়।

কার্ল মার্ক্স কে?—কম্যুনিস্ট আদর্শের স্রস্টা সুপ্রসিদ্ধ

বিধান সভার সদস্যবৃন্দের দ্বারা নির্বাচিত হন রাষ্ট্রপতি।

ইতালির ঐক্য কার কার মধ্যে হয়েছিল ? কোন সালে তা সম্পূর্ণ হয় ?—সিসিলি ও ন্যাপলস্-এ এক গণভোটের মাধ্যমে এই দুটি স্থান ইতালির সঙ্গে ঐক্যবন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভেনিস ও রোম ছাড়া সমগ্র ইতালি ঐক্যবদ্ধ হল। এর কিছু পরে ১৮৬৬ সালে ভেনিস ও ১৮৭১ সালে রোম ইতালির ঐক্যবদ্ধ্য হয়। ১৮৭১ সালে ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ হয়।

বার্লিণ চুক্তি কবে কার সভাপতিত্বে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?—বার্লিণে জার্মান চ্যান্সেলার বিসমার্কের সভাপতিত্বে এক আন্তর্জাতিক বৈঠকের পর ১৮৭৫ সালের ১৩ই জুলাই বার্লিণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাশিয়া এই চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো কার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ?—জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কবে, কার মধ্যে হয় ?—১৭৬১ সালে আফগান নেতা আহম্মদ শাহ আবদালীর সঙ্গে মারাঠাদের।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কার মধ্যে হয়েছিল ?—১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর হিমুকে পরাজিত করে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন।

বসুমিত্র, অশ্বঘোষ ও নাগার্জুন—এরা কারা ?—কণিষ্কের আমলে এই তিনজন ছিলেন বৌদ্ধ গ্রন্থ রচয়িতা ?

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর স্মরণীয় কেন ?—ডঃ হো-চি-মিন।

'ম্যারাথন' শব্দটি ইতিহাস-এর পাতায় স্থান পেয়েছে কেন ?—খেলাধুলার ১নং প্রশ্নে এর উত্তর দেওয়া আছে।

ক্রুশেডকে কেন ধর্মযুদ্ধ বলা হয় ?—খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা পবিত্র ভূমি জেরুজালেম (প্যালেস্টাইন) উদ্ধার করার জন্যে লড়াই-এ নেমেছিল। এখানে যীশুখ্রীষ্ট বসবাস করতেন। এটি তখন তুর্কিদের অধিকারে ছিল।

কবে সুয়েজখাল উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় ?—১৮৬৯ সালে।

ভারতের ইতিহাসে ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট বিখ্যাত কেন ?—চার্চিল মন্ত্রীসভার সদস্য ক্রিপস ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেবার জন্য যে দৌত্যাগিরি করেন তখনকার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তা মানতে পারেন নি। এই অবস্থায় ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট কংগ্রেস "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে মিত্র-শক্তিবর্গের আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে সেই আদর্শ রূপায়ণের সমাধান কল্পে ব্রিটিশ সরকারকে অবিলম্বে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই জন্যে গণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রস্তাব নেওয়া হয়।

৯ই আগস্ট গান্ধীজীসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। কিন্তু আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। উত্তরপ্রদেশে বালিয়া ও বস্তা, মহারাষ্ট্রের সাঁতরা, পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় কিছুকালের জন্য ব্রিটিস সরকারের অবসান ঘটে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী এই আন্দোলনে ষাট হাজার ব্যক্তি গ্রেপ্তার বরণ করেন, আঠারো হাজার বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন। ন'শ চল্লিশ জন জীবন হারান এবং ষোলশ ত্রিশ জন আহত হন।

এই জন্যে ৯ই আগস্ট শহীদ দিবস হিসাবে পালিত হয়।

ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগকে কেন 'স্বর্ণময় যুগ' বলা হয় ?—গুপ্ত-যুগে শিল্প-কলা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতির জন্য গুপ্ত যুগকে স্বর্ণময় যুগ বলা হয়।

১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন কেন ?—লবণ আইন অমান্য আন্দোলন (সত্যাগ্রহ)। গান্ধীজি এর নেতৃত্ব দেন।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেন কেন ?—ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তৃতি ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেন-দেন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রাচীন কালের জীবনযাত্রা, ধ্যান-ধারণা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা এখনও কিভাবে ভারতীয় জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে চলেছে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায়।

টমাস স্মরকে ফাঁসি কাঠে ঝুলান হয়েছিল কেন ?—অষ্টম হেনরীকে তিনি চার্চের প্রধান হিসাবে স্বীকার করেন নি।

১৯৭১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন কেন ?—ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ এবং ভারতের জয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

ফরাসী জাতি তথা পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা কেন ?—কারণ দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অভাব-অভিযোগ, শোষণ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফরাসী জাতির জাগরণ ও বিদ্রোহ, রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা পাল্টে শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের ও জন মতের প্রাধান্য এবং অধিকারের প্রতিষ্ঠার পথ দিয়েছিল এই বিপ্লব। দেশাত্মবোধের, জাতীয়তাবোধের, সাম্য ও স্বাধীনতার ইঙ্গিত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

কোথায়

কার্ল মার্কস কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাইন অঞ্চলে ট্রিয়ার নামে জায়গায় তিনি জন্মগ্রহণ করেণ। তিনি ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী।

বুদ্ধদেব কোথায় সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচার করেন ?—বারাণসীর কাছে সারনাথে মৃগশিখা বনে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কোথাকার সম্রাট ছিলেন ?—ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন।

কোথায় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়েছিল ?—২৩২ খ্রীঃ পূঃ ব্যাবিলনে।

১৯৩১ সালে জাপানীরা যখন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে তখন কোথায় ছিল চীনের রাজধানী ?—নানকিং।

সামরিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধরনের আক্রমণ কোথায় হয়েছিল ?—৮৮০ দিন ধরে লেনিনগ্রাডের যুদ্ধ (১৯৪১ সালের ৩০শে আগস্ট থেকে—১৯৪৪ সালের ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত)। মৃত্যু সংখ্যা ১·০ থেকে ১·৫ মিলিয়ন।

১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পণ করার পর কোথায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?—টোকিও-র উপকূলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরী যুদ্ধজাহাজে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

লেনিনের মৃতদেহ কোথায় শায়িত আছে ?—মস্কোর রেড স্কোয়ার।

নালন্দা কোথায় এবং কি জন্যে বিখ্যাত ?—বর্তমানে বিহার প্রদেশে। নালন্দা ছিল বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা আসতেন। চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং এখানে কয়েক বছর অধ্যায়ন করেছেন ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার।

রাজস্থানে বিজয় স্তম্ভটি কোথায় ?—চিতোর।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বে ভারতের রাজধানী কোথায় স্থানান্তরিত হয়েছিল ?—দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে। পরে দেবগিরির নাম হয় দৌলতাবাদ।

বুদ্ধ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?—কপিলাবস্তু।

বরবুদুর মন্দির কোথায় ?—শৈলেন্দ্র রাজবংশের রাজত্ব কালে যবদ্বীপে বরবুদর নামক স্থানে এক সুবিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ নির্মিত হয়। এই বিশাল মঠ একটি পাহাড়ের চূড়োয় অবস্থিত।

ময়ূর সিংহাসন কোথায় আছে ?—ইরাণে। ১৭৩৯ সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করার সময় নাদির শাহ ময়ূর সিংহাসন নিয়ে গিয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কোথায় সংগঠিত হয় ? কতজন নরনারী প্রাণ হারায় ?—অমৃতসর শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত এই উদ্যানটিতে ১৯১৯ খৃঃ ১৩ই এপ্রিল জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ইংরেজ সরকারের এক সৈন্যদল একটি সভায় সমবেত কয়েক হাজার নিরস্ত্র ও সম্পূর্ণ শান্ত জনতার ওপর বেপরোয়াভাবে গুলি বর্ষণ করে।

সরকারী হিসাব মতে ঘটনাস্থলেই ৩৭৯ জন নিহত ও ১২০০ জন আহত হয়। বেসরকারী হিসাবে নিহত সংখ্যা সহস্রাধিক।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেলসনের নেতৃত্বে কোথায় কাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল ?—নীলনদের তীরে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ।

বিম্বিসারের রাজধানী কোথায় ছিল ?—রাজগৃহে। বর্ত্তমান রাজগীর।

গ্রীণউইচ গ্রাম কোথায় ?—ন্যুইয়র্কের একটি জেলা যেখানে মূলতঃ শিল্পী সাহিত্যিক ও ছাত্রদের বসবাস।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মার্কটোয়েনের বাড়ী ও মিউজিয়াম কোথায় ?—হ্যানিবল, মিসৌরী।

হারকিউলিসের স্তম্ভ কোথায় ?—জিব্রাল্টার প্রণালীর উভয় দিকে।

হাইড পার্ক কোথায় ?—লণ্ডনে একটি বিখ্যাত পার্ক। এখানেই বড় বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কোন সালে এবং কোথায় আই এন, এ-র বিচার শুরু হয় ?—১৯৪৫ সালে দিল্লীর লাল কেল্লায়।

সর্বপ্রথম পার্লামেণ্টর গণতন্ত্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?—গ্রেট ব্রিটেন।

পৃথিবীর দীর্ঘতম অভিযুক্তকরণ (ইমপীচমেণ্ট) কোথায় হয়েছিল ?—ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। ৭ বছর ধরে এই বিচার চলেছিল।

ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি কোথায় ?—ন্যুইয়র্কে।

বলশেভিক ও মেনশেভিক দল কোথায় ছিল ?—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র।

হুইগ ও টোরী দল কোথায় ছিল ?—বৃটেন।

সবচেয়ে প্রাচীন আইনসভা পৃথিবীর কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ?—ইরাকের এরেখ-এ। খৃষ্ট পূর্ব ২৮০০।

কোথায় চার্টিস্ট আন্দোলন হয়েছিল ?—ইংলণ্ডে। ১৮৩৯, ১৮৪২ এবং ১৮৪৮ এ পরপর তিন দফায় ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী তাদের দাবীগুলি পার্লামেণ্টে পেশ করে।

'দুনিয়ার মজদুর এক হও'—কোথায় লেখা আছে ?—কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো।

কোথাকার রাজধানীতে আন্তর্জাতিক বিচার-বিভাগ রয়েছে ?—হেগ।

ভারতে মুদ্রা এবং পোস্টেজ ষ্ট্যাম্প কোথায় ছাপা হয় ?—ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি প্রেস, (নাসিক)।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সরকারী বাসভবন কোথায় ?—হোয়াইট হাউস (ওয়াশিংটন)

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী কোথায় ?—
(১) ওয়াশিংটনে (আমেরিকা) 'ইউনাইটেড স্টেট লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস'। পুস্তক সংখ্যা ৫ কোটি ৯০ লক্ষের বেশী।
(২) সোভিয়েট রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর 'লেনিন স্টেট লাইব্রেরী', পুস্তক সংখ্যা—২ কোটি।

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা কোথায় অবস্থিত ?—পাকিস্তানে। মহেঞ্জোদাড়ো সেখানকার সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায় হরপ্পা মণ্টগোমেরি জেলায় অবস্থিত।

কাকে

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে সেলুকাস কাকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন ?—মেগাস্থিনিস।

কাকে বলা হোত পাঞ্জাব কেশরী ?—রণজিৎ সিংহ।

আইরিশ প্রজাতন্ত্রের জনক বলা হয় কাকে ?—ডি. ভ্যালেরা।

ঔপনিবেশিক দেশ কাকে বলে ?—যে দেশের শাসন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অপর অপর অন্য কোন রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তখন প্রথোমোক্ত দেশটিকে বলা হয় ঔপনিবেশিক দেশ।

কালোবাজার কাকে বলে ?—নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে যখন বেশী দামে (মুনাফার জন্য) জিনিসপত্র বিক্রয় করা হয় তখন তা প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় হয় না বলে কালো বাজার বলা হয়। কালো বাজার কৃত্রিম বাজার।

ক্লিয়ারিং হাউস কাকে বলে ?—ব্যাঙ্কগুলির একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা, যেখানে পরস্পরের লেনদেনের হিসাব ঠিক করা হয়।

সম্পদ কর কাকে বলে ?—কোনো ব্যক্তি বিশেষের অথবা অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের সম্পদের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে বলে সম্পদ কর।

'ক' কাকে বলে ?—শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো, প্রচণ্ড ধাক্কা বা আঘাত। সাধারণ ভাবে বলা হয়—যখন কোনো বৈধ সরকারকে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় তখনই 'ক্যু'।

সিঙ্কিং ফাণ্ড কাকে বলে ?—নির্দিষ্ট সময়ে-সময়ে যে ফাণ্ডের সুদ সমেত টাকা একত্র করে কোনো দেনা মেটানো কিম্বা অ্যাসেট বাড়ানো হয় তাকেই বলে সিঙ্কিং ফাণ্ড।

বাফার টেস্ট কাকে বলে ?—দুটি শত্রু রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকলে ঐ রাষ্ট্রটিকে বাফার স্টেট বলে।

বৃটেনে ছায়া প্রধান মন্ত্রী কাকে বলে ?—বিরোধী দলের নেতা।

ডেফিসিট ফাইনানসিং কাকে বলে ?—উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য না রেখে যখন ঘাটতি পূরণ করার জন্যে টাকা ছাপিয়ে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা হয়।

ভারতের নেপোলিয়ান কাকে বলা হয় ?—সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁকে এই আখ্যা দিয়েছিলেন।

মসলার দ্বীপ কাকে বলা হয় ?—ইউরোপীয়রা দক্ষিণ ভারত ও ভারতের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত দ্বীপগুলিকে মসলার দ্বীপ নামে অভিহিত করেন।

'অন্ধকারময় যুগ' কাকে বলে ?—রোমান সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবার পর ইউরোপের ইতিহাসে যে যুগ কেটে গেল, তাকে 'অন্ধকারময় যুগ' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কোন

ভারতকে উত্তর দিকে প্রাচীরের মত রক্ষা করছে কোন পর্বত ?—হিমালয়।

মেগাস্থিনিস কোন গ্রন্থ রচনা করেন ?—'ইণ্ডিকা'।

সিন্ধু সভ্যতাকে কোন যুগের মধ্যে ফেলা হয় ? এবং কেন ?—সিন্ধু সভ্যতাকে তাম্রযুগের মধ্যে ফেলা হয়। কেননা তখন লোহার ব্যবহার ছিল না।

সিন্ধু সভ্যতার আমলে কোন দেব-দেবীর আরাধনা করা হত ?—শিব ও মহামায়ার আরাধনা করা হত।

সিন্ধু সভ্যতায় কোন পশুর উল্লেখযোগ্য স্থানের পরিচয় পাওয়া যায় ?—ষাঁড়ের।

বৃটেনে লেবার পার্টি প্রথম কোন সাধারণ নির্বাচনী প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল ?—১৯০৬ সালে বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে মোট ২৯ জন শ্রমিক লেবার পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে বৃটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন।

অহিংসা পরম ধর্ম—এটা কোন ধর্মের মূলনীতি ?—বৌদ্ধ ধর্মের।

আলেকজাণ্ডার ভারত অভিযানে আসেন কোন সময়ে ? —খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হয় কোন সালে ?—১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে রায়গড়ে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়।

শকাব্দ কোন সময় থেকে গণনা করা হয় ?—৭৩খৃষ্টাব্দ থেকে শকাব্দ গণনা করা হয়।

শকারি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন কোন রাজা ?—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

হূণদের বিরুদ্ধে কোন গুপ্ত রাজা খ্যাতি অর্জন করেন ? —দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হূণদের বিরুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন।

কনিষ্ক কোন অব্দের প্রবর্তন করেছিলেন ?—শকাব্দ।

আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে কোন ভারতীয় রাজা যুদ্ধ করেন ?—বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদী মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজা পুরু।

কোন সালে কাদের সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ?—১৭৫৭ সালে সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে লর্ড ক্লাইভের (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) পলাশীতে (মুর্শিদাবাদ, বর্তমানে নদীয়া জেলায়) যুদ্ধ হয়েছিল। সিরাজুদ্দৌলা পরাজিত ও নিহত হন। বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয়।

কোন বছরে সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?—১৯৫৮ সালে।

কোন শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লব হয়েছিল ?—১৭৫০ থেকে ১৮৫০ ; এই সময়ের মধ্যে শিল্পোন্নয়ের ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বৃটেনের জনজীবনের যে বিবর্তন তাকেই শিল্প-বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়।

কোন বছরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৈরী হয় এবং সনদ লাভ করে ?—১৬০০ খৃষ্টাব্দে রাণী প্রথম এলিজাবেথ এর রাজত্বকালে।

৩১৩ খৃষ্টাব্দে কোন রোমান সম্রাট খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং খৃস্ট্যন ধর্মাবলম্বীদের পীড়ন করতে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন ?—কনসট্যানটাইন দি গ্রেট।

আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ কত সালে হয় ?—খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন কোন সালে শুরু হয় ?—১৯৪২ সাল (৯ই আগস্ট)।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কোন দিনে অক্টোবর দিবস পালন করা হয় ?—৭ই নভেম্বর।

কোন বছরে মার্টিন লুথার কিং আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন ?—১৯৬৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম যুদ্ধ কোনটি ?—শতবর্ষব্যাপীযুদ্ধ (১৩৩৮ ১৪৫৩)।

কোন দেশ কাগজের মুদ্রা আবিষ্কার করেছিল ?—চীনে সর্বপ্রথম কাগজের মুদ্রা প্রচলিত হয়। ঐতিহাসিকদের অভিমত হলো ৭ম শতাব্দীতে ট্যাং রাজত্বে কাগজের মুদ্রার প্রচলন হয়।

কোন রোম সম্রাট বাইজানটিয়াম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? —কনসট্যাণ্টাইন।

যখন রোম পুড়ছিল তখন কোন রোম সম্রাট বসে বসে বাঁশী বাজাচ্ছিলেন ?—রোমান সম্রাট নীরো (৫৪-৬৮ খৃঃ)।

কোন শতাব্দীতে মহম্মদ বিন তুঘলক রাজত্ব করে-

ছিলেন ?—শাসনকাল ১৩২৫-৫১ খৃঃ।

ফ্রান্সে কোন পরিবার ২০০ বছরের ওপর শাসনভার কুক্ষিগত করে রেখেছিল ?—বুরবঁ পরিবার (১৫৯৮-১৮৩৮)।

পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশ সব থেকে গরীব?—ভুটান। যদিও কাম্পুচিয়া (কম্বোডিয়া) লাওস বা সোমালিয়া সম্পর্কে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কোনো তথ্য নেই।

পৃথিবীর কোন কোন বড় কবি অন্ধ ছিলেন ?—গ্রীক মহাকবি হোমার এবং ইংরেজ কবি মিলটন।

ল্যাটিন আমেরিকান প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলিকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছিলেন ভেনিজুয়েলার একজন বিপ্লবী এখনকার কোন প্রজাতান্ত্রিক দেশ তাঁর নাম অনুসারে হয়েছে ?—বলিভিয়া (সাইমন বলিভারের নাম অনুসারে)।

কোন ফসলের ব্যর্থতায় ১৮৪৫-৪৭ সালে আয়রল্যান্ডে দুর্ভিক্ষ হয় ?—আলু চাষের ব্যর্থতা।

কোন দেশের কাছ থেকে আমেরিকা ভার্জিন দ্বীপ কিনেছিল ?—আগে ছিলো ড্যানিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্তর্গত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ডেনমার্কের কাছ থেকে ভার্জিন দ্বীপ কিনে নেয়। এর রাজধানী শার্লোটি অ্যামলাই (সেণ্ট টমাস)। ৬৮টি দ্বীপ। এর মধ্যে বড় তিনটি দ্বীপ গুরুত্ব সম্পন্ন।

দক্ষিণ আমেরিকার কোন প্রজাতান্ত্রিক দেশ ভেনিসের নামে নামকরণ হয়েছে ?—ভেনিজুয়েলা। স্পেনের যাঁরা এই জায়গাটা আবিষ্কার করেছিলেন সেই স্প্যানিশরা এই জায়গার নাম দিয়েছিলেন ভেনেজুয়েলা। এর অর্থ হলো 'ছোট্ট ভেনিস'।

বুদ্ধ কোন শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ?—খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ (?)।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের কোন দেশ নৌশক্তিতে সব থেকে ক্ষমতাশালী ছিল ?—পর্তুগাল।

ট্রাফালগারের যুদ্ধে কোন বিখ্যাত ইংরেজ মারা যান ?—অ্যাডমিরাল লর্ড নেলসন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে কোন বিদেশী সভাপতির পদ অলংকৃত করেন ?—অ্যানি বেসান্ত।

কোন ইংরেজ মিশনারীকে ভারতীয়েরা 'দীনবন্ধু' আখ্যা দিয়েছিল ?—সি. এফ. এনড্রুজ।

সিপাহীযুদ্ধের সময় ভারতের কোন রাজ্যের রাণী ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছিলেন ?—ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

কোন স্বদেশপ্রেমিক নারীযোদ্ধাকে কোন দেশের লোক ডাইনি বলে পুড়িয়েছিল ?—জোয়ান অব আর্ক।

কোন কোন দেশ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল ?—একদিকে রাশিয়া অন্যদিকে সম্মিলিত শক্তিবর্গ হলো, তুরস্ক, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং সারডিনিয়া।

কোন বিখ্যাত হিন্দুরাজা আওরঙ্গজেবের রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থাকে আঘাত হানতে সাফল্য লাভ করেছিলেন ?—শিবাজী।

নিগ্রোদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমেরিকার কোন মনীষী কবে ঘোষণা পত্রটি প্রকাশ করেছিলেন ?—১লা জানুয়ারী ১৮৬৩ সালে আব্রাহাম লিঙ্কন একটি বিশেষ ঘোষণাপত্রের দ্বারা আমেরিকা থেকে দাসত্ব প্রথার অবসান ঘটান।

কোন সালে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধীবর্ষ পালিত হয় ?—১৯৮১ সাল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পেছনে কতগুলি ঘটনা ঘটেছিল ?—অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংকটই প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ। তবে এই মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল ২৮ জুন ১৯১৪ যেদিন আর্চ ডিউক ফ্রান্সিস ফার্দিন্যান্দ সারাজেভোরের পথে গার্লিভো প্রিন্সিপ নামে যুবকের হাতে নিহত হন। এটি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি মাত্র যুদ্ধ শুরু হলো ১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই।

কোন বীর রাজপুত রাজা মুঘল সম্রাট আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নি ?—রাণা প্রতাপ।

কোন সালে পণ্ডিচেরী ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ?—১লা নভেম্বর ১৯৫৪ সালে।

মিশরের কোন রাণী স্বেচ্ছায় সর্পদংশনে মারা গিয়েছিলেন ?—ক্লিওপেট্রা।

কোন মুঘল সম্রাটের শাসনকালে হুমায়ুনের সমাধি নির্মিত হয়েছিল ?—সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে।

কোন বছর প্রথম এলিজাবেথ ইংলণ্ডের রাণী হয়েছিলেন ?—১৫৫৮ সালে।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে বৃটেনের আয়ত্তাধীন কোন উপনিবেশটি স্বাধীনতা অর্জন করে ?—ফিজি।

কোন দেশকে বলা হত অ্যালবিয়ান ?—বৃটেন। এটি

ছিলো বৃটেনের প্রাচীন নাম।

ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশ ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে কি?—দক্ষিণ কোরিয়া।

কোন যুদ্ধের পর মহারাজ অশোক ধর্মের বাণী ঘোষণা করেছিলেন?—কলিঙ্গ যুদ্ধের পর খৃঃ পূঃ ২৬১ সালে।

কোন চীনা পরিব্রাজক রাজা হর্ষের আমলে ভারতবর্ষে এসেছিলেন?—হিউয়েন সাং।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কোন সালে প্রধানমন্ত্রী হন?—১৯৬৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী ইন্দিরা গান্ধী সর্বপ্রথম প্রধান মন্ত্রী হন।

ইউরোপের কোন দেশ সর্বপ্রথম এশিয়ার বুকে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল?—চীনের ম্যাকাও-এ। ১৫৫৭ সালে পর্তুগীজরাই এই উপনিবেশ স্থাপন করে।

কোন সালে হরিয়ানা রাজ্য গঠিত হয়?—১৯০৬ সালে।

কোন সালে মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়?—১৯০৬ সালে।

কোন পরিবার তিন'শ বছরের অধিক রাশিয়ায় রাজত্ব করেছিল?—রোমানভস (১৬১৩-১৯১৭)। প্রথম হলেন মাইকেল আর সর্বশেষ হলেন দ্বিতীয় নিকোলাস।

জুলিয়াস সিজার কোন সালে গলদের আক্রমণ করেন? —খ্রীঃ পূঃ ৫৮।

হিমাচল প্রদেশ কোন সালে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়?—১৯৭১ সালে।

স্বাধীনতার পরও ভারতের কোন অঞ্চলে পর্তুগীজদের দখলে ছিল। সেই অঞ্চলটিকে কবে যুক্ত করা হয়?—গোয়া, দমন, দিউ। ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬১ সালে ঐ অঞ্চলগুলি মুক্ত করা হয়।

কোন সালে বার্মা স্বাধীনতা অর্জন করে?—১৯৪৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী।

টিপু সুলতান কোন যুদ্ধে পরাজিত হন?—চতুর্থ মহীশূরের যুদ্ধে (১৭৯৯ সালে) ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষাকালে টিপু সুলতানের মৃত্যু হয়।

কোন মুসলমান (দাস) ভারতের সিংহাসনে বসেছিলেন। —মহম্মদ ঘুরি দিল্লী জয় করলেও তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেককে শাসনভার দিয়ে গজনীতে ফিরে যান। এইভাবে দিল্লীর সুলতানি শাসনের সূচনা হয়।

ভারতের কোন রাজ্যে চারমিনার স্তম্ভ রয়েছে?—হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

শেষ চার্টার অ্যাক্ট কোন সালে?—চার্টার অ্যাক্ট ১৮৫৫।

কোন সালে লেনিনের মৃত্যু হয়?—১৯২৪ সালে।

পৃথিবীর কোন দেশ সামরিক শক্তিতে অগ্রগণ্য?—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র।

সংবিধান সম্মতভাবে কোন দেশে বৃহৎ নির্বাচন হয়েছিল?—ভারতবর্ষ।

পৃথিবীর মধ্যে কোথায় এবং কোন নির্বাচনে চূড়ান্ত রিগিং হয়?—১৯২৮ সালে নাইবেরিয়ার প্রেসিডেণ্ট চার্লস ডি. বি. কিং নির্বাচিত হয়েছিলেন তার বিরোধী প্রার্থীকে ২৩৪,০০০ ভোটে পরাজিত করে। মোট নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ছিল ১৫,০০০।

কোন ভারতীয় সর্বপ্রথম বড় লাটের শাসন পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন?—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

ভারতে সর্বপ্রথম কোন মহিলা গভর্নর হয়েছিলেন?—সরোজিনী নাইডু।

কোন চীনা নেতা 'নয়া গণতন্ত্র' পুস্তক রচনা করেন? —মাও-সে-তুঙ।

১৮৫৬ সালে প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী কোন যুদ্ধ শেষ হয়?—ক্রিমিয়ার যুদ্ধ।

১৮৬৪ সালে জেনেভাতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সৃষ্টি হয়?—রেডক্রস।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে কোন্ কোন্ দেশের কতজন স্থায়ী সদস্য আছেন?—৫ জন স্থায়ী এবং ১০ জন অস্থায়ী সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। (১) গ্রেট ব্রিটেন, (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (৩) সোভিয়েট ইউনিয়ন, (৪) ফ্রান্স এবং (৫) গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (১৯৭১ সাল থেকে) হলো স্থায়ী সদস্য। অস্থায়ী সদস্য সাধারণ সভার ভোটে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ব্যক্তি হিসাবে নয়, জাতি হিসাবেই নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

ভারতের কোন তিনটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল ১৯৭২ সালে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়। মণিপুর ও ত্রিপুরা ও মেঘালয়।

ষোড়শ শতকের ইতালীর কোন মনীষীকে প্রায়ই বলা

হত অবিবেকী ধূর্ত রাজনীতিবিদ্ ?—মেকিয়াভেলী।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারায় রাষ্ট্রপতির কোন অধিকারের কথা বলা হয়েছে ?—সংবিধানের ৩৫৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোনো রাজ্যে সংবিধানোক্ত শাসন পদ্ধতির অচল অবস্থার উপস্থিত হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করবেন। এই অবস্থায় রাজ্য বিধানসভার অস্তিত্ব থাকে না।

কোন ভারতীয় মনীষী মন্তব্য করেছিলেন : ইম্পিরিয়া-লিজম হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি ; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভার্সেলিসের চুক্তির পর কোন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার আবির্ভাব হয় ?—লীগ অব নেশনস্ (১৯২০ সালের ১৩ই জানুয়ারী)

কোন সালে শ্রীমতি বন্দর নায়েকের পার্টি সাধারণ নির্বাচনে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় ?—১৯৭৭ সালে ?

সংবিধানের কোন সংশোধনী ধারায় সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ?—সংবিধানের সংশোধিত ৩৬৮ ধারা অনুযায়ী।

ভারতের কোন্ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সব চেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে ?—চা।

কোন দিনে আন্তর্জাতিক মানবিক দিবস অনুষ্ঠিত হয় ? —প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে কোন প্রথম মহিলা প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন ?—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

কোন চারজন মহিলা প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন ?—(১) গোল্ডা মেয়ার (২) শ্রীমতী বন্দর নায়েক (৩) মার্গারেট থ্যাচার (৪) ইন্দিরা গান্ধী।

বাংলাদেশেক প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারতবর্ষ। পরে কোন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ?—ভুটান।

পৃথিবীর কোন দেশে সর্বোচ্চ হারে কর ধার্য করা হয় ? —নরওয়ে (১৯৭৭ সাল)।

কোন দেশের মুদ্রার নাম 'মার্কা' ?—ফিনল্যাণ্ড।

কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত কোন দেশ পৃথিবীর মধ্যে প্রথম সারির টিন উৎপাদন করে ?—মালয়েশিয়া।

ভারতের কোন্ ব্যাঙ্ককে বলা হয় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক ? —রিসার্ভ ব্যাঙ্ক।

কেপ ভার্ডে এবং সাও টোমে কোন সালে স্বাধীনতা অর্জন করে ?—১৯৭৫ সালে।

মিসেস মার্গারেট থ্যাচার কোন সালে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন ?—১৯৭৯ সালে।

কোন ভারতীয় বিপ্লবী পরবর্তীকালে অধ্যাত্ম চিন্তার জন্য জগৎ বিখ্যাত হন ?—শ্রী অরবিন্দ।

কোন সালে চীনের সতুন সংবিধান ঘোষণা করা হয় ?—১৯৭৫ সালে।

কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা দিবস

কোন তারিখে স্বাধীন হয়েছিল।

ভারতবর্ষ	১৫ই আগস্ট
পাকিস্তান „	১৪ই আগস্ট
ফ্রান্স „	১৪ই জুলাই
অমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র „	৪ঠা „
ফিলিপাইন „	৪ঠা জুলাই
গ্রীস „	২৫শে মার্চ
ইটালি „	২৬শে „
তুরস্ক „	১লা নভেম্বর
সিংহল (শ্রীলঙ্কা) „	৪ঠা ফেব্রুয়ারী
চীন „	১০ই অক্টোবর
সোভিয়েট রাশিয়া „	৭ই, ৮ই নভেম্বর
ব্রহ্মদেশ „	৪ঠা ফেব্রুয়ারী
ফিনল্যাণ্ড „	৬ই ডিসেম্বর
পোল্যাণ্ড „	৩রা মে
স্পেন „	১৪ই এপ্রিল
মেক্সিকো „	১৪ই সেপ্টেম্বর
নরওয়ে „	৭ই মে
বেলজিয়াম „	২১শে জুলাই

কোন কোন দেশে কি কি মুদ্রা প্রচলিত

যুক্তরাষ্ট্রে—ডলার	গ্রীসে—ড্রাকুমা
যুগোশ্লোভিয়ায়—দিনার	ডেনমার্ক ও নরওয়েতে —ক্রোন
স্পেনে—পেসেটা	জাপানে—ইয়েন

রাশিয়ায়—রুবল	হল্যাণ্ডে—ফ্লোরিন
রুমানিয়ায়—লিউ	জার্মানীতে—মার্ক
পর্তুগালে—এস্কুডো	ফ্রান্সে ও সুইজারল্যাণ্ডে—ফ্রাঁ
পোল্যাণ্ডে—জ্লটি	ভারত ও শ্রীলঙ্কা এবং
পারস্যে—রিয়্যাল	নেপাল ও ভুটানে—রুপী
ইটালীতে—লিরা	বেলজিয়ামে—বেলগা
হাঙ্গারীতে—ফোরিন্তা	মিশর ও তুরস্কে—পেইস্টার
দক্ষিণ আফ্রিকা—র‍্যাণ্ড	কোরিয়া—ওন্
থাইল্যাণ্ড—বহ্‌ত	আইসল্যাণ্ড—ক্রোনা
পেরু—সোল	ফিনল্যাণ্ড—মারক্কা
চীনে—ইয়েন	পাকিস্তানে—রুপী

কোন্ বিদেশী ঐতিহাসিক ভারতের বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করার সময় দেশের 'মৌলিক ঐক্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন ?—ঐতিহাসিক স্মিথ।

যুগে যুগে বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে কোন্ কোন্ গিরিপথ দিয়ে এসেছে ?—খাইবার বোলান ও গোমাল।

প্রথম মহাযুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল এবং কবে শেষ হয়েছিল ?—১৮৯৪ থেকে ১৯১৮।

কলকাতা শহরের পত্তন হয়েছিল কবে ?—১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক কর্তৃক বর্তমান কলিকাতা নগরীর পত্তন।

কবে ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়েছিল ?—১৭৮৯ সালের ১৪ই এপ্রিল বাস্তিল ধ্বংসের শুরু দিয়েই প্রকৃতপক্ষে ফরাসী বিপ্লবের শুরু।

সর্বপ্রথম কোথায় এবং কবে অ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হয় ?—১৯৪৫ সালের ৬ই অগাস্ট জাপানের হিরোশিমাতে এবং ৯ই অগাস্ট নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

রাণী ভিক্টোরিয়া কবে ভারতের সম্রাজ্ঞী হিসাবে শাসন-ভার গ্রহণ করেন ?—১৮৫৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপসাধন ও ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ।

কবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ?—১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।

আগ্রা ফোর্ট কবে নির্মিত হয়েছিল ?—১৫৬৬ সালে আগ্রা দুর্গ নির্মিত হয়।

কবে রুশ বিপ্লব হয়েছিল ?—১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে।

কবে কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় ?—১৯১২ সালে।

কবে থেকে ইউ. এস. এস. আর. নাম হয়েছে ?—১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর।

কবে ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয় ?—১লা এপ্রিল ১৯৫১।

ইন্দো-চায়নার ভিয়েৎনাম বিপ্লবী জাতীয় দলের নেতা কে ছিলেন এবং পরে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট হন ?—ঐ দিন জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে জাপানী প্রতিনিধিদের সঙ্গে যখন আলাপ আলোচনা চলছিল আকস্মিক ভাবে ৭ই ডিসেম্বর রবিবার সকালে জাপানী বিমান আমেরিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্ল হারবারে (হাইই দ্বীপপুঞ্জের কাছে) নৌবহরের ওপর বোমা বর্ষণ করে। যুদ্ধজাহাজ, বিমান ও অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় জিনিস ধ্বংস হয় আমেরিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

কবে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল ?—আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ চলেছিল ৬ বছর ধরে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল ১৭৭৫ সালে এবং শেষ হয় ১৯শে অক্টোবর ১৭৮১ সালে। অবশ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পায় ১৭৮৩ সালে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বরদৌলি সত্যাগ্রহ হয়েছিল, সে সময় কোন নেতার নাম প্রথম সারিতে ছিল ?—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। গুজরাটের বরদৌলি গ্রামে কৃষকরা ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে যে আন্দোলন করে তার নেতৃত্বে ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল। এই সত্যাগ্রহের জন্য তিনি সর্দার উপাধি পান ?

বার্লিনের পতন ঘটেছিল কবে ?—৮ই মে ১৯৪৫ সাল।

কবে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ঐক্য ঘটে ?—১৬০৩ সালে।

অন্ধ্ররাজ্য কবে সৃষ্টি হয়েছিল ?—১৯৫৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর।

দক্ষিণ আফ্রিকার কোথায় এবং কবে ইউরোপীয়েরা প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলেন ?—১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেপ অব গুড হোপের কাছাকাছি

বসতি স্থাপন করে।

কবে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল এবং এই যুদ্ধে কে পরাজিত হন।—১৫২৬ সালে। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন।

কবে বাংলাদেশ থেকে বার্মাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়?—১৯০৫ সালে।

ইস্রায়েল কবে সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া ও জর্ডনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল?—১৯৬৭ সালের ৫ই জুন থেকে ৯ই জুন পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। মাত্র ৮০ ঘণ্টার মধ্যে ইস্রায়েল বিজয়ী হয় এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আহবানে যুদ্ধ বিরতি হয়।

সিংহল কবে থেকে শ্রীলঙ্কা হিসাবে পরিচিত হলো?—১৯৭২ সালের ২২শে মে থেকে।

বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কবে?—১৩৩৬ সালে।

'গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া' কার সম্মান রক্ষার্থে এবং কবে নির্মিত হয়েছিল?—পঞ্চম জর্জের সম্মানার্থে নির্মিত হয়েছিল ১৯১১ সালে।

অশোক কবে কলিঙ্গ অভিযান করেন?—খ্রীঃ পূঃ ২৬১।

নেপোলিয়নকে কবে ও কোথায় নির্বাসন দেওয়া হয়?—ওয়াটারলু যুদ্ধে পরাজিত হবার পর (১৮১৫ সাল) নেপোলিয়নকে সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসিত করা হয়।

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ হয়েছিল কবে?—১৭৬১ সালে।

কবে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?—খ্রীষ্টাব্দ ৬০০।

পশ্চিম পাকিস্তান কবে বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে?—১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে।

তৈমুরলঙ কবে দিল্লী লুঠ করে?—১৩৯৮ সাল।

কবে মালয়েশিয়ার জন্ম হলো?—১৯৬৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর।

কবে পেলোপনিসীয় যুদ্ধ শুরু হয়? কোন দেশ প্রথম আক্রমণ শুরু করে?—খৃঃ পূঃ ৪৩১ অব্দে অমাবস্যার এক অন্ধকার রাত্রিতে পেলোপনিসীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে এই যুদ্ধের জন্য পেরিক্লিসের (এথেন্স) দায়িত্ব ছিল।

নাদিরশাহ কবে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল? ১৭৩৯ সালে।

অ্যাঙ্গোলা কবে স্বাধীনতা অর্জন করে?—১০ই নভেম্বর ১৯৭৫ সাল।

কবে থার্মোপলির যুদ্ধ হয়েছিল? খৃঃ পূঃ ৪৮০ সালে।

শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন কবে?—১৫ই অগাস্ট ১৯৭৫ সাল।

কলম্বাস কবে আমেরিকা আবিস্কার করেছিলেন?—১৯৪২ সালে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর কবে হয়েছিল?—ইংরেজী ১৯৪৩ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)

কবে বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ক'টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে?—১৩৫৫ সালের ১৫ই মে। ২৯টি দেশ।

চৈতন্যদেব কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? ১৪৮৬ সালে।

বাংলাদেশের প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমন কবে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন?—১৯৮১ সালের ৩০শে মে।

জুলফিকার আলি ভুট্টোর কবে প্রাণদণ্ড হয়?—১৯৭৮ সালের ১৮ই মার্চ।

মহাত্মা গান্ধী কবে আততায়ীর হাতে নিহত হন?—১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী।

ইংরেজ কবে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়াণী লাভ করে?—১৭৬৫ সালে।

মোজাম্বেক কবে স্বাধীনতা অর্জন করে?—১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন।

নীলনদের যুদ্ধ কবে হয়েছিল?—১৭৯৮ সালে।

স্বাধীন ভারতে কবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়? ভারত চীন সংঘর্ষের সময় ১৯৬২ সালের ২৬ শে অক্টোবর প্রথম জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। আভ্যন্তরীণ গোলমালের জন্য (প্রথম) ১৯৭৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীন ভারতে কবে প্রেস সেন্সারশিপ বলবৎ হয়?—১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন।

সুরিনাম, এঙ্গোলা এবং পাপুয়া নিউগিনি কবে স্বাধীনতা লাভ করে?—পাপুয়া নিউগিনি : ১৯৭৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। এঙ্গোলা : ১৯৭৫ সালের ১০ই নভেম্বর। সুরিনাম : ১৯৭৫ সালের ২৫শে নভেম্বর।

নর্মান জাতি কবে ইংল্যাড অধিকার করে ?—১০৬৬ সালে। বিজয়ী উইলিয়ম।

ইংরেজ রাজত্বে কবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ?—১৯৩৭ সালে।

ম্যাগনা কার্টা কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?—১২১৫ সালের ১৬ই জুন।

কিউবায় কবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয় ?—১৯৫৯ সালে।

কবে 'ন্যাটো' তৈরী হয় ?—১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে।

কবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয় ?—১৭৯৩ সালে।

কবে ভারতে প্রথম সুতাকল চালু হয়েছিল ?—পাশ্চাত্যের সাহায্যে (পুঁজি) নিয়ে ১৮১৭ সালে সুতাকল স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উদ্যোগে ১৮৫৪ সালে কাওয়াসজি এন ডাবর বোম্বাই-এ সুতাকল প্রতিষ্ঠিত হয়—'দি বোম্বাই স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানী।'

বিশ্বব্যাঙ্ক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?—১৯৪৪ সালে।

ষষ্ঠ পঞ্চম-বাষিকী পরিকল্পনার খসড়া কবে লাভ করেছিল ?—১৯৮১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী।

চীনে কবে কুয়োমিনটাং দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?—প্রথম কুয়োমিনটাং কংগ্রেস ১৯২৪ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারী।

ভারতীয় সংবিধানের শর্তাবলী কবে থেকে বলবৎ হয়েছে ?—ভারতীয় সংবিধান বিধিবদ্ধ হয়েছে ১৯৪৯ সালে ২৬শে নভেম্বর। ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-রূপে ঘোষিত হয়েছে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী।

নেপালে কবে সাধারণ নির্বাচন হয় ?—১৯৮০ সালে।

মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল কবে ?—৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলে রোমের সম্রাট পদ লাভ করার পর থেকে মধ্যযুগের সূচনা হয়, তবে ৪৭৬ সালে অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করেন।

গজনীর মহম্মদ কত বছরের মধ্যে কয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন ?—১০০০ থেকে ১০২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন সতেরবারের বার তিনি সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন।

আওরঙ্গজেব কত বছর রাজত্ব করেছিলেন ?—১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত।

স্পার্টা ও এথেন্সের সঙ্গে কতদিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল ?—ত্রিশ বছরের সন্ধি অনুযায়ী এথেন্স এবং পেলোপিনিসীয়দের (অর্থাৎ স্পার্টা এবং পেলোপনিসাস অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রে) মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ৪৩১ থেকে ৪০৪ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলে।

কত সালে মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা মুঘল রাজত্বের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল ? কার নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের জনগণ উদ্দীপ্ত হয়েছিল ?—১৬২৭ থেকে ১৮৭০ সাল। শিবাজীর নেতৃত্বে।

মহম্মদ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন ?—৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

ভারতীয় সংবিধানে ৮নং তপশীলে কতটি ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে ?—১৫টি ভাষা।

ভারতে কতগুলি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল আছে ?—২২টি রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল।

(ভারত) আইন সভার সদস্য না হয়েও যদি কেউ মন্ত্রী পদ পান তাহলে তাঁর মেয়াদকাল কত দিন ?—ছ'মাস।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কার্যকাল ক'বছরের জন্যে ?—পাঁচ বছর।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কত টাকা ব্যয় হবে ?—১,৭২,২১০ কোটি টাকা।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের কতজন পর্যন্ত জজ নিযুক্ত হতে পারেন ?—প্রধান বিচারপতি ছাড়া আরও ১৩ জন।

লোকসভার সদস্য হতে গেলে ন্যূনপক্ষে কত বয়স হওয়া চাই ?—২৫ বছর।

ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজসভায় ক'জনকে মনোনীত করেন ?—১২ জন ব্যক্তিকে।

প্রতি দ্বিতীয় বছর রাজ্যসভার কতজন সদস্য অবসর গ্রহণ করেন ?—এক তৃতীয়াংশ।

ভারতের রাষ্ট্রপতির মাসিক বেতন কত ?—মাসিক ১০,০০০ টাকা।

ভারতীয় সংবিধানে হিন্দী ভাষাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ?—সংবিধানের ৩৪০ ধারায় দেবনাগরী লিপিতে হিন্দিকে সরকারী ভাষা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে

(১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী)।

ভারতের লোকসভার মেয়াদ কত দিনের ?—পাঁচ বছর।

সুলতান মামুদ কতবার আক্রমণ করেছিলেন ?—মোট ১৭ বার।

আলেকজাণ্ডার কত খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন ? —আলেকজাণ্ডার খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারত আক্রমণ করেন।

কি

যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানীর নাম কি ?—বেলগ্রেড।

মরক্কোর সবথেকে বড় শহরের নাম কি ?—কাসাব্ল্যাঙ্কা হলো মরক্কোর বড় শহর।

ঘানার রাজধানীর নাম কি ?—আক্রা।

নরওয়ের রাজধানীর নাম কি ?—ওসলো।

লেবাননের রাজধানীর নাম কি ?—বেইরুট।

গুয়াটেমালার রাজধানীর নাম কি ?—গুয়াটেমালা সিটি।

গাম্বিয়ার রাজধানীর নাম কি ? - বাথার্স্ট।

থাইল্যাণ্ডের আগের নাম কি ছিল ?—শ্যামদেশ।

চীনের দুঃখ কোন নদীটি ?—হোয়াং হো।

চিলির রাজধানীর মাম কি ?—স্যাণ্টিয়াগো।

জাম্বিয়ার রাজধানীর নাম কি ?—লুসাকা।

জ্যামাইকার রাজধানীর নাম কি ?—কিংস্টন।

জাপানের জাপানী নাম কি ?—নিপ্পন। এর অর্থ হলো ঃ 'প্রভাত সূর্যের দেশ'।

জর্ডনের রাজধানীর নাম কি ?—আম্মান, জেরুজালেম।

তিব্বতের রাজধানীর নাম কি ? - লাসা।

জাম্বিয়ার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য কি ?—চীনাবাদাম।

তুরস্কের রাজধানীর নাম কি ?—আঙ্কারা।

তাইওয়ানের রাজধানীর নাম কি ?—তাইপে বা তাইকেই।

গ্রীণল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম কি ?—গটহাব।

থাইল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম কি ?—ব্যাঙ্কক।

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানীর নাম কি ?—প্রাগ।

ডেনমার্কের রাজধানীর নাম কি ?—কোপেনহেগেন।

নোভা স্কোটিয়ার পূর্বের নাম কি ?—আকাডিয়া।

পোর্তুগীজ গিনির রাজধানীর নাম কি ?—বিসাউ।

পূর্ব জার্মানীর রাজধানীর নাম কি ?—বার্লিন।

প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজারল্যাণ্ড এবং লিচটেনস্টইন এর মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?—সমুদ্র সৈকত কোথাও নেই।

ব্রেইল পদ্ধতি কি ?—লুই ব্রেইল (১৮০৯-১৮৫২) নামক একজন ফরাসী স্পর্শদ্বার যাতে অন্ধরা অক্ষর পরিচয় লাভ করে পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন। ওতে উঁচু ছটি করে ডট থাকে এক এক অক্ষরের জন্য। ডটগুলির মাথা ভোঁতা ও সূক্ষ্ম দুইরকম থাকে। কাগজে এইগুলি পটভূমি হতে উঁচু করে লেখা (এমবস) হয়। অন্ধরা হাত দিয়ে স্পর্শ করে পড়তে পারে।

মর্স কোড কি ?—আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফের সঙ্কেতলিপি আমেরিকান আবিষ্কর্তা স্যামুয়েল ফিনলে ব্রিজ মর্স (১৭৯১-১৮৭২) দীর্ঘ শব্দ ডট টক্ক ও হ্রস্ব শব্দ ড্যাস (টরে) এই দুটি সঙ্কেতের সাহায্যে সমুদয় ইংরেজী বর্ণমালা প্রকাশের এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইহার দ্বারা টেলিগ্রাফের সংবাদ পাঠানো হয়।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কি কি কার্য ব্যবহৃত হয় ?

অলটিমিটার (Altimeter)—উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র। বিমানে ব্যবহৃত হয়।

অ্যানিমোমিটার (Anemometer)—বাতাসের বেগ নিরূপণকারী যন্ত্র।

অডিওমিটার (Audiometer)—শব্দের তীব্রতা পরিমাপক যন্ত্র।

অডিফোন (Audiphone)—বধিরদের দ্বারা ব্যবহৃত। শব্দকে উচ্চতর করার যন্ত্র।

কার্ডিওগ্রাফ (Cardiograph)—হৃদস্পন্দন নিরূপক যন্ত্র।

ক্রোনোমিটার (Chronometer)—জাহাজে ব্যবহৃত সঠিক সময় নিরূপক যন্ত্র।

ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph)—গাছপালার বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র (জগদীশ বসু আবিষ্কৃত)

হাইড্রোমিটার (Hydrometer)—তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপক যন্ত্র।

হাইগ্রোমিটার (Hygrom ter)—বাতাসের আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র।

ল্যাকটোমিটার (Lactometer)—দুধের বিশুদ্ধতা পরিমাপক যন্ত্র।

মাইক্রোফোন (Micropone)—শব্দের উচ্চতা বৃদ্ধির যন্ত্র। শব্দ তরঙ্গকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত করার যন্ত্র।

রাডার (Radar)—Radio, Angle, Direction ও Range—তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গের সাহায্যে এরোপ্লেনের আগমন জ্ঞাপক এবং জাহাজ প্রভৃতির অবস্থান বুঝিবার দিক নির্ণয়ক যন্ত্র।

সিয়েস্মোমিটার (Siesmometer)—ভূমিকম্পের স্থান ও পরিমাপ নির্দেশক যন্ত্র।

স্টপওয়াচ (Stopwatch)—সূক্ষ্মতম সময় পরিমাপক যন্ত্র। ইহাতে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ বুঝা যায়।

টেলিপ্রিণ্টার (Teleprinter)—টেলিগ্রাফে প্রেরিত বার্তার স্বয়ংক্রিয় মুদ্রণ যন্ত্র।

পেরিস্কোপ (Periscope)—ডুবো জাহাজ সংলগ্ন সমুদ্রের উপরকার দৃশ্য দেখার যন্ত্র।

জেনারেটর (Generator)—বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র। মোটামুটি দুই প্রকার—থার্মাল ও হাইড্রোলিক। যাহাতে কয়লা, জ্বালানি তেল প্রভৃতি পুড়িয়ে তড়িৎ উৎপন্ন করা হয় তাহাকে থার্মাল এবং জলস্রোতের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করিয়া যাহাতে তড়িৎ উৎপন্ন করা হয় তাহা হাইড্রোলিক জেনারেটার।

টেলিভিশন কি?—টেলিভিশন (দূরদর্শন) ঃ—বর্তমান শতাব্দীর প্রধান প্রধান আবিষ্কারগুলির অন্যতম। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জে. এল. বেয়ার্ড (J. L. Baird) আলো বিদ্যুৎ ও ফটোগ্রাফী—এই তিনটির সমন্বয়ে অত্যাশ্চার্য এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সফল করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম টেলিভিশন টকি প্রদর্শিত হয়।

সূর্যের পরিচয় কি?—অসীম মহাকাশে অনন্ত কোটি নক্ষত্র। সূর্য আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। মাত্র ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল বা ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে আছে। অন্যান্য নক্ষত্র শত শত কোটি মাইল দূরে। আদিতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ছিল নীহারীকা। তারপর একদিন নীহারীকাপুঞ্জের নানা সমাবেশ হইতে সৃষ্টি হইল নক্ষত্রসমূহের। সৃষ্টি হইল আমাদের নক্ষত্র—সূর্যের। প্রচণ্ড গোলাকার গ্যাসীয় দেহ, প্রচণ্ড তার ঘূর্ণবেগ। সেই মহাঘূর্ণন তাণ্ডবে সূর্যের দেহ হইতে ছোট বড় বহু খণ্ড ছিঁড়িয়া ছুটিয়া গেল মহাবেগে—কিন্তু একবারে চলিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। সূর্যের বিপুল আকর্ষণে সেই খণ্ড বিখণ্ডগুলি আটকা পড়িয়া গেল চিরদিনের মত—একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকিয়া নির্দিষ্ট কক্ষপথে শুরু করিল সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে। আজও করিতেছে, চিরকাল করিবে। সূর্যের ব্যাস ৮,৬৫,০০০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০ গুণ। বিভিন্ন অংশের গড় উষ্ণতা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সূর্যের সমস্ত তাপের ২০০ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র আমরা পাই।

সূর্যদেহ হইতে বিচ্যুত অগণিত খণ্ড-বিখণ্ডের মধ্যে নয়টি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের, আর বাকী কয়েক হাজার আছে ছোট ছোট। বড় খণ্ডগুলিকে বলে গ্রহ, ক্ষুদ্রগুলিকে বলে গ্রহাণু। কোনো কোনো গ্রহের দেহ হইতেও খণ্ড বাহির হইয়া গিয়াছে এবং সেগুলি নিজ নিজ গ্রহের আকর্ষণে উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। উহাদিগকে বলে উপগ্রহ। এইসব গ্রহ, গ্রহাণু (অংসখ্য), উপগ্রহ এবং ধূমকেতু (অসংখ্য) লইয়াই সূর্যের মহাজগৎ বা সৌরজগৎ গঠিত।

ভারতের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য কি কি—চা, কফি, তুলা, পাট, অভ্র, চামড়া, তৈলবীজ ইত্যাদি।

ভারতের প্রধান আমদানি দ্রব্য কি কি?—যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, ইঞ্জিন, কলকব্জা, মদ্য ইত্যাদি।

পঞ্চনদের দেশ কোনটি এবং পাঁচটির নাম কি?—উহা পাঞ্জাবের নাম। 'পাঞ্জাব' কথাটির উৎপত্তি পঞ্চ (=পাঁচ) +অপ (=জল) হইতে নদী পাঁচটির নাম শতদ্রু (Sutlej), চন্দ্রভাগা (Chenab), বিতস্তা (Jhelum), বিপাশা (Beas), ইরাবতী (Ravi)।

ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাধারণতন্ত্র কোনটি?—সুইজারল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্র।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু ভারতে কি কি আছে?—(১) দীর্ঘতম করিডর—রামেশ্বর মন্দিরের করিডর, (২) বৃহত্তম গম্বুজ—বিজাপুরের গোল গম্বুজ, (৩) বৃহত্তম ব-দ্বীপ – সুন্দরবন, (৪) দীর্ঘতম বাঁধ—হীরাকুদ বাঁধ, (৫) ঘনতম বৃষ্টিপাত অঞ্চল—চেরাপুঞ্জী, (৬) দীর্ঘতম প্লাটফর্ম—খড়্গপুর (২,৭৩৩ ফুট)। (৭) বৃহত্তম মসজিদ—দিল্লীর জুম্মা মসজিদ (আয়তন ১০,০০০ বর্গ

ফুট)।

ভারতের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ কি কি?—খনিজ সম্পদের মধ্যে—কয়লা, লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, পেট্রোলিয়ম, কিছু স্বর্ণ। কৃষি সম্পদের মধ্যে—ধান, পাট, গম, চা, কফি, তুলা, তামাক, তিসি, তিল, সিঙ্কোনা, আফিম, গাঁজা ও রবার।

চীনের দুঃখ বলিতে কি বুঝা যায়?—হোয়াং-হো নদী। বর্ষার বারিপাতে এই নদীতে ভীষণ বন্যা হয় ও দেশ ভাসিয়া যায়, ফলে চীনের দুর্দশার সীমা থাকে না।

ভারতের কয়েকটি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের নাম কি কি? —পুরাদস্তুর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য সেবা-গ্রাম 'নঈ তালিম ভবন', দিল্লীর 'জামিয়া মিলিয়া', নিকেতনের 'বিদ্যাভবন', বিহারের 'সর্বোদয় মহাবিদ্যালয়'।

'শিল্প' ও 'শিল্পী' বলিতে কী বুঝ?—সাধারণ অর্থে কোনো বস্তুর নির্মাণ বা তৈয়ারী করার কাজকে বলে 'শিল্পী'। আর ঐ কাজ যিনি করেন তাঁহাকে বলে 'শিল্পী'। যেমন—চিত্রশিল্পী (চির বা ছবি আঁকার কাজ) ও চিত্রশিল্পী ; মূর্তিশিল্পী (মূর্তি তৈয়ারীর কাজ) ও মূর্তিশিল্পী ; বস্ত্রশিল্প ও বস্ত্রশিল্পী। বিশেষ অর্থে শব্দ দুইটি ব্যবহার করা হয়, যেমন সঙ্গীতশিল্প, নৃত্যশিল্পী ইত্যাদি।

কারখানায় (কল-কারখানায়) কী হয়?—পণ্য উৎপাদন করা হয় ('পণ্য' মানে ব্যবহারের জন্য তৈয়ারী জিনিসপত্র)।

কি কি কলে কী কী কাজ হয়?—ময়দার কল— সেখানে গম ভাঙিয়া ময়দা করা হয়। চিনির কল—সেখানে আখ হইতে চিনি প্রস্তুত করা হয়। কাপড়ের কল—সেখানে ধুতি, শাড়ী, ছিট কাপড় ইত্যাদি তৈয়ারী করা হয়। কাগজের কল—উহাতে বাঁশ, ঘাস ইত্যাদি হইতে কাগজ প্রস্তুত করা হয়। পাটকল বা চটকল—সেখানে পাট হইতে চট তৈয়ারী হয়। লোহা-লক্কড়ের কারখানা, সেখানে কড়ি, বরগা, সিক ইত্যাদি দ্রব্য তৈয়ারী হয়। ইস্পাতের কারখানা, সেখানে নানারূপ ইস্পাতের দ্রব্য তৈয়ারী হয়। সিমেণ্টের কারখানা, সেখানে মাটি ও চুনাপাথর মিশাইয়া, পোড়াইয়া, 'সিমেণ্ট' নামক চুর্ণ প্রস্তুত করা হয়। মোটর গাড়ীর কারখানা, সেখানে মোটর গাড়ী তৈয়ারী হয়। এই রকম বহু কলকারখানা আছে।

নিজের পরিচয় বলিতে কী বুঝা যায়?—পিতার নাম, পূর্ব পুরুষের নাম, কোন বংশের সন্তান ইত্যাদি বলিয়া নিজের পরিচয় দেওয়া হয়। যে গ্রাম বা শহরে বাস তাহারও নাম করিতে হইতে পারে।

পূর্বপুরুষ বলিতে কি বুঝ?—পিতার পিতৃপুরুষ ও মাতার পিতৃপুরুষ (অর্থাৎ পিতার পিতা, তাঁহার পিতা এবং মাতার পিতা, তাঁহার পিতা প্রভৃতি)।

পিতার পিতা হইতে উপরের দিকে এবং মাতার পিতা হইতে উপরের দিকে চার পুরুষকে কি কি বলা হয়?

ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ

পিতার পিতা = পিতামহ

পিতামহের পিতা = প্রপিতামহ

প্রপিতামহের পিতা = বৃদ্ধ প্রপিতামহ

বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতা = অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ

ঊর্ধ্বতন মাতৃপুরুষ

মাতার পিতা = মাতামহ

মাতামহের পিতা = প্রমাতামহ

প্রমাতামহের পিতা = বৃদ্ধ প্রমাতামহ

বৃদ্ধ প্রমাতামহের পিতা = অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ

দ্রষ্টব্য ঃ পিতার মাতাকে বলে 'পিতামহী তার উপরে 'প্রপিতামহী' ইত্যাদি। মাতার মাতাকে মাতামহী, তার উপরে প্রমাতামহী ইত্যাদি।

'কুল' ও 'বংশ' বলিতে কি বোঝা যায়?—দুই-ই একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন—যদুবংশ, সৎকুল—সদবংশ, কুলক্ষয়—বংশক্ষয়।

'গোত্র' কি?—আমাদের দেশে হিন্দুদের প্রত্যেকটি বংশই কোনো বা কোনো আর্যঋষি হইতে নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া এইরূপ বলা হয়। 'গোত্র' হইল সেই আদি ঋষির পরিচয়। যেমন 'ভরদ্বাজ' গোত্র, 'কাশ্যপ' গোত্র, 'শাণ্ডিল্য' গোত্র, 'গৌতম' গোত্র ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সব বংশের আদি পুরুষ ছিলেন ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, গৌতম প্রভৃতি ঋষি।

'প্রবর' কি?—প্রত্যেক গোত্রের দুইটি কিংবা দুইয়ের বেশী প্রবর থাকে। যে ঋষির নাম গোত্র, তাঁহার পরিচয় জানাইতে তাঁহার নিজের নামের সহিত আরও দুই-একটি ঋষির নাম জুড়িয়া প্রবর করা হইয়াছে। এই নামগুলি

তাঁহার বংশের অন্যান্য ঋষির অথবা তাঁহার শিষ্যদের। যেমন ভরদ্বাজ গোত্রের তিনটি প্রবর—ভরদ্বাজ, বৃহস্পতি, অঙ্গিরা। [অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ।]

'রাঢ়ী', 'বারেন্দ্র', 'বঙ্গজ' ইত্যাদি (শ্রেণী) দ্বারা বংশের কী পরিচয়েপাওয়া যায়?—প্রাচীনকালে গঙ্গার পশ্চিমদিকের বাংলাদেশকে বলা হইত রাঢ়, উত্তর বঙ্গের নাম ছিল বরেন্দ্র, আর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের নাম ছিল বঙ্গ। রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গজ ইত্যাদি দ্বারা বুঝা যায় যে এই সব শ্রেণীর লোকেদের আদি বাস ছিল ঐসব অঞ্চলে।

সৈন্যবিভাগে ডিভিশন ও ব্যাটেলিয়ান বলিতে কি বুঝায়?—মেজর জেনারেলের পরিচালনায় যে সৈনাদল গঠিত হয় তাহাকে 'ডিভিশন' বলে। এক একটি ডিভিশনে বারো থেকে কুড়ি হাজার সৈন্য থাকে। যুদ্ধের পদাতিক সৈন্যদের 'ব্যাটেলিয়ান' বলে। এক একটি ব্যাটেলিয়নে চার থেকে পাঁচশত সৈন্য থাকে।

আদালত বলিতে কি বুঝায়?—যেখানে মামলা মোকদ্দমার বিচার হয়, অর্থাৎ বিচারালয়।

'জাতি' বলিতে আমরা কি বুঝি?—একই দেশে একই রাজত্বে বাস করে এবং সেই দেশকে স্বদেশ মনে করে, এমন সব মানুষ।

'সমাজ' বলিতে আমরা কি বুঝি?—এমন সব মানুষ যাহারা এক দেশে বা এক বিশেষ অঞ্চলে বাস করে এবং যাহাদের আকৃতি, আচার-ব্যবহার ও জীবন যাত্রার মধ্যে মিল আছে। যেমন ভারতীয় সমাজ, আবার বাঙালী সমাজ, হিন্দু সমাজ, শহুরে সমাজ।

'সম্প্রদায়' বলিতে আমরা কি বুঝি?—ধর্ম, ভাষা, বৃত্ত (পেশা); ব্যবসায় ইত্যাদির দিক হইতে মানুষের এক একটি দল বা বিভাগ। যেমন হিন্দু সম্প্রদায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়, খ্রীস্টান সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জৈন সম্প্রদায়, মুসলমান সম্প্রদায়, আবার বাঙালী সম্প্রদায়, মাড়োয়ারী সম্প্রদায়, তাঁতী সম্প্রদায়, জেলে সম্প্রদায়।

'জাতি', 'সমাজ' 'সম্প্রদায়' এই কথাগুলির মধ্যে পার্থক্য কী?—পার্থক্য থাকিলেও কথাগুলিকে আমরা অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করি, যেমন মানব জাতি—মানব সমাজ—মনুষ্য সম্প্রদায়; হিন্দু জাতি—হিন্দু জাতি—হিন্দু সমাজ—হিন্দু সম্প্রদায়। কিন্তু তাই বলিয়া 'মাড়োয়ারী জাতি',—'জেলে জাতি' 'কৃষক জাতি' এরকম আমরা বলি না আমরা বলি—মাড়োয়ারী সমাজ বা সম্প্রদায় জেলে সমাজ বা সম্প্রদায়, কৃষক সমাজ বা সম্প্রদায়, ব্রাহ্ম সমাজ বা সম্প্রদায়।

আমরা ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে যে উৎসব পালন করি উহা কি ধরনের উৎসব?—জাতীয় উৎসব (যেহেতু উহা সকল ভারতীয় জাতির উৎসব)।

মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন?—মানুষ মাত্রেই কোন না কোন সমাজে বাস করে। একা একা নির্জন জায়গায় থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, অনেকের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকাই তাহার স্বভাব।

মানুষকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলতে কি বুঝায়? মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে, পশুপক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীর উহা নাই। এই বুদ্ধির বলেই মানুষ সমাজ গড়িয়াছে, সভ্যতা গড়িয়াছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়াছে, এই জন্যই মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী। আর বিচারবুদ্ধি নাই বলিয়া অন্যান্য প্রাণীর কোনো উন্নতি হয় নাই।

'সভ্যতা' বলিতে আমরা কি বুঝি?—আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম, জীবনযাত্রার রীতিনীতি—এই সব দিয়াই সভ্যতার বিচার হয়। সভ্য মানুষের রুচি মার্জিত।

সমাজে বাস করিবার ফলে মানুষের কী উপকার হইয়াছে?—মানুষ একে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে শিখিয়াছে, মিলিয়া-মিশিয়া কাজকর্ম করিতে শিখিয়াছে। ইহার ফলে মানুষ সভ্যতা গড়িয়াছে, যুগে যুগে নানা বিষয়ে উন্নতি করিয়াছে।

সভ্য সমাজের ভিত্তি (প্রথম স্তর) কি?—পরিবার। বাপ-মা-ছেলে-ভাই-বোন প্রভৃতি স্বজন লইয়া এক-একটি পরিবার। কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি গ্রাম কিংবা শহর। শত শত গ্রাম ও শহর লইয়া একটি দেশ। পৃথিবীর নানা দেশে নানা সমাজ।

পরিবারের মধ্যে থাকায় মানুষের কিরূপ উপকার হইয়াছে?—প্রত্যেক লোককে পরিবারের কতকগুলি নিয়ম-শৃংখলা মানিয়া চলিতে হয়। পরিবারের একজন কর্তা থাকেন, তাহাকে অন্য সকলে মানিয়া চলে; পরিবারের লোকেরা বাপ-মা ও অন্যান্য গুরুজনকে ভক্তি ও মান্য করে, ভাইবোনকে স্নেহ করে, প্রতিবেশীর সহিত সদ্ভাব রাখে, অতিথির সমাদর করে। এই শিক্ষা শিশুকাল হইতে ব্যক্তি

আপনা-আপনিই পায়। এইভাবে ব্যক্তির চরিত্র গড়িয়া উঠে। ইহার ফলেই প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ ও দেশকে চিনিতে শেখে, নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। দয়া, মায়া, স্নেহ-ভালবাসা, কর্তব্যজ্ঞান, দায়িত্ববোধ—সভ্য মানুষের সুন্দর ক্ষেত্র হইল পরিবার।

একান্নবর্তী পরিবার বলিতে কি বুঝায়?—পরিবার বৃহদ্র হইয়া গেলে উহার বিভিন্ন অংশ আলাদা হইয়া না যাইয়া যদি একসঙ্গে থাকে তবে তাহাকে বলে একান্নবর্তী পরিবার। রান্না খাওয়া এক সঙ্গে চলে এবং সম্পত্তিও অবিভক্ত থাকে।

নাইজীরিয়ার রাজধানীর নাম কি?—লেগস্।

পেরুর রাজধানীর নাম কি?—লিমা।

মরক্কোর রাজধানীর নাম কি?—রাবাত।

মেক্সিকোর রাজধানীর নাম কি?—মেক্সিকো সিটি।

মিজোরামের রাজধানীর নাম কি?—আইজল

মিশরের আরব সাধারণতন্ত্রের রাজধানীর নাম কি?—কায়রো।

মরিসাসের রাজধানীর নাম কি?—পোর্ট লুয়ি।

সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম কি?—বার্ণ।

সিকিমের রাজধানীর নাম কি?—গ্যাংটক।

সুইডেনের রাজধানীর নাম কি?—স্টক্হোম।

বুল্গেরিয়ার রাজধানীর নাম কি?—সোফিয়া।

পোল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম কি?—ওয়ারশ।

স্পেনের রাজধানীর নাম কি?—মাদ্রিদ।

মালির রাজধানীর নাম কি?—বামাকো।

বেলজিয়ামের রাজধানীর নাম কি?—ব্রাসেল্স্।

মাদ্রাজের পেরাম্বুরে কি উৎপাদন করা হয়?—রেলের কোচ (কামরা) তৈরী হয়।

ইংলিশ চ্যানেলকে ফরাসীরা কি বলে?—লা মানচি।

ইউরোপের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের নাম কি?—মণ্ট ব্লাঙ্ক। উচ্চতায় ৪৮১০ মিটার।

হল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম কি?—আমস্টার্ডাম।

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানীর নাম কি?—জাকার্তা।

ফিনল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম কি?—হেলসিঙ্কি।

আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম কি?—ডাবলিন।

নীল নদের উপত্যকায় প্রধান প্রধান কৃষিজাত পণ্য কি?—তুলা।

আর্জেণ্টিনার তৃণভূমি অঞ্চলকে কি বলে?—প্যাম্পাস।

ভেনিসের প্রধান জলপথ কি?—গ্র্যাণ্ড ক্যানাল।

আর্জেণ্টিনার রাজধানীর নাম কি?—বোয়েনস লাইরেজ।

আলবেনিয়ার রাজধানীর নাম কি?—তিরানা।

সাইপ্রাসের রাজধানীর নাম কি?—নিকোসিয়া।

ইথিওপিয়ার রাজধানীর নাম কি?—আদ্দিস আব্বার।

উৎকলের বর্ত্তমান নাম কি?—উড়িষ্যা।

উগাণ্ডার রাজধানীর নাম কি?—কাম্পালা।

উরুগুয়ের রাজধানীর নাম কি?—মণ্টিভিডিও।

এশিয়ার বৃহত্তম মরুভূমির নাম কি?—আরবের মরুভূমি (১,২৯৫,০০০ বর্গ কিমি· লম্বা) সৌদি আরব।

মালয়েশিয়ার রাজধানীর নাম কি?—কুয়ালালামপুর।

গুজরাটের রাজধানীর নাম কি?—গান্ধীনগর।

কোথায় গ্রেট শ্লেভ হ্রদ?—কানাডার উত্তর-পশ্চিমে।

কন্যাকুমারীকার ইংরেজী নাম কি?—কেপ কমোরিণ।

ইস্তাম্বুলের প্রাচীন নাম কি?—কনস্ট্যাণ্টিনোপল।

কেনিয়ার রাজধানীর নাম কি?—নাইরোবী।

অষ্ট্রিয়ার রাজধানীর নাম কি?—ভিয়েনা।

হায়দ্রাবাদের বিমান বন্দরের নাম কি?—বেগামপেট।

কোণ্টারিকার রাজধানীর নাম কি?—স্যান জোসে।

ফিজির রাজধানীর নাম কি?—সুভা।

কিউবার রাজধানীর নাম কি?—হাভানা।

কম্বোডিয়ার রাজধানীর নাম কি?—নমেপন।

ব্রহ্মপুত্র নদের চীনা নাম কি?—পাসাংপো।

বালুচিস্থানের রাজধানীর নাম কি—কোয়েটা।

হাইতির রাজধানীর নাম কি?—পোর্ট-ঔ-প্রিন্স।

ইস্ট ইণ্ডিজের বর্তমান নাম কি?—ইন্দোনেশিয়া।

ইরাণের নাম কি?—তেহেরান।

পানামার রাজধানীর নাম কি?—পানামা।

মালাগাসির সাধারণতন্ত্রের পূর্বের নাম কি ছিল?—ম্যাডাগ্যাসকার।

ঘাঁটি কাদা মাটি থেকে যে পাথর তৈরী হয় তাকে কি বলা হয়?—শেল।

জাপানের সবচেয়ে উচু পাহাড় কি?—ফুজিয়ামা ইহা একটি আগ্নেয় গিরি ১২,৩৮৫ ফুট উঁচু।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানীর নাম সিউল; উত্তর কোরিয়ার রাজধানীর নাম কি ?—পীঅংযং।

ত্রিবান্দ্রামের কাছে যে সৈকত আছে তার নাম কি ?—কোভালাম সৈকত।

দক্ষিণ গুজরাটে অপরিশোধিত তেল পাওয়া যায়; ঐ জায়গাটার নাম কি ?—অক্লেশ্বর।

ডেকান কুইনের (ভারত) যাওয়া-আসার দুটির প্রান্ত বিন্দু কি কি ?—বোম্বাই এবং পুনা।

পানামা খালের দু'দিকের দুটি নাম কি কি ?—বালবোয়া এবং কোলন।

মহাসাগরে তল যে উঠেছে তার কারণ কি ?—মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে বলেই সমুদ্রের তল উঠেছে।

ভুটানের রাজধানীর নাম কি ?—থিম্পু। ভুটানের সরকারী নাম ড্রুক-ইউল (ভুটানের রাজধানী)।

মেসোপোটামিয়ার অর্থ হলো নদীর মধ্যকার ভূমি। নদীগুলির নাম কি কি ?– টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেতিস।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রেইউক্রেনের রাজধানীর নাম কি ?—কিয়েভ।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে উজবেকের রাজধানীর নাম কি ?—তাসখন্দ।

সুয়েজ খালের উত্তর দিকের শেষ প্রান্তের পোতাশ্রয়টির নাম কি ?—পোর্ট সৈয়দ।

বেসাল্ট কি ?—ব্যাসাল্ট হলো এক ধরনের ঘন সবুজ অথবা কালো রং-এর আগ্নেয় শিলা।

সারগাসো সমুদ্র কি ?–উত্তর আটলাণ্টিকের শান্ত এলাকাই হলো সারগোসা সমুদ্র।

সুয়েজখালের কতগুলি কপাট আছে ?—একটাও নেই; কেননা লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের মধ্যেকার দূরত্ব খুবই কম।

ভারতের টিটাগড় কি জন্যে বিখ্যাত ?—টিটাগড়, পশ্চিমবঙ্গে। কাগজ কারখানার জন্য বিখ্যাত।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দুটি রাজ্যের গড়ন আয়তক্ষেত্রের মত। এদের নাম কি কি ?—ওয়াই-ও-সিঙ্গ এবং কলোরাডো।

ইস্রায়েলের সীমানা বরাবর চারটি দেশের নাম কি কি ?—ইজিপ্ট, সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডন।

ইউরোপের দু'টি দীর্ঘতম নদীর নাম কি কি ?—ভল্গা এবং দানিয়ুব। ভল্গার দৈর্ঘ্য ২,৩০০০ মাইল এবং দানিয়ুবের দৈর্ঘ্য ১৭২৫ মাইল।

উৎকৃষ্ট ধরনের কয়লা কি ?—আনথ্রাসাইট। এই জাতের কয়লার উত্তাপ ক্ষমতা ১৪,০০০—১৫,০০০ বি-থা-ই.।

কত ধরনের কয়লা আছে ?—চারটি শ্রেণীতেঃ (১) পিট (২) লিগনাইট (৩) বিটুমিনাস কয়লা (৪) আনথ্রাসাইট।

ক্যাস্পিয়ান সাগরে প্রধান পোতাশ্রয়টির নাম কি ?—বাকু (আজারবাইজানের রাজধানী)

ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানীর নাম কি ?—সিমলা।

ভারতের অরুণাচল প্রদেশের রাজধানীর নাম কি ?—ইটানগর।

আর্গ কি ?—সাহারা মরুভূমির কিছু কিছু এলাকায় পরিবর্তনশীল বালির পাহাড়কে বলে আর্গ।

কোলোরাডো কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত ?—কোলোরোডো, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। সোনা, রূপা, তামা ও কয়লার জন্য বিখ্যাত।

জামসেদপুর হলো ভারতের ইস্পাত নগরী। ইস্পাত তৈরীর আগে জামসেদপুরের নাম কি ছিল ?—সাকচি।

জাম্বেসি নদীর জল নিয়ন্ত্রণের জন্যে ১৯৫৯ সালে যে বিখ্যাত বাঁধটির কাজ শেষ হয়েছিল তার নাম কি ?—কারিবা বাঁধ।

দুটি নদীর সংযোগস্থলে মণ্ট্রিয়াল অবস্থিত। একটি নদীর নাম অটোয়া, অপরটির নাম কি ? – সেণ্ট লরেন্স নদী।

খনিজ সম্পদের ডাকাতি কি ?—পরিবেশের ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করে। ব্যাপকভাবে খনিজের ব্যবহার করাই হলো খনিজ সম্পদের ডাকাতি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ একদল দ্বীপপুঞ্জ রয়েছেঃ ক্যাট, স্যান সালভাডর এবং নিউ প্রভিডেণ্ট এই সম্মিলিত দ্বীপপুঞ্জের নাম কি ?—বাহামা দ্বীপপুঞ্জ।

বালি জমে যে পাথর তৈরি হয় তাকে কি বলা হয় ?—বেলেপাথর বা ম্যাণ্ড স্টোন বলে।

বেসল্ট পাথর কাকে বলে ?—আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা তরল লাভা দিয়ে তৈরী হয় বেসাল্ট পাথর।

নুইয়র্কের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটির নাম কি ?—জন. এফ. কেনেডি বিমানবন্দর। অপরটি হলো লা গুয়ারডিআ বিমানবন্দর।

ফরাসী দেশের বৃহত্তম নদীর উপত্যকা বিখ্যাত হয়ে আছে গ্রামা নিবাসের জন্যে। নদীটির নাম কি ?—লোয়ার নদী।

রাশিয়ায় মস্কোর আগে যে রাজধানী ছিল তার নাম কি ?—লেনিনগ্রাড। অবশ্য সেন্ট পিটার্সবার্গ নামে পরিচিত।

রোমানরা যে দ্বীপকে বলত ভেকটিস তার বর্তমান নাম কি ?—আইল অব উইট। রোমানরা এই দ্বীপকে বলত 'ভেকটিস', এর অর্থ হলো 'আলাদা ভাগ'।

সুয়েজ ও আকোবা উপসাগরের মধ্যে ত্রিকোণাকৃতি যে উপসাগর রয়েছে তার নাম কি ? –সিনাই উপদ্বীপ।

হলদিয়ার গুরুত্ব কি কারণে ?—তৈল নিষ্কাষণ কেন্দ্র হিসাবে হলদিয়ার গুরুত্ব। হলদিয়ার বড় পোতাশ্রয় নির্মাণের প্রকল্পও রয়েছে।

পোতাশ্রয় ও বন্দরের মধ্যে পার্থক্য কি ?—পোতাশ্রয় হলো জাহাজ ও নৌকা রাখার বিশেষ স্থান। বন্দর হলো যেখান থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের কারবার চলে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম শহরের নাম কি ?—লস্ এঞ্জেলস্। আয়তন হলো ১০২৪ বর্গ কি.মি.।

উপহ্রদ কি ?—উপহ্রদ হলো এমন একটি অল্প জলের আধার যা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে একটি সরু ভূমিখণ্ড সৃষ্টি করে।

ইউফ্রেটিস বাঁধ কি ?—সিরীয়ার মরুভূমিতে ট্যবকায় জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প হলো ইউফ্রেটিস বাঁধ। রাশিয়া এই বাঁধ নির্মাণে বহু সাহায্য করছে।

১৯৬৪ সালের আগে তানজানিকা ও জাঞ্জিবারের নাম কি ছিল ?—তাঞ্জানিয়া (সম্মিলিত তাঞ্জানিয়া সাধারণতন্ত্র)।

কঙ্গোর রাজধানী ও কঙ্গো সাধারণতন্ত্রের রাজধানীর কি একই নাম ?—কঙ্গোর রাজধানী কিনসাশা। কঙ্গো সাধারণতন্ত্রের রাজধানী ব্রাজাভিল।

কি কি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে ইউরোপের রাশিয়া ও এশিয়ার রাশিয়াকে আলাদা করা হয়েছে ?—উরাল পর্বতশ্রেণী।

পরিবেশের ভারসাম্য বলতে কি বোঝায় ?—স্বাভাবিক পরিবেশ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, উদ্ভিদ ও ভৌত পৃথিবীর সঙ্গে যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় তাকেই পরিবেশের ভারসাম্য বুঝায় ?

গ্রীণল্যাণ্ড থেকে কানাডা কিভাবে বিভিন্ন হয়ে গিয়েছে ? – ডেভিস প্রণালী, বেফিন উপসাগর এবং বেফিন দ্বীপ এই সব থেকে গ্রীণল্যাণ্ড কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হয়ে গিয়েছে।

জলাভূমি কি ?—নিচু জমিতে অল্প জল থাকার ফলে মাটি থাকে ভিজে এবং নানা বন্য লতা গুল্ম জন্মায়। বিশেষ করে জলজ উদ্ভিদ জন্মায় বেশী। এরকম স্থান হলো জলাভূমি।

শিশির বিন্দু কি ? – যে উষ্ণতায় বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় তার থেকেই সৃষ্টি হয় শিশির। শীতের রাতে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে যায়; মোটামুটি এই জন্যেই শিশিরপাত হয়।

সড়ক ও গৃহনির্মাণের জন্যে কি ধরনের শিলা ব্যবহার করা হয় ?—গ্র্যানিট জাতীয় পাথর, ব্যাসাল্ট, চুনাপাথর ও মার্বেল, বালি পাথর ল্যাটেরাইট দিয়ে প্রধানতঃ সড়ক ও গৃহনির্মাণের কাজ হয়।

গম উৎপাদন করার জন্যে কি ধরনের মাটি প্রয়োজন ?—গম চাষের পক্ষে মূলতঃ দোঁ-আঁশ মাটি, না হয় এঁটেল মাটি মিশ্রিত দোঁ-আশ মাটি প্রয়োজন।

পৃথিবীর অন্তর্দেশীয় সাগর হলো ক্যাস্পিয়ান সাগর। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এই সাগর নিয়ে কি সমস্যায় পড়েছেন ?—ক্যাস্পিয়ান সাগর ক্রমশ আয়তনে ছোট হয়ে আসছে।

মালভূমি ও সমভূমির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মিটারের বেশী উঁচুতে মোটামুটি সমতল ভূমিকে বলে মালভূমি।

সমুদ্রপৃষ্ঠের মতন একই বা সামান্য বেশী উঁচু ভূ-ভাগকে বলে সমভূমি।

মস্কো অববাহিকার প্রধান শিল্প কি ?—লোহা ও ইস্পাত, যানবাহন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক শিল্প, কাগজ, বোর্ড, চর্মশিল্প, আসবাবপত্র ও খাদ্যদ্রব্য তৈরী প্রভৃতি শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কি ?—ময়ূরাক্ষী প্রকল্প পশ্চিম-বঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছেন। সেচের জন্যই এই প্রকল্প।

ম্যাসেঞ্জার বাঁধ ১৫৫ ফিট উচ্চ এবং ২০৬৭ ফুট লম্বা।

এটা কি বলা ঠিক হবে যে যমুনা নদী বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে?—বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যমুনা প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ব্রহ্মপুত্রের মত এটি একই নদী।

পাললিক শিলার অপর নাম কি?—স্তরীভূত শিলা।

পাথর মোটামুটি কতগুলি খনিজ পদার্থ দ্বারা তৈরী?—প্রায় ৮।৯টি প্রধান খনিজ থেকে তৈরী। এদের মধ্যে আছে কোয়ার্টজ (স্ফটিক), মাইকা (অভ্র), ফেলডস্পার, ক্যালসাইট্ প্রভৃতি।

পান্না সবচেয়ে বেশী কোথায় পাওয়া যায়?—দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর, পেরু, কলোম্বিয়া অঞ্চলে।

পৃথিবীর মধ্যে যে দু'টি নদীর মিলনে যে দীর্ঘতম বদ্বীপ তৈরী হয়েছে তার নাম কি?—পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলনে দীর্ঘ বদ্বীপ তৈরী হয়েছে। এর আয়তন সীমা হলো, ৭৭,০০০ বর্গ কি. মি.।

সামুদ্রিক ঝড় কি?—উত্তর আটলাণ্টিক সাগরের দক্ষিণে যে ঘূর্ণিঝড় তাকে বলে হারিকেন। ভারত মহাসাগরের এই ঘূর্ণিঝড়কে বলে সাইক্লোন, আর উত্তর মহাসাগরের এই ঘূর্ণিঝড়কে বলে টাইফুন।

যুগোশ্লোভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড দুটি নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। ছোট নদীটির নাম সাভা কিন্তু অপর নদীটি খুবই পরিচিত। নদীটির নাম কি?—দানিয়ুব নদী।

ঘানার পূর্বের নাম কি ছিল?—গোল্ড কোস্ট অথবা 'সোনার দেশ' এখানে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশী কোকো উৎপন্ন হয়। পর্তুগীজ আবিষ্কারকরা ১৪৭১ সালে এই নামটি দিয়েছিল।

ভারতের তরাই ও ডুয়ার্সের মধ্যে পার্থক্য কি?—পূর্ব হিমালয়ের পার্বত্য ভূমিই তরাই ও ডুয়ার্সের চিহ্ন এঁকেছে। হিমালয়ের পাদদেশে নিচু জমি হলো তরাই অঞ্চল। ভূটানের ডুয়ার্স পর্বতমালা থেকে এসেছে ডুয়ার্স।

নিউজীল্যান্ডের রাজধানীর নাম কি? কার নামে এই নামকরণ হয়?—ওয়েলিংটন। বৃটেনের একজন প্রধানমন্ত্রীর (একজন সৈনিকও ছিলেন) নামের অনুসরণে এই নামকরণ হয়।

হিমশৈল কি?—বিরাট বরফের চাঙাড় যখন হিমবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমুদ্রে চলে আসে, ভাসতে থাকে তখনই তাকে বলে হিমশৈল। মাত্র নয় ভাগের এক ভাগ জলের ওপরে থাকে। অবশ্য হিমশৈল ভাসতে ভাসতে গলতেও শুরু করে।

কেপ্ অফড়ে গুহাপ কি?—দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ অফ গুড হোপে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৫২ সালে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে পেঁছোনোর জন্যে কেপ অফ গুড হোপ হয়ে পথ ঠিক করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত যে দেশটি রয়েছে তার নাম কি?—লে সোথো। আগের নাম ছিল বাসুটোল্যাণ্ড। এখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। অধিবাসীরা আফ্রিকান নিগ্রো। এরা বাসুটস নামে পরিচিত।

চীনামাটি কি?—চীনামাটি নামে মাটি হলেও কয়েক ধরনের খনিজ পদার্থের মিশ্রণ। চীনা মাটি বা কেওলিন উৎপত্তির দিক থেকে দু'ধরনের: এক, অবশিষ্ট চীনা মাটি, দুই পাললিক চীনা মাটি!

ধাতুমল বিদ্যা কি?—ধাতুর প্রয়োজনে দরকার হয়েছিল খননের, আরও খননের প্রয়োজনে দরকার ছিল অভিজ্ঞ শ্রমিক, আর খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের ব্যাপারে প্রয়োজন ছিল ধাতুমল বিদ্যার (metallurgy)

পৃথিবীর তাপীয় ভারসাম্য বলতে কি বোঝায়?—তাপের ধর্ম হলো শৈত্যপ্রবণ। পৃথিবীতে তাপীয় অঞ্চল ও শৈত্য অঞ্চলের মধ্যে উষ্ণতায় ভারসাম্য রক্ষিত হয়। একেই বলে তাপীয় ভারসাম্য।

ফারাক্কা ব্যারেজ কি পরিকল্পনা নিয়ে নির্মিত হয়েছিল?—ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হলো কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করা এবং হুগলী নদী দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থাকে সুগম করা।

ভারতের তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য কি?—পূর্ব হিমালয়ের পার্বত্যভূমিই তরাই ও ডুয়ার্সের চিহ্ন এঁকেছে। হিমালয়ের পাদদেশ ও নিচু জমি হলো তরাই অঞ্চল। ভূটানের ডুয়ার্স পর্বতমালা থেকে এসেছে ডুয়ার্স।

শক্তি সম্পদ বলতে কি বোঝায়?—একটি জাতির শক্তি নির্ভর করে তার সামাজিক, রাজনৈতিক বিন্যাসের ওপর। কিন্তু এ সমস্ত কিছু নির্ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করা ও সংরক্ষণ করার সামর্থের ওপর। জৈব ও অজৈব সম্পদই হলো প্রকৃত অর্থে শক্তি-সম্পদ।

ধোঁয়াশা কি?—ধোঁয়া বলতে সাধারণতঃ আমরা কালো

বা ধূসর রঙের ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত বায়বীয় পদার্থকেই বুঝে থাকি। কয়লা এবং ছাই-এর সঙ্গে অজস্র সূক্ষ্ম কণা থাকে, তাই ধোঁয়ার রং কালো। কুয়াশার সঙ্গে এই দূষিত ধোঁয়া মিশেই তৈরী হয় ধোঁয়াশা।

দুর্গল মাটি কি ?—যে মাটি আগুনে পুড়ে গলে যায় না তাকেই বলে দুর্গল মাটি। এই মাটির তাপ সহ্য করার ক্ষমতা খুবই বেশী, কারণ এই ধরণের মাটির ভেতরে আয়রন, অক্সাইড, চুন, ম্যাগনেসিয়া এবং ক্ষার জাতীয় পদার্থ কম থাকে।

'ভি' (V) ধরনের ও ইউ (U) ধরনের উপত্যকার পার্থক্য কি ?—হিমবাহের ফলে উপত্যকায় যে ক্ষয় হয় তার ফলে ইউ (U) আকারের উপত্যকা গড়ে ওঠে। নদীর গতিপথের উপত্যকায় যে ক্ষয় হয় তার ফলে ভি (V) আকারের উপত্যকা গড়ে ওঠে।

ভূমিক্ষয় কি ?—মাটির ওপরের স্তর থেকে কিছু মাটি বাতাসের দাপটে, জলচ্ছ্বাসে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির ফলে অন্যত্র সরে যায় বা চলে যায়। একেই বলে ভূমিক্ষয়। অবশ্য ব্যাপক হারে গাছ-গাছালি কেটে ফেললে এই স্বাভাবিক ভূমিক্ষয় আরো বেড়ে যায়।

রাশিয়ার কোন ধরনের বিশেষ মাটিকে বলা হয় "কৃষ্ণ মৃত্তিকা" ?—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশ জুড়ে এক ধরনের মিহি, উর্বর কালো অথবা ঘন বাদামী রং-এর মাটি রয়েছে। এই মাটিকে বলে চার্নোজোম অথবা কৃষ্ণ মৃত্তিকা।

সাইক্লোন কি ?—অল্প চাপে বাতাসের প্রবাহ যখন একটি কেন্দ্রকে নির্দিষ্ট করে ঘূর্ণিপাক দেয় তখনই তাকে সাইক্লোন বলে। উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে চলে তার বিপরীত দিকে ঘোরে। এর ফলে ঝড়, এবং আবহাওয়া পরিবর্তন ঘটায়।

হরমোন কি ?—জীবদেহের কয়েক প্রকার বিশিষ্ট কোষ-নিঃসৃত জৈব যৌগ যখন সরাসরি রক্তস্রোতে মেশে এবং দেহের অংশ বিপাকক্রিয়ার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন ঐ জৈব যৌগকে বলে হরমোন। উদ্ভিদের এই জৈব যৌগকে বলে উদ্ভিদ হরমোন বা ফাইটোহরমোন।

কেবলমাত্র একটাই বৃহৎ হ্রদ সম্পূর্ণভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত। হ্রদটির নাম কি ?—মিচিগান হ্রদ। অন্য হ্রদগুলি হলো সুপিরিয়র, হিউরণ, ইরি, এবং ওণ্টেরিও। এগুলি অবশ্য কানাডা ও আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগাভাগি করে আছে।

কিরঘিজদের জীবিকা অর্জনের প্রধান অঙ্গগুলি কি ?—কিরঘিজরা মধ্য এশিয়ার উঁচু মালভূমিতে বাস করে। এদের জীবনযাত্রা যাযাবরদের মত। মূলতঃ পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করলেও বর্তমানে কিছু কিছু চাষবাসের কাজও এরা করছে।

হীরে কি দিয়ে তৈরী ?—অঙ্গার বা কয়লা দিয়ে তৈরী। হীরেকে পাথর না বলে খনিজ বলাই উচিত।

হীরে সবচেয়ে কোথায় বেশী পাওয়া যায় ?—আফ্রিকায়।

নিম্নচাপ ও উচ্চ চাপের বাতাসের মধ্যে পার্থক্য কি ?—বাতাসেরও ওজন আছে। স্বভাবতই ওজন আছে বলেই অভিকর্ষনের ফলে বাতাস নিচের জিনিসের ওপর চাপ দেবে। গরম বাতাসের ওজন ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হাল্কা বা কম। তাই গরম বাতাসের যেমন নিম্নচাপ, ঠাণ্ডা বাতাসের তেমনি উচ্চচাপ। তাপ যেমন শৈত্যপ্রবণ, জল যেনম নিম্নগামী, উচ্চচাপের বাতাসও তেমনি নিম্নচাপের দিকে বয়ে যায়।

ক্ষয়পূরণকারী প্রাকৃতিক সম্পদ ও ক্ষয়কারী প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে পার্থক্য কি ?—প্রাকৃতিক সম্পদকে দুভাবে ভাগ করা হয় (মানুষ যা ব্যবহার করে): (১) যে সব সম্পদ বছরের পর বছর প্রকৃতির কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া যায় তাদের বলে ক্ষয়পূরণকারী সম্পদ। যেমন কৃষিজ সম্পদ। (২) যে সব সম্পদ ব্যবহার করলে তা আর পূরণ করা যায় না তাকেই বলে ক্ষয়কারী প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন খনিজ সম্পদ।

কৃষিজ উৎপাদনে 'সংকর' শব্দটি কি অর্থে প্রযুক্ত ?—একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন ধরনের গাছ অথবা বীজের সংমিশ্রণে যে নতুন ধরনের গাছ ও বীজ তৈরী করা হয় তাকেই বলে সংকর। এই প্রজাতির গাছ ও বীজ অনেক উন্নত। অর্থাৎ ফসল ফলানোর কাজে এর উপযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

উর্বর মাটি কি ?—যে মাটিতে ভালো শস্য ফলে তাকেই বলে উর্বর মাটি। তবে সব মাটিই যে উর্বর একথাটা ঠিক নয় মাটির গুণাগুণ ও উর্বরতা শক্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে মাটিতে কতটা পরিমাণে খনিজ লবণ ও জৈব পদার্থ আছে তাছাড়া মৃত্তিকা কণার আকার, হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব, জল, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মাটির তাপমাত্রার

ওপর।

মৌসুমী বায়ু কি ?—মৌসুমী শব্দটি আরব দেশ থেকে এসেছে। মৌসুমী-এর অর্থ হলো ঋতু। আরব সাগরে যে বায়ু ছ'মাস অন্তর পরিবর্তন হতো তাতেই দেখা যায় দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু আবার উত্তরপূর্ব বায়ু হয়। বর্তমানে ঋতুতে ঋতুতে বাতাসের দিক পরিবর্তনের লক্ষণ নির্ণয় করা হয় মৌসুমী বায়ু দিয়ে। বিশেষ করে ক্রান্তীয় অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর লক্ষণ খুবই স্পষ্ট।

অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও আবহমণ্ডম বলতে কি বোঝায় ?—মাটি, জল আর বাতাস নিয়েই পৃথিবীর সৃষ্টি। ভূ-পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে হলো অশ্মমণ্ডল, সমুদ্র-নদী-নালা-খাল-বিল পুকুর প্রভৃতি। জলকে বারিমণ্ডল বলে। আবহমণ্ডল হলো ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, আয়নোস্ফিয়ার ও এক্সপোসার। তবে যাই হোক পৃথিবীর বুকের ওপর ১৬০০ কিলোমিটারের ওপর পর্যন্ত আবহমণ্ডল হলেও আবহাওয়ার ঘনত্ব মাত্র ৩২ কিলোমিটার উর্ধে।

সারাবতী প্রজেক্ট কি কারণে বিখ্যাত ?—বাঙ্গালোর থেকে ৪০০ কি. মি. দূরে গেরসোপ্পা জলপ্রপাতে সারাবতী প্রকল্প। ভারতীয় ও আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ারদের যৌথ প্রচেষ্টায় পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিকেন্দ্র নির্মিত। তাছাড়া অন্যান্য শিল্পের সাহায্যেও আসবে, যেমন, বিমান, ইলেকট্রনিকস, মেশিন টুলস ইত্যাদি। (কর্ণাটক-ভারতবর্ষ)

সুয়েজ আলেকজাণ্ড্রিয়া পাইপলাইন কি ?—ইজিপ্ট, সৌদী আরব, কোয়েত আবু ধাবি এবং কোয়াটার-এর যৌথ প্রচেষ্টায় ৩০০ কিলোমিটার লম্বা তেলের পাইপ লাইন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি যাবে সুয়েজ থেকে আলেকজাণ্ডিয়া পর্যন্ত। ১৯৭৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বেকটেল করপোরেশন এই নির্মাণ কাজের দায়িত্ব নেয়।

মেঘ ও কুয়াশার মধ্যে পার্ধক্য কি ?—বাষ্পীভবনের ফলে সমুদ্র-নদী-খাল-বিল থেকে যে জলকণা বাতাসে ওপরে ওঠে সেই জলকণারা মিলে তৈরী করে মেঘ। কুয়াশা হলো মেঘ, তবে পৃথিবীর বুক থেকে বেশী দূরে উঠতে পারে না। প্রায় ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি এলাকায় যদি উষ্ণতা কমে যায় তাহলে তা ঘনীভবনের ফলে কুয়াশার সৃষ্টি করে।

স্লেট কি ?—যে কর্দমাক্ত শিলাকে বলা হয় শেল তার স্তরগুলো বিভিন্ন শিলার আবরণে ঢাকা পড়ে থাকে। কিন্তু ভূ-ত্বকের নড়া-চড়াতে শিলার মধ্যেকার শেলে ভাঁজ পড়ে যায়, কুঁচকে যায়। তারপর ধীরে ধীরে পেষাই হতে হতে সেই শেল সোজা হয়ে শ্লেট উৎপন্ন করে। হ্রদে ও সমুদ্রের তলায় এই শ্লেট পড়ে থাকে।

তৃণভোজী ও মাংসভোজীদের মধ্যে পার্থক্য কি ?—প্রাণী মাত্রই খাদক। খাদকদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ (১) তৃণভোজীরা গাছ-গাছালি ও তৃণ খেয়ে জীবন-ধারণ করে। এরা হলো প্রথমশ্রেণীর খাদক। মাংস-ভোজীরা হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর। কেননা তৃণভোজীদের খেয়ে মাংসভোজীদের জীবনযাত্রা। মানুষ হলো সবচেয়ে বড় খাদক। কেননা মানুষ শাকশব্জী থেকে মাংস পর্যন্ত খায়।

জ্বালামুখ কি ? বৃহত্তম জ্বালামুখ কোথায় ?—আগ্নেয়গিরির যে-মুখ দিয়ে গলিম 'ম্যাগমা' 'ছাই' 'পাথরের নুড়ি' বেরিয়ে আসে সে মুখকেই বলে জ্বালামুখ। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম জ্বালামুখ হলো জাপানের কিউসুবে মাউণ্ট আসো। এর পরিধি হলো ৭১ মাইল, উত্তর থেকে দক্ষিণে হলো ১৭ মাইল।

চোরা উপত্যকা কি ?—যে সব জায়গায় চুনাপাথর আছে সেখানকার প্রায় সব জলই প্রবাহিত হয় মাটির তলা দিয়ে। মাটির তলায় নালা আর ওপরটা হয় শুকনো ও বন্ধ্যা জমি। ওপরের চুনা পাথরের উপত্যকায় শীর্ণ স্রোতের মত জল প্রবাহিত হয়, তা না হলে কোনো গুহা কিম্বা গর্তে সেই শীর্ণ ধারা শেষ হয়ে যায়। এই ধরনের উপত্যকাকে চোরা উপত্যকা বা Blind Valley.

ঘনীভবন, বাষ্পীয়ভবনের মধ্যে পার্থক্য কি ?—যে অবস্থায় তাপ অক্ষুণ্ণ রেখে কেবলমাত্র তার চাপ বৃদ্ধি করেই পদার্থকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয় তাকে বলে ঘনীভবন। আবার উত্তাপের প্রভাবে তরল পদার্থের স্বতঃই বাষ্পে পরিণত হলে তাকে বলে বাষ্পীয়ভবন। যেমন সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয় আবার আবহাওয়ার চাপে ঠাণ্ডা অবস্থায় তা বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে।

জলবায়ু ও আবহাওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?—আবহমণ্ডলের প্রতিদিনের অবস্থাই (বাতাসের উত্তাপ, চাপ, প্রবাহ, আদ্রর্তা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি) হলো আবহাওয়া কিন্তু কোনো একটা বিশেষ জায়গার অথবা ঋতু পরিবর্তনে সেখানকার আবহাওয়া পরিবর্তনই হলো জলবায়ু। কমপক্ষে

৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড় নিলেই তবে সে অঞ্চলের জলবায়ুর খবর পাওয়া যাবে।

খনিজ পদার্থ কি ?—সাধারণভাবে একটি খনিজের জন্ম হয় গলিত ম্যাগমা থেকে কেলাসন এবং পৃথককরণের ফলে, অথবা কোন তরল দ্রবণ বা গ্যাসীয় পদার্থ থেকে ; কিম্বা বর্তমান কোন খনিজ বা শিলা থেকে রূপান্তরের ফলে। এখানে অবশ্য তাপ, চাপ এবং তরল ও বায়বীয় পদার্থের খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে।

ভূ-গোলক ও মানচিত্রের মধ্য পার্থক্য কি ?—ভূ-গোলক প্রায় পৃথিবীর আকারের কাছাকাছি ; কেননা পৃথিবীর আকৃতি অভিগোলক। মানচিত্রে পৃথিবীকে সমতল হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। ভূ-গোলক ও মানচিত্রে রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক, আবহাওয়া, জলবায়ু, শক্তিসম্পদ ইত্যাদি দেখানো হয়। অবশ্য বিভিন্ন ধরনের মানচিত্রের ব্যবহার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর।

স্ট্যালাগমাইট ও স্ট্যালাটাইট কি ?—গুহার ভেতরে কিম্বা সুড়ঙ্গে মেঝের ওপর ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের স্তর জমে জমে লম্বা লম্বা দাঁড়ির মত ওপর দিকে মুখ তোলে তাকে বলে স্ট্যালাগমাইট।

গুহার ভেতরে কিম্বা সুড়ঙ্গের সিলিং থেকে যখন ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের স্তর জমে জমে লম্বা লম্বা দাঁড়ির মত ঝুলতে থাকে (স্ট্যালাগমাইট-এর উল্টো) তখন তাকে বলে স্ট্যালাকটাইট।

সিয়াম ও সিমা কি ?—আশ্মমণ্ডল শিলাস্তর দিয়ে গঠিত। এই যে অশ্মমণ্ডল তার ওপরের অংশটা হলো 'সিয়াল' আর তার তলার স্তরটা হলো 'সিমা'। যেমন কোনো হাল্কা পদার্থ ভারী পদার্থের ওপর ভেসে থাকে, ঠিক তেমনি 'সিমা'র ওপর থাকে 'সিয়াল'। 'সিমা' থাকে প্রধানতঃ সমুদ্রের তলদেশে। 'সিয়াল' নামটি এসেছে সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম সংযোগে, তেমনি 'সিমা' নামটি।

সৌর তাপের প্রয়োজন কি ?—(আবহমণ্ডলের উষ্ণতা থেকে) গাছগাছালি ও জীবকুল সূর্যের তাপের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের তাপেই জল বাষ্প হয়, মেঘ হয়, বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত না হলে জীবনের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকত না। তাছাড়া গাছ-গাছালি সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে তাদের নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করে। সূর্যের আলোর ফোটোন কণার মাধ্যমেই গাছেরা সালোক-সংশ্লেষ চালায়। সুতরাং তাপীয় ভারসাম্য ও প্রাণের অস্তিত্বকে রক্ষা করছে সৌর তাপ।

কৃষিক্ষেত্রে দূষণ সমস্যা কি ?—বিশেষ করে কীট নাশক পদার্থের ব্যবহারের ফলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। দীর্ঘকাল মাটিতে থাকে এবং শাকসব্জীর মধ্যে তার কিছু অংশ যায়, কিছুটা যায় জলে মিটে অন্যত্র এনড্রিন, অ্যালড্রিন, গ্যামাক্সিন, ডি. ডি. টি ইত্যাদি জীবদেহে উদ্ভিদ দেহে মারাত্মক ক্ষতিসাধন কার, এমন কি প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। এছাড়া জলবায়ুর বিষাক্ত প্রভাব পড়ে কৃষিজ উৎপাদনের ওপর।

মাটি-জল-বাতাস দূষিত হওয়ার কারণ কি ?—মাটি-জল-বাতাস দূষিত হলে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে পড়বে। ডি. ডি. টি অথবা ডি. ডি. টির মত কীটনাশক পদার্থ, রাসায়নিক সার, পারমাণবিক ভস্ম মাটিতে পুঁতে ফেলায় মাটি তার চরিত্র হারাচ্ছে। কলকারখানা থেকে নির্গত হচ্ছে যে বিষাক্ত গাদ তা মিশছে নদ-নদী, খাল-বিলের জলে। জল হচ্ছে দূষিত। তাছাড়া এলো-মেলোভাবে শিল্পোন্নয়নে কার্বন মনো অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড বাতাসকে দূষিত করছে।

বেলেপাথর ও চুনা পাথরের মধ্যে পার্থক্য কি ?—বালি থেকেই বেলে পাথরের জন্ম। তাই বালির জন্ম ইতিহাসের সঙ্গে বেলে পাথরের জন্ম ইতিহাস রয়েছে। বাতাসের দাপটে, জলোচ্ছ্বাসে অথবা তুষার ঝড়ে শিলার মধ্যে নরম অংশগুলো রেণু রেণু হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত বালিতে রূপান্তরিত হয়।

চুনা পাথর একপ্রকার পাললিক শিলা। ব্যাপক অর্থে চুনা পাথর বলতে চুনাজাতীয় যে কোন পাথর ; মার্বেল, চক, ট্রাভেরটাইন, টুফা, সামুদ্রিক শেল, প্রবাল এবং মার্ল ইত্যাদি অনেক কিছুকেই বোঝাতে পারে।

গেইজার কি ? বৃহত্তম গেইজার কোথায় আছে ?—যে উষ্ণপ্রস্রবণের জল নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে ঝলকে ঝলকে (গরম জল ও বাষ্প) ওপরের দিকে ঠিকরে ওঠে তাকেই বলে গেইজার।

দীর্ঘতম গেইজার হলো নিউজীল্যাণ্ডের ওয়েইমানগু। ১৯০৪ সালে জল ও বাষ্প উঠেছিল ১৫০০ ফুট উঁচুতে।

বর্তমানে নিষ্ক্রিয়। বর্তমানে ষ্টীমবোট গেইজার হলো ইয়োলো ষ্টোন ন্যাশনাল পার্কে (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)। জল ও বাষ্প উঠেছিল ২৫০ থেকে ৩৮০ ফুট আর ৯১০,০০০ গ্যালন জল নির্গত হয়েছিল।

কিভাবে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়?—প্রাকৃতিক কারণে যে ভূমিক্ষয় হয় তা স্বাভাবিক। অনেক ক্ষেত্রে তা প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যকে রক্ষা করে। তবে ব্যাপক হারে গাছপালা কেটে ফেলা ও মাটির অপচয় ঘটলে যে ক্ষয় হয় তাকে রক্ষা করতে না পারলে প্রকৃতির পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। বন্যা, খরা, মরুভূমির আগ্রাসী ক্ষুধা, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাতে থাকবে যদি গাছপালা ও মাটির অপচয় ঘটে। সুতরাং ভূমিক্ষয়কে রোধ করতে গেলে গাছপালাকে রক্ষা করতে হবে, বৃক্ষরোপণ করতে হবে, মাটির অপচয় বন্ধ করতে হবে।

বৃষ্টিপাত ও অধঃক্ষেপণের মধ্যে পার্থক্য কি?—বাতাস যত গরম হয়, ততই সে জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে। আবার গরম বাতাস যতই ওপরে উঠতে থাকে ততই সে ঠাণ্ডা হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয় এবং বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ভেসে ভেসে বেড়াতে থাকে। বাতাসে ভাসমান অসংখ্য হাল্কা জলকণারা মিলেই হয় মেঘ। এই মেঘ ঠাণ্ডা হয়েই বৃষ্টিপাত ঘটায়।

আবহমণ্ডল থেকে ঠাণ্ডা বাষ্প মেঘ হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। অধঃক্ষেপণও জলকণা। তবে তা শুধু বৃষ্টির আকারে কখনও কঠিন আকারে পৃথিবীর বুকে নামে। তাই কখনও শিলা, তুষার, কুয়াশা, হিম, শিশির প্রভৃতি আকার নিয়ে পৃথিবীতে নামে। একেই বলে অধঃক্ষেপণ।

পৃথিবীর সর্বনিম্ন বায়ুমণ্ডলীর স্তর ও আয়নায়িত বায়বীয় স্তরের মধ্যে পার্থক্য কি?—বাতাস পৃথিবীকে চাদরের মত জড়িয়ে রেখেছে। আবহমণ্ডলের বিস্তৃতি যদিও ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৬০০ কিলোমিটারের মত তবুও আবহামণ্ডলের শতকরা ৯৯ ভাগ ৩২ কিলোমিটারের মধ্যেই আবদ্ধ। ভূ-পৃষ্ঠের সংলগ্ন এলাকাতেই আবহাওয়ার ঘনত্ব বেশী। এই আবহমণ্ডলের চারিটি স্পষ্ট স্তর রয়েছে: (১) ট্রপোস্ফিয়ার, (২) স্ট্রাটোস্ফিয়ার, (৩) আয়নোস্ফিয়ার, (৪) এক্সপোজার। নিরক্ষবৃত্ত থেকে ১৮ কিলোমিটার এবং মেরু থেকে ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত এই ট্রপোস্ফিয়ার। এই ট্রপোস্ফিয়ারের মধ্যে ৭৫% নাইট্রোজেন, ২৩% অক্সিজেন, এবং ২০% রয়েছে আর্গন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পক্ষে এই আবহাওয়া না থাকলে জীবনযাত্রা চলত না। ট্রপোস্ফিয়ারের ওপর যে স্ট্রাটোস্ফিয়ার সেখানে রয়েছে ওজনের (ozone) স্তর যা সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মিকে শোষণ করে নিচ্ছে। এই ওজনের স্তর অনেকটা ছাতার মত। আয়নোস্ফিয়ারের যে স্তরটি রয়েছে সেখানে যে সকল কণা রয়েছে তাদের বলে আয়ন। এগুলি বিদ্যুতাহিত কণা। এগুলি আছে বলেই বেতার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়।

থানা কী?—পুলিশের ঘাঁটি বা আস্তানা।

থানার কাজ কী—এক-একটি থানার অধীনে এক-একটি অঞ্চল থাকে, ঐ অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই থানার কাজ। কোনো বাড়ীতে চুরি-ডাকাতি হইলে কোথাও কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইলে, কিংবা অন্য কোনো রকমের অশান্তি সৃষ্টি হইলে থানায় খবর দেওয়া হয় এবং থানার পুলিশেরা ঐ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

থানার বড়র্তাকে কি বলে?—ইনস্পেক্টর, ও. সি. (Officer-in-charge) বা দারোগা। তাঁহার অধীনে থাকেন সাব-ইনস্পেক্টর ও 'কনেস্টবল' নামক পুলিশকর্মীরা।

জেলা পুলিশের বড় কর্তাকে কি বলে?—পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

আদালতের উকীলের কাজ কী?—মামলা-মোকদ্দমায় এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই পক্ষের হইয়া আদালতে মামলা চালানো। উকীলেরা আইন-জানা লোক, তাঁহারা তাঁহাদের পক্ষের মক্কেলের স্বার্থে মোকদ্দমার কাগজপত্র তৈয়ারী করেন এবং হাকিম বা বিচারককে বুঝাইয়া মক্কেলকে জয়ী করিতে চেষ্টা করেন। এই কাজের জন্য তাঁহারা টাকা লইয়া থাকেন।

ব্যারিস্টার কাহাকে বলা হয়? তাহাদের কাজ কী?—বিলেত হইতে যাঁহারা আইন পাশ করিয়া এদেশে আইন-ব্যবসা করেন তাঁহারা ব্যারিস্টার। আদালতে ব্যরিস্টারদের কাজ উকীলদের মত। তাঁহারা সাধারণত এ্যাটর্নীর মাধ্যমে কাজ করিয়া থাকেন।

রাজ্যে পুলিশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বলিতে কি বুঝায়?—পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল।

কলিকাতা পুলিশের বড়কর্তাকে কি বলে?—পুলিশ কমিশনার (তাঁহার অধীনে কয়েকজন ডেপুটি কমিশনার

থাকেন)।

'রাজনৈতিক দল' বলিতে কি বুঝা যায় ?—রাষ্ট্র বা দেশশাসনের নীতি সম্বন্ধে সকলে একমত নয়। নানা মত ও নানা পথ আছে। এক এক মত বা পথ লইয়া লোকেরা এক একটি দল (পার্টি) গড়েন। এই দলগুলিকে বলা হয় রাজনৈতিক দল। প্রত্যেক দলের একজন করিয়া নেতা থাকেন।

গভর্নমেণ্ট বা সরকার বলিতে বুঝ ?—দেশের বা রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষকে বলে গভর্নমেণ্ট বা সরকার।

সৈন্যবাহিনী বলিতে কি বুঝ ? উহার কাজ কি ?—যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত লোকদের লইয়া গঠিত দল। সেনাদলের কাজ হইল দেশের প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ও দেশে শান্তি বজায় রাখা।

সৈন্যবাহিনীর প্রধানদের কি বলে এবং কয়টি বিভাগ —তিনটি—(১) স্থলবাহিনী (স্থলযুদ্ধের জন্য) (২) নৌ-বাহিনী (জলযুদ্ধের জন্য), (৩) বিমান-বাহিনী (আকাশ-যুদ্ধের জন্য)। স্থলবাহিনীর প্রধান—এয়ার চীফ মার্শাল।

'সেনাপতি' ও 'প্রধান সেনাপতি' বলিতে কি বুঝ ?—সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটি বিভাগের প্রধান পরিচালককে বলা হয় প্রধান সেনাপতি বা 'কম্যানডার-ইন-চীফ্'। আবার প্রত্যেক বিভাগের মধ্যেই কতকগুলি বড় বড় ভাগ (বা ডিভিশন) থাকে, এইগুলির পরিচালকদের বলা হয় সেনাপতি বা 'কম্যানডার'। সেনাপতিরা প্রধান সেনাপতির অধীন।

সকল মানুষই কিছু না কিছু কাজ করে কি ?—হ্যাঁ, প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু কাজ করে। মানুষ আয়ের জন্য যে কাজ করে উহাকে বলে তাহার 'পেশা'—যেমন যদুর পেশা 'মিস্ত্রীগিরি', হরিবাবুর পেশা 'ওকালতি', মণিবাবুর পেশা 'ডাক্তারি'।

প্রত্যেক কাজের লোককে দুইটি জিনিস খাটাইতে হয়। তাহা কি কি ?—বুদ্ধি ও শ্রম (অর্থাৎ মাথা ও শরীর)।

'জীবিকা' বলিতে কি বুঝা যায় ?—জীবনধারণের উপায়, অর্থাৎ খাওয়া-পরার জন্য রোজগারের উপায়।

জীবিকার জন্য সকল মানুষকেই কি মাথা ও শরীর সমান খাটাইতে হয় ?—না। কোনো কোনো কাজে মাথা খাটে বেশী, আবার কোনো কাজে শরীর খাটে বেশী। কোনো কোনো কাজ প্রধানতঃ বিদ্যাবুদ্ধির, কোনো কোনো কাজ প্রধানতঃ দৈহিক শ্রমের।

বুদ্ধিজীবী বলিতে কি বুঝায় ?—মন্ত্রী, গভর্নর, সেক্রেটারী প্রভৃতি ; (খ) বিচার বিভাগে যাঁহারা আছেন, যেমন—জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য হাকিম ; (গ) ব্যারিস্টার হাইকোর্টের উকীল, অন্যান্য আইন ব্যবসায়ী ; (ঘ) বৈজ্ঞানিক ; (ঙ) ডাক্তার ; (চ) ইঞ্জিনীয়ার ; (ছ) শিক্ষক ; (জ) লেখক ; (ঝ) সাংবাদিক ; (ঞ) সওদাগরী অফিসের ও কলকারখানার মালিক এবং (ট) সরকারী ও বে-সরকারী অফিসের নানাপ্রকার শিক্ষিত কর্মচারী প্রভৃতি।

শ্রমজীবী বলিতে কি বুঝায় ?—কলকারখানায়, রেলে, কর্পোরেশনে এবং অন্যান্য বহু কারখানায় যাঁহারা শরীর খাটান। কুলি, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা প্রভৃতিও শ্রম-জীবী। ইহারা সকলেই অপরকে শ্রম দিয়া পয়সা রোজগার করেন।

কৃষকদিগকে শ্রমজীবী বলিয়া ধরা হয় কি ?—না। কৃষকরা মজুরি লইয়া শরীর খাটান না। তাঁহারা শ্রমদ্বারা ফসল উৎপন্ন করেন এবং সেই হইতে ভরণ-পোষণের কাজ চালান।

'গবেষণা' ও 'গবেষক' মানে কি ?—কোনো নতুন সত্য জানিবার কিংবা আবিষ্কার করিবার জন্য তথ্য অনুসন্ধানকে বলে গবেষণা। যিনি গবেষণা করেন তাঁহাকে বলে গবেষক।

'আবিষ্কার' ও 'আবিষ্কারক' বলিতে কী বুঝা যায় ?—যাহা ছিল না কিংবা অজানা ছিল, এমন বিষয়ের খোঁজ পাওয়া ও উদ্ভাবন করাকে বলে আবিষ্কার। [বাংলায় আবিষ্কার শব্দ সমার্থক কিন্তু ইংরাজীতে যাহা ছিল না এমন জিনিস আবিষ্কার করাকে invention বলে। যেমন বেতার, পেনিসিলিন প্রভৃতি।] যাহা অজ্ঞাত ছিল এমন জিনিস আবিষ্কার করাকে বলে Discover। যেমন কলম্বাসের আবিষ্কার। ভারতের জলপথ আবিষ্কারের ভাস্-কো-ডা-গামা। আবিষ্কার যিনি করেন তাহাকে বলা হয় আবিষ্কারক।

পৃথিবীর কয়েকজন বিখ্যাত আবিষ্কারক কোন সালে কি আবিষ্কার করেন ?

আবিষ্কার	সাল	আবিষ্কারক	দেশ
ছাপাখানা	১৪৫৪	গুটেনবার্গ	জার্মানি
কাগজ তৈরীর কল	১৭৯৮	ফ্রাঙ্কোইস রবার্ট	ফ্রান্স

আবিষ্কার	সাল	আবিষ্কারক	দেশ
মাইক্রোসক্রোপ	১৫৯০	জ্যানসেন	হল্যাণ্ড
টেলিসকোপ	১৬০৮	লিপারশী	ঐ
ঐ (আকাশবীক্ষণ)	১৬০৯	গ্যালিলিও	ইটালী
স্পেকট্রোস্কোপ	১৮৬১	কিরচোফ ও বুনসেন	জার্মানী
ব্যারোমিটার	১৬৪৩	তোরিচেলি	ইটালী
মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব	১৬৮৭	আইজাক নিউটন	ইংলণ্ড
পারদ থার্মোমিটার	১৭১৪	ফারেনহাইট	জার্মানি
স্টীম ইঞ্জিন	১৭৬৫	জেমস্ ওয়াট্	ইংলণ্ড
বেলুন	১৭৮৩	মণ্টগস্ফিয়ের	ফ্রান্স
প্যারাস্যুট	১৭৮৫	ব্লাশর্ড	ফ্রান্স
বসন্তের টীকা	১৭৯৬	জেনার	ইংলণ্ড
চশমা	১২৮৫	স্পিনা	ইটালী
ছাতা	১৮৫২	স্যামুয়েল ফক্স	ইংলণ্ড
কয়লাখনির আলো	১৮১৬	হামফ্রে ডেভি	ঐ
ওয়াটারপ্রুফ	১৮১৮	জেমস্ সাইম্	ঐ
স্টেথোস্কোপ	১৮১৬	রেনী লেনেক	ফ্রান্স
দিয়াশলাই	১৮২৭	জন ওয়াকর	ইংলণ্ড
অন্ধদের পড়ার পদ্ধতি	১৮২৯	লুই ব্রেইল	ফ্রান্স
বাষ্পীয় যান	১৮২৯	স্টিফেনসন্	ইংলণ্ড
টেলিগ্রাফ	১৮৩২	স্যামুয়েল মোর্স	আমেরিকা
রিভলবার	১৮৩৬	কোল্ট্	আমেরিকা
শর্ট হ্যাণ্ড লিখন	১৮৩৭	আইজ্যাক্ পিট্ম্যান	ইংলণ্ড
সাধারণ ফটোগ্রাফি	১৮২৯	লুই দাগের	ফ্রান্স
বাইসাইক্ল্	১৮৩৮	ম্যাক্মিলান	ইংলণ্ড
সেলাই কল	১৮৪৫	ইলিয়াস হাউএ	আমেরিকা
ঐ ব্যবহারিক	১৮৫১	আইজ্যাক সিঙ্গার	আমেরিকা
মাউথ অরগ্যান	১৮২১	বুশম্যান	জার্মানী
পিয়ানো	১৭০৯	বারটোলোমা	ইটালী
সেফ্টিপিন	১৮৪৯	হাণ্ট	আমেরিকা
ডায়নামো	১৭৬০	পিকিনোত্তি	ইটালী
ডিনামাইট	১৮৬৬	আলফ্রেড নোবেল	সুইডেন
টাইপরাইটার	১৮৭৪	শোল্স্ এবং গ্লিবেন	আমেরিকা
টেলিফোন	১৮৭৬	গ্রাহাম বেল	আমেরিকা
মাইক্রোফোন	১৮৭৭	বার্লিনার	আমেরিকা

আবিষ্কার	সাল	আবিষ্কারক	দেশ
টকি মেসিন	১৮৭৭	এডিসন	আমেরিকা
ইলেকট্রিক ল্যাম্প	১৮৭৯	ঐ	ঐ
ফাউন্টেন পেন	১৬৮৪	ওয়াটারম্যান	ঐ
লাইনোটাইপ	১৮৮৫	মারগেনথেলার	ফ্রান্স
গ্রামোফোন	১৮৮৭	বার্লিনার	আমেরিকা
রঙীন ফটোগ্রাফি	১৮৯১	লিপম্যান	ফ্রান্স
সাবমেরিন	১৮৯১	জন্ হল্যাণ্ড	আমেরিকা
বায়োস্কোপ	১৮৯৩	এডিসন	আমেরিকা
এক্স রে	১৮৯৫	রণ্টগেন	জার্মানী
বেতার (রেডিও)	১৮৯৫	মার্কোনি	ইটালী
ট্রানজিস্টার	১৯৪৮	শক্লে	আমেরিকা
সেফ্টি রেজার	১৮৯৮	গিলেট	আমেরিকা
রেডিয়াম	১৮৯৮	পিয়ের কুরি ও ম্যাডাম কুরি	ফ্রান্স
ট্রাক্টর	১৯০০	হোল্ট্	আমেরিকা
এরোপ্লেন	১৯০৩	রাইট্ ভ্রাতৃদ্বয়	আমেরিকা
যুদ্ধের ট্যাঙ্ক	১৯১৪	সুইন্টন	ইংলণ্ড
রেডার যন্ত্র	১৯২২	টেলর ও ইয়ং	আমেরিকা
টেলিভিশন	১৯২৬	বেয়ার্ড	ইংলণ্ড
পেনিসিলিন	১৯২৮	ফ্লেমিং	ঐ
হেলিকপ্টর	১৯৩৯	সিকরস্কি	আমেরিকা
স্ট্রেপ্টোমাইসিন	১৯৪৫	ডাঃ ওয়াক্সম্যান	আমেরিকা
পলিথিন	১৯৩৩	ফউসেট	ব্রিটেন
নাইলন	১৯৩৮	ক্যারোথার্স	আমেরিকা
স্টীম টারবাইন	১৮৮৪	চার্লস পারসনস্	ব্রিটেন
স্টেনলেস স্টীল	১৯১৪	হেনরী ব্রেইলে	ব্রিটেন
প্রেসার কুকার	১৬৭৯	ডেনিস প্যাপিন	ফ্রান্স
কাপড়কাচা কল	১৯০৭	আলভা জে. ফিসার	আমেরিকা
ডিজেল ইঞ্জিন	১৮৯৭	রুডলফ ডিজেল	জার্মানী
নিওন লাইট	১৯১১	জর্জ ক্লাউড	ফ্রান্স
সেফটি রেজর	১৮৯৫	কিং সি. গিলেট	আমেরিকা
ইলেক্ট্রিক রেজর	১৯৩১	জ্যাকব শিক	আমেরিকা

মার্কোপোলো কত সালে কি কি ভৌগোলিক আবিষ্কার করেন ?—(১২৫৬-১৩২৪) ভেনিস দেশীয় পরিব্রাজক ও দেশ আবিষ্কারক। ইনি ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ করেন। মার্কো

পোলো মধ্য-এশিয়ার বহুস্থানের পরিচয় ইউরোপকে দান করেন।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস কত সালে কি কি ভৌগোলিক আবিষ্কার করেন?—(১৪৪৭-১৫০৬) ইনি স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার অর্থসাহায্য লাভ করিয়া ১৪৯১ খ্রীস্টাব্দে নূতন দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্র-যাত্রা করেন। ইনি প্রথম বাহামাস, কিউবা প্রভৃতি কয়েকটি দেশ আবিষ্কার করেন। তৃতীয় সমুদ্রযাত্রায় ইনি আমেরিকার কয়েকটি দ্বীপ আবিষ্কার করেন।

ভাস্কো-ডা-গামা কত সালে কি কি ভৌগোলিক আবিষ্কার করেন?—(১৪৬০-১৫২৪) ইনি একজন পর্তুগাল দেশীয় নাবিক। ইনি ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন।

ক্যাপটেন জেমস্ কুক্ কত সালে কি কি ভৌগোলিক আবিষ্কার করেন?—(১৭২৮-১৭৭৯) ইনি একজন ইংরাজ নাবিক। ইনি প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক অজ্ঞাত দ্বীপ আবিষ্কার করেন। অস্ট্রেলিয়ার তীরের নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ তাঁহারই আবিষ্কার। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তর মেরু অভিযানকারী একটি দলকে সাহায্য করিতে গিয়া তিনি প্রাণ হারান।

রবার্ট এডুইন পিয়ারী কত সালে কি কি আবিষ্কার করেন? (১৮৫৬-১৯২০)—ইনি একজন মার্কিন অভিযাত্রী। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে কতকগুলি এস্কিমো সহচর লইয়া শ্লেজ গাড়ীতে করিয়া উত্তর মেরুতে উপনীত হন।

ক্যাপ্টেন রবার্ট ফ্যালকন স্কট কত সালে কি কি ভৌগোলিক আবিষ্কার করেন? (১৮৬৮-১৯১২)—ইনি একজন দেশ আবিষ্কারক। ১৯০১ খৃস্টাব্দে দক্ষিণমেরুর সন্ধানে ইনি যাত্রা করেন। কিন্তু বরফের প্রাচীরে বাধা পেয়ে ফিরে আসতে বাধা পেয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। ১৯১০ খৃস্টাব্দে পুনরায় যাত্রা করলেন এবং ১৯১২ খৃস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী দক্ষিণ মেরু পৌঁছিলেন। তিনি দেখলেন তাঁহার আসবার কয়েক সপ্তাহ আগেই রোল্ড আমুণ্ডসেন নরওয়ে দেশের পতাকা সেখানে প্রোথিত করে গেছেন। তিনি আর ফেরেন নাই। তুষার ঝঞ্ঝার মধ্যে ঐ দেশের ভয়ঙ্কর কাহিনী ডায়েরীতে লিখে গেছেন।

ফার্ডিনান্স ম্যাগেলান কত সালে কি কি আবিষ্কার করেন? (১৪৮০-১৫২৯)—বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক। তিনি জাহাজে করিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। স্পেন হইতে যাত্রা করেন। পরিক্রমাকালে প্রবল ঝঞ্ঝা ও উত্তাল সমুদ্র পার হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রে উপস্থিত হন এবং ঐ সমুদ্রটির শান্তরূপ দেখিয়া তিনি নামকরণ করেন প্রশান্ত মহাসাগর। ১৫১৯—১৫২২ এই তিন বৎসরে তিনি পৃথিবী পরিক্রমা প্রায় শেষ করিতে চলিয়াছেন কিন্তু তাহা আর হয় নাই, তিনি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আদিবাসীদের হাতে নিহত হন। পরে তাঁহার একত্রিশ জন নাবিক স্পেনে গন্তব্য পথ দিয়া ফিরিয়া আসিলে পৃথিবী পরিক্রমাকারী বলিয়া চিহ্নিত হন।

আন্তর্জাতিক দিনরেখা কি?—১৮০° দ্রাঘিমা সারা বিশ্বের দিন ঠিক করবার সীমারেখা। ১৮০° দ্রাঘিমার পশ্চিম ও পূর্বে সময় একদিন আগুপিছু ধরা হয়। ১৮০° দ্রাঘিমা থেকে কোন লোক পূর্বদিকে গেলে সময় একদিন কমবে এবং পশ্চিমদিকে গেলে সময় একদিন বাড়বে। অর্থাৎ পূর্বদিকে যখন ৩১শে ডিসেম্বর তখন পশ্চিমদিকে ১লা জানুয়ারী।

ভারতের স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম বলতে কি বোঝায়?—৮২°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার উপর অবস্থিত স্থানের সময়ই ভারতের প্রমাণ সময় বা স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। ভারতের সর্বত্রই এই সময় একরকম।

স্থানীয় সময় বা লোকাল টাইম কি?—কোন স্থানের মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী যে সময় ধরা হয় তাকে স্থানীয় সময় বলে।

কলিকাতার স্থানীয় সময় ও ভারতীয় প্রমাণ সময়ের মধ্যে পার্থক্য কত?—কলিকাতার স্থানীয় সময় ভারতীয় প্রমাণ সময় অপেক্ষা ২৪ মিনিট বেশী।

কে

কে সর্বপ্রথম জলপথে পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন?—জুয়ান সেবাস্টিয়ান ডেল কানো (আনুমানিক ৫১৯-৬২০ খ্রীস্টাব্দ)।

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" কে বলিয়াছিলেন?—প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ দার্শনিক চার্বাক?

ইউরোপের কে সর্বপ্রথম সমুদ্রপথে ভারতে আসেন?—পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা, ১৪৯৭ খৃস্টাব্দে যাত্রা

করিয়া কালিকটে পেঁছান ১৪৯৮খৃস্টাব্দে।

পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্যের মধ্যের দূরত্ব কে সর্বপ্রথম পরিমাপ করেন ?—অ্যারিস্টার্কাস্। খ্রীস্টপূর্ব প্রায় তিন শত বৎসর আগে তিনিই ঠিক হইলেও প্রথম দূরত্ব মাপিবার পন্থা আবিষ্কার করেন। তাঁর পদ্ধতিটি ঠিক হইলেও প্রয়োগ হইত না—ইহাই আধুনিক মত।

ভারতের ইস্পাত শিল্প তৈরীর ব্যাপারে পথিকৃত কে ? —স্যার জামসেদজি, এন, টাটা।

পৃথিবীর মধ্যে চা উৎপাদনে কে প্রথম ?—ভারতবর্ষ।

পৃথিবীর চা উৎপাদনে কে দ্বিতীয় ?—শ্রীলঙ্কা।

পৃথিবীতে পানীয় জলের পরিমাণ কত ?—মানুষের ব্যবহার্য জলের (১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার) শতকরা একভাগের থেকেও কম। অঙ্কের হিসাবে দাঁড়ায় ০·৬৯ ভাগ মাত্র।

কতগুলো দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে আন্দামান ও কতগুলো দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে নিকোবর ?—সর্বসমেত ২২৪টি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান-নিকোবর। এর মধ্যে ২০৫টি দ্বীপ আন্দামানের ও ১৯টি দ্বীপ নিকোবরের অন্তর্গত।

কত ধরনের মেঘ আছে ?—অলক মেঘ ; ঊর্ণা মেঘ ; কুণ্ডল মেঘ ; কোদালে-কুড়ুলে মেচ ; জলো মেঘ।

কে বিনা ভাড়ায় সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারে ?—৩ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু।

পৃথিবীতে যত পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় তার মধ্যে মধ্য প্রাচ্য শতকরা কত ভাগ পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করে ?—মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি পৃথিবীর পেট্রোলের চাহিদার শতকরা ২৫ ভাগ সরবরাহ করে।

আবহমণ্ডলের কত উঁচু স্তর পর্যন্ত জেট বিমান উড়তে পারে ?—আবহমণ্ডলের চারটি স্তর : (১) ট্রপোস্ফিয়ার (২) স্ট্রাটোস্ফিয়ার (৩) আয়নোস্ফিয়ার (৪) এক্সপোসার। জেট বিমান ট্রপোস্ফিয়ার ও স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মাঝখান দিয়ে যেতে পারে। এর উচ্চতা হল ৯ থেকে ১৯ কি· মির মধ্যে এর বেশী নয়।

জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করে ক'ধরনের বনাঞ্চল দেখা যায় ?—তিন ধরনের : (১) ক্রান্তীয় বৃষ্টি অঞ্চলের বৃক্ষ। (১) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পর্ণমোচী বৃক্ষ। (৩) সরল বর্গীয় বৃক্ষ।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে কতগুলো উলেখযোগ্য পোতাশ্রয় আছে ?—পাঁচটি। কাণ্ডলা, বোম্বাই, মার্মাগাও, ম্যাঙ্গালোর এবং কোচিন।

পৃথিবীতে যতটা ধান উৎপাদন হয় তার মধ্যে ভারত কতটা উৎপাদন করে ?—শতকরা ২১ ভাগ। ভারতের কর্ষণযোগ্য ভূমির শতকরা ২৫ ভাগ ধান উৎপন্ন হয়। বাৎসরিক উৎপাদন ৮০ মিলিয়ান টন।

বর্তমান ভারতে ইউরেনিয়মের আনুমানিক সঞ্চয় কতটা ?—আনুমানিক ৭৬,০০৩ টন।

ভূ-পৃষ্ঠে এখন কতটা বনাঞ্চল রয়েছে ?—ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা ২৫ ভাগ ছিল বনাঞ্চল। ব্যাপক হারে গাছ- গাছালি কেটে ফেলার পর ভূ-পৃষ্ঠে মাত্র ১৫ ভাগ বনাঞ্চল আছে।

পৃথিবীতে কটা মহাদেশ আছে ?—ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং য়্যানটার্কটিকা—এই সাতটি মহাদেশ।

পৃথিবীতে কটা মহাসাগর আছে ?—প্রশান্ত মহাসাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর—এই পাঁচটি মহাসাগর।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ক'টি রাজ্য নিয়ে গঠিত ?—৫০টি। হাউই হলো সর্বশেষ রাজ্য।

কেন

'লোহিত সাগর' নাম হইল কেন ?—এই নাগরে এক প্রকার রক্তবর্ণ উদ্ভিদ প্রচুর জন্মে এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে জল লাল দেখায়। উক্ত নামের ইহাই কারণ।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে বাকুর নাম উল্লেখযোগ্য কেন ? —তৈলখনির জন্য বাকুর নাম উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্রের জল লোণা কেন ?—স্থলভাগের খনিজ লবণ বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদ-নদী বেয়ে সমুদ্রের জলে পড়ে বলেই সমুদ্রের জল লোনা।

সারগাগো নামকরণ হলো কেন ?—এখানে সামুদ্রিক গাছ-গাছালি উল্লেখযোগ্য পর্তুগীজ শব্দ Sargaco-র অর্থ হলো সামুদ্রিক গাছ-গাছালি।

কঙ্গো, নীল, জাম্বেসি এবং কাবেরী নদীতে যাতায়াতের অসুবিধা কেন ?—নদ-নদীর জলধারার প্রবাহ যাতে খরস্রোতা না হয়, গিরিখাত যেন না থাকে, জলপ্রপাত যেন না থাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যেন না থাকে—তবেই নদ

নদীতে যাতায়াতের সুবিধা। উল্লিখিত অসুবিধা থাকার দরুন কঙ্গো, নীল, জাম্বেসি ও কাবেরী দিয়ে যাতায়াতের অসুবিধা।

এভারেস্ট নামকরণ হলো কেন?—বৃটিশ ভারতের সারভেয়ার-জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্টের (১৭৯০-১৮৬৬) নামে মাউণ্ট এভারেস্টের নামকরণ হয়। জর্জ এভারেস্ট ১৮৫২ সালে হিমালয়ের এই সুউচ্চ চূড়াটি পরিমাপ করেন। প্রায় ১১ জনের জীবনহানির পর ১৯৫৩ সালে মাউণ্ট এভারেস্ট জয় সম্ভব হয়।

দুর্গাপুরকে ভারতের রূঢ় বলা হয় কেন?—অজয় ও দামোদর মধ্যবর্তী দুর্গাপুরের আশেপাশে একটা বিশাল শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। রাণীগঞ্জের কয়লা, সিংভূম ও উড়িষ্যার লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ, স্থানীয় দক্ষ শ্রমিক, দামোদর নদের জল, কলকাতা বন্দরের কাছাকাছি অবস্থান দুর্গাপুরে একটা ইস্পাত কারখানা স্থাপন করতে সাহায্য করেছে এখানে তাপ-বিদ্যুৎ ও কোক উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এখানকার কোকচুল্লী থেকে বেরিয়ে আসা রাসায়নিক বস্তুকে কাজে লাগিয়ে নাইট্রোজেন যুক্ত সার তৈরী করা হচ্ছে। এছাড়া এখানে কয়লা থেকে গ্যাস, আলকাতরা, স্যাকারিন প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য উৎপাদন করারা ব্যবস্থা আছে। এখানে চশমার কাঁচও তৈরী করা হয়। দামোদর নদের তীরে দুর্গাপুরে এত বেশী শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে বলে একে পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করে ভারতের রূঢ় বলা হয়।

খারিফ শস্য কাদের বলে?—যে শস্য-বীজ বর্ষার পূর্বে বপন ও পরে রোপন করা হয়।

বেরিং প্রণালীতে ডাইমিডি দ্বীপের অল্প অংশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের, বৃহত্তম অংশটা কার?—রাশিয়ার অংশ। মাত্র ৪ কি.মি দূরে এই ভূ-ভাগটি। এশিয়া মহাদেশের কোনো অংশই আমেরিকার এত কাছাকাছি নেই, এবং আমেরিকার কোন অংশও রাশিয়ার কাছাকাছি নেই।

পৃথিবীর দীর্ঘ ও গভীরতম খনি কোথায়?—দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ-টাউন প্রদেশের অন্তর্গত কিম্বালির হীরকের খনি সবচেয়ে বড় এবং গভীরতায় ট্রান্সফালের ইস্ট র‍্যাণ্ড মাইন (১২,৫০০ ফুট)।

কোথায়

কোহিনূর কি এবং কোথায় পাওয়া গিয়াছিল?—ইহা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং জ্যোতিষ্কের ন্যায় উজ্জ্বল হীরক। সাজাহানের ময়ূরসিংহাসনের শ্রেষ্ঠ নয় রত্ন। ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের প্রিটোরিয়ার প্রাচীনতম হীরকের খনি হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

টেবল পর্বত কোথায়?—দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন।

পৃথিবীর কোথায় বছরে বেশী ঝড় জল হয়?—বগর। জাভা (ইন্দোনেশিয়া)

নটর ডম্ কোথায়?—নিউফাউন্ড-এর উপকূল (কানাডা)।

তানজানিয়ার রাজধানী কোথায়?—দার-এস-সালাম।

গ্রেণাডা কোথায়?—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উইণ্ড ওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জে।

গ্যাবনের রাজধানী কোথায়?—লাইবারভিল।

থর মরুভূমি কোথায়?—রাজস্থানে থর মরুভূমি অবস্থিত।

ভারতের কোথায় সম্বর হ্রদ রয়েছে?—রাজস্থানে সম্বর হ্রদ।

মাউণ্ট আরাবত কোথায়?—তুরস্কে।

ভারতের কোথায় কোবাল্ট পাওয়া যায়?—(১) রাজস্থান (২) কেরালা।

পোর্টব্লেয়ার কোথায়?—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

গোটা ক্যানেল কোথায়?—সুইডেন। গোটা ক্যানেল ৯০ কি, মি, লম্বা।

কোউলুন হারবার কোথায়?—হংকং।

টিম্বুকটু কোথায়?—পশ্চিম আফ্রিকার মালি।

এল-সালভেডর-এর রাজধানী কোথায়?—সান্ সালভেডর্।

কোথায় সবচেয়ে শিলাবৃষ্টি হয়েছিল?—কফিভাইল (শিলার পরিধি ১৭ ইঞ্চি)

হুভার বাঁধ কোথায়?—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

ভূ-গর্ভে কোথায় হ্রদ রয়েছে?—লস্ট্সী। ৩০০ ফুট ভূগর্ভে। টেনেসী।

লিবিয়ার রাজধানী কোথায়?—ত্রিপালি ও বেন গাজী।

মঙ্গোলিয়ার রাজধানী কোথায় ?—উলান বাটর।

ভারতের কোথায় তামার খনি আছে ?—ক্ষেত্রি (রাজস্থান)।

ভারতের কোথায় স্বর্ণখনি আছে ?—কর্ণাটকে কোলার স্বর্ণখনি।

ম্যাজেলন প্রণালী কোথায় ?—দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে।

ভারতে বাঁদীপুর গেমস্যাংচুয়ারী কোথায় ?—মহীশূরের কাছে। বন্য হাতি, বাঘ, চিতা, হরিণ বাইসন প্রভৃতির জন্য বাদী হর গেম স্যাংচুয়ারী বিখ্যাত।

ভারতের বিহার রাজ্যে কোথায় সব থেকে বড় কয়লা-খনি রয়েছে ?—ঝরিয়া।

গোবিন্দসাগর জলাধার কোথায় ?—ভাকরা বাঁধ।

পৃথিবীর বৃহত্তম পোতাশ্রয় কোথায় ?—নুাইয়র্ক হার-বার।

বথিনিয়া উপসাগর কোথায় ?—সুইডেন এবং ফিন-ল্যাণ্ডের মধ্যে বথিনিয় উপসাগর।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্রোস বুদ্ধমূর্তি কোথায় আছে ?—জাপানের কামাকুরায়।

ভারতের আসাম রাজ্যের কোথায় তৈলখনি আছে ?—ডিগ বয়।

ইংলণ্ডের দীর্ঘতম হ্রদ কোনটি ?—কাউণ্ট কাম্বিরায় উইনডারমেয়ার হ্রদ। সাড়ে দশ মাইল লম্বা এই হ্রদটি।

পৃথিবীর কোথায় লৌহের বৃহত্তম খনি আছে ?—লেবে ডিনস্কি (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র)

কোটাপাক্সি আগ্নেয়গিরি কোথায় ?—একুএডর। পৃথিবীর মধ্যে এটি একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।

কোথায় রয়েছে সেণ্ট জর্জ খাল ?—ওয়েলস্ এবং আয়ারল্যাণ্ড সাধারণতন্ত্রের মাঝখানে।

কোথায় সব থেকে বেশী প্ল্যাটিনাম সঞ্চিত আছে ?—উরাল পর্বতশ্রেণী।

ভারতে বেতলা ফরেস্ট কোথায় ?—বিহার রাজ্যে পালামৌ-এ। এটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল।

কোলিরুণ নদী কোথায় ?—নদীটি কাবেরী নদীর উপনদী এবং তামিলনাড়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

ভারতের কোথায় কোক চাষ হয় ?—কর্ণাটকের দক্ষিণে কানাড়া জেলায় এবং কেরালার ওয়াইনাড।

ক্যাণ্টারবেরির সমতলভূমিতে কোথায় বৃহত্তম মেষ পশুশালা আছে ?—নিউজীল্যাণ্ড।

কোইনা কোথায় ?—ভারতের মহারাষ্ট্র। কোইনা নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। ২০৮ ফিট উঁচু এই বাঁধ।

ভারতের উড়িষ্যায় কোথায় ইস্পাত ও সার কারখানা রয়েছে ?—রাউরকেল্লা।

ইংরেজ আমলে ভারতের রাজধানী প্রথমে কোথায় ছিল ?—কলকাতায়।

ইংরেজ রাজত্বে ভারতে গ্রীষ্মের রাজধানী কোথায় ছিল ?—সিমলা।

সরযূ নদী কোথায় ?—এই নদীর তীরে কোন শহর অবস্থিত ?—উত্তর প্রদেশ (ভারত)। অযোধ্যা।

য়াণ্টার্কটিকা কোথায় ?—দক্ষিণ মেরুকে কেন্দ্র করে তার চারপাশের ভূ-ভাগ য়্যাণ্টার্টিকা নামে পরিচিত।

পারাদ্বীপ কোথায় ?—কটক থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরে একটি নতুন পোতাশ্রয়।

লণ্ডনের আগে ইংল্যাণ্ডের রাজধানী কোথায় ছিল ?—উইন্‌চেস্টার।

ভেনেজুয়েলা কোথায় ? ভেনেজুয়েলার রাজধানীর নাম কি ?—দক্ষিণ আমেরিকা। কারাকাস।

ভারতের কোথায় পেনিসিলিন উৎপাদন করা হয় ?—পিম্প্রি (হিন্দুস্থান অ্যাণ্টিবায়টিক ফ্যাক্টরী)।

পৃথিবীর কোথায় বছরে বেশীক্ষণ সূর্যকিরণ থাকে ?—সাহারা (পূর্ব অংশে)।

পৃথিবীর দীর্ঘতম গুহা কোথায় ?—ম্যামথ কেভ ন্যাশনল পার্ক। সর্ব মোট যাতায়াতের পথ ২,১৩৩ মাইল।

পৃথিবীর কোথায় বেশী তুষারপাত হয় ?—মাউণ্ট রেইনার-এ প্যারাডাইস ১২২৪·৫ ইঞ্চি (ওয়াশিংটন)।

ওয়াশিং ন কোথায় ? এবং কোন নদীর তীরে অবস্থিত।—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। পোটোম্যাক।

পৃথিবীর দীর্ঘতম দ্বীপপুঞ্জ কোথায় ?—গ্রীণল্যাণ্ড (ডেনমার্কের রাজ্যসীমার কিছু অংশ) আয়তন ৮৪০,০০০ বর্গ মাইল।

দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্রের সরকারী দপ্তর কোথায় ?—প্রিটোরিয়া।

জর্জিয়া দ্বীপ কোথায় ?—দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরে

দক্ষিণ জর্জিয়া ফকল্যান্ডের অধীনে।

চিল্কা হ্রদ কোথায় ?—ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যে, পুরীর কাছাকাছি। চিল্কা হ্রদের সঙ্গে বঙ্গোপসাগর যুক্ত।

ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ?—ব্লাডিভস্টক।

বেরিং সাগর কোথায় ?—আমেরিকার আলাস্কা এবং রাশিয়ার পূর্ব অংশের মধ্যে বেরিং সাগর।

চেরী উৎসব কোথায় ও কোন কোন জায়গায় হয় ?—জাপানে বসন্তকালে। ইহা মোটা পাহাড়ের গায়ে ইয়োশিনো অঞ্চলে, আর কিয়োটা শহরের কাছে আরাশিয়ামায়।

পৃথিবীর বৃহত্তম পার্ক কোথায় ?—কানাডার আলবেরতায় উড বা ফেলো ন্যাশনল পার্ক। ১৯২২ সালে এই পার্কের প্রতিষ্ঠা। এর আয়তন ১১,১৭২,০০০ একর (৪৫,৪৮০ বর্গ কি. মি.)।

সব থেকে বড় উষ্ণ প্রস্রবন কোথায় ?—স্টীমবোট উষ্ণ-প্রস্রবণ বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ-প্রস্রবণ রয়েছে ইয়োলোস্টোন ন্যাশানাল পার্কে (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)। ৯৯০,০০০ গ্যালন উষ্ণ জল নির্গত হয়।

এজসেলমীর অথবা ইজসেলমীর কোথায় এবং সেখানে কি ঘটে চলেছে ?—নেদারল্যান্ডের কাছে একটি উপসাগর। সমুদ্র থেকে এ ট উঠে এসেছে, স্থানটি চাষবাসের জন্যে কাজে লাগানো হচ্ছে।

মাউনা লোয়া আগ্নেয়গিরি কোথায় ?—হাউই-দ্বীপে ১৯৫০ সালের পর অগ্ন্যুৎপাত হয় নি। উচ্চতায় ৪৫০ মিটার। হাউই ন্যাশনল পার্কের সীমার মধ্যেই এই মাউনা লোয়া।

ভারতের কোথায় কোথায় কয়লা পাওয়া যায় ?—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কয়লা পাওয়া গেলেও পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চনদীর দেশ কোথায় ? নদীর নামগুলি কি কি ?—পাঞ্জাব। পাঁচটি নদীর নাম হলো : ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, শতদ্রু ও বিপাসা। সব নদীগুলিই সিন্ধুর উপনদী।

পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম রেলপথ সুড়ঙ্গ কোথায় ?—সিমপ্লন—২ সুড়ঙ্গ। সুইজারল্যান্ড থেকে ইতালী পর্যন্ত এটি গিয়াছে। এটি ১৯ কি. মি লম্বা।

ডগার ব্যাঙ্ক কোথায় ? কি আছে এখানে ?—ডগার ব্যাঙ্ক উত্তর সাগরে, ইংল্যান্ড ও ডেনমার্কের মধ্যখানে অবস্থিত। স্থানটি মূলতঃ বালিতে ভরা, জল রয়েছে ১৫ থেকে ৩০ মিটারের মধ্যে।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মালভূমি কোথায় ?—পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমি হলো মধ্য এশিয়ার তিব্বতের মালভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬০,০০ ফুট উঁচুতে এবং এর আয়তন হলো ৭,০০০ বর্গ মাইল।

বিষুভিয়স আগ্নেয়গিরি কোথায় ?—বিষুভিয়াস হলো ইতালীতে। এর অগ্ন্যুৎপাতে হারকিউলেনিয়াম ও পম্পেই নামে দুটি শহর সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে যায়। প্রথম অগ্ন্যুৎপাত খৃষ্টপূর্ব ৭৯, শেষ ১৯৪৪।

পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক ও স্বর্ণখনি কোথায় ?—দক্ষিণ আফ্রিকার কিমবারলে। বৃহত্তম স্বর্ণখনির এলাকা হলো উইটওয়াটারশ্রান্ড স্বর্ণখনি। জোহানেসবার্গ-এর পূর্বে পশ্চিমে ৫০ কি. মি লম্বা। বর্তমানে শতকরা ৭৬ ভাগ এখান থেকেই সরবরাহ করা হয়।

সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের থালা কোথায় আছে ?—রাজপ্রাসাদে যে স্বর্ণের থালা আছে, পৃথিবীর মধ্যে উহা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।

'বয়কট' কথার উৎপত্তি কোথা হইতে ?—Mr. Boycott নামে একজন আইরিশ ছিলেন। সকলের অপ্রিয় হইয়া উঠায় তাঁহাকে সকলে বর্জন করে। সামাজিক বর্জনকে এই নামানুসারে 'বয়কট' বলা হয়।

দলমাতিয়ান দ্বীপপুঞ্জ কোথায় ?—যুগোশ্লোভিয়ার উপকুল থেকে দূরে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে দলমাতিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত।

পৃথিবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বন্দরগুলি কোথায় ?—এডিলেড, এডেন, বোম্বাই, হংকং, লন্ডন, মেলবোর্ণ, ন্যুইয়র্ক, সিঙ্গাপুর, স্টকহোম, অসলো ইত্যাদি।

গীর অঞ্চল কোথায় ?—গুজরাট (ভারতবর্ষ)—এশিয়ার মধ্যে সিংহের আবাসস্থল। বাচ্চাসমেত ২০০ মত সিংহ-সিংহী আছে।

লপ-নর কোথায় ?—চীনের সিংকিয়াং মরুভূমির একটি স্থান। এখানে চীনের আণবিক ও হাইড্রোজেন বিস্ফোরণের জন্য নির্দিষ্ট স্থান।

ভারতের কোথায় ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় ?—কলকাতায়। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর ভয়াবক ভূমিকম্পে

৩০০০,০০০ জন ব্যক্তির প্রাণনাশ হয়।

পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় পর্বতশ্রেণী কোথায় ?—আন্দিজ পর্বতমালা। ৭৪টি চুড়ো এবং ৬০৯৬ মিটার উচ্চতা।

পৃথিবীর ভূ-সংলগ্ন এলাকার কোথায় বাতাসের বেগ বেশী ?—কমনওয়েথ বে, জর্জ ভি কোস্ট, য়্যাণ্টটিকা—বাতাসের বেগ ২০০ মাইল ঘন্টায়।

নাহারকাটিয়া কোথায় এবং কি কারণে এর গুরুত্ব ?—আসামের ডিগবয়ের কাছে। ১২,০০০ ফুট গভীরে তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

আসওয়ান বাঁধ কোথায় দেওনা হয়েছে ?—লেক নাসের ইজিপ্টের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট গামাল আবদুল নাসেরের নামে-এর নামকরণ করা হয়েছে।

অ্যালউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ কোথায় এবং অন্য কি নামে পরিচিত ?—আলাস্কা উপদ্বীপের পশ্চিমে কামাসকটকা উপদ্বীপের দিকে ১৯০০ কি. মি. জুড়ে এই এলউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ। এর অন্য নাম হলো ক্যাথারিন আর্কিপেলাগো।

১৯৭৬ সালে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিলতার এলাকা কোথায় ?—টাংসান ভূমিকম্প চীনে হয়। ১৯৭৬ সালের ২৭শে জুলাই। প্রথমে বলা হয়েছিল ৬৫৫,২৩৭ জন মারা যায়। পরে জানানো হয় সংখ্যাটি হবে ৭৫০,০০০।

সমুদ্রগর্ভে কোথায় বৃহত্তম পাহাড় আছে ?—সামোয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যে টোঙ্গা ট্রেঞ্চের কাছাকাছি সমুদ্র-গর্ভে এই পাহাড়টি রয়েছে। সমুদ্রতল থেকে ৮৬৮৭ মিটার উঁচুতে উঠেছে এই পাহাড়। এর চুড়োটি রয়েছে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ থেকে ৩৬৬ মিটার নিচে।

ভারতের সবচেয়ে উঁচু শৈলাবাস কোথায় ?—কোদাই-ক্যানেল—২৩৪৩ মিটার। উট্কামাণ্ড—২২৪৯ মিটার। এছাড়া অন্যান্য শৈলাবাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সিমলা—২২০২ মিটার ; দার্জিলিং—২১২৭ মিটার ; মুসৌরী—২০৪২ মিটার।

পোপাক্যাটিপিট কোথায় ?—মেক্সিকো। এটি আগ্নেয়-গিরি, উচ্চতায় ৫৪৫৫ মিটার। সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্যামিতিক ছাঁদে চির-তুষারাবৃত এর জ্বালামুখ। এখানে বিশুদ্ধ গন্ধক সঞ্চিত আছে। ১৭০২ সালের পর থেকে এই আগ্নেয়-গিরি একেবারে নিষ্ক্রিয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম স্থানটি কোথায় ?—মারিয়ানস ট্রেঞ্চ। এখানকার গভীরতা হলো ১০,৯০০ মিটার। পরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণামূলক পরীক্ষার দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে এখানকার গভীরতা ১১,০৩৩ মিটার।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলপ্রপাত কোথায় ?—ভেনিজুয়েলার স্যাল্টো অ্যাঞ্জেল। ক্যারাও নদীর শাখায় এর সীমানা চিহ্ন। মোট জলধারা ৯৬৪ মিটার দীর্ঘতম, ১৯৩৫ সালে আমেরিকান পাইলট জিমি এই জলপ্রপাতটি আবিষ্কার করেন।

পৃথিবীর দীর্ঘতম অ্যাটল কোথায় ?—দীর্ঘতম অ্যাটল —মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে (কাউয়াজালিন মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে বিরাট ভূ-ভাগ নিয়ে যে অ্যাটল রয়েছে তার নাম খৃষ্টমাস অ্যাটল। (মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর)—এর আয়তন ১৮৪ বর্গ মাইল।

পৃথিবীর কোথায় উল্লেখযোগ্য কয়লাখনি আছে ?—উল্লেখযোগ্য কয়লা খনি আছে : (১) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (২) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র (৩) চীন (৪) পশ্চিম জার্মানী (৫) ইউনাইটেড কিংডম (৬) ফ্রান্স (৭) পোল্যাণ্ড (৮) বেল-জিয়াম (৯) অস্ট্রেলিয়া (১০) ভারতবর্ষ।

প্রেয়রি অঞ্চল কোথায় ?—মোটামুটি সমতল, বৃক্ষশূন্য তৃণভূমি অঞ্চল, বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক হার ৩০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত যায় মধ্য অক্ষ রেখা ধরে। গরমের দিনে গরম, শীতের দিনে ঠাণ্ডা। এটাই হলো প্রেয়রী অঞ্চল। মূলত উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগই প্রেয়রী অঞ্চল নামে খ্যাত।

ভারতেয় কোথায় এলিফ্যান্ট গুহা রয়েছে ?—বোম্বাই-এর পোতাশ্রয়ের কাছাকাছি এলিফ্যান্টা দ্বীপে এলিফ্যান্টা গুহা। এখানে ৬টি গুহা আছে। ৮ম শতাব্দীতে পাথরে খোদাই, বিরাট গুহা, দীর্ঘ স্তম্ভের ওপর ছাদ রয়েছে। বিভিন্ন ধরণের মূর্তি তো রয়েছেই তার মধ্যে তিন মাথা শিবের মূর্তি বিখ্যাত। হস্তীর মূর্তিটি বোম্বাই শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর কোথায় সব থেকে স্বচ্ছ ও দীর্ঘতদ তল-বিশিষ্ট হ্রদ আছে ?—উত্তর আমেরিকার কানাডায়, লেক সুপিরিয়ার। আয়তন হলো ৮২,৩৫০ বর্গ কিলোমিটার। ৫৩,৬০০ বর্গ কিলোমিটার রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এবং ২৭,৭৫০ বর্গ কিলোমিটার রয়েছে কানাডায়। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এই হ্রদটি ১৮২ মিটার উঁচুতে।

ফাকল্যাণ্ড কোথায় ?—আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণে আর্জেণ্টিনার পূর্বে। রাজধানী পোর্ট স্ট্যানলি। আয়তন আনুমানিক ১১.৯৬১ বর্গ কি. মি.। আর্জেণ্টিনার সঙ্গে বৃটেনের সংঘর্ষ হয় এই ফকল্যাণ্ডকে নিয়ে। অভিমত হলো ফকল্যাণ্ডের দরিয়ায় প্রচুর পরিমাণ তৈল ভাণ্ডার রয়েছে।

ভারতে ফারাক্কা ব্যারেজ কোথায় ?—ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হলো কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করা এবং হুগলী নদী দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থাকে সুগম করা। মুর্শিদাবাদ জেলায় ফারাক্কা রেল স্টেশনের কাছে গঙ্গাবক্ষে ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মিত হয়েছে। ৪৮ কি. মি. লম্বা খাল মারফত গঙ্গার জল মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের কাছে ভাগীরতীতে এসে পড়েছে। প্রকল্পটি সার্থক হলে ভাগীরতী এবং হুগলী ধীরে ধীরে পলিমুক্ত হয়ে আবার সজীব হয়ে উঠবে।

পৃথিবীর দীর্ঘতম হিমবাহ কোথায় ?—পৃথিবীর দীর্ঘতম হিমবাহ আজ পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে তা হলো ল্যামবার্ট হিমবাহ। বিমানের একজন অস্ট্রেলিয়া ক্রু ১৯৫৬-৫৭ সালে সুমেরু অঞ্চলে এটি আবিষ্কার করেন। হিমবাহটি ৬৪ কি. মি. চওড়া। হিমবাহের ওপরের অংশটির নাম মেলর হিমবাহ। এটি লম্বায় ৪০০ কি. মি.। ফিশার হিমবাহের সঙ্গে মিলে একটি সদা-প্রবহমান বরফ পথ তৈরী করেছে, যা লম্বায় ৫১৪ কি. মি.।

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কোথায় ?—আফ্রিকার জাম্বেসি নদীতে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। উচ্চতা ২৩৬ ফুট থেকে ৩৫৭ ফুট। রোডেশিয়ার দক্ষিণ-উত্তর সীমা রেখায় এর অবস্থিতি। একটা কুয়াশার মত হালকা জলপুঞ্জের মেঘ দেখা যায় এবং প্রচণ্ড গর্জন প্রায় ১৬ কি. মি. দূর থেকে দেখা যায় ও শোনা যায়। ড লিভিং স্টোন এটি আবিষ্কার করেন এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে এর নামকরণ করেন। গিরিখাত-এর ওপর দিয়ে যে সেতুটি নির্মিত হয়েছে তা পৃথিবীর বৃহত্তম গিরিখাতের সেতু।

ভারতের কোথায় অজন্তা গুহা অবস্থিত ?—মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে। অজন্তা গুহাগুলোর দেওয়ালের গায়ে যে সব ভিত্তিচিত্র রয়েছে সেগুলো প্রাচীন ভারতের চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পাথর কেটে স্থাপত্যকীর্তি গড়ে তোলার নিদর্শন হিসাবে অজন্তার গুহাগুলো উল্লেখযোগ্য। পাথর খোদাই করা অজন্তার বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, দ্বারপাল এবং দ্বারা পালিকার মূর্তিগুলো সাতবাহন-গুপ্ত-বাকাটক যুগের ভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন।

পৃথিবীর কোথায় সবচেয়ে বেশী থোরিয়াম সঞ্চিত আছে ?—কেরালা ও তামিলনাড়ুর সমুদ্রসৈকতে বালির আকারে মোনাজাইটের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। এই মোনাজাইটের ভেতরে থোরিয়ামের পরিমাণ ৯—১০%। এখানে মোট মজুতের পারমাণ প্রায় পাঁচ লক্ষ মেট্রিক টন। এটাই হলো পৃথিবীর বৃহত্তম মোনাজাইটের ভাণ্ডার।

পৃথিবীর দীর্ঘতম হ্রদ কোথায় ?—কাস্পিয়ান সাগর। এই বৃহৎ অন্তর্দেশীয় সাগর অথবা হ্রদটি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরাণের দক্ষিণে। কাস্পিয়ান লম্বায় ১২২৫ কি. মি. এবং সম্পূর্ণ আয়তন হলো ৩৭৪,৮০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে শতকরা ৩৮.৬ অংশ ইরাণের মধ্যে। এর গভীরতা হলো ৯৮০ মিটার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এটি ২৮ মিটার নিচুতে। ১৯৩০ সাল থেকে কাস্পিয়ানের আয়তন হ্রাস পাচ্ছে এবং তার পরিমাণ হলো ৩৯,০০০ বর্গ কি. মি. অর্থাৎ কমেছে ১৮.৯০ মিটার। তাছাড়া সৈকত ভূমিও কমেছে কিছু কিছু জায়গায়। দেখা গেছে সৈকতভূমি হ্রাস পেয়েছে ১৬ কি. মি.।

ক্রাকাটোয়া কোথায় এবং সেখানে কি ঘটনা ঘটেছিল ?—ক্রাকাটোয়া হলো একটি দ্বীপ যা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। এই দ্বীপটি ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও সুমাত্রার মাঝখানে সাণ্ডা। প্রণালীতে সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৮৩ সালের ২৭শে আগস্ট অগ্নুৎপাতের ফলে তখন ১৮ বর্গ মাইল জুড়ে ছিল এর আয়তন। এই দ্বীপ জেগে ওঠার সময় সাণ্ডা প্রণালীর আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। ১৬৩টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয় এবং ৩৬,৩৮৯ জন ব্যক্তি জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারায়। শিলার টুকরোগুলো ৩৪ মাইল ওপরে ঠিকরে ওঠে এবং ৩৩১৩ মাইল জুড়ে ছাই পড়ে। অগ্নুৎপাতের এই ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের ৪ ঘণ্টা পর ২৯৬৮ মাইল দূরে বড়রিগ দ্বীপ থেকে এই তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

পৃথিবীর বড় বড় মরুভূমি কোথায় ও কত বড় ?

সাহারা (উত্তর আফ্রিকা)	—	৩৫ লক্ষ	বর্গমাইল
লিবার (ঐ)	—	৬ লক্ষ ৫০ হাজার	,,
আরবীয় মরুভূমি	—	৫ লক্ষ	,,

গোবি (মঙ্গোলিয়া) — ৪ লক্ষ ,,

পৃথিবীর বড় বড় মহাসাগর ও সাগরের আয়তন ও গভীরতা কত ?

প্রশান্ত মহাসাগর—আয়তন প্রায় ৬,৩৮,১০,৬৬৮ বর্গমাইল, গভীরতা ৩৫,৪০০ ফিট

আটলাণ্টিক মহাসাগর—আয়তন প্রায় ৩,১৮,৩৯,০০০ বর্গ-মাইল, গভীরতা ৩০, ২৪৬ ফিট

ভারত মহাসাগর—আয়তন প্রায় ২,৮৬,০০,০০০ বর্গমাইল, গভীরতা ২২৯৬৪ ফিট

উত্তর সাগর—আয়তন প্রায় ৫৪,৪০,২০০ গভীরতা ১৭,৯৫০ ফিট

ভূমধ্যসাগর— ,, ,, ১১,৪২,০০০ ,, ১৪,৫৩৫ ফিট

পৃথিবীর বড় বড় হ্রদের আয়তন ও কোথায় অবস্থিত ?

কাস্পিয়ান (বৃহত্তম) রাশিয়া-ইরান ১,৪৪,০০০ বর্গমাইল
সুপেরিয়র (কানাডা—উত্তর আমেরিকা) ৩১,৮২০ ,,
ভিক্টোরিয়া নায়ানজা (পূর্ব আফ্রিকা) ২৬,৬৪০ ,,
আরল (এসিয় রাশিয়া) ২৪,৬০০ ,,
মিচিগান (আমেরিকা) ২২,৪০০ ,,
চাড (আফ্রিকা) ২০,০০০ ,,
টাঙ্গানাইকা (মধ্য আফ্রিকা) ১২,৭০০ ,,
বৈকাল (সাইবেরিয়া, এসিয়া) ১২,১৫০ ,,

পৃথিবীর বড় বড় নদীর আয়তন ও কোথায় অবস্থিত ?

নীল নদ (আফ্রিকা) — ৪,১৩১ মাইল
মিসিসিপি মিসৌরী রেডরক (উত্তর আমেরিকা) ৩,৮৬০ ,,
অ্যামাজন (দক্ষিণ আমেরিকা) — ৩,৯০০ ,,
ইয়াংসিকিয়াং (চীন) — ৩,৪০০ ,,
কঙ্গো (আফ্রিকা) — ২,৭১৮ ,,
হোয়াং হো (চীন) — ২,৭০০ ,,

কত

পৃথিবীর কোন দেশের কত জনসংখ্যা ?

[সর্বশেষ সেন্সাস হইতে গৃহীত]

টোকিও (জাপান) প্রায় ৮৮,৪১,০০০ [শহরতলীসহ ১,১৪,০৮,০০০]
নিউইয়র্ক সিটি (আমেরিকা) ,, ৭৮,৯৬,০০০
লণ্ডন (ইংলণ্ড) প্রায় ৭৩,৪৯,০০০
সাংহাই (চীন) ,, ১,১০,০০,০০০
মস্কো (রাশিয়া) ,, ৭০,০০,০০০
কলিকাতা (বৃহত্তর) (ভারত) ,, ৯১,৬৫,৮০
বোম্বাই (বৃহত্তর) (ভারত) ,, ৮২,০২,৮৫৯
পিকিং (চীন) ,, ৮০,০০,০০০
ওসাকা (জাপান) ,, ২৯,৮০,০০০
প্যারিস (বৃহত্তর) (ফ্রান্স) ,, ৮১,৮৭,০০০

পৃথিবীর বিভিন্ন লোকের মাতৃভাষার সংখ্যা কত ?

১৯৮০ সালের UNESCO এবং SIDA-এর বার্ষিক বিবরণী হইতে প্রাপ্ত।

চীনা — প্রায় ৯০ কোটি লোকের
ইংরেজী — ,, ৩৫ ,, ,,
হিন্দী — ,, ৩০ ,, ,,
স্প্যানিশ — ,, ২৩ ,, ,,
রুশ — ,, ১৫ ,, ,,
আরবী — ,, ১৪ ,, ,,
বাংলা — ,, ১৩ ,, ,,
পর্তুগীজ — ,, ১২ ,, ,,
জাপানী — ,, ১১ ,, ,,
জার্মানী — ,, ১০ ,, ,,

[এই ভাষাগুলি ছাড়া আরও ৭০টি প্রধান ভাষা আছে; সেই ভাষাগুলি ২৮০ কোটি লোকের মাতৃভাষা। উল্লেখযোগ্য তামিল ৭ কোটি লোকের মাতৃভাষা। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের টোটো সংখ্যা মাত্র ১৭৫ জন এবং আন্দামানের জারোয়া সংখ্যা ২৫০ জন। এই প্রাচীনতম আদিবাসীর ভাষা দুইটির কোন নিজস্ব বর্ণমালা নাই।

পৃথিবীর কয়েকটি বড় বড় দ্বীপের আয়তন কত ?

গ্রীণল্যাণ্ড — ৮,৩৯,৭৮২ বর্গমাইল
নিউগিনি — ৩,৪৭,৪৫০ ,,
বোর্নিও — ৩,৪৭,০০০ ,,
ব্যাফিন্‌ল্যাণ্ড — ২,৩১,০০০ ,,
মাডাগাস্কার — ২,২৮,০০০ ,,
সুমাত্রা — ১,৬৩,০০০ ,,
গ্রেট ব্রিটেন — ৮৮,২০০ ,,

পৃথিবীর সুদীর্ঘ রেলওয়ে প্লাটফর্ম দৈর্ঘ্য কত ?

খড়্গপুর	—	২,৭৩৩ ফুট
স্টর্ভিক (সুইডেন)	—	২,৪৭০ ,,
শোনপুর	—	২,৪২৫ ,,
বুলাওয়ে (রোডেসিয়া)	—	২,৩০২ ,,
লক্ষ্নৌ	—	২,২৫০ ,,
বেজওয়াদা	—	২,১১০ ,,
ম্যাঞ্চেস্টার ভিক্টোরিয়া এক্সচেঞ্জ	—	২,১৯৪ ,,
ঝান্সী	—	২,০২৫ ,,

পৃথিবীর কয়েকটি সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ও কোথায় অবস্থিত ?

পর্বত		দেশ	উচ্চতা
এশিয়া—এভারেস্ট (হিমালয় পর্বতশ্রেণী)		নেপাল-তিব্বত	২৯,০২৮ ফুট
K_2 বা গর্ডউইন অস্টেন	(ঐ)	পাকিস্তান (কাশ্মীর)	২৮,২৫০ ,,
কাঞ্চনজঙ্ঘা	(ঐ)	নেপাল-ভারত	২৮,১১৬ ,,
মাকালু	(ঐ)	নেপাল-তিব্বত	২৭,৮২৪ ,,
ধবলগিরি	(ঐ)	নেপাল	২৬,৮১১ ,,
নাঙ্গা পর্বত	(ঐ)	ভারত (কাশ্মীর)	২৬,৬৬০ ,,
নন্দাদেবী	(ঐ)	ভারত	২৫,৬৪৫ ,,
কামেট	(ঐ)	ভারত-তিব্বত	২৫,৪৪৭ ,,
নামচা বারোওয়া	(ঐ)	চীন	২৫,৪৪৫ ,,
আমেরিকা—ইলাম্পু (আন্ডিজ পর্বতশ্রেণী)			২২,৫০০ ,,
ম্যাককিনলে (আলাস্কা পর্বতশ্রেণী)			২০,৪৬৪ ,,
আফ্রিকা—কিলিমানজারো (টাঙ্গানাইকা পর্বতশ্রেণী)			১৯,৩২১ ,,
কেনিয়া			১৭,০৪০ ,,
ইউরোপ—মণ্ট ব্লাঙ্ক বা (আল্পস পর্বতশ্রেণী)		ফ্রান্স	১৫,৭০০ ,,

লুসাকা কোথাকার রাজধানী ?—জাম্বিয়া।

বুখারেস্ট কোথাকার রাজধানী ?—রুমানিয়া।

ফুলবাগানের মাটি কেমন হওয়া উচিত ?—দো-আঁশ মাটি হওয়া বাঞ্ছনীয়, ফুলবাগানের মাটিতে বেশী ক্ষার অথবা অ্যাসিড না থাকাই ভালো, অর্থাৎ একটা সামঞ্জস্য অবস্থা বাঞ্ছনীয়।

কেমন

ভূ-গর্ভের স্তর বিন্যাস কেমন ?—ভূত্বকের নীচে অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরে তিনটি স্তর (১) সিয়াল (২) সিমা (৩) কেন্দ্রমণ্ডলের ভেতর।

এস্কিমোদের আবাসস্থল কেমন ধরণের ?—গ্রীষ্মকালে এস্কিমোরা ৫০ থেকে ৬০টি সীলের চামড়া সেলাই করে এক একটি তাঁবু তৈরী করে বসবাস করে। গ্রীষ্মের এই তাঁবুকে বলে 'টুপিক্স'। শীতে তাঁবুগুলো বরফে ঢেকে যায়, তবে সীলের চামড়ার একটা অস্তর ভেতরে থাকে। শীতের এই তাঁবুকে বলে 'ইগ্লু'।

আমাজন অববাহিকাতে যাতায়াত কেমন করে করতে হয় ?—দক্ষিণ আমেরিকার বৃহৎ নদী হলো আমাজন। মূল নদীতে কিছুটা স্টীমার যাতায়াত করতে পারে তবে আমাজনের অববাহিকা ঘন জঙ্গলে ঘেরা। একমাত্র ছোট-খাটো নদী-নালার মধ্য দিয়েই যাতায়াত করতে পারা যায়। শত-সহস্র নদী-নালা আছে এখানে। নদী-নালার জল শুকিয়ে গেলে যাতায়াত প্রায় বন্ধই থাকে। এখানকার জমি খুবই উর্বরা।

মেরু বায়ুর প্রভাব কখন অধিক হয় ?—সুমেরুর উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে তীব্র শীতল বায়ু সুমেরু দেশীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে এবং কুমেরুর উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে তীব্র শীতল বায়ু কুমেরুদেশীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে আসে। এগুলি মেরু বায়ু নামে পরিচিত। শীতকালে এদের প্রভাব বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রহ কাকে বলে ও কয়টি ও কি কি ?—নয়টি গ্রহের নাম (সূর্যের নিকটতম গ্রহ হইতে পর পর) বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। ইহাদের মধ্যে নেপচুন সূর্যের প্রথম সন্তান, তারপর যথাক্রমে ইউরেনাস, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, পৃথিবী, শুক্র ও বুধ একে একে জন্মে। কিছুদিন পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ একটি নূতন গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'এক্স' (X)।

বুধ (Mercury)—সূর্যের নিকটতম গ্রহ, সূর্য হইতে দূরত্ব ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। সবচেয়ে ছোট গ্রহ, আকারে পৃথিবীর অর্ধেকেরও কম। পৃথিবীতে যে বস্তুর ওজন ২ মণ, বুধে তাহা ১ মণের কিছু নীচে, কেননা আকারে

ছোট বলিয়া ইহার আকর্ষণ শক্তিও সেই পরিমাণে কম। বুধের উপগ্রহ নাই।

শুক্র (Venus)—সূর্য হইতে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল দূরে। আকারে পৃথিবীর চেয়ে কিছু ছোট। ইহাকে আমরা সন্ধ্যার আকাশে সাঁঝতারা এবং ভোরের আকাশে (শুকতারা) বলি। শুক্রের উপগ্রহ নাই।

পৃথিবী (Earth)—সূর্য হইতে দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। পৃথিবীর পরিধি ২৫,০০০ মাইল এবং ব্যাস ৮০০০ মাইল। পৃথিবীর ওজন সূর্যের ওজনের চেয়ে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার গুণ কম। সূর্য প্রদক্ষিণে ইহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে ১৮ মাইল। অর্থাৎ ঘণ্টায় ৬৬,৬০০০ মাইল। পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর অনবরত আবর্তিত হইতেছে এবং এইটাই তার আহ্নিক গতি অর্থাৎ ইহার দ্বারাই দিন ও রাত্রি হয়। পৃথিবীর যে অংশটা সূর্যের দিকে থাকে, সেই অংশে তখন দিন, অপর অংশে রাত্রি। ২৪ ঘণ্টায় একবার এই আবর্তন সম্পূর্ণ হয়। এইরূপ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ১২ সেকেণ্ডে পৃথিবী একবার সূর্য প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করে - ইহা তার বার্ষিক গতি, অর্থাৎ এই সময়টাতে আমাদের এক বৎসর হয়। পৃথিবীর ওজন আনুমানিক ৫,৬৯৭ এর পিঠে ১৮টা শূন্য বসাইলে যে অঙ্ক হয় তত টন। পৃথিবীর বয়স ৪০০ হইতে ৪৫০ কোটি বৎসর।

মঙ্গল (Mars)—পৃথিবী হইতে ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ মাইল দূরে। সুতরাং সূর্য হইতে প্রায় ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল দূরে আছে। ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেকের কিছু বেশী। আমাদের হিসাবে মঙ্গলে ৬৮৭ দিনে এক বৎসর। মঙ্গলে গাছপালা আছে, বৈজ্ঞানিক মহলের এইরূপ। অনুমান। মঙ্গলের দুইটি ছোট উপগ্রহ আছে।

বৃহস্পতি (Jupiter)—সবচেয়ে বড় গ্রহ। ব্যাস ৮৮ হাজার ৭০০ মাইল, সূর্য হইতে দূরত্ব $48\frac{1}{3}$ কোটি মাইল। আমাদের হিসাবে ১১ বৎসর ৯ মাসে বৃহস্পতির এক বৎসর উপগ্রহ আছে ১১টি।

শনি (Saturn)—সবচেয়ে বিস্ময়কর গ্রহ, তিনটি বলয় দ্বারা বেষ্টিত। বলয়গুলি কোথাও শনিকে স্পর্শ করে না। ব্যাস ৭৫ হাজার মাইল, সূর্য হইতে দূরত্ব $88\frac{1}{5}$ কোটি মাইল। উপগ্রহের সংখ্যা ৯টি।

ইউরেনাস (Uranus)—হার্শেল (১৭৩৮-১৮২২) ইহা আবিষ্কার করেন। ইহা সূর্য থেকে ১৭৮ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। ৮৪ বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ব্যাস—৩১,০০০ মাইল। গতিবেগ সেকেণ্ডে $4\frac{1}{4}$ মাইল। খুব ঠাণ্ডা। এখানে কোন জীব বাঁচতে পারে না।

নেপচুন (Neptune)—ব্যাসে ২৭,৭০০ মাইল। গতিবেগ সেকেণ্ডে সাড়ে ৩ মাইল। আমাদের $164\frac{4}{5}$ বছরে তার এক বছর। নিজেকে আবর্তন করতে $15\frac{4}{5}$ ঘণ্টা লাগে। এর দুইটি উপগ্রহ, একটির নাম ট্রাইটন (Triton)।

প্লুটো (Pluto)—পৃথিবীর চেয়ে ওজনে ১০ গুণ ভারী। সূর্য থেকে ৩৬৩ কোটি ১০ লক্ষ মাইল দূরে। গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩ মাইল। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ২৪৮ বছর লাগে (পৃথিবীর হিসাবে)। ব্যাস ৩,৬০০ মাইল।

চন্দ্র (Moon)—চন্দ্র বা চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ, পৃথিবী হইতে ২,৩৮,৮৬০ মাইল দূরে আছে। চাঁদের এক পিঠ চিরকাল পৃথিবীর দিকে থাকে, অপর পিঠ পৃথিবী হইতে দেখা যায় না। চাঁদের নিজের কোন আলো নাই, সূর্যের আলোকে উজ্জ্বল দেখায়। ২৭ দিনে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। চাঁদ যখন সূর্যের আলো পড়ে উহার পিঠে, পৃথিবীর দিকের অংশ থাকে অন্ধকার—আমাদের তখন অমাবস্যা। পৃথিবীর পিছনে যখন যায়, তখন তাহার উজ্জ্বল অংশটা আমরা দেখিতে পাই—আমাদের তখন পূর্ণিমা। চাঁদ জলবায়ু নাই, সুতরাং প্রাণী নাই, উহা পাহাড়-পর্বতে ভরা।

কাকে

তরল সোনা কাকে বলা হয়?—পেট্রোলিয়ামকে।

যোজক কাকে বলে?—যে সংকীর্ণ ভূ-ভাগ দুটি বৃহৎ ভূ-ভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে তাকে বলে যোজক।

শিলা কাকে বলে?—শিলা সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের খনিজ পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায়।

ম্যাগমা কাকে বলে?—ভূ-গর্ভের মধ্যে যে গলিত শিলা রয়েছে তাকেই বলে 'ম্যাগমা'। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সময় এই 'ম্যাগমা' বেরিয়ে আসে।

গিরি সংকট কাকে বলে?—গিরি-সংকট আসলে গিরি-

খাত অথবা খুব সংকীর্ণ গিরি-পথ।

অববাহিকা কাকে বলা হয়?—নদীর দুপারের মাটির যতদূর থেকে জল এসে পড়ে ততদূর পর্যন্ত মাটিকে সেই নদীর অববাহিকা বলা হয়।

গণ্ডশিলা কাকে বলে?—শিলা এবং সূক্ষ্ম দানার শিলাচূর্ণ যখন হিমবাহের টানে হিমবাহের নিচে চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত বরফ গলে যাওয়ার ফলে পেছনেই পড়ে থাকে তখনই তাকে বলে গণ্ডশিলা। অনেক সময় এ যথেষ্ট পুরু হয়।

আর্দ্রতা কাকে ব'ল?—বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের আনুপাতিক পরিমাণগত অবস্থাকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে, অর্থাৎ বায়ুতে কতটা জলীয় বাষ্প আছে তার পরিমাপ করেই আর্দ্রতা নির্ধারণ করা হয়।

অ্যালস্কা পাইপলাইন কাকে বলা হয়?—এই প্রকল্প দ্বারা বরফ-ঢাকা অ্যালাস্কার তৈল ভাণ্ডার থেকে ৮০০ মাইল লম্বা পাইপ লাইন বসিয়ে অপরিশোধিত তেল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের তৈল পরিশোধন কারখানায় নিয়ে আসা হয়।

পলি কালে বলে?—বৃষ্টির জলে, নদ-নদী জল-প্রবাহে যে শিলাচূর্ণ মাটি প্রবাহিত হয়ে, বিশেষ করে, মোহনার কাছে স্তরে স্তরে জমা হয় তাকেই বলে পলি।

স্তরচ্যুতি কাকে বলে?—ভূত্বকের স্তর ফেটে গিয়ে যখন দুদিকের শিলাস্তর কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখনই হয় স্তরচ্যুতি। এই স্তরচ্যুতি লম্বালম্বি হতে পারে কখনও বা আড়াআড়িও হতে পারে।

খাড়ি কাকে বলে?—নদীর মুখে যেখানে জোয়ারের জল প্রবাহিত হয় এবং যেখানে পরিষ্কার জল এবং সাগরের জল মেশে তাকেই বলে খাড়ি।

পৃথিবীর ভৌত পরিবেশ ও জৈব পরিবেশ কাকে বলে?—মাটি, জল ও বাতাস নিয়ে পৃথিবীর ভৌত পরিবেশ; আবার উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে পৃথিবীর জৈব পরিবেশ।

দো-আঁশ মাটি কাকে বলে?–দো-আঁশ মাটিতে অর্ধেকটা থাকে বেলেমাটি আর অর্ধেকটা থাকে এঁটেল মাটি। দো-আঁশ মাটিতে থাকে শতকরা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ভাগের মত বালির দানা, ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগের মত পলির কণা, দশ থেকে পনের ভাগের মত কাদার দানা, কিছু পরিমাণে লোহা, চুন ও জৈব পদার্থ। দো-আঁশ মাটিতে ভালো চাষবাস হয়।

প্রবালদ্বীপ কাকে বলে?—প্রবাল কীটের দেহাবশেষ ক্রমশঃ জমাট বেঁধে দ্বীপে পরিণত হলে তাকে বলে প্রবাল দ্বীপ। সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দূরে থাকে, লম্বায় ওড়ায় বড় হতে পারে। এর ওপর বালি, মাটি জমতে জমতে উর্বর মাটিতে পরিণত হলে গাছপালা জন্মায়।

পাললিক শিলা কাকে বলে?—ভূ-পৃষ্ঠের আগ্নেয় শিলা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গিয়ে বৃষ্টির জলে, নদীর স্রোতে, হিমবাহে ও অন্যান্য শক্তির প্রভাবে ঢাল বেয়ে বেয়ে নিচু জায়গায় এসে স্তরে স্তরে জমতে থাকে। বহুদিন জমতে জমতে এমন এক সময় আসে যখন স্তরগুলো জমে গিয়ে কঠিন হয়ে পড়ে তখনই তাকে বলে পাললিক শিলা। স্তরের পর স্তর জমে বলে একে স্তূপীভূত শিলা বলে।

মাটি কাকে বলে?—মাটি এক ধরনের মিশ্র পদার্থ। মাটিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উপাদান। তবে এই সব উপাদানের প্রকৃতি ও পরিমান স্থির নির্দিষ্ট নয়। তারা নিত্য পরিবর্তনশীল। এতে আছে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাচূর্ণ, নানা জৈব এবং অজৈব লবণ, নানা ধরনের গ্যাস (প্রধানতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন) এবং নানা ধরনের মৃত সম্পদ ও প্রাণীদেহ।

ব-দ্বীপ কাকে বলে? বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোথায়?—সমুদ্রের কাছাকাছি এসে নদী এমন এক ধরনের দ্বীপ গড়ে তোলে যা দেখতে গ্রীক অক্ষর Δ (ডেল্টা)-র মত। আসলে নদ-নদী বাহিত পলি নদী গর্ভে এবং সাগর সঙ্গমে জমে জমেই নতুন ভূ-ভাগের সৃষ্টি করে—জেগে ওঠে চর। সেটাই কালক্রমে কঠিন জমিতে পরিণত হয়ে ব-দ্বীপ ($\triangle$) সৃষ্টি করে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়।

হিমানী সম্প্রপাত কাকে বলে? বৃহত্তম হিমানী সম্প্রপাত কোথায়?—পর্বতের গা থেকে বরফ ও তুষারসমেত যে পাথর ধ্বসে পড়ে তাকেই বলে হিমানী সম্প্রপাত। মাঝে মাঝে বিশাল বিশাল পাথরের ধ্বস নামার ফলে পার্বত্য পথ ও লোক বসতি বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে হিমানী সম্প্রপাতের নিদর্শন পাওয়া গেলেও, তাদের আয়তন পরিমাপ করা হয় নি। ১৮৮৫ সালে ইতালীর আল্পস্-এ যে হিমানী সম্প্রপাত

হয়েছিল তা প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়ন কিউবিক মিটার।

বৃষ্টির ছায়া কাকে বলে ?—তপ্ত বাতাস বেশী পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে। সাগর ইত্যাদি থেকে জলীয় বাষ্পকণা মেঘে পরিণত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। তবে পাহাড়-পর্বতের বাধা অতিক্রম করে এই বাষ্প খুব বেশী পরিমাণে অপর পারে যেতে পারে না। ফলে পাহাড়-পর্বতের অপর অঞ্চলে খুব অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয়। সুতরাং পাহাড়-পর্বতের একদিকে যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তখন অপর পারে হাল্কা বৃষ্টি হয়। এই হাল্কা বৃষ্টিই হলো 'বৃষ্টির ছায়া'। ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় এই ধরনের বৃষ্টি হয়।

সমমালভূমি কাকে বলে ?—সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মিটারের বেশী উঁচুতে মোটামুটি সমতল ভূভাগকে মালভূমি বলে। যে সব মালভূমি দেখতে অনেকটা টেবিলের মত তাদের বলে সম মালভূমি বা টেবল্ ল্যাণ্ড। বলতে পারা যায় টেবিলের পায়ার দিকটা যেমন সোজাসুজি উপরে উঠে গেছে, মালভূমির ধারগুলির ঢালও তেমনি খাড়া এবং ওপরটা টেবিলের মত চেটাল ও প্রায় সমতল।

অর্থকরী খনিজ কাকে বলে ও কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?—সাধারণতঃ খনিজ দুটি ভাগে বিভক্ত—এক ধরনের খনিজ থেকে কেবল তৈরী হয় শিলাজনক খনিজ এবং আর এক ধরনের খনিজ অর্থকরীভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। যদি শিলার ভেতর কোনো খনিজের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে সেটা হয়ে ওঠে অর্থকরী। যেমন, অলিভিন, কোয়ার্টজ, কেলস্পার, কায়ানাইট বা হেমাটাইট।

অর্থকরী খনিজকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

(১) প্রাকৃতিক জ্বালানী (২) ধাতব খনিজ পদার্থ (৩) অধাতব খনিজ পদার্থ।

আগ্নেয় শিলা ও রূপান্তরিত শিলা কাকে বলে ?—ভূ-গর্ভের উত্তাপে গলিত খনিজ পদার্থ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে নির্গত হয়ে যে শিলাস্তর গঠিত হয় তাকেই আগ্নেয় শিলা বলে।

ভূ-গর্ভের চাপে ভূত্বকের দুর্বল স্থানগুলোতেই বেশী পরিমাণে ফাটল ধরে। এর ফলে নানা ফাঁক সৃষ্টি হয়, এবং নানা ধরনের ভাঁজ পড়ে। তাই ওপরের শিলাস্তর কিছুটা নেমে আসতে বাধ্য হয় ভেতরের দিকে। ভূ-অভ্যন্তরের ম্যাগমার প্রচণ্ড তাপ ভেতরে নেমে-আসা শিলাকে তাতিয়ে তোলে, ভূগর্ভের প্রবল চাপে ও প্রচণ্ড তাপে এই শিলার রূপান্তর হয়। এই কারণেই আগ্নেয় ও পাললিক শিলা তাদের রূপ পাল্টায়। এই পরিবর্তিত শিলাকেই রূপান্তরিত শিলা বলা হয়।

আকরিক কাহাকে বলে ? কয়টি স্তর ?—যে সব যৌগিক খনিজ থেকে আসল মৌলিক পদার্থগুলো বেশী পরিমাণে বার করে নিয়ে আমরা নানা কাজে লাগাতে পারি সেগুলিকে আমরা আকরিক বা ওর বলি। যেমন লোহার আকরিক হিমেটাইট—লোহা ও অক্সিজেন মিশিয়ে তৈরী। এগুলিকে লোহাপাথর বলা হয়। তামার আকরিক হচ্ছে কিউপ্রাইট, তামা ও অক্সিজেন মিশিয়ে তৈরী। সীসের আকরিক—গ্যালেনা। অ্যালুমিনিয়ের আকরিক বক্সাইট। টিনের আকরিক ক্যাসিটেরাইট। দস্তা বা জিঙ্কের আকরিক—জিঙ্ক-ব্লেণ্ড। সোডিয়াম বা ক্লোরিনের আকরিক—লবণ। ফসফরাস আকরিক—অ্যাপেটাইট।

চুনাপাথর বা লাইমস্টোন কাকে বলে ?—অনেক সময় নানা রকমের সামুদ্রিক প্রাণীর শক্ত খোসা গুঁড়ো হয়ে জমে জমে শেষে শক্ত হয় তাকেই চুনাপাথর বলে। এই সব খোলার আসল উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে বাংলায় আমরা বলি খড়ি। তাই এগুলিকে খড়িপাথর বললে ভুল হবে না বা চক পাথর বলা হয়। খড়ি পোড়ালেই চুন হয় সেজন্য একে চুনাপাথর বলে।

জীবাশ্ম বা ফসিল কাহাকে বলে ?—সেকালকার জীব-জন্তু বা গাছপালার পাথুরে দেহাবশেষ, গায়ের ছাপ, পায়ের চিহ্ন, কঙ্কালের টুকরো বা সময় সময় পুরো কঙ্কালটাই রয়ে গেছে এই পাথরের স্তরে। এইগুলিকে আমরা বলি ফসিল বা জীবাশ্ম। অশ্ম মানে পাথর। এই ফসিল কি করে তৈরী হয় এবং কি করে তাই দেখে পাথরে লেখা আদ্যি-কালের ইতিহাস পণ্ডিতেরা খুঁজে বার করেন।

রাজধানী কাহাকে বলে ?—কোন্ দেশের সরকারী কাজকর্মের প্রধান কেন্দ্র যে শহর সেই শহরকে সেই দেশের রাজধানী বলে। দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্য থাকিলে উহাদেরও নিজস্ব রাজধানী থাকে।

'জ্ঞাতি' কাহাকে বলে ?—'জ্ঞাতি, বলিতে পিতৃকুলের রক্তসম্পর্ক বুঝায়। পিতার জ্যাঠা-খুড়া, জেঠতুত ভাই, খুড়তুত ভাই, নিজের জ্যেঠা-খুড়া, জ্যেঠতুত ভাই, খুড়তুত ভাই এবং তাঁহাদের বংশধর লইয়া জ্ঞাতি।

'কুটুম্ব' কাহাকে বলে ?—বিবাহের সূত্রে দুইটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা হইলে তাহারা হয় 'কুটুম্ব'। মামা, পিসা, মেসো, ভগ্নীপতি, শ্যালক ইত্যাদি কুটুম্ব।

জেলায় দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমার বিচার করেন কাঁহারা ?—সকলের উপরে জেলা-জজ, তাঁহার অধীনে সাব-জজ, মুন্সেফ প্রভৃতি।

ফৌজদারি মামলা মোকদ্দমার বিচার করেন কাঁহারা ?—বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করা হইয়াছে। জেলা আদালত ও মহকুমা আদালতে মামলার বিচার করা হয়। বিচার করেন হাইকোর্ট কর্তৃক নির্বাচিত বিচারকগণ।

কাকে কাকে

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা কাকে কাকে বলা হয় ?

কনফুসিয়াস (চীন)	হজরত মহম্মদ (আরব)
লাওৎসে (চীন)	বুদ্ধদেব (ভারত)
জরথুস্ত্রদেব (প্রাচীন পারস্য)	মহাবীর (ভারত)
যীশুখৃস্ট (প্যালেস্টাইন)	

পৃথিবীর সেরা কবি কাকে কাকে বলা হয় ?—

সংস্কৃত—বাল্মীকি, কালিদাস। ইংরেজী—সেক্সপীয়র, মিলটন। হিন্দী—তুলসীদাস। বাংলা—রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন। ফার্সী— সাদি, ফিরদৌসি। ইটালিয়ান—ভার্জিল, দান্তে। জার্মান—গেটে, শিলার। গ্রীক—হোমার, এস্কাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস।

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য কাকে কাকে বলা হয় এবং কোথায় অবস্থিত ?

প্রাচীন যুগের—১। মিশরের পিরামিড ('ফ্যারাও' নামক প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের সমাধিসৌধ, খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের পূর্বেকার)। ২। রোড্স দ্বীপের পিত্তল-নির্মিত বিশাল কলোসাস (colossus) মূর্তি। ৩। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান (রাণীর ইচ্ছায় রাজা নেবুকোড্নেজার কর্তৃক নির্মিত, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক)। ৪। গ্রীকে অলিম্পিয়া পাহাড়ের উপরকার গ্রীক দেবরাজ জিউস্-এর মূর্তি। ৫। মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের ৪০০ ফুট উঁচু শ্বেতপাথরের আলোকস্তম্ভ (The Pharos of Alexandria. স্থাপনা খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক)। ৬। এফিসাস (Ephesus) শহরে গ্রীকদেবী ডায়েনার মন্দির (শহরটি এশিয়া মাইনরে ছিল, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক)। ৭। মৌসোলাস-এর সমাধিমন্দির।

মধ্য যুগের :—১। রোমের 'কলোসিয়াম্' নামক রঙ্গশালা ভিতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের চারিদিকে ডিম্বারে সাজানো ধাপে ধাপে আসন ছিল, ৮৭ হাজার দর্শক ধরিত, খ্রীঃ ১ম শতক)। ২। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্যাটাকোম (ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্র)। ৩। চীনের প্রাচীর। ৪। ইংলন্ডে স্টোন্হেঞ্জ। ৫। পিসার হেলান স্তম্ভ (Reaning Tower of Pisa)। ৬। নান্কিং-এর চীনা মাটির স্তম্ভ। ৭। কন্স্ট্যান্টিনোপেল্-এর সেন্ট্ সোফিয়ার গির্জা (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতকে রোমসম্রাট জাস্টিনিয়ান কর্তৃক নির্মিত।)

বর্তমান যুগের : প্রাচীন ও মধ্যযুগে স্থাপত্যকলায় চরম উৎকর্ষের উপর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে চমকপ্রদ সাতটি বস্তু বাছিয়া লইয়া 'সপ্ত আশ্চর্য' বলিয়া চিহ্নিত করা হইত। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অবদান অসামান্য, চমকপ্রদ ও বিস্ময়ের অতীত। তাহা হইলেও উল্লেখিত এই সাতটি "সপ্তাশ্চর্য" বলিয়া চিহ্নিত—

১। লন্ডনের টেমস নদীর সুড়ঙ্গ। ২। আমেরিকার এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। ৩। আস্যুয়ান বাঁধ (মিশর)। ৪। পানামা খাল (আমেরিকা) ৫। অকল্যান্ড ব্রীজ (সানফ্রান্সিসকো)। ৬। সিন্ধু নদীর উপর ব্যারেজ (পাকিস্তান)। ৭। ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ (পাঞ্জাব)।

পৃথিবীর কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশী রেলপথ আছে ?—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (প্রায় ৩,৬৫,৮৬২ কিলোমিটার) রেলপথ আছে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পার্বত্য রাজপথ কোন্টি ?—জম্মু কাশ্মীরের লাডাক অঞ্চলের লেহ-তোবরা রাজপথ (সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১৭,৮০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত)।

সর্বাধিক যাত্রী পরিবহণ করে পৃথিবীর কোন্ রেলওয়ে স্টেশন ?—নিউইয়র্কের "গ্রান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল্স"—দৈনিক ৫৫০টি ট্রেন এবং ১,৮০,০০০ লোক যাতায়াত করে। কলিকাতার শিয়ালদহ স্টেশন যাত্রী-পরিবহনে ভারতের তথা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

পৃথিবীর মধ্যে কোন্ দেশ মোটরগাড়ী ও বিমানপোত নির্মাণ এবং লৌহ ইস্পাত শিল্পে প্রথম স্থান অধিকার করে ?—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

বর্তমানে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে কোন্ দেশের প্রথম

স্থান ?—রাশিয়া।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ধান উৎপাদন করে কোন্ দেশ ?—চীন।

কোন্ মহাদেশকে 'Dark Continent' বলা হয় এবং কেন বলা হয় ?—আফ্রিকা মহাদেশকে। অল্পকাল পূর্বেও এই বিশাল মহাদেশের ঘন বনাবৃত অধিকাংশ অঞ্চল সভ্য সভ্য মানুষের সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

লক্ষ্ণৌ কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—গোমতী নদী।

পৃথিবীর কোন অঞ্চলে বেশী বৃষ্টিপাত হয় ?—চেরাপুঞ্জি, মেঘালয় (ভারতবর্ষ)।

ম্যালি রাজধানী কোন দেশে ?—মালদ্বীপ।

গ্লাসগো কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—ক্লাইড নদী।

কোন দেশকে "মধ্যরাতের সূর্যের দেশ" বলে ?—নরওয়ে।

টেমপেলহফ বিমান বন্দর কোন দেশে ?—বার্লিন (পূর্ব জার্মানী)।

খার্তুম কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—নীলনদ।

কানপুর কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—গঙ্গানদী।

তামাক পাতা উৎপাদনে কোন দেশ প্রথম ?—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

বার্লিন কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—সপ্রে।

রিয়াদ কোন দেশের রাজধানী ?—সৌদী আরব।

কোন দেশে প্রথম চা উৎপন্ন হয় ?—চীন।

কোন নদীর তীরে জব্বলপুর অবস্থিত ?—নর্মদা নদী।

কোন শহরকে 'প্রাচ্যের মুক্তা' বলা হয় ?—সিঙ্গাপুর।

কেপ হর্ণে কোন দু'টি সাগর মিলেছে ?—আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগর।

কোন নদী মরু সাগরে গিয়ে মিলেছে ?—জর্ডন নদী।

ক্যানবেরা কোন দেশের রাজধানী ?—অস্ট্রেলিয়া।

কোন মহাদেশটি সব চেয়ে বড় ?—এশিয়া হলো সব থেকে বড় মহাদেশ।

কোন নদীর তীরে বেজওয়াদা অবস্থিত ?—কৃষ্ণা নদী।

কোন হিলস্টেশনকে 'সতপুরার রাণী' বলে ?—ভারতের সাতপুরা পর্বতশ্রেণীতে পঞ্চমারী।

ভারতের কোন রাজ্য আয়তনে বড় ?—মধ্যপ্রদেশ।

অটোয়া কোন দেশের রাজধানী ?—কানাডা।

লেগস কোন দেশের রাজধানী ?—নাইজীরিয়া।

লাক্সেমবার্গ কোন দেশের রাজধানী ?—লাক্সেমবার্গ।

পৃথিবীর কোন দেশ নিকেল উৎপাদনে প্রথম ?—কানাডা।

দানিয়ুব নদী কোন সাগরে গিয়ে পড়েছে ?—কৃষ্ণ-সাগরে পড়েছে দানিয়ুব নদী।

দামাস্কাস কোন দেশের রাজধানী ?—সিরিয়া।

জেরুজালেম কোন দেশের রাজধানী ?—ইস্রায়েল।

তৈল নিষ্কাশনের জন্যে কোন যন্ত্র অপরিহার্য ?—অয়েল রিগ।

চাথাম দ্বীপপুঞ্জ কোন দেশের অন্তর্গত ?—নিউ-জীল্যাণ্ডে।

কোন্ দেশের রাজধানীর নাম খার্তুম ?—সুদান।

কোন দেশ চুনি পাথরের জন্য বিখ্যাত ?—বার্মা।

কোন উপদ্বীপে রয়েছে তুরস্কের অংশ রয়েছে ?—এশিয়া মাইনর।

কোন নদী মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার সীমানা চিহ্ন এঁকে দিয়েছে ?—ইয়ালু নদী।

সাণ্টো-ডোমিংগো কোন দেশের রাজধানী ?—ডমি-নিকান সাধারণতন্ত্র।

কোন নদীতে ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ দেওয়া হয়েছে ?—শতদ্রু নদী।

কোন দেশকে "শ্বেত হস্তীর দেশ" বলে ?—থাইল্যাণ্ড (শ্যামদেশ)।

কোন শহরকে 'উত্তরের ভেনিস' বলে ?—স্টক্‌হোম।

বডাপেস্ট কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—প্লেটো নদীর তীরে (হাঙ্গেরী)।

ভারতের কর্ণাটকের রাজধানীর নাম কি ?—বাঙ্গালোর।

সুরাট কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—তপতী নদী।

ভারতের কোন রাজ্যের লোক বসতি বেশী ?—উত্তর-প্রদেশ।

লিসবন কোন দেশের রাজধানী ?—পোর্তুগাল।

শোন কোন নদীর উপনদী ?—শোন নদী গঙ্গার উপনদী।

টিউনিস কোন দেশের রাজধানী ?—টিউনিসিয়া।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে কোন দ্বীপটি বৃহত্তম ?—জ্যামাইকা।

নূ্যইয়র্ক কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—হাডসন নদী।

গ্রীণল্যান্ড কোন দেশের অন্তর্গত ?—ডেনমার্ক।

নমপেন কোন দেশের রাজধানী ?—কাম্বোডিয়া।

পৃথিবীর কোন অঞ্চল সবচেয়ে ভিজে ?—কাউই, হাউই।

পৃথিবীর কোন অংশে লোক বসতি খুব অল্প ?—য়্যাণ্টার্টিকা।

কুইজন সিটি কোন দেশের রাজধানী ?—ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্র।

জিব্রাল্টার কোন দেশের অন্তর্গত ?—বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র।

পৃথিবীর কোন অঞ্চল সবচেয়ে শুকনো ?—কালামা (চিলি)।

বাংলাদেশে কোন শস্য বেশী উৎপন্ন হয় ?—পাট।

পাট উৎপাদনে পৃথিবীর কোন দেশ প্রথম ?—চীন এবং ভারত।

বন ও কলোন কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—রাইন নদী।

আহমেদাবাদ কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—সবরমতী নদীর তীরে।

সাংহাই কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—ইয়াং-সিং-কিয়াং।

স্থক্রে লা পাজ কোন দেশের রাজধানী ?—বলিভিয়া।

ভারতের হলদিয়া কোন রাজ্যে ?—পশ্চিমবঙ্গ।

রাজস্থানের কোন শহরকে হ্রদ-নগরী বলে ?—

মাউণ্ট সিনাই কোন দেশে অবস্থিত ?—ইজিপ্টে।

রাভি নদীর তীরে কোন শহর অবস্থিত ?—লাহোর।

মানস সরোবর থেকে কোন নদীর উৎপত্তি ?—শতদ্রু নদী।

প্যারিস কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—সীন নদী।

ভারতের মধ্যে কোন রেলস্টেশন বৃহত্তম ?—হাওড়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

ইউরোপে মর্সেল কোন নদীর উপনদী ?—রাইন নদীর।

অজন্তার পাহাড় কোন শিলা দিয়ে তৈরী ?—আগ্নেয় শিলা।

হিমালয় পাহাড় কোন শিলায় গড়ে উঠেছে ?—পাললিক শিলায়।

কোন পর্বত টেমস নদীর উৎস ?—কটসওল্ড হিলস।

উত্তর দ্বীপ, দক্ষিণ দ্বীপ ও ষ্টুয়ার্ট দ্বীপ কোন দেশে ?—নিউজিল্যান্ডের অন্তর্গত এই দ্বীপগুলি।

পৃথিবীর কোন অঞ্চলে মেরু ভল্লুক বসবাস করে ?—উত্তর মেরু অঞ্চলে।

ফ্রান্সের সীনি নদীর মোহনায় কোন পোতাশ্রয় আছে ?—লে হ্যাভ্রে।

পৃথিবীর কোন মনুষ্য জাতি দীর্ঘকায় ?—তুট্সী, অথবা বাটুট্সি, ওয়াটুট্সি, ওয়াটুশী। এরা মধ্য আফ্রিকায় বাস করে। এদের গড় উচ্চতা ৬ ফুট ১ ইঞ্চি।

পৃথিবীর কোন শহরের লোকবসতি সর্বাপেক্ষা বেশী ? টোকির (১৯৭৬ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী)।

চন্দন কাঠের জন্য কোন দেশ বিখ্যাত ?—মৌসুমীবায়ু প্রবাহিত এলাকায় চন্দন গাছ হয়। ভারতে কর্ণাটকের চন্দন-কাঠ বিখ্যাত।

পৃথিবীর কোন দেশকে "শান্ত প্রভাতের দেশ" বলে ?—কোরিয়া।

পৃথিবীর কোন অঞ্চলে দীর্ঘতম মরীচিকা দেখা গিয়াছিল ?—আর্কটিকা। ৮৩° উত্তর এবং ১০৩° পশ্চিম।

শ্রীলঙ্কার কোন শহরকে 'রত্নের শহর' বলা হয় ?—রত্নপুরা।

নাসিকের ধার দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হয়েছে ?—গোদাবরী (ভারত—মহারাষ্ট্র)।

পৃথিবীর কোন দেশে সবচেয়ে বেশী ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায় ?—সোভিয়েট রাশিয়া।

পৃথিবীর কোন দেশে সবচেয়ে বেশী পারদ পাওয়া যায় ?—ইতালি।

ফ্রেঞ্চ গিনি সৈকত ছাড়িয়ে কোন দ্বীপটি রয়েছে যেখানে অপরাধীদের উপনিবেশ ?—ডেভিলস দ্বীপ।

ভারতের কোন শহরকে ডায়মণ্ডহারবার সাহায্য করছে ?—কলকাতা।

পৃথিবীর কোন দেশ সেগুন কাঠ সরবরাহে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে ?—বার্মা।

হিলষ্টেশন 'কোদাইকানেল' ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত ?—ভারতের তামিলনাড়ুতে।

ভারতের ছোটনাগপুর উপত্যকায় কোন খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় ?—উন্নত জাতের বিটুমানস কয়লা।

কোন

ভল্গা নদী দিয়ে যাত্রা শুরু করলে কোন সাগরে গিয়ে পড়তে হবে ?—কাস্পিয়ান সাগর।

আইভরি কোস্ট কোন মহাদেশ ? এবং রাজধানীর নাম কি ?—আফ্রিকা মহাদেশ। আবিদযান।

প্রধানত কোন খনিজ পদার্থ থেকে অ্যালমোনিয়াম পাওয়া যায় ?—বক্সাইট থেকে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন শহরকে বোম্বাই শহরের সহোদরা বলা হয় ?—লস এঞ্জেলস।

সিয়েরা মাদ্রে পর্বতশ্রেণী কোন দেশে অবস্থিত ?—মেক্সিকোয় অবস্থিত।

কোন মাসে খারিফ শস্য বপন করা হয় ?—মে-জুন মাসে। ফসল তোলা হয় সেপ্টেম্বর ডিসেম্বর।

আকোয়া উপসাগর কোন দুটি দেশকে বিচ্ছিন্ন করেছে ?—সৌদি আরব এবং ইজিপ্টকে।

বর্তমান কোন দেশের মধ্যে ব্যাবিলন চলে গিয়েছে ?—ইরাক।

পৃথিবীর কোন দেশ সব থেকে বেশী কফি উৎপাদন করে ?—ব্রাজিল।

পেট্রোলিয়াম রপ্তানীর জন্যে পৃথিবীর কোন দেশ প্রধান ?—সৌদী আরব।

বিহারের কোন নদীকে 'দুঃখের নদী' বলে ?—কোশী নদী। প্রায় প্রতি বছরের ন্যায় জীবনহানি ও শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

ভারতের কোন রাজ্যের তিন দিকের সীমানা বাংলাদেশের দ্বারা বেষ্টিত ?—ত্রিপুরা।

উত্তর সাগর থেকে বাল্টিক সাগর পর্যন্ত কোন বিখ্যাত খাল রয়েছে ?—কিয়েল খাল।

এশিয়ার মধ্যে কোন দেশে বৃহত্তম রেলওয়ে ব্যবস্থা আছে ?—ভারতবর্ষ।

ইতালীর মূল ভূখণ্ড থেকে কোন দ্বীপ মেসিনা প্রণালীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে ?—সিসিলি।

কোন শহরকে প্রায়ই বলা হয় "শাশ্বত নগরী" ?—রোম।

কোন দুটি দেশ লেবাননের সীমানা বরাবর রয়েছে ?—ইস্রায়েল এবং সিরীয়া।

কেরালার কোন কোন জায়গা নারিকেল ছোবড়ার দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ?—অ্যালেপ্পি এবং কালানুর।

কম্বোডিয়ার পূর্বে রয়েছে ভিয়েৎনাম। কোন দুটি দেশের সীমানা কম্বোডিয়ার উত্তরে ?—থাইল্যাণ্ড এবং লাওস।

কোন পোতাশ্রয়ে ভারতের প্রথম স্বাধীন বাণিজ্য অঞ্চল স্থাপিত হয়েছে ?—কাণ্ডলা (গুজরাট)।

কোন পর্বতশ্রেণীতে ম্যাটার হর্ণ নামে শৃঙ্গ রয়েছে ?—আলপস পর্বতমালা।

ভারতের কোন রাজ্যে দীর্ঘতম বনাঞ্চল রয়েছে ?—মধ্যপ্রদেশ।

কোন দেশের আগের নাম ছিল 'হেলস' এবং তার অধিবাসীদের বলা হত 'হেলীনেস' ?—গ্রীস।

ভারতের বিহারের কোন শহরে সার কারখানা আছে ?—সিন্দ্রি।

ভারতের কোন পর্বতশ্রেণীকে 'নীল পর্বতশ্রেণী' বলে ?—নীলগিরি।

কোন দ্বীপকে মার্কো পোলো 'জাভা মাইনর' আখ্যা দিয়েছিলেন ?—সুমাত্রা।

কোন নদীর নামকরণ হয়েছে পৌরাণিক নারী যোদ্ধাদের নামে ?—আমাজান নদী।

কোন ধরনের জলবায়ুতে ধান উৎপন্ন হয় ?—ধান গাছের পক্ষে গড় উষ্ণতা ২০° সেন্টিগ্রেডের মত হওয়া চাই, মাটি হবে সম্পৃক্ত।

কোন বৃহত্তম নদী অষ্ট্রিয়াকে সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে ?—দানিয়ুব নদী। অপরটি হলো কৃষ্ণসাগর।

কোন মাসে খরিফ শস্য বপন করা হয় ?—মে-জুন। ফসল কাটা হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবরে।

অষ্ট্রেলিয়ার কোন রাজ্যটি একটি দ্বীপে অবস্থিত ?—তাসমানিয়া।

ভারত মহাসাগরে খৃষ্টমাস দ্বীপ কোন দেশের অন্তর্গত ?—অষ্ট্রেলিয়ার।

অষ্ট্রেলিয়ার ঘন জনবসতি কোন শহরে ?—সিডনী। এখানকার লোকসংখ্যা ২·৯ মিলিয়ান (আনুমানিক)।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাজ্যের সামনাসামনি চারটি বিখ্যাত হ্রদ আছে ?—মিচিগান, লেক ওণ্টারিও ছাড়া সব কটি।

কোন দেশে সবচেয়ে বেশী পশম উৎপন্ন হয় ?—

অস্ট্রেলিয়া। এখানে আনুমানিক ১৪০ মিলিয়ান ভেড়া আছে।

হানডুরাস-এর অধিবাসীরা কোন বিশেষ ফল থেকে অর্থ উপার্জন করে?—কলা।

কোন সময় রবি শস্য বপন করা হয়?—অক্টোবর-নভেম্বরে। শস্য তোলা হয় মার্চ-এপ্রিলে।

কোন যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের লক্ষণ ধরা পড়ে? —সিসমোগ্রাফ।

কোন দীর্ঘতম ও গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে জাপান গঠিত হয়েছে?—হোনসু।

ভারত ও শ্রীলঙ্কা কোন প্রণালীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন?—পক প্রণালী।

ভারতের কোন শহরে সব চেয়ে বেশী জনসংখ্যা?—কলকাতা। ৮ মিলিয়ন-এর মত লোকসংখ্যা।

রোডেশিয়ার একধারে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত; তার অপর দিকে কোন দেশ?—জাম্বিয়া।

কোন খনিজ পদার্থ থেকে সহজে ও কম খরচায় থোরিয়াম পাওয়া যায়?—মোনাজাইট থেকে কম খরচায় থোরিয়াম পাওয়া যায়।

কোন উপদ্বীপে নরওয়ে ও সুইডেন অবস্থিত?—স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপে নরওয়ে ও সুইডেন অবস্থিত।

ভারত মহাসাগরের কোন জায়গাটা সবচেয়ে বেশী গভীর?—জাভা ট্রেঞ্চ—৭৭২৫ মিটার হলো এখানকার গভীরতা।

অস্ট্রেলিয়ায় কোন কোন মাসে বেশী গরম ও কোন কোন মাসে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে?—ডিসেম্বর-জানুয়ারী। জুলাই মাসে সব চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে।

উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে বাতাসের গতি-মুখ কোন দিকে হবে?—ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে তার উল্টো মুখে বাতাসের গতিবেগ হবে।

কোন পথটি জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যে ২৯১৬ মিটার উঁচুতে অবস্থিত?—বানিহাল পথ। বর্তমানে এর নাম জওহর পথ।

কোনো জাহাজ যদি সুয়েজখাল ও জুবাল প্রণালীতে ঢোকে, তাহলে কোন সাগরের অভিমুখে সেটি পাড়ি দেবে? —লোহিত সাগর।

কোন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার সাফল্যের সঙ্গে সুয়েজখাল নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু পানামা খাল নির্মাণ করতে ব্যর্থ হন?—ফার্দিনান্দ ডি লেসেপস।

দামোদর নদকে "বাংলার দুঃখ" বলা হয় কেন?—প্রতি বছর বন্যায় বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হত জীবনহানি ও শস্য-হানি ঘটত। এখন অবশ্য দামোদরের বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগানের কোন শহরে পৃথিবীর সব চেয়ে বৃহত্তম মোটর গাড়ীর কারখানা হয়েছে?—ডেট্রইট।

১৯৬৩ সালের নভেম্বরে প্রথম কোন দ্বীপ আইসল্যাণ্ডের উপকূল থেকে দূরে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল?—সার্টসে।

কোন মহাদেশে ঘন লোক বসতি?—ইউরোপের আয়তন হলো ৯·৭ মিলিয়ন বর্গ কি· মি· এবং সেখানকার লোক-সংখ্যা হলো ৬২০ মিলিয়ন।

ভারতের কোন জায়গায় বছরে বেশী বৃষ্টিপাত হয়? —চেরাপুঞ্জি (মেঘালয়ে); ১০৪১'৭৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। (বাৎসরিক হার)

হ্যানয় ও সাইগণ কোন দুটি দেশের রাজধানী?—হ্যানয় উত্তর ভিয়েতনাম ও সায়গণ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজধানী।

পৃথিবীর কোন শহর সব থেকে উঁচুতে?—ওয়েনচুয়ান। ১৯৫৫ সালে চিংহাই-তিব্বত রাস্তায়, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৫১০০ মিটার উঁচুতে।

পৃথিবীর কোন জায়গায় নিম্ন চাপ বেশী?—মেরু সাগর। জর্ডন ও ইস্রায়েল-এ ৩৯২ মিটার সমুদ্র থেকে নিচে এই নিম্নচাপ মেরু সাগরের চারদিকে চাপ সৃষ্টি করে (ভূ-পৃষ্ঠে)।

পৃথিবীর কোন দেশ অ্যালমোনিয়াম উৎপাদনে প্রথম? —(১) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র; (২) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র।

পৃথিবীর কোন অংশ তুন্দ্রা অঞ্চলের অন্তর্গত?—এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সুমেরুবৃত্তের উত্তর দিকের অংশ তুন্দ্রা অঞ্চলের অন্তর্গত।

কোন দেশের রাজধানী সব চেয়ে প্রাচীন?—সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস। বুক অব জেনেসিস থেকে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ বছর আগে এখানে বসতি ছিল।

পৃথিবীর কোন অংশে সর্পনদী রয়েছে?—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। য়ুয়োমিং থেকে এর উৎপত্তি। প্রবাহিত হয়ে

গিয়ে পড়েছে ইডাহোতে। সর্প নদীটি ১৫০৪ কি. মি, দীর্ঘ।

এলাহাবাদে কোন কোন নদীর মিলনে 'সঙ্গম' নামটির সার্থকতা ?—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনে এই সঙ্গম। অবশ্য সরস্বতী অন্তঃসলিলা।

কলিকাতায় কোন লোকের মোটর গাড়ীর নম্বর থাকে না ?—রাজ্যপালের গাড়ীর।

কোন দেশে রেললাইন নাই ? —আইসল্যাণ্ড।

কোন সাগরের জলে মানুষ ডোবে না ?—মরু সাগর (প্যালেস্টাইন)। এই সমুদ্রের জলে লবণের ভাগ এত বেশী যে সম-আয়তন জল অপেক্ষা মানুষের ওজন কম।

কোন দেশের ছাত্ররা পড়া বলিবার সময় শিক্ষকের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইত ?—চীন দেশে। এযুগে ঐ প্রথা লুপ্ত।

জেলা আদালতে কোনো মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হইলে উহা কোন আদালতে যাইবে ?—উচ্চ আদালত বা হাইকোর্ট। একটি রাজ্যে বা প্রদেশের মধ্যে হাইকোর্ট-ই সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয়। হাইকোর্টে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় রকমের মোকদ্দমা হয়।

ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা উচ্চক্ষমতাবিশেষ্ট আদালত কোনটি এবং কোথায় ?—সুপ্রীম কোর্ট, দিল্লীতে।

পৃথিবীর কোন অঞ্চল সব থেকে ঠাণ্ডা ?—দক্ষিণমেরু অঞ্চলের উষ্ণতা সব থেকে কম। শীতের দিনের এই উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রির (সেণ্টিগ্রেড) নিচে দশ থেকে ত্রিশ ডিগ্রী নেমে যায়।

জাপানীরা তাদের কোন পর্বতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন ? —মাউন্ট ফুজিয়ামা। যাঁরা শিনটো ধর্মে বিশ্বাসী তাঁরা এই পর্বতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

আখ উৎপাদনে পৃথিবীতে কোন দেশ সর্ব প্রথম ? সেখানে কতগুলি চিনিকল আছে ?—কিউবা। বিশেষ করে হাভানার উত্তর এবং পূর্ব সীমানায় প্রচুর পরিমাণে আখ চাষ হয়। এখানে ১৬০টির ও বেশী চিনির কল আছে।

পৃথিবীতে কোন নদীতে সবচেয়ে বেশী জল প্রবাহিত হয় ?—দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী। আটলান্টিক মহাসাগরে (গড় হিসাবে) ৪,২০০,০০০ কিউসেক জল প্রবাহিত হয়।

রোম কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?—তিবার নদী। ইতালীর এটাই প্রধান নদী। লম্বায় ৪০০ কি. মি. তিবার রোমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অস্ট্রিয়ার কাছে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে।

রাশিয়ার মত আর কোন দেশ দুটি মহাদেশের মধ্যে পড়েছে ?—তুরস্ক। ইস্তাম্বুল অংশ পড়েছে ইউরোপে। দুটি অংশ প্রায় ৪ কি. মি লম্বা এক ঝুলন্ত সেতুর দ্বারা যুক্ত। (বসফোরাস প্রণালীর উপর)।

রাশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য কোন পোতাশ্রয় উল্লেখযোগ্য ?—ওডেসা (কৃষ্ণ সাগর)। লেনিনগ্রাড ও রিগা হলো উত্তর সাগরের আরো দুটি পোতাশ্রয়।

ইস্পাত উৎপাদনে পৃথিবীর কোন দেশ প্রথম ?—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলছে কে প্রথম হবে।

উল্লেখযোগ্য বিমানপথে কোন কোন বিমান বন্দর উল্লেখযোগ্য ?—লণ্ডন, এডেন, বোম্বাই, ঢাকা, হংকং, মনট্রিয়েল, মেক্সিকো, সিঙ্গাপুর, তেহরান, ওয়েলিংটন, চিকাগো, প্যারিস, কোয়েত।

উত্তর ভারতে কোন সময় জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয় ?—উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ, মধ্য ও পর্ব অঞ্চলে। এছাড়া রাজস্থান ও গুজরাটেও কিছু উৎপন্ন হয়। জুলাই মাসে উৎপন্ন হয়।

সুইস উপত্যকায় কোন অংশে গৃহ নির্মাণ করা বঞ্চনীয়। —উত্তর অংশে। কেননা দক্ষিণ দিকে গৃহনির্মাণ করলে কোনো সময়ই সূর্য কিরণ পাওয়া যাবে না।

হিমশৈলীর আঘাতে কোন জাহাজ জলমগ্ন হয়েছিল ? —১৯২২ সালের ১৫ই এপ্রিল হৈমশৈলের আঘাতে টাইটানিক জাহাজ তার প্রথম যাত্রা পথে চুর্ণবিচুর্ণ হর ও জলমগ্ন হয়।

কোন দুটি ভূখণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করেছে বসফোরাস প্রণালী ? স্থানটি কোথায় ?—এই জলপথ ইউরোপকে এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তুরস্কের ইস্তাম্বুলের কাছে এই প্রণালীটি।

পৃথিবীর কোন অংশে সবচেয়ে বেশী মৎস্য শিকার হয় ? —উত্তর গোলার্ধেই মৎস্য শিকারের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে (১) উত্তর পশ্চিম

প্রশান্ত মহাসাগরে (২) উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরে। (৩) উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরে।

পৃথিবীর কোন কোন দেশে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়? —উল্লেখযোগ্য তৈলখনি আছে : (১) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, (২) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, (৩) ভেনেজুয়েলা, (৪) কোয়েত, (৫) সৌদি আরব, (৬) ইরাণ, (৭) ইরাক, (৮) লিবিয়া, (৯) নাইজেরীয়া, (১০) ভারতবর্ষ।

স্কটল্যান্ডের কোন অংশে মিডল্যান্ড ভ্যালি?—স্কটল্যান্ডের উত্তর অংশের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণ অংশের উচ্চভূমির মধ্যভাগে একটি নিম্ন উপত্যকা (Rift vally) আছে এই অঞ্চল দক্ষিণ পশ্চিম থেকে উত্তর পূর্ব দিকে বিস্তৃত। এটাই হলো স্কটল্যান্ডের মধ্যভাগের উপত্যকা বা স্কটল্যান্ডের মিউল্যান্ড ভ্যালি।

কোন মহাসাগর আয়তনে সব চেয়ে বড়? এর নামকরণ করেছিলেন কে?—প্রশান্ত মহাসাগর আয়তনে সব থেকে বড়। এর নামকরণ করেছিলেন ফার্দিনান্দ ম্যাগেললান। এই মহাসাগরগুলির মধ্যে এটি হলো ৪৫·৮% এবং ১৬৩·৪ মিলিয়ন বর্গ কি. মি.। গভীরতা হলো ৪২০০ মিটার।

পৃথিবীর কোন দেশের রাস্তায় বৃহত্তম সুড়ঙ্গ রয়েছে? —সেন্ট গটহার্ড রোড সুড়ঙ্গ। সুইজারল্যান্ডের গস চিনেন থেকে ইতালীর আরিডো পর্যন্ত ১০·১৭ মাইল লম্বা। ১৯৮০ সালের ৫ই সেপ্টম্বর সুড়ঙ্গটি খুলে দেওয়া হয়েছে।

লোহ আকর পৃথিবীর কোন কোন দেশে পাওয়া যায়? —উল্লেখযোগ্য দেশগুলি হলো : সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, স্থইডেন, ফ্রান্স, স্পেন এবং ভারতবর্ষ।

কোন শহরে শালতি (গন্ডোলা) বেয়ে যাতায়াত করা যায়?—ইটালীর ভেনিসে। গন্ডোলা হলো এক ধরনের নৌকা। ভেনিসের খালে, হ্রদে এই গন্ডোলার ব্যবহার হয়। গন্ডোলা এমনিতে সরু, কিন্তু চওড়া পাটাতন এবং সরু মুখ।

কোন দ্বীপটি সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হয়েছে?—ল্যাটেইকি। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে এই দ্বীপটির জন্ম। টোনগার সঙ্গে এটি সংযুক্ত হয়েছে ১৯৭৯ সালে।

কোন শহরকে 'প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার' বলে?—ওসাকা (জাপান) জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর। শিল্প ও বাণিজ্যের জন্যে এর গুরুত্ব অসাধারণ। ইস্পাত রাসায়নিক পদার্থ এবং বস্ত্রশিল্পের জন্য ওসাকা উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে।

ক'ধরনের কফি আছে? কফি চাষ কোন কোন দেশে হয়? ভারতে ক'ধরনের কফি চাষ হয়?—সাধারণভাবে দুই ধরনের কফি আছে (১) আরাবিকা (২) রোবাস্টা। আরাবিকা কফি ল্যাটিন আমেরিকায় এবং রোবাস্টা কফি আফ্রিকায় উৎপন্ন হয়।

গাছের রস থেকে রবার তৈরী হয়। পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই গাছ জন্মায়?—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই গাছ সবচেয়ে ভালো জন্মায়। বিশেষ করে মালয় ইস্ট ইন্ডিজ, নেদারল্যাড এবং এর প্রতিবেশী দেশগুলোতে রবার গাছ জন্মায়।

সমুদ্রতল থেকে সব চেয়ে উঁচুতে কোন দেশের রাজধানী অবস্থিত?—বলিভিয়ার লা পাজ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ২৬৩১ মিটার উঁচুতে এই রাজধানী। বলাবাহুল্য চীনের অন্তর্ভুক্ত হবার আগে তিব্বতের লাসা (রাজধানী) ছিল ৩৬৮৪ মিটার উঁচুতে।

হিমালয়ের কোন স্থান থেকে গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে?—দেবপ্রয়াগের কাছে অনেকগুলো নদীর মিলনে গঙ্গানদী প্রবাহিত হয়েছে। বিশেষ করে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকেই গঙ্গার মূল উৎস। উচ্চতায় ১৩,৮০০ ফুট। গঙ্গোত্রী পুণ্যতীর্থ হিসাবে পরিচিত।

কোন ধরনের জলবায়ুতে গম উৎপন্ন হয়?—গম গাছের প্রাথমিক পর্যায়ে জলবায়ু ভিজে এবং ঠান্ডা হওয়া উচিত। পরের পর্যায়ে রোদ ঝলমলে গরম আবহাওয়া চাই। শেষ পর্যায়ে গম পাকার সময় হাল্কা ধরনের বৃষ্টি হলে ভালো হয়।

কোন নদী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দশটি রাজ্যের কিছু সীমানা চিহ্ন নির্ধারণ করেছে?—মিসিসিপি। রাজ্যগুলি হলো : আর্কানসাস, ইলিনয়েস, আইওয়া, কেন্টাকি, লুইসিয়ানা, মিনেসোটা, মিসৌরী, টেনেসী, উইসকনসিন এবং মিসিসিপি।

পৃথিবীর কোন কোন দেশ কৃষি নির্ভরশীল?—বর্তমানে কোনো দেশই কেবলমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করে না। শিল্পোন্নয়নের কাজ প্রত্যেক দেশেই চলছে।

তবে যেমন দেখা যায় আমেরিকা, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া তাদের বাড়তি খাদ্যশস্য রপ্তানী করে এবং শিল্পে উন্নত দেশগুলি যেমন গ্রেট ব্রিটেন, নেদারল্যাণ্ড এবং ডেনমার্ক খাদ্যশস্য আমদানী করে।

পৃথিবীর কোন দেশে গভীর গুহাগুলি রয়েছে ?— গভীরতায়

ফুট	নাম	দেশ
৪৬০০	রিসেঅউ ডু ফইলিস	ফ্রান্স
৪২০০	স্নেজনয়া, ককেশাস	সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র
৪০০২	সিস্টেমা, হু অউটলা	মেক্সিকো
৩৮৮৭	সীমা ডি উকয়েরডি	স্পেন
৩৬৪৫	সচনেলঝ, শ্লাজবার্গ এলাকা	অস্ট্রিয়া
৩১১৭	অনট্রো ডি কর্চিয়া	ইতালী

পৃথিবীর কোন অঞ্চল সব থেকে গরম ?—(গড় আবহাওয়া) ডাল্‌লল, ইথিওপিয়া ৯৪° ফারেনহাইট (১৯৬০-৬৬) ডেথভ্যালি, ১২০° ফারেনহাইট-এর চেয়ে বেশী। তেতাল্লিশ দিনের হিসাব (জুলাই ৬—অগাস্ট ১৯১৭)। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় মার্বেল বার সর্বাধিক ১২১°, ফারেনহাইট ঃ এখানে ১০০° ফারেনহাইট উষ্ণতা ছিল ১৬০ দিন ধরে (৩১শে অক্টোবর, ১৯২৩—এপ্রিল ৭ই ১৯২৪)।

পৃথিবীর কোন কোন দেশ জলবিদ্যুৎ-এর ওপর নির্ভর করে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে কৃতিত্ব দেখিয়েছে ?—জলবিদ্যুৎ বা 'সাদা কয়লা'র ওপর নির্ভরকরে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, বঙ্গো এবং ব্রাজিল শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। জ্বালানী হিসাবে কয়লার ওপর নির্ভর না করে জলবিদ্যুতের ওপর নির্ভর করেছে এই সব দেশগুলি। তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়াও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভারতবর্ষও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছে ও নিচ্ছে।

কোন্‌টি

পৃথিবীর বৃহত্তম ন্যাশনাল পার্ক কোন্‌টি ?—এ্যালবার্টার (কানাডা) 'উড বাফেলো ন্যাশানাল পার্ক' (১৭,৫০০ বর্গমাইল)।

সোনার শহর কোন্‌টি ?—দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের অন্তর্গত জোহানস্‌বার্গ শহর, স্বর্ণের জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাড়ী কোন্‌টি ?—নিউইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং—১০২ তলা, উচ্চতা ১,২৫০ ফুট। বর্তমানে চিকাগোর "স্কাইক্রেপার" (skyscraper)—স্থান সংকুলানের জন্য ১১০ তলা ও উচ্চতায় ১,৪৭২ ফুট।

পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গম উৎপাদক দেশ কোন্‌টি ?—রাশিয়া (ইউক্রেন)। ভারত ষষ্ঠ (পাঞ্জাব)।

বর্তমানে দক্ষিণভারতে সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় মন্দির কোন্‌টি ?—মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী লোকের মাতৃভাষা কোন্‌টি ? চীনাভাষা, ৯০ কোটির মত।

কলিকাতায় সর্বোচ্চ বাড়ী কোন্‌টি ?—চৌরঙ্গী রোডে (বর্তমান জহরলাল নেহরু রোড) অবস্থিত ১৬ তলা 'টাটা ম্যানসন'।

'Adam's Bridge' কোন্‌টি ?—ভারতবর্ষ ও সিংহল দ্বীপের মধ্যবর্তী প্রণালীর ভিতরকার প্রাচীন চড়া।

ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কোন্‌টি ?—মার্সেলিস।

পশ্চিমবঙ্গের 'দুঃখের নদী' কোনটি ?—দামোদর।

পৃথিবীর মধ্যে রুপা উৎপাদনকারী দেশ কোন্‌টি ?—মেক্সিকো।

চীনের সব চেয়ে বড় শহর কোনটি ?—সাংহাই। আনুমানিক ১১·২ মিলিয়ন লোক সংখ্যা।

দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে ব্রাজিল রাজ্য বৃহৎ। দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র রাজ্য কোনটি ?—ফ্রেঞ্চগিনি।

স্পাটা ও এথেন্স ছিল একসময় গ্রাসের গৌরব। এখন গ্রীসের রাজধানী কোনটি ?—এথেন্স।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম রাজ্য কোন্‌টি ?—রোড দ্বীপ (ছোট্ট রডিও বলা হয়)।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম উপদ্বীপ কোনটি ?—আরবিয়া। ৩,২৫০,০০০ বর্গ কি.মি. (প্রায়)।

পৃথিবীর মধ্যে দ্রুত সঞ্চরণশীল দ্বীপ কোনটি ?—য়্যাণ্টার্কটিকায় পোবেডা। গত পনের বছরে এটি নড়েছে ৪ কি. মি.।

ভারতের বৃহত্তম হ্রদ কোনটি ?—কাশ্মীরে উলার হ্রদ।

ভারতের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ কোনটি ?—নন্দাদেবী। ৭৮১৭ মিটার উচ্চতা।

সিরিয়ার প্রধান পোতাশ্রয় কোনটি ?—লাটাকিয়া।

ভারতের সর্বোচ্চ জলপ্রপাত কোনটি ?—জগ জলপ্রপাত যা সারাবতী নদীর দ্বারাই চিহ্নিত। লম্বায় এটা ২৮৮ মিটার।

অস্ট্রেলিয়ার মারে নদীর দীর্ঘতম উপনদী কোনটি ?—ডার্লিং নদী।

আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ কোনটি ?—ভিক্টোরিয়া হ্রদ।

সাগর পথে ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্স যাবার সংক্ষিপ্ত পথ কোনটি ?—ডোভার থেকে ক্যালাইস।

ইতালীর বৃহত্তম শহর কোন্‌টি ?—নেপ্‌ল্‌স।

এশিয়া মাইনর ও দক্ষিণ রাশিয়ার মধ্যে অন্তর্দেশীয় সাগর কোনটি ?—কৃষ্ণ সাগর।

অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম লবণ হ্রদ কোনটি ?—দক্ষিণ অক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আয়ার লবণ হ্রদ।

আফ্রিকার বৃহত্তম শহর কোনটি ?—কাইরো। ইজিপ্ট-এর রাজধানী।

পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি ?—গ্রীণল্যাণ্ড। কেননা অস্ট্রেলিয়াকে মহাদেশ হিসাবে ধরা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম পর্বত কোনটি ?—নিউ সাউথ ওয়েলস্‌-এ মাউণ্ট কস্‌কিউস্কো। ২২২৮ মিটার এর উচ্চতা।

পৃথিবরি মধ্যে সবচেয়ে ছোট দেশ কোন্‌টি ?—পৃথিবীর মধ্যে ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র, ভ্যাটিকান সিটি অথবা হোলি সী। রোমে।

পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ কোনটি ?—মধ্য সাইবেরিয়ার বৈকাল হ্রদ। ৬২০ কি. মি. দৈর্ঘ্য এবং ৩২ থেকে ৭৪ কি. মি. চওড়া। ১৯৪০ মিটার গভীর এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪৮৫ মিটার নিচে।

এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটি ?—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ওব নদী। দৈর্ঘে ৫৫৩৮ কি. মি.। ওব নদীর উপনদী ইরতিশ নদী। রাশিয়ার বৃহত্তম নদী। ৩৫০০ মাইল লম্বা।

ভারতের সবচেয়ে ছোটো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কোনটি ?—লাক্ষা দ্বীপ, মিনিকয় এবং আমিনদীভ দ্বীপপুঞ্জ। আয়তন হলো ১০১ বর্গ কি. মি.। ২৪,১০৮ লোকিসংখ্যা।

আফ্রিকার বৃহত্তম শহর কোনটি ?—ইজিপ্টের রাজধানী কাইরো। নীলনদের ব-দ্বীপে ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে এই শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পশ্চিম ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কোনটি ও কিজন্য বিখ্যাত ?—আমেদাবাদ। বস্ত্রশিল্পের জন্য আমেদাবাদ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এখানে প্রায় ১৮ লক্ষ লোক বাস করে।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম কৃত্রিম সমুদ্রপথ কোনটি ?—সেণ্ট-লরেন্স সমুদ্রপথ। দৈর্ঘে ৩০৪ কি, মি,।

পৃথিবীর বৃহত্তম মনুষ্য-নির্মিত জলাধার কোনটি ?—সোভিয়েট রাশিয়ার আঙ্গারা নদীতে ব্রাটস্ক জলধারা। এর আয়তন হলো ১৩৭,২১৪,০০০ একর ফুট। ১৯৬৭ সালে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপকুল কোনটি ?—পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘ উপকূল হলো, হাডসন উপকূল। ৭৬,৩ মাইল এই উপকূল রেখা গিয়েছে। এখানকার আয়তন হলো ৩১৭,৫০০ বর্গমাইল।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপসাগর কোনটি ?—মেক্সিকো উপসাগর। মেক্সিকোর তীর বরাবর সীমানা ছুঁয়ে গিয়েছে কেপসেবল ফ্লোরিডা থেকে ক্যাবুা ক্যাটোচি ও মেক্সিকো। এর তীর বরাবর সীমানা হলো ৩,১০০ মাইল। মোট আয়তন ৫৮০,০০০ বর্গমাইল।

পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম নদী কোনটি ?—পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী বলতে আমাজন ও নীলনদকে বোঝানো যেতে পারে। নীল নদের দৈর্ঘ-প্রায় ৩৫০০ মাইল। আমাজনের দৈর্ঘ : ৩৩৫০ থেকে ৪০০০ মাইল (মাঝে মাঝে পার্থক্য থাকছে)।

পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রণালী কোনটি ?—টার্টাস্কি প্রলিভ অথবা টার্টাস্কি প্রণালী। প্রণালীটি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও সাখালিন দ্বীপের মাঝখানে। এটি জাপান সাগর থেকে সাথোলিনস্কি জালির পর্যন্ত চলে গিয়েছে। দৈর্ঘ হলো ৮০০ কি. মি. অর্থাৎ মালাক্কা প্রণালীর থেকে কিছুটা বড়।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মরুভূমি কোনটি ? এখানে দিনের ও রাতের উষ্ণতার কত হের-ফের হয় ?—সাহারা হলো পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি। ৫,১৫০ কিলোমিটার স্থান অধিকার করে আছে এই সাহারা। উত্তর আফ্রিকার এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এই সাহারা। এখানে বৃষ্টি-পাতের হার খুবই কম। দিনের উষ্ণতা প্রায় ১০০° ফারেন-হাইট আর রাতের উষ্ণতা হিমাঙ্কে গিয়ে পেঁছোয়।

পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কোনটি ?—এভারেস্ট (২৯,০২৮ ফুট)

পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী কোনটি ?—হিমালয়

পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণী কোনটি ?—আন্ডিজ (আমেরিকা, ৪,৫০০ মাইল)।

পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি কোনটি ?—সাহারা (আফ্রিকা), ৩৫ লক্ষ বর্গমাইল।

পৃথিবীর বৃহত্তম লাইব্রেরী কোনটি ?—লেনিন লাইব্রেরী (রাশিয়া)

পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দির কোনটি ?—অ্যাঙ্কোর-ভাট, কাম্বোডিয়া (১৪০০ × ১৪০০ গজ)।

পৃথিবীর বৃহত্তম মসজিদ কোনটি ?—দিল্লীর জুম্মা মসজিদ (১০,০০০ বর্গ ফুট)।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ সৌধ কোনটি ?—এশিয়ার
নিউইয়র্ক (উচ্চতা ১২৫০ ফুট, ১০২ তলা)।

সিয়ার টাওয়ার (চিকাগো) (৪৪০ মি. উচ্চ, ১১০ তলা)।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাসাদ কোনটি ?—ভ্যাটিকান (রোম), সাড়ে ১৩ একর জমির উপর।

পৃথিবীর রেলস্টেশন কোনটি ?—গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল টারমিন্যাল (নিউ ইয়র্ক) আয়তন ৪৮ একর।

৫৫০ টি ট্রেন এবং ১,৮০,০০০ লোক প্রতিদিন যাতায়াত করে।

পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ কোনটি ?—হিরাকুদ বাঁধ (ওড়িশা), ১৫¾ মাইল।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গীর্জা কোনটি ?—সেণ্ট পিটার (রোম), আয়তন ১৮,১১০ বর্গগজ।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ গীর্জা কোনটি ?—উল্‌ম্‌ ক্যাথিড্রাল চার্চ (জার্মানি), ৫২৯ ফুট উচ্চ।

পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ কোনটি ?—কুইন এলিজাবেথ (৮৩,৬৭৩ টন)।

পৃথিবীর বৃহত্তম শহর কোনটি ?—লণ্ডন (৭০০ বর্গমাইল)।

পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর কোনটি ?—প্রশান্তমহাসাগর (৬ কোটি ৩৮ লক্ষ বর্গমাইল)।

পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ কোনটি ?—ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (রাশিয়া), দৈর্ঘ্য ৭০০০ মাইল।

পৃথিবীর বৃহত্তম ঘণ্টা কোনটি ?—মস্কোর ঘণ্টা (ওজনে ১৯৮৩ টন, ব্যাস ২২½ ফুট)।

পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি ?—গ্রীনল্যাণ্ড (৮৩,৯৭৮ বর্গমাইল)।

পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ কোনটি ?—সোভিয়েট রাশিয়া (৮৬ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গমাইল)।

পৃথিবীর মহাদেশ কোনটি ?—এশিয়া (১ কোটি ৭২ লক্ষ ৬ হাজার বর্গমাইল)।

পৃথিবীর সুড়ঙ্গ (টানেল) কোনটি ?—লণ্ডনের রেল সুরঙ্গ (দৈর্ঘ্য ১৭¾ মাইল)।

পৃথিবীর প্রাচীর কোনটি ?—চীনের প্রাচীর (১,৫০০ মাইল)।

পৃথিবীর লম্বা রেলওয়ে প্লাটফর্ম কোনটি ?—খড়্গপুর (২,৭৩৩ ফুট)।

পৃথিবীর গম্বুজ কোনটি ?—পিট্‌সবার্গ, আমেরিকা (ব্যাস ৪১৫ ফুট)।

পৃথিবীর মিউজিয়াম কোনটি ?—বৃটিশ মিউজিয়াম (লণ্ডন)।

পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী কোনটি ?—মিশরের নীলনদ (৪,১৩২ মাইস); মিসিসিপি মিসৌরী।

রেড রক (একত্রে দৈর্ঘ্য প্রায়, ৩,৮৬০ মাইল)।

পৃথিবীর প্রশস্ততম নদী কোনটি ?—অ্যামাজন (দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৯০০ মাইল)।

পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীন কোনটি ?—ক্যালিফোর্নিয়ার মাউণ্ট পালোমারে (দূরবীনের কাঁচ ২০০ ইঞ্চি পুরু)।

পৃথিবীর পার্ক কোনটি ?—ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক (আমেরিকা, ৩,৩৫০ বর্গমাইল)।

পৃথিবীর অফিস-বাড়ী কোনটি ?—পেণ্টাগন বিল্ডিং, আলিংটন (আমেরিকা)—আয়তন ৬৫ লক্ষ বর্গফুট।

পৃথিবীর সিনেমা-গৃহ কোনটি ?—রক্সী (নিউইয়র্ক, ৬০০০ লোক ধরে)

পৃথিবীর ক্যাণ্টিলিভার (ঝুলন্ত) সেতু ?—কুইবেক (কানাডা)—উত্তর আমেরিকা [সেণ্ট লরেন্স নদীর উপর ৩,২৩৯ ফুট দীর্ঘ]

পৃথিবীর দীর্ঘতম সেতু কোনটি ?—লোয়ার জাম্বেসী (আফ্রিকা, ১১,৩২২ ফুট)।

পৃথিবীর মহাত্মা গান্ধী সেতু কোনটি ?—(ভারত,

৫·৫৭ কি.মি. বিহারের গঙ্গা নদীর উপর সেতুটি বিশ্বের বৃহত্তম।

পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জ কোনটি?—ইন্দোনেশিয়া (ছোটবড় ৩০০০ দ্বীপ)।

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোনটি?—সুন্দরবন (৮ হাজার বর্গমাইল)।

পৃথিবীর মূর্তি কোনটি?—Statue of Liberty (আমেরিকা, ১৫১ ফুট)।

পৃথিবীর জাহাজ চলার খাল কোনটি?—হোয়াইট সী ও বালকটিকের মধ্যে (১৪০ মাইল)।

মহাকাশ অভিযানের কথা

মহাকাশ কৃত্রিম উপগ্রহ কবে নিক্ষেপ হয় ও কত সালে? —মহাকাশ অভিযান আরম্ভ হয় ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। ঐ দিন রাশিয়া বিশেষ ধরনের (পারমাণবিক) রকেটের সাহায্যে সর্বপ্রথম একটি যন্ত্র মহাকাশে ছুঁড়িয়া দেয়। উহার ওজন ১৮৪ পাউন্ড বা আড়াই মণ। ৫০০ মাইল উর্ধ্বকাশে গিয়া ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে উহা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে। রাশিয়া উহার নাম দিল 'স্পুটনিক' অর্থাৎ ক্ষুদে চাঁদ বা কৃত্রিম উপগ্রহ।

এই ঘটনার একমাস পরে রাশিয়া আরও একটি স্পুটনিক ছোঁড়ে—এটা আগেরটার চেয়ে কিছু বড়। ঐ বৎসরই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরাও কৃত্রিম উপগ্রহ ছুঁড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর হইতে পারমাণবিক শক্তিধর এই দুই দেশ মহাকাশ বিজয়ে নিরলস চেষ্টা করিতে থাকে। দুই পক্ষ হইতেই মহাকাশে বহু যন্ত্রাভিযান হইয়াছে। ফলে মহাকাশের বহু অজানা তথ্য জানা যায়। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া 'লুনিক-৩' নামক এই নকল উপগ্রহ (যন্ত্রঘর) চন্দ্রমন্ডপে পাঠাইতে সক্ষম হয়। উহার সাহায্যে চাঁদের বিভিন্ন অংশের নানা তথ্য সংগৃহীত হয়।

মহাকাশে প্রাণী কবে কত সালে পাঠানো হয়েছিল?—মহাকাশে জীবদেহের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়া প্রথম লাইকা নামক একটি কুকুর পাঠাইয়াছিল (১৯৫৮ খ্রীঃ)। আমেরিকা পাঠায় দুইটি বানর (১১৫১ খ্রীঃ)। পরে অন্যান্য প্রাণীও পাঠানো হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে পাঠাইতেন এবং সেগুলি ফিরিয়াও আসিত তাঁহাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে।

মহাকাশে প্রথম মানুষ কবে ও কত সালে গেছিল?—এইভাবে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ভোরে রাশিয়া এক ধরনের মহাকাশ-যানে করিয়া একজন মানুষ শূন্যে পাঠায়—মহাকাশচারী এই প্রথম মানুষটির নাম ইউরিগাগারিন। বিমান বিভাগের ক্যাপ্টেন; বয়স ২৭। মহাকাশ যানঠির নাম 'ভোস্তক-১', ওজন ৪½ টন। গাগারিন ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে ৮৯ মিনিট ১ সেকেন্ডে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। পৃথিবী হইতে যানটির নিম্নতম দূরত্ব ছিল ১০৯ মাইল, উর্ধ্বতব দূরত্ব ১৮৭ মাইল। মোট ১০৮ মিনিট কাল শূন্যে থাকিয়া তিনি নিরাপদে ফিরিয়া আসেন।

পরবর্তী অভিযান—কবে ও কত সালে হয়েছিল?—পরের ইতিহাস ঘটনাবহুল। রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে মহাকাশ-অভিযানে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত রাশিয়া বহু চমকের সৃষ্টি করে। ইহার পরেই রাশিয়া যেন কিছুটা রাশ টানিয়া ধরে। তখন আসে আমেরিকার চমক-সৃষ্টির পালা। এই চমকের চরম রূপ দেখিতে পাই অ্যাপেলো—১১ (২১, জুলাই ১৯৬৯ ও অ্যাপোলো—১২ (১৯ নভেম্বর, ১৯৬৯) নামক দুই মনুষ্যবাহী মহাকাশযানের চন্দ্রাবতরণে। অ্যাপোলো—১০ এর অভিযান ব্যর্থ হয়। অ্যাপোলো—১৪ (চন্দ্রে অবতরণঃ ৩১ জানুয়ারী ১৯৭১)। অ্যাপোলো—১৫ (চন্দ্রে অবতরণ ঃ ৩১শে জুলাই, ১৯৭১)। অ্যাপোলো—১৬ (মহাকাশচারী জন ইয়ুং এবং চার্লস ডিউক ঃ ২১শে এপ্রিল ১৬৭২ সালে চন্দ্রে অবতরণ করেন।)

মহাকাশ-অভিযানের কয়েকটি রেকর্ড

কবে

১৯৬১—৬ই আগস্ট রাশিয়ার মেজর ঘেরম্যান টিটভ, ভোস্তক—২ যানে, ১৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

১৯৬২—১৫ জুন রাশিয়ার ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভা

নামক একজন মহিলা ভোস্তক—৬, যানে ৪৯ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

১৯৬৪—১২ই অক্টোবর রাশিয়ার কর্নেল কোমারভ, ডাঃ বরিস ইয়োস্নোরভ ও কনস্তান তিন ফিয়োকনিস্তভ ভোস্কদ —১ যানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

১৯৬৫—১৮ই মার্চ রাশিয়ার বর্নেল বেলয়ালেভ ও আলেক্সি নিওনভ, ভোস্কদ—২, যানে চড়িয়া মহাকাশে যান। লিওনভ যান হইতে শূন্যে বাহির হইয়া ভাসেন ও পরে আবার যানে ফিরিয়া আসেন।

১৯৬৫—৪ঠা ডিসেম্বর আমেরিকার ফ্রাঙ্ক বরম্যান ও জেমস লোভেল, জেমিনি-৬ যানে, মহাকাশ যাত্রা করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৬৫ আমেরিকার ওয়াল্টার শিরা ও টমান স্ট্যাফোর্ড, জেমিনি-৭ যানে মহাকাশে যাত্রা করেন। এই দুইটি যান মহাকাশে জোট বাঁধিয়াছিল।

১৯৬৯—২১শে জুলাই—আম স্ট্রং, কলিনস ও অলড্রিন নামক তিন মার্কিন অভিযাত্রী সর্বপ্রথম চাঁদের মাটিতে অবতরণ করেন।

এই অভিযানে তাঁরা ১৯৫ ঘণ্টা, ১৮ মিঃ মহাকাশে কাটিয়েছিলেন।

১৯৭১—১৯শে এপ্রিল রাশিয়া মহশূন্যে "স্যালেউট" নামক স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করেন।

১৯৭৩—১৫ই মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রকেটের সাহায্যে মহাকাশে "স্কাইল্যাব" বা মহাকাশ গবেষণাগার স্থাপন করেন।

১৯৭৫—দুজন রুশ মহাকাশচারী পিওতোর ক্লিমুক ও ভিতালি সেপাস্তিয়ানভ 'স্যালুট-৪' যানে মোট ৬৩ দিন মহাশূন্যে থেকে ২৬শে জুলাই ১৯৭৫ সালে রেকর্ড করেন।

১৮৮২—রুশ মহাকাশযাত্রী ২২১ দিন মহাকাশে কাটিয়া নূতন রেকর্ড করেছেন।

রুশ মার্কিন যৌথ অভিযান ঃ

১৯৭৫—১৭ই জুলাই মার্কিন মহাকাশযান 'অ্যাপেলো' ও রুশ মহাকাশযান 'সোয়ুজ-১৯' মহাশূন্যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৯৮২—মার্কিন মহাকাশফেরী 'কলম্বিয়া' বিশ্বে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক মহাকাশযাত্রা সফল করে।

শুক্রগ্রহে অভিযান ঃ

রাশিয়া 'ভেনাস-৯' এবং 'ভেনাস-১০ নামক মহাকাশ যান শুক্রগ্রহ অভিমুখে পাঠায়। দুটি মহাকাশযানই শুক্রে পেঁৗছে ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৯৮২—রুশ মহাকাশযান 'ভেনাস-১৩' শুক্র-গ্রহের মাটি স্পর্শ করিয়াছে এবং মাটি, পাথরের নমুনা সংগ্রহ ও তাহার তাপমাত্রা লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

পৃথিবীর সেরা সেরা দিগ্বিজয়ী বীর কারা ছিলেন

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট

[গ্রীক, খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতক]

জুলিয়াস সীজার

[রোমান, খ্রীঃ পূঃ ১ম শতক]

চেঙ্গীস খান [মোঙ্গল, খ্রীঃ ১৩ শতক]

তৈমুরলঙ্গ [তুর্কী, খ্রীঃ ১৪ শতক]

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

[ফরাসী, খ্রীঃ ১৮ শতক]

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রথম মানুষ কারা ছিল

উত্তর মেরুতে পদার্পণকারী—এডুইন পিয়ারী (আমেরিকা), [৬ এপ্রিল, ১৯০৯]

দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণকারী—ক্যাপ্টেন আমুণ্ডসেন (নরওয়ে) [১৬ই ডিসেম্বর, ১৯১১]

এভারেস্ট পর্বতের উচ্চতা নির্ণয়কারী—রাধানাথ শিকদার (ভারত)।

এভারেস্ট চূড়ায় আরোহণকারী—এডমাণ্ড হিলারী (নিউজিল্যাণ্ড) ও তেনজিং লোরগে (ভারত)

[২৯ মে, ১৯৫৩]

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জনক—স্যামুয়েল হ্যানিম্যান (জার্মানী)

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির জনক—ফ্রেডারিক ফ্রয়েবেল (জার্মানী)

অস্ত্রোপচারে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগকারী—জেমস সিম্পসন (ইংল্যাণ্ড)

অ্যাণ্টিসেপটিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রবর্তক—লর্ড লিস্টার (ইংলণ্ড)

কলেরা ও যক্ষ্মার বীজাণুর আবিষ্কারক—রবার্ট কক (জার্মানি)

ম্যালেরিয়ার বীজাণু ও উহার বিনাশপদ্ধতির

আবিষ্কারক—রোনাল্ড রস্ (ইংলণ্ড)

রেড ক্রস-এর প্রতিষ্ঠাতা—হেনরি ডুনাণ্ট (ফ্রান্স)

বয়স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা—লর্ড ব্যাডেন-পাওয়েল (ইংলণ্ড)

ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক—গুরুসদয় দত্ত (ভারত)

হিমালয় বিজয় অভিযান কত সালে করেন ? কে কে করেন ?

১৮০৬ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম হিমালয়ের চূড়ায় আরোহণের আয়োজন হয়।

১৮২৮ খৃস্টাব্দে ক্যাপ্টেন জিরার্ড ১৯,০০০ ফিট পর্যন্ত উঠেন।

১৮৩৩ খৃস্টাব্দে উইলিয়াম্ গ্রেহাম ২৪,০০০ ফিট পর্যন্ত উঠেন।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে কনওয়ে ও একেনস্টিন্ নামক দুইজন অস্ট্রিয়ান্ ২৩,০০০ ফিট পর্যন্ত উঠেন।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে মামারি নাঙ্গাপর্বত আরোহণের চেষ্টায় প্রাণ হারান। এই সর্বপ্রথম আত্মাহুতি। পৃথিবীর কোন পর্বতে এত খাড়া ঢাল নাই।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে মিসেস বুক ও তাঁহার স্বামী ২২,০০০ ফিট পর্যন্ত উঠেন। ইনিই সর্বপ্রথম মহিলা অভিযান-কারিণী।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে জ্যাকো গুইলার্মোর নেতৃত্বে একটি দল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় আরোহণের চেষ্টা করেত। একজন তুষার স্তূপের তলায় চাপা পড়ে প্রাণ হারান।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ইতালীয় অভিযানকারী ডিউক্ অব্ আব্রুৎসীর নেতৃত্বে এক দল পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ গড-উইন অস্টিন বা K-2 [কারাকোরাম পর্বতমালার পশ্চিম দিক হইতে দ্বিতীয় শৃঙ্গ বলিয়া এইরূপ নাম]-এর চূড়ায় ২০,০০০ ফিট পর্যন্ত উঠেন।

পুনরায় ব্রাইডস্ এই শৃঙ্গের ২৪,৬০০ ফিট পর্যন্ত উঠেন।

১৯৩৯ খ্রীঃ ডঃ পল বাওয়ারের দল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় ২৩,০৩৫ ফুট পর্যন্ত উঠেন।

১৯৩০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্ক্ স্মিথের দল ক্যামেটের চূড়ায় আরোহণ করেন।

১৯৩১ খ্রীঃ পল বাওয়ারের দ্বিতীয় অভিযান—ইহারা কাঞ্চনঘঙ্ঘার চূড়ায় ২৫,৬২০ ফিট পর্যন্ত পৌঁছান। স্কালার এবং পাসাং নামক দুইজন অভিযানকারী মারা পড়েন।

১৮৩৩ খ্রীঃ লেফটেনাণ্ট পি. আর. অলিভার ও ডেভিড ক্যাম্বেল ত্রিশূলের চূড়ায় উঠার চেষ্টা করেন। অলিভার ও কেশর সিং নামক এক কুলি চূড়ায় উঠেন।

১৯৩৬ খ্রীঃ গ্রেহাম ব্রাউনের নেতৃত্বে একটি দল নন্দা-দেবীর চূড়ায় উঠেন।

১৯৩৭ খ্রীঃ ডঃ কার্ল ভীনের নেতৃত্বে একদল জার্মান অভিযানকারী কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় ২৪,০০০ ফিট পর্যন্ত উঠেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তুষারশিলা চাপা পড়িয়া তাঁহারা সকলেই প্রাণ হারান।

১৯৫৩ খ্রীঃ অস্ট্রিয়ান পর্বতারোহী হেরমান বুল একাকী প্রথম নাঙ্গা পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন।

কত সালে কোন্ কর্ণেলের নেতৃত্বাধীনে ভারতীয় সেনা বাহিনী কারা কোথায় অভিযান করেন ?—১৯৮১ খ্রীঃ জুনমাসে কর্নেল নরিন্দর কুমার সিং-এর নেতৃত্বাধীনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৪ জন অফিসার এবং ৪০ জন সদস্য পূর্ব কারাকোরাম তথা বিশ্বের সর্ববৃহৎ হিমবাহ "সিয়াচর" অতিক্রম করিয়াছেন। তিন মাসের এই কারা-কোরাম অভিযানকালে তাঁহারা সহস্রাধিক তুষার খাদ অতিক্রম করিয়াছেন এবং "সিয়া কাংড়ি চূড়া (২৪,৩৫০ ফুট)" ও "সালতোরো কাংড়ি চূড়া (২৫,৪০০ ফুট)"-এ আরোহণ করিয়া আফগানিস্তান, রাশিয়া, চীন, তুর্কীস্তান ও ভারতকে এক নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে অবলোকন করিয়া একদিকে যেমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন অপরদিকে বিশ্বের অভিযানের ইতিহাস এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

এভারেস্ট্ বিজয় অভিযান কত সালে কে কে করেন ?

[নেপাল তিব্বত যৌথ সীমান্তে অবস্থিত পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গটির উচ্চতা ১৮৫২ খ্রীঃ গণিত বিশেষজ্ঞ কলিকাতার শিকদার পাড়ার রাধানাথ শিকদার নির্ণয় করেন ২৯,১৪১ ফিট (এভারেস্ট-বিজয়ে সামান্য একটু তফাৎ ২৯ ০২৮ ফিট।) কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্ট-এর নামানুসারে শৃঙ্গটির নাম হয় মাউণ্ট এভারেস্ট।]

১৯২১ খ্রীঃ এই অভিযানের পাণ্ডারা এভারেস্ট আরো-হণের একটা সুবিধাজনক পথ আবিষ্কার করিলেন। পথটির

নাম নর্থ কোল। ইহাতে ম্যালরী ছিলেন।

১৯২২ খ্রীঃ বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ব্রুসের অধিনায়কত্বে ম্যালরী, নর্টন, ফিঞ্চ, সমারভেল, ক্রফোর্ড প্রভৃতি অভিযান-কারীরা ২৭,২৩৫ ফিট পর্যন্ত আরোহণ করেন। এই অভি-যানে একদল ভারতীয় কুলি বরফ চাপা পড়িয়া প্রাণ হারায়।

১৯২৪ খ্রীঃ নর্টন, সমারভেল ম্যালরী ও আরভিন্ পুনরায় চেষ্টা করিলেন। ২৮,০০০ ফিট পর্যন্ত উঠিয়া নর্টন ও সমারভেল ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ম্যালরী আরভিন কিন্তু থামিলেন না। নীচের তাঁবু হইতে ওডেল তাঁহাদের শেষ দেখা পাইলেন, চূড়া হইতে ৮০০ ফিট নীচে —ছোট দুটি কালো বিন্দু (দূরবীণে ইহার অধিক দেখা যায় নাই)। ম্যালারী ও আরভিন্ আর ফিরিলেন না। তাঁহারা হিমালয়ের বুকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরের কাছে তুষার-সমাধি লাভ করিলেন।

১৯৩৩ খ্রীঃ রাটলেজের নেতৃত্বে স্মিথ, শিপটন, হ্যারিস, ওয়েজার বীর্নী লংল্যাণ্ড প্রভৃতি অভিযানকারীরা ২৮,১০০ ফিট পর্যন্ত উঠেন।

১৯৩৪ খ্রীঃ মৌরিস উইলসন একক অভিযান করিয়া প্রাণ হারান।

১৯৩৬ খ্রীঃ রাটলেজ আবার চেষ্টা করেন কিন্তু দারুণ দুর্যোগে ব্যর্থ হন।

মাউণ্ট এভারেস্টের উচ্চতা কত? এই নামকরণ হলো কেন?—মাউণ্ট এভারেস্টের উচ্চতা হলো ৮.৮৪৮ মিটার। ভারতের সারভেয়ার জেনারেল মাউণ্ট এভারেস্টের (১৭৯০—১৮৬৬) নামে এই নামকরণ হয়। ১৮৫২ সালে এর পরিমাপ হয়।

আগ্নেয়গিরির স্থানগুলি মানচিত্রে কিভাবে রেখা টেনে চিহ্নিত করা হয়েছে?—পৃথিবীতে সক্রিয় আগ্নেয়গিরির বেষ্টনী তিনটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

(১) প্রশান্ত মহাসাগরের বেষ্টনী, যাকে বলে 'রি অব ফায়ার'। (২) পূর্ব থেকে পশ্চিমে ইন্দোনেশিয়া ও ভূমধ্যসাগর দিয়ে একটি বেষ্টনী। (৩) উত্তর থেকে দক্ষিণে আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যদিয়ে আর একটি বেষ্টনী বিজ্ঞানসম্মতভাবে এইসব আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে যে বিদ্যা অর্জন হয়েছে তাকে ভালক্যানোলজি বা ভলক্যানোলজি।

আদালত কয় প্রকারের? কোন্ আদালতে কি কাজ হয়?—প্রধানতঃ দুই প্রকারের ফৌজদারী ও দেওয়ানি। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আবার ছোট বড় আদালত আছে। ফৌজদারী আদালতগুলিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধের বিচার হয়। আর দেওয়ানি আদালতে বিচার হয় টাকা-পয়সা, জমিজমা ইত্যাদি বিষয়ক মামলা-মোকদ্দমার।

কতদূর পর্যন্ত বাতাস আছে?—পৃথিবী হইতে পাঁচ শত মাইল দূর পর্যন্ত।

মহাদেশগুলির আয়তন কার কত?

মহাদেশ	বর্গমাইল
এশিয়া	১,৭২,০৬,০০০
ইউরোপ	৪৫,০০,০০০
আফ্রিকা	১,১৬,৯৯,০০০
কুমেরু	৫,০০,০০০
আমেরিকা	১,৬৫,২১,০০০
[উত্তর আমেরিকা	৯৪,০০,০০
মধ্য আমেরিকা	২,৪১,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	৬৮,৮০,০০০
অস্ট্রেলিয়া	২৯,৭৪,৫০০

কত

বর্তমান পৃথিবীর বয়স কত?—৪৫০ ৬০০ কোটি বছরের কম নয়। তবে এর বেশী নয়।

প্রাকৃতিক জ্বালানিলে মোটামুটি কয় ভাগে ভাগে ভাগ করা হয়?—মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতেঃ (১) কয়লা (২) পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস (৩) আণবিক জ্বালানী।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে কতগুলি উল্লেখযোগ্য বন্দর বন্দর রয়েছে?—পাঁচটি। কাণ্ডলা, বোম্বাই মার্মাগাও ম্যাঙ্গালোর এবং কোচিন।

পৃথিবীর মধ্যে শতকরা কত অংশের মত অভ্রের চাদর ভারত উৎপাদন করে?—শতকরা ৭৫ ভাগের ওপর।

পৃথিবীতে কত ধরনের কয়লা পাওয়া যায়?—বিভিন্ন ধরনের কয়লা। (১) পিট (২) লিগনাইট (৩) বিটুমিনাস (৪) অ্যানথ্রাসাইট।

পৃথিবীর মোট তুলা উৎপাদনের কত ভাগ ভারত উৎপাদন করে?—শতকরা ৮ ভাগ।

পৃথিবীতে মোট কত জল আছে?—পৃথিবীতে মোট জলের পরিমাণ হলো ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার।

মাউণ্ট-এভারেস্টের উচ্চতা কত?—মাউণ্ট এভারেস্টের আনুমানিক উচ্চতা হলো ৮৮৪৮ মিটার।

ইংলিশ চ্যানেলের দৈর্ঘ্য কত?—৫৬৪ কি. মি লম্বা।

ভারতবাসীর গড় পরমায়ু কত?—প্রায় ৪৫ বৎসর (পুরুষ অপেক্ষা নারীর গড় পরমায়ু কিঞ্চিৎ বেশী)।

পশ্চিমবঙ্গের লোকের গড় পরমায়ু কত?—৪০·৮ বৎসর।

ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতে গড়ে কত লোক পিছু একজন ডাক্তার আছেন?—ইংলণ্ডের প্রতি এক হাজারে একজন, ভারতে প্রতি ছয় হাজারে একজন।

পৃথিবীর নানাদেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য কত?

যুক্তরাষ্ট্র	—	প্রায়	২,৩৬,৮৪২ মাইল
রাশিয়া	—	”	৫৩,১৬৩ ”
জার্মানী	—	”	৪২,২৯৯ ”
ভারতবর্ষ	—	”	৩৬,০০০ ”
অস্ট্রেলিয়া	—	”	২৭,১৮৬ ”
ফ্রান্স	—	”	২৫,৪২৭ ”
গ্রেট ব্রিটেন	—	”	২০,০৮০ ”
জাপান	—	”	১৫,২৫৪ ”
ইটালি	—	”	১৪,৫৩৩ ”
দক্ষিণ আফ্রিকা	—	”	১৩,২১৩ ”

পৃথিবীর নানা ধর্মের সংখ্যা কত?

খ্রীস্টান-রোমান ক্যাথলিক	—	প্রায়	৩৪,১৫,০০,০০০ লোক
ইস্টার্ন চার্চ (গোঁড়া, ক্যাথলিক)	—	”	১৫,৪০,০০,০০০ ”
প্রোটেস্ট্যাণ্ট	—	”	২৪,৬৯,০০,০০০ ”
মর্মোনিসম্ (শাখা ১৮৩০ খ্রীঃ স্থাপিত)	—	”	৩,০০,০০০ ”
ইসলাম	—	”	৪০,৫০,০০,০০০ ”
কানফুসি ও তাও	—	”	৪০,০০,০০,০০০ ”
বৌদ্ধ	—	”	৪০,০০,০০,০০০ ”
হিন্দু	—	”	৩৭,৫০,০০,০০০ ”
ইহুদি	—	”	১,৫৩,১৫,০০০ ”

ভারতের স্টাণ্ডার্ড টাইম অনুযায়ী বেলা ১টার সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সময় কত?

স্থান	সময়
কলিকাতা—বেলা	১ টা ২৪ মিনিট
বোম্বাই—বেলা	১২ ” ২১ ”
মাদ্রাজ—বেলা	১২ ” ৪১ ”
করাচী—বেলা	১১ ” ৫৮ ”
রেঙ্গুন—বেলা	১ ” ৫৪ ”
সিঙ্গাপুর—বেলা	১ ” ৩০ ”
হংকং—বেলা	২ ” ৩০ ”
টোকিও—বিকাল	” ৩০ ”
মস্কো—সকাল	৮ ” ৩০ ”
কায়রো—সকাল	৮ ” ৩০ ”
লণ্ডন—সকাল	৬ ” ৩০ ”
প্যারিস—সকাল	৮ ” ৩০ ”
বার্লিন—সকাল	৭ ” ৩০ ”
আমস্টারডাম—সকাল	৬ ” ৫০ ”
মেলবোর্ন—বৈকাল	৫ ” ০০ ”
সিডনী—বৈকাল	৪ ” ৩০ ”
নিউ-ইয়র্ক—রাত্রি	১ ” ৩০ ”
রোম—সকাল	৭ ” ৩০ ”
ভিয়েন,—সন্ধ্যা	৭ ” ৩০ ”
কেপটাউন—সভাল	৮ ” ৩০ ”

কৃষি উৎপাদনকে মোটামুটি ক'টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে?—(১) জমি বদল করে কৃষিকাজ করা (শিফটিং), (২) নির্দিষ্ট জায়গায় থেকে জমি চাষ করা (সিডেনটারি), (৩) জীবিকা নির্বাহের জন্যে চাষ করা (সাবসিসটেন্স) (৪) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি কাজ (কমারশিয়াল), (৫) নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট জমিতে বেশী ফসল ফলানোর জন্যে কৃষিকাজ (ইনটেনসিভ), (৬) বড় এলাকা নিয়ে কৃষিকাজ করা (এক্সটেনসিভ), (৭) মিশ্র কৃষিকাজে জীবজন্তুর পালন করা হয়, কেননা পরস্পর নির্ভরশীলতার জন্য এই ব্যবস্থা (মিক্সড), (৮) ডেয়ারিং ফার্ম (৯) ট্রাক-ফার্মিং ও হর্টিকালচার। এগুলি অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে, যৌথভাবে অথবা কো-অপারেটিভ প্রথায় চলতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

জীবন বিজ্ঞান কুইজ

সাপের প্রধান শত্রু কি ?—প্রধানতঃ নেউল।

উদরী রোগ কি ?—প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড।

সাপ চলে কি ভাবে ?—বুকে হেঁটে।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন ?—পেনিসিলিন আবিষ্কার করে।

মাইওলজি কি ?—পেশী সংক্রান্ত বিষয়ের বিজ্ঞান।

অ্যামিসিয়া কি ?—স্মৃতিভ্রংশ (সম্পূর্ণ বা আংশিক)।

অ্যাসিটিক অ্যাসিডের অপর নাম কি ?—ভিনিগার অ্যাসিড।

অ্যাসপিরিণ কি জন্য ব্যবহার করা হয় ?—চক্ষুপ্রদাহ রোগ।

অলফ্যাক্টরী নার্ভ কি ?—ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

টিস্যু সংক্রান্ত আলোচনাকে কি বলে ?—হিস্টোলজি।

চিকিৎসা বিদ্যায় নী-ক্যাপের কি নাম ?—প্যাটেয়লা।

চিকিৎসা বিদ্যায় ক্যাটারাকট শব্দটি কি জন্যে প্রযুক্ত ?—ছানি (চোখ)

জেব্রার বাচ্ছাদের কি বলে ?—কল্‌ট (Colt)।

কেঁচো কি লিঙ্গ প্রাণী ?—কেঁচো উভয় লিঙ্গ প্রাণী (স্ত্রী-পুরুষ)।

কৃত্রিম উপায়ে মৎস্য প্রজননকে বিজ্ঞান কি বলে ?—পিস্‌কি কালচার।

কর্ণপটাহ ঝিল্লির কাজ কি ?—শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ।

রোগ-জীবাণু আক্রমণ প্রতিরোধক পদার্থকে কি বলে ?—অ্যাণ্টিবডি।

দাদ হবার কারণ কি ?—ছত্রাক সংক্রমণে-দাদ হয়।

মনঃ সমীক্ষণের ব্যাপারে পথিকৃৎ কে ?—মিডম ও ফ্রয়েড।

ওষুধ নিয়ে পড়াশুনার বৈজ্ঞানিক নাম কি ?—ফার্মাকোলজি।

শুকনো দ্রাক্ষাফলকে কি বলে ?—কিসমিস।

অক্সিন কি ? কেন অক্সিন নামকরণ হলো ?—অক্সিন এক ধরনের উদ্ভিদ হরমোন ও একপ্রকার নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব পদার্থ।

ম্যালেরিয়া রোগের কারণ কি ?—ম্যালেরিয়ার রোগ জীবানু (প্লাসমোডিয়াম) বহন করে এ্যানোফিলিস মশা।

অ্যানিমিয়া কি ?—রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে গেলে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

প্রকৃতিতে কি ভাবে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় ?—সালোকসংশ্লেষ দ্বারা।

মাছের পটকা কিভাবে মাছের গমনে সাহায্য করে ?—জলের বিভিন্ন গভীরতায় উঠানামা করতে।

কোর্ণিয়া কি ?—অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ ঝিল্লী হলো কোর্ণিয়া।

উড়ন্ত স্তন্যপায়ীর নাম কি ?—বাদুড়।

গাছ ও ঝোপের মধ্যে পার্থক্য কি ?—গাছের একটি গুঁড়ি। কিন্তু ঝোপের থাকে অনেক গুঁড়ি অথবা ডাঁটা।

চিকিৎসা বিদ্যায় ইথার কি কাজে ব্যবহার করা হয় ?—অ্যানেস্থিশিয়ায় কাজে লাগে।

মানবদেহে অ্যাপেনডিক্স কি ?—আঙ্গুলের মত ছোটো একটা থলি বৃহদন্ত্র-এর আরম্ভ হবার কাছাকাছি যুক্ত থাকে।

ম্যানিয়া কি ?—নিজেকে অতিরিক্ত ভালোবাসা বা মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যায় বলা যায় আত্মরতি।

অটপসি কি ?—বিভিন্ন রোগ লক্ষণ নির্ণয়ের জন্যে মৃতদেহ পরীক্ষা করা।

অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড কি ?—সাধারণতঃ ভিটামিন-সি নামে পরিচিত একটি খাদ্য প্রাণ।

ইউরিয়া কি ?—সাদা স্ফটিকাকার জৈবপদার্থ $Co(NH_2)_2$; ওটা জীবজন্তু মূত্রে পাওয়া যায়।

ইনসমনিয়া কি ?—একদম ঘুমতে না পারা একটা রোগ বিশেষের নাম।

টনসিলের কার্যকারিতা কি ?—কণ্ঠ নালীতে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে, দেহ সুস্থ ও নিরোগ রাখে।

কম্পোস্ট কি ?—পচা গাছ-গাছালি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যে সার তৈরী হয় তাকেই বলে কম্পোস্ট।

মানব দেহের অস্থির রাসায়নিক পদার্থগুলি কি কি ?—ক্যালসিয়াম ও পটাশ।

এনজাইমোলজি কি ?—এন্‌জাইম (উৎসেচক)-এর গঠন ও কার্য সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

কার্বোহাইড্রেটে কার্বন হলো একটি পদার্থ, অন্য পদার্থগুলি কি কি ?—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

কামলা রোগে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ?—দেহের চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যায় ও চোখ হলুদবর্ণ হয়।

নিউরোসিস কি ?—রক্তহীনতার ফলে উদরে (চামড়ার তলায়) জল জমলে তাকে উদরী বলে।

প্লাজমা কি ?—রক্তের বর্ণহীন ঘন-তরল অংশ, যার মধ্যে ভাসমান রয়েছে।

বৃক্ষ রোপণের উদ্দেশ্য কি ?—বন্যা, খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

বৈদ্যুতিক মাছ কি ?—ক্যাটফিস্‌—৪০০ ভোল্ট উৎপাদন করে ; এল (eel) ৬০০ ভোল্ট উৎপাদন করে।

লিউকামিয়া কি ?—রক্তে শ্বেত কণিকার অতি বৃদ্ধি রোগ।

পৃথিবীতে ঠাণ্ডা লেগেই বেশী মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে এই রোগটির নাম কি ?—ইনফ্লুয়েঞ্জা।

লার্ভা কি ?—মশা, মাছি, প্রজাপতি, পতঙ্গের শৈশব অবস্থার দেহাবয়বকেই লার্ভা বলে।

লৌহ ফুসফুস কি ?—বিশেষ করে পোলিও রুগীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে সাহায্য করার জন্যে এক ধরনের যন্ত্র।

লোহিত রক্তকোষকে বলে এরিথ্রোসাইটেস ? শ্বেত রক্তকোষকে কি বলে ?—লিউকোসাইটস (Leucoytes)।

যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে যে ওষুধ ব্যবহার করা হয় সেটির নাম গ্রীকদের স্বপ্নের দেবতার নামে। তার নামটি কি ?—মর্ফিয়াস। ঔষধ হলো মর্ফিয়া।

অ্যাফাইডস্‌ কি ?—এক ধরনের কীট (জাবপোকা) যা গাছপালার ক্ষতি করে। গাছের শেকড়, ডাঁটা এবং পাতায় বসবাস করে।

ইলেকট্রা-কমপ্লেক্স কি ?—পিতা পুত্রীর নিবিড় সম্পর্ক। মায়ের প্রতি কন্যার ঈর্ষা। মানসিক প্রক্রিয়া (ফ্রয়েড) বিশেষ।

প্লাজমা কি ?—প্লাজমা হলো রক্ত-রস। রক্তের বর্ণহীন ঘনতরল অংশ, যার মধ্যে রক্ত কোষগুলি মিশে ভাসমান অবস্থায় থাকে, তা-ই হলো প্লাজমা।

পলিস্যাকারাইডস কি ?—শর্করা থেকে কার্বোহাইড্রেটের যে দীর্ঘতম অণুর শৃংখল গড়ে ওঠে তাকেই বলে পলিস্যাকারাইড্‌স্‌।

প্লেগের কারণ কি ?—সংক্রামক রোগ। প্যাসটিউরেলা পেস্টিস্‌ হলো এই রোগের কারণ। আক্রান্ত ইঁদুর থেকে এই রোগ ছড়ায়।

পরজীবী বলতে কি বোঝায় ?—যে-সব প্রাণী বা উদ্ভিদ অপর কোনো জীব বা উদ্ভিদকে আশ্রয় করে ও তাদের দেহ-রস শোষণ করে বেঁচে থাকে।

কোমা কি ?—বাইরের উদ্দীপকে কোনো সাড়া দেবার ক্ষমতা যখন থাকে না এবং বাহ্যিক চেতনা লুপ্ত হয়—তাকেই বলে কোমা।

কোলাইটিস কি ?—আন্ত্রিক প্রদাহ রোগ বিশেষ। এতে বৃহদন্ত্রের কোলন অংশের স্ফীতিজনিত যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

কিসের সাহায্যে গলদা চিংড়ী শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায় ?—ফুলকোর (গিলস্‌) সাহায্যে।

ময়দার প্রোটিন অংশকে কি বলে ?—ময়দার চটচটে অংশ গ্লুটোন হলো নির্ভেজাল প্রোটিন।

সয়াবীন কি ?—এক ধরনের সব্জী। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে।

টিউবারকিউলোসিস রোগের প্রতিশেধক হিসাবে শিশুদের যে ভ্যাকসিন দিয়ে টীকা দেওয়া হয় তার নাম কি ?—বি. সি. জি. (ব্যাসিলাস ক্যালমেট-গিউএরিন)।

তিমিমাছ কি ধরনের প্রাণী ?—স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে তিমিকে মাছ বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিমি একটি জলজ স্তন্যপায়ী জন্তু।

কার্ডিয়োগ্রাম কি ?—যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হৃৎস্পন্দনের গতিপ্রকৃতি নির্দেশক রেখাচিত্র। 'কার্ডি' মানে হৃৎপিণ্ড 'কার্ডিয়াক' মানে হৃৎপিণ্ড সম্পর্কীয়।

ব্লাড প্রেসার মাপবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম কি ?—স্ফিগ মোম্যানো মিটার অথবা স্ফিগ-

মোমিটার। স্ফিগমস্ (গ্রীক) অর্থ নাড়ী।

ফ্রাকটোজ কি ?—পাকা ফলের মিষ্টরস ও ফুলের মধু থেকে যে বিশেষ শ্রেণীর শর্করা পাওয়া যায় তাকেই বলে ফ্রাকটোজ। ফ্রাক্‌ট মানে 'ফল'।

ভিসারা কি ?—প্রাণীদের দেহ অভ্যন্তরের প্রধান অঙ্গসমূহ হলো, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, বৃক্ক, অন্ত্র ইত্যাদি।

লিবিডো কি ?—লিবিডোর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় যৌন-আকাঙ্ক্ষা বোঝালেও বর্ত্তমানে সাধারণ অর্থে লিবিডো হলো 'জীবনীশক্তি'।

এক বিশেষ জীবাণুর আক্রমণে রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে স্থানীয় মাংসকোষগুলি মরে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে ? এটি কি ধরনের রোগ ?—গ্যাংগ্রিন বা নালী ঘা।

শেওলা কি ?—নিম্নধরনের উদ্ভিদ বা থ্যালোফাইটার অন্তর্গত একটি শ্রেণীবিশেষ। ছত্রাকের সঙ্গে শেওলার তফাৎ হলো, শেওলার সবুজ রং আছে।

হাম হয় কি কারণে ?—ভাইরাস ঘটিত রোগ। ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ। জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস চোখ লাল এবং গায়ে পিংক র‍্যাশ দেখে বুঝতে পারা যায় হাম বা (মিজেলস) হয়েছে।

হুকওয়ার্ম রোগের কারণ কি ?—হুকওয়ার্ম দেহের মধ্যে প্রবেশ করে রক্ত চুষে খায়, ফলে রক্তাল্পতা দেখা যায়। মূলতঃ পায়ের তলা দিয়ে এরা দেহের মধ্যে প্রবেশ করে।

সবচেয়ে ছোটো স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম কি ?—স্যাভিস। সাদা দাঁতওয়ালা ছুঁচো জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী। ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীরভূমি থেকে মালয়েশিয়া পূর্ব পর্যন্ত এদের দেখতে পাওয়া যায়।

গ্লুকোমা কি ?—এক ধরনের চোখের রোগ। চক্ষু গোলকের অভ্যন্তরে অত্যধিক জল সঞ্চিত হয়ে যায় তার অতিরিক্ত চাপের ফলে সাধারণতঃ এ রোগ জন্মায়।

ক্রোম্যাটিন কি ?—জীবকোষের সংগঠক উপাদানের যে অংশ কোনো-কোনো রং শোষণ করে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অবশিষ্ট অংশে কোনো রং ধরে না।

মমি কি ?—মোমসহ বিবিধ ধরনের প্রলেপ লাগিয়ে শবদেহকে সংরক্ষণ করাই হলো মমি। প্রাচীন মিশরে এই পদ্ধতিতে শবাধারে মৃত ব্যক্তির দেহকে সংরক্ষিত করা হত।

ছত্রাক কি ধরনের উদ্ভিদ ?—এদের দেহে ক্লোরোফিল বা সবুজপাতা থাকে না। সাধারণতঃ কোনো মৃত উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর বিকৃত দেহাংশ আশ্রয় করে এবং তা থেকে পুষ্টিরস সংগ্রহ করে।

পেপটোনস্ কি ?—পেপসিনের সঙ্গে প্রোটিনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে দ্রবণ তৈরী হয় তাকেই বলে পেপটোন্‌স। এটি সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে মাংস পেশী গঠনে সাহায্য করে।

পেপটিন কি ?—পাকস্থলীর জারক রসে সঞ্চিত একরকম এনজাইম হলো পেপসিন। খাদ্যের প্রোটীন উপাদান এর রাসায়নিক ক্রিয়ায় পেপ্টোন নামক একটি জৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

যে সব গাছ-গাছালি জলে কিম্বা ভিজে মাটিতে জন্মায় তাদের বলে হাইড্রোফাইটেস। মরুভূমির বুকে যে সব গাছ-গাছালি জন্মায় তাদের কি বলে ?—জেরোফাইটেস।

অ্যানথ্রাক্স কি ?—এক ধরনের বিশেষ মারাত্মক পশুরোগের জীবাণু। বিশেষ করে ভেড়ার চামড়া ও পশম থেকে এই রোগের ব্যাসিলাস মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়।

ঈডিপাস কম্‌প্লেকস্ কি ?—মনঃ সমীক্ষণের একটি বিশেষ তত্ত্ব (ফ্রয়েড)। মায়ের প্রতি পুত্রের আকর্ষণ এবং পিতার প্রতি ঈর্ষা ও বিরুদ্ধাচরণ। ফলে আবেগের মধ্যে চরম জটিলতা বাড়ে।

উডেন টাংগ কি ?—গবাদি পশুর রোগ বিশেষ। এ রোগে পশুদের মুখ-গহ্বর খাদ্য-নালী, জিহ্বা এক রকম ছত্রাক (ফাঙ্গাস) জাতীয় বিশেষ জীবাণুর আক্রমণে স্ফীত ও শক্ত হয়ে ওঠে।

গাছের বয়স নির্ধারণ করা হয় কি ভাবে ?—গাছের গুঁড়ি আড়াআড়িভাবে কাটলে গুঁড়িতে কতগুলো চাকা চাকা দাগ দেখতে পাওয়া যাবে, যতগুলি চাকা তত হবে গাছের বয়স।

পেণ্টোজ কি ?—সুমিষ্ট ফলের রস থেকে প্রস্তুত যে-শর্করার (ফ্রুট সুগার) অণুতে পাঁচটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। এর প্রধান বিশেষত্ব হলো এ-শ্রেণীর শর্করা জলীয় দ্রব্যে গেঁজে ওঠে না।

'হাঁটু ঝাঁকানি' কি ধরনের ক্রিয়া ?—হাঁটুর নিচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘা দেওয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পা-টি সবেগে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠবে। এটি 'হাঁটু-ঝাঁকুনি' প্রতিবর্ত-ক্রিয়া।

দুধের ঘনত্ব মেপে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করার জন্য

কি যন্ত্র ব্যবহার করা হয় ?—ল্যাক্টোমিটার যন্ত্র।

জলের বাষ্পীভবনের লীন তাপের মান কতো ?—ক্যালোরি প্রতিগ্রাম ৫৪০।

র‍্যাডার যন্ত্রের আবিষ্কর্তার নাম কি ?—স্যার ওয়াটসন।

ফনা ও ফ্লোরার মধ্যে পার্থক্য কি ?—নির্দিষ্ট কোনো দেশের বা অঞ্চলের প্রাণী বৈচিত্র্য হলো ফনা, আর নির্দিষ্ট কোনো দেশের বা অঞ্চলের উদ্ভিদ বৈচিত্র হলো ফ্লোরা।

শীতঘুম কি ?—স্তন্যপায়ী প্রাণী বিশেষ করে সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীরা শীতের সময় এক নাগাড়ে ঘুম দেয়। এই অবস্থায় বিপাকক্রিয়া চলে খুব ধীরে এবং দেহের উষ্ণতাও কমে যায়।

সাধারণ পরিবেশের সঙ্গে গাছ-গাছালির সম্পর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় কিবলে ?—একোলজি বা পরিবেশ বিজ্ঞান।

হ্যামোফিলিয়া কি ?—এমন একটা অবস্থা যখন কিছুতেই রক্ত জমাট বাঁধতে চায় না। ফাইব্রিনের অভাবে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না।

সাইনাস কি ?—নাকের গর্তে যে স্থানে ধমনী দিয়ে রক্ত প্রবাহ হয় (মস্তিকের সঙ্গে যুক্ত) ও বায়ু প্রবাহ যায়-আসে তাকেই বলে সাইনাস। সাইনো-সাইটিস হলো এমন এক ধরনের প্রদাহ যা নাক, চিবুক ও কপালে অনুভূত হয়।

ল্যানোলিন কি ? এর ব্যবহার কি ধরনের ?—বিভিন্ন জীবজন্তুর বিশেষতঃ ভেড়ার লোম, বা পশম থেকে মোমের মত যে একরকম চর্বিজাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ পাওয়া যায় তাকেই বলে ল্যানোলিন। মলম ও প্রসাধন দ্রব্যে ব্যবহার করা হয়।

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পাখী কি ?—অসট্রিচ্! অস্ট্রিচ্ উড়তে পারে না আফ্রিকা ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ডানা খেলিয়ে চলতে পারে অস্ট্রিচ্। শত্রুকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বালিতে মাথা গুঁজে রাখে।

চার্লস ডারউইন কি জন্যে বিখ্যাত ?—চার্লস ডারুইন (১৮০৯-৮২) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওরিজিন অব দি স্পিসিস'-এ জীবজগতের বিবর্তনের কথা তথ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঐ বই বিখ্যাত।

ডিপথিরিয়া কি ?—গলার ভেতরের অসুখ। শিশুরা আক্রান্ত হলে ভয়াবহ। রোগটি হয়, করিনেব্যাকটিরিয়াম ডিপথেরিয়া (Corynebacterium diptheriæ) আক্রমণে জ্বর হয়, গলা ফোলে ও যন্ত্রণা হয় খুব বেশী।

টিটেনাস কি ভাবে হয় ?—ক্লসট্রিডিয়াম টিটেনি হলো একপ্রকার জীবাণু যার আক্রমণে টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার হয়। ধুলো বালি থেকে এই জীবাণু ক্ষতস্থানে প্রবেশ করলে এই রোগ দেখা যায়। এ. টি. এস. হলো এর টীকা বা প্রতিশোধক।

পিত্ত কি ?—অ্যাসিটাইল সেলিসিলিক অ্যাসিড নামক একটি রাসায়নিক যোগের সাধারণ নাম ; মাথা-ধরা ও সাধারণ ব্যথা- বেদনায় ওষুধ বহুল ব্যবহৃত। বিশেষ একটি উদ্ভিদজাত অ্যালকালয়েড পদার্থ।

প্রস্বেদন কি ?—বাষ্পীয় ভবন ছাড়াও গাছ-গাছালি থেকে আর একভাবে গাছ থেকে জলীয়বাষ্প নির্গত হয়ে যায়। উদ্ভিদের পাতায় যে স্টোমাটা থাকে তার মধ্যে দিয়ে এই জলীয় বাষ্প চলে যায়। একেই বলে প্রস্বেদন।

মানুষ ভয় পেলে কোন হরমোন নিঃসৃত হয় ? এর প্রতিক্রিয়া কি ?—অ্যাড্রিনালিন হরমোন ক্ষরিত হয়। পেটের এবং পায়ের চামড়ায় রক্তসঞ্চালন যেমন কম হয়, ততটা বেশী রক্ত প্রবাহিত হয় হৃদপিণ্ডে ফুসফুসে এবং ঐচ্ছিক পেশীতে।

গলগণ্ড রোগের কারণ কি ?—থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোনের নাম থাইরক্সিন। আয়োডিন থাকে এই থাইরক্সিন-এ ; এই আয়োডিনের অভাবেই থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে ওঠে। এটাই হলো গলগণ্ড।

অ্যালবিউমিন কি—অ্যালবিউমিন এক ধরনের প্রোটিন যা প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে পাওয়া যায়। এই প্রোটিনটি জলে গুলে যায়, গরম করলে ঘন হয়। এতে নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং গন্ধক আছে।

ইনসুলিন কি এবং দেহের কোথায় এটি উৎপন্ন হয় ?—প্যাংক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত হয় হরমোন, এবং এই হরমোনই হল ইনসুলিন। ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণকে সুস্থির স্তরে সীমিত রাখে।

মুখহ্বরের থেকে কানের অভ্যন্তরীণ অংশ পর্যন্ত যে টিউবটি সংযুক্ত রয়েছে তার নাম কি ?—ইউস্টাচিয়ান টিউব। অডিটরি টিউব বা অডিটরি ক্যানাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এটি কানের মধ্যিখান থেকে ন্যাসোফ্যারিংস পর্যন্ত

গিয়েছে। গলনালী এবং কানের মধ্যেকার বাতাসের চাপকে স্বাভাবিক রাখে।

মোটার নার্ভ ও সেন্সরী নার্ভের মধ্যে পার্থক্য কি ?—যে সব স্নায়ু সংবাদ বা অনুভূতি বহন করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সরবরাহ করে। তাদের বলে সেন্সরী নার্ভ (সংবেদী স্নায়ু)। আবার স্নায়ু কেন্দ্রের নির্দেশ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চারিত হয় যাদের সাহায্যে তাদের বলে মোটার নার্ভ (চেষ্টীয় স্নায়ু)।

এফিড্রিন কি ?—চীনদেশের এক প্রকার উদ্ভিদজাত অ্যাল কলয়েড ভেষজ পদার্থ। মাথায় ঠাণ্ডা লেগে বা হাঁপানি রোগে অনেক সময় রোগীর নাক ও গলদেশে যে অত্যধিক রক্ত ও শ্লেষ্মার সঞ্চার হয় তা হ্রাস করার জন্যে এবং হৃৎপিণ্ড সতেজ রাখতে ওষুধ হিসাবে এটা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ওড়বার সময় বাদুড়রা কিভাবে বাধা কাটিয়ে চলে ?—ওড়বার সময় বাদুড় ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্ম চিঁচিঁ শব্দ করে এবং এগুলি অতি-শব্দতরঙ্গে চলে। সামনে গাছপালা, ঘরবাড়ীতে সেই শব্দতরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে বাদুড়ের কানে এসে পোঁছায় এবং এই প্রতিধ্বনি পেয়ে দূরত্ব ও পথ নির্দেশ ঠিক করে নেয়।

পরের দেহ হতে পুষ্টিকর রস শোষণকারী জীবকে কি বলে ?—পরজীবী।

কোন ভাইটামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ হয় ?—ভাইটামিন B_1।

কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষ কি সম্ভব ?—সম্ভবনয়।

কেঁচোর শ্বসন অঙ্গ কি ?—দেহত্বক।

খাদ্যের প্রধান তিনটি উপাদান কি ?—শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থ।

পেপসিনের কাজ কি ?—প্রোটিনকে ভেঙ্গে পেপটোনে পরিণত করা।

অ্যালার্জী কি ?—কোনো-কোনো বস্তুবিশেষের প্রভাবে মানুষের দেহের স্বাভাবিক শরীরবৃত্তীয় ভারসাম্য বা সংবেদনশীলতার বিপর্যয়কে বলা যেতে পারে অ্যালার্জী (অ্যাণ্টিজেন—অ্যাণ্টিবডি প্রতিক্রিয়া এবং সাধারণ অর্থে বিপাকক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া)।

গ্লুকোজের মৌলিক উপাদান কি কি ?—কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

মাছের বুকের জোড়া-পাখনার কাজ কি—মাছকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে ও দিক পরিবর্তন করতে সাহায্য করা।

নোনা মাটিতে কি ধরনের গাছ জন্মায় ?—নারিকেল, সুপারী, সুন্দরী গরান প্রভৃতি।

সালোক-সংশ্লেষ কি ?—উদ্ভিদের সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল নামে এক ধরনের সূক্ষ্ম সবুজ কণিকা থাকে। এই ক্লোরোফিল সূর্যকিরণের প্রভাবে (ফোটোন কণা) বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদেরা পাতার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট খাদ্য প্রস্তুত করে তাকেই বলে সালোকসংশ্লেষ বা ফটোসিন্থেসিস।

শেওলা ও ছত্রাক দ্বারা গঠিত জীবদেহকে কি বলে ?—লাইকেন।

দুধ থেকে দই হয় কি ভাবে ?—দইয়ের জলে ল্যাকটো-ব্যাসিলি নামে এক ধরনের জীবাণু থাকে, এদের ক্রিয়ার ফলে দুগ্ধ শর্করা অর্থাৎ ল্যাকটোজেন ফার্মেণ্টেশন হয়, ফলে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং দুধ জমে যায়।

ঈস্টের অবাত শ্বসনের নাম কি ?—অ্যালকোহলিক ফারমেনটেশন।

দেহের মধ্যে কি উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিলে ডায়াবিটিস রোগ হয় ?—ইনসুলিন।

রিউম্যাটিসম্ কি ?—রিউম্যাটিসম্ কোনো বিশেষ একটি রোগ নয়। এটি সংযুক্ত কলায় (টিস্যু) দেখা যায়। এতে পেশী সংযোগস্থল ফুলে ওঠে, শক্ত হয় ও যন্ত্রণা হয়। রিলম্যাটিক জ্বর, রিউম্যাটয়িড আর্থারাইটিস ইত্যাদি রিউম্যাটিসম্এর অন্তর্গত।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎকায়, ওজনে ভারী স্তন্যপায়ী প্রাণীটির নাম কি ?—ব্লু বা নীল তিমি। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম প্রাণী। লম্বায় ২৬ মিটার (গড়ে) এবং ১০০ টনের মত ওজন। সবচেয়ে বড় যে তিমি পাওয়া গিয়েছে তা লম্বায় ৩৩·৫৮ মিটার এবং ওজনে ১৯৩·৭ টন। বাচ্চা হবার সময় তিমির ওজন ২০০ টনে পোঁছায়।

প্রোটীনের অভাব হলে কি হয় ?—মানুষের যকৃতে উৎপন্ন সবুজাভ হলদে জৈব রস, যা অন্ত্রে গিয়ে খাদ্যের চর্বি জাতীয় উপাদানকে ভেঙ্গে সূক্ষ্ম কণিকায় পরিণত করে তাকে জীর্ণ হতে সাহায্য করে। কোনো জৈবিক ক্রিয়ার

গোলাযোগে এই পিত্ত-রস রক্তে মিশলে জণ্ডিস বা কামলা রোগ হয়ে থাকে।

ভ্যাকসিনেশন কি এবং কে আবিষ্কার করেছিলেন ?—টীকা দিয়ে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যার সাহায্যে রোগের আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এডওয়ার্ড জেনার (বৃটেন) ১৭৯৬ সালে এটি আবিষ্কার করেন। বসন্ত রোগের আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার জন্যই এই টিকার ব্যবস্থা।

বেলের কাঁটা ও ঝুমকোলতার আকর্ষ কি ধরনের অঙ্গ ?—জীবের সহজাত ধর্ম আত্মরক্ষা করা। বেলের কাক্ষিক-মুকুল শাখা কণ্টকে পরিণত হয় আক্রমণ থেকে একমাত্র আত্মরক্ষার জন্য। ঝুমকোলতা আকর্ষের (টেনড্রিল) সাহায্যে আলো ও বায়ুর সন্ধানে ওপরে উঠতে চায়।

পিত্তাশয়ের কাজ কি ?—যকৃৎ-সংলগ্ন এই পিত্তাশয় থেকে নিঃসৃত সবুজ বর্ণের পিত্তরস খাদ্যের তৈলাক্ত অংশ পরিপাকে সাহায্য করে। এই পিত্তরস লিভারের নিম্নাংশে সংলগ্ন যে থলিতে সঞ্চিত হয়ে থাকে তাকে শরীরবৃত্তে বলা হয় পিত্তাশয় (গলব্লাডার)।

কোলেস্টেরল কি ?—প্রাণীদেহের সকল কোষে বিশেষতঃ স্নায়ুকোষে সঞ্চিত একপ্রকার জৈব পদার্থ, যা দেহের চর্বি ও তৈল জাতীয় পদার্থের নিয়ন্ত্রণে ও হর্মোন গঠনে সাহায্য করে। এর আধিক্যে রক্ত ঘনীভূত হয়ে সঞ্চালন ব্যাহত হয় এবং হৃদ্‌রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক্লোরোমাইসিটিন কি এবং এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ কেন ?—ছত্রাক জাতীয়এক প্রকারজৈব পদার্থ থেকে সিঃসৃত জীবাণু প্রতিরোধক পদার্থ টাইফয়েড রোগে এটি বিশেষ ফলপ্রদ। এই ছত্রাক আজকাল কৃত্রিম পরিবেশে রসায়নাগারেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হচ্ছে।

দুটি উপকারী ছত্রাকের নাম কর ?—পেনিসিলিয়াম ও ঈষ্ট।

পাট শিল্পে ব্যবহৃত হয় এমন একটি ব্যাকটিরিয়ার নাম কি ?—ক্লসট্রিডিয়ম।

মানুষের ঘনবসতি থেকে সবুজ ঘাস ও গাছপালাগুলিকে যখন আমরা অপসারিত করি তখন আমাদের যে সকল ক্ষতি হয় তার দুইটির নাম কর ?—দূষিত কার্বন ডাই অক্সাইডের শোষনের পরিমান হ্রাস ও অক্সিজেন উৎপাদনের উৎস বিনিষ্ট।

সর্বাপেক্ষা সরল প্রোটিনের নাম ?—গ্লাইসিন।

স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্কের বৃহত্তম ও প্রধানতম অংশটির নাম কি ?—গুরু-মস্তিষ্ক।

ফ্যাট পরিপাকের ফলে কি কি উৎপন্ন হয় ?—ফ্যাটি-অ্যাসিড ও গ্লিসারিন।

মৌমাছি যে উপাদনের সাহায্যে চাক তৈরী করে তার নাম কি ?—মোম।

হৃৎপিণ্ড যে থলির মধ্যের অবস্থান করে তার নাম কি ?—পেরিকার্ডিয়াম।

চোখের জলের জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে কি ?—আছে।

ধমনীর প্রাকারে রক্তের পার্শ্বচাপকে কি বলে !—রক্তপ্রেষ।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্তের রং লাল কেন ?—লৌহঘটিত হিমোগ্লোবিন নামক যজ্ঞক পদার্থের জন্য।

সুষুম্নাকাণ্ড নিরেট না ফাঁপা ?—ফাঁপা।

ভাইটামিন 'C'-র অন্য নাম কি ?—অ্যাসকরবিক অ্যাসিড।

বাঁশগাছ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ কি ?—হ্যাঁ।

কনজাংটি ভাইটিস ভাইরাস ঘটিত রোগ না ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগ ?—ভাইরাস ঘটিত রোগ।

সাপ কি করে চলাফেরা করে ?—সাপের দেহের তলার দিকে পাতলা প্লেটের মত অঙ্গ পর পর সাজানো থাকে। প্রতিটি প্লেটের সাথে এক জোড়া রিব্ লাগানো থাকে যেটা অনেকটা পায়ের পাতার মত কাজ করে। পেশী সঞ্চালনের সাহায্যে এই প্লেট ও রিবের সাহায্যে সাপ নাড়াচড়া ও গমন করে।

গাজরের মূলে কি পাওয়া যায় ?—ক্যারোটিন।

মানুষের হৃদপিণ্ডে কি কি থাকে ?—দুইটি নিলয়, দুইটি অলিন্দ।

কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীরা অতি স্বল্পালোকেও দেখতে পায় কি করে ?—এদের অক্ষিপটে 'রড' কোষের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। রড্ কোষ মৃদু আলোয় বা অন্ধকার বর্ণ বোধ হীন অনুভূতি সৃষ্টি করে বলে এইসব প্রাণী অন্ধকারে দেখতে পায়।

উপক্ষার কি ?—উদ্ভিদ দেহে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব বর্জ্য পদার্থ।

নিকোটিন কি?—একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ C_{10} H_{1} N_{1} বর্ণহীন, বিষাক্ত ও তৈলাক্ততরল পদার্থ সাধারণতঃ তামাকের পাতা থেকে নিষ্কাশিত একপ্রকার অ্যালকালয়েড। কীটপতঙ্গ নাশক বিষাক্ত পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসমা কি?—অ্যাসমা প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ নয়। এটি শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট। শৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রবাহ বা স্ফীতি অথবা শ্বাসনালী থেকে ফুসফুস পর্যন্ত যে টিউব আছে তার সঙ্কোচনেও এটি ঘটতে পারে। হাঁচি, কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টই হলো অ্যাসমার লক্ষণ। তবে চিকিৎসাবিদ্যায় ব্রঙ্কিয়াল, কার্ডিয়াক অ্যাসমা প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

ইলেকট্রোথেরাপি কি?—মানসিক রোগের বিশেষ বৈদ্যুতিক চিকিৎসাপদ্ধতি। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থায় মৃদু তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে মাংসপেশীর বিক্ষেপ সৃষ্টি করে, কখনো কখনো বা রোগীর চেতনা বিলুপ্তি ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রকার মনোবিকার সৃষ্টিকারী বিকল মস্তিষ্ক-স্নায়ুগুলোকে ক্রমে স্বাভাবিক করে তোলা হয়।

দেহের পুষ্টি বলতে কি বোঝায়?—পেট ভরে খেলেই দেহের পুষ্টি হয় না। তবে পুষ্টির বাহক হলো খাদ্য। সুতরাং খাদ্য এমন হওয়া চাই যাতে দেহের বৃদ্ধি, গঠন, ক্ষয়পূরণ এবং কর্ম ও মননশক্তির বিকাশ হতে পারে। সাধারণভাবে আমরা যেসব খাদ্য খাই তাতে পুষ্টি উপাদান থাকে পাঁচ রকম। আর থাকে জল। (১) শর্করা (২) স্নেহপদার্থ (৩) প্রোটিন (৪) খনিজ পদার্থ (৫) ভিটামিন।

প্লাষ্টিক সারজারি বলতে কি বোঝায়?—যে বিশেষ ধরনের চিকিৎসা ও অস্ত্রাপচারের সাহায্যে দেহের কোনো স্বাভাবিক, বা বিকৃত অঙ্গ স্বাভাবিক ও সুগঠিত করা হয়। এর জন্যে কোনো প্লাষ্টিক পদার্থ জোড়া হয় না। বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেহের অপর কোনো অংশের সুস্থ ও সজীব মাংসপেশী ও চামড়া নিয়ে সংযোজিত হয়ে থাকে।

ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ. কি?—দেহকোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। নিউক্লিক অ্যাসিড দু-ধরনের (১) ডি-অক্সি-রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (D. N. A.) (২) রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (R. N. A.)। ডি. এন. এ. বংশ গতির প্রধান উপাদান। আর. এন. এ. কয়েক প্রকার উদ্ভিদ ভাইরাসের বংশগতি নিয়ন্ত্রণে বা বহনে সক্রিয় অংশ নেয়।

অ্যান্টিবডি কি? অ্যান্টিবডি কিভাবে কাজ করে?—বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক উপায়স্বরূপ জীবের রক্তে কোন রোগ বীজাণু ঢুকলে স্বভাবতই যে সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। রক্তে প্রবিষ্ট জীবাণুরা এদের প্রভাবে বিনষ্ট হয়, অথবা এদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় সেই জীবাণু নিঃসৃত বিষরস নির্বিষ হয়ে যায়।

রক্তচাপ পরীক্ষাকারী যন্ত্রটির নাম কি?—স্ফিগমোম্যা-নোমিটার।

হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সাধারণতঃ দূরে যায় কি ভাবে?—ধমনীর মাধ্যমে।

প্রোটিন পাচনে উৎপন্ন পদার্থের নাম কি?—অ্যামাইনো এসিড।

রেটিনা কি?—চক্ষু গোলকের পেছনে যে পর্দার গায়ে বিভিন্ন স্নায়ু এসে মিলিত হয়েছে সেই পদার্থটি হলো রেটিনা। স্নায়ুগুলো মস্তিষ্ক থেকে এসেছে এবং প্রান্তভাগ রেটিনার সঙ্গে যুক্ত। আলোকপাতেসূক্ষ্ম স্নায়ুর রেটিনা সংলগ্ন প্রান্তগুলো উত্তেজিত হলে তা আবার মস্তিষ্কের কেন্দ্রে চলে যায়, চোখে ফুটে ওঠে বহু চিত্র।

স্যাকারিন কি? কিভাবে এই পদার্থটি তৈরী হয়?—সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ অত্যধিক মিষ্ট স্বাদযুক্ত। জলে কিছুটা দ্রবণীয়। (স্যাকার—সুমিষ্ট। চিনির চেয়ে ৫৫০ গুণ মিষ্টি। কোলটার থেকে পাওয়া যায় টলুইন, আবার বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই টলুইন থেকে পাওয়া যায় স্যাকারিন।

সেলুলোজ কি?—উদ্ভিদের দেহকোষ প্রধানতঃ যে জৈব পদার্থে গঠিত তাকেই বলে সেলুলোজ। এটি হলো বিভিন্ন উদ্ভিজ্জতন্তুর মূল রাসায়নিক উপাদান কাঠের মণ্ড বা গুঁড়ো, তুলো বা বিভিন্ন উদ্ভিজ আঁশ এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজ। কাগজ প্লাষ্টিক, রেয়ন, বিস্ফোরক পদার্থ (নাইট্রোসেলুলোজ) প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিষের উৎপাদন শিল্পে সেলুলোক হলো মূল উপাদান।

হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথির মধ্যে পার্থক্য কি?—অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় ঔষধের ক্রিয়ায় জীবদেহে যে সব লক্ষণ পাওয়া যায় তার বিপরীতযুক্ত লক্ষণ রোগে ঐ ঔষধের প্রয়োগ। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ঔষধ ক্রিয়ায় জীবদেহে যে লক্ষণ পাওয়া যায় সেই লক্ষণযুক্ত রোগে ঐ ঔষধ কার্যকর হয়।

হাইড্রা কি?—ক্ষুদ্র নলাকৃতি সূক্ষ্ম জলজ প্রাণী।

শোঁয়া নিয়ে এগুলো লম্বায় প্রায় আধ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। মুখের কাছে ৬টি থেকে ৮টি শোঁয়ার মত অঙ্গ থাকে। ওই শোঁয়াগুলোর সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট টেনে এনে মুখে পোরে। এদের দেহাংশের স্থানে স্থানে অদ্ভুত গুটিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে এদের বংশ বৃদ্ধি ঘটায়। অবশ্য জনন প্রক্রিয়ায় শিশু হাইড্রার জন্মও হয়।

ইলিউশান ও হ্যালুসিনেশন'র মধ্যে পার্থক্য কি ? —'ইলিউশন' ও 'হ্যালুসিনেশন'—দুইই উপলব্ধির গোলমাল। 'ইলিউশনে'র বেলায় উপলব্ধির মূলে উদ্দীপক আছে ; হ্যালুসিনেশনের বেলায় ইন্দ্রিয় প্রান্তকে উত্তেজিত বা উদ্দীপ্ত করার কোনো বস্তু নেই—উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষের কোনো মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে 'হ্যালুসিনেশনে'র রোগীর কাছে উপলব্ধি কখনও ভ্রান্ত বলে মনে হয় না।

অ্যান্টিবাইওটিক কি ?—বিভিন্ন শ্রেণীর অণুবীক্ষণিক ছত্রাক, বা জীবাণুরা যে সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে ; যার প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ রোগ জীবাণু ধ্বংস হয় বা তাদের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। জীবাণু-ঘটিত বিভিন্ন রোগে এই ধরনের বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ কার্যকরী ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পেনিসিলিন ষ্ট্রেপট্যোমাইসিন প্রভৃতি অনেকরকম অ্যান্টি-বায়োটিক (প্রতিষেধক) ঔষধ আবিষ্কৃত ও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয়েছে।

আই. কিউ. কি ?—বুদ্ধির মনোবয়স ঠিক করাই হলো আই. কিউ-এর কাজ। সূত্রটি হলো : বুদ্ধি অঙ্ক

$$(\text{আই. কিউ} = \frac{\text{মনোবয়স}}{\text{জন্মবয়স}} \times ১০০ \text{। মনোবয়স}$$

ঠিক করার জন্যে অবশ্য বিভিন্ন বয়সের জন্য প্রশ্নগুচ্ছ তৈরী করা হয় যা ঐ নির্দিষ্ট বয়সের বুদ্ধির মাপকাঠি।

কেমোথেরাপি কি ধরনের চিকিৎসা ?—বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করলে যে-সব রোগের বাড়ন্ত অবস্থাকে হ্রাস করে কিম্বা সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করতে পারে—তাকেই বলে কেমোথেরাপি এতে দেহের সজীব কলার কোনো ক্ষতি হয় না। কেমোথেরাপি ওষুধ কেবল জীবানু-নাশের কাজ করে।

ক্যান্থারাইডিন কি ?—এক প্রকার কীটের দেহ-নিঃসৃত ভেষজ গুণ-সম্পন্ন জৈব পদার্থ বিশেষ। কেশ-বর্ধক গুণের জন্যে সচরাচর কেশ তৈলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গায়ের চামড়া রাঙন করতেও এদের ব্যবহার হয়। স্পেনেই এ-ধরনের কীট দেখতে পাওয়া যায়। লম্বায় এরা প্রায় আধ ইঞ্চির মত হয়ে থাকে।

ক্লোরোফিল কি ?—উদ্ভিদের পাতায় সবুজ বর্ণের অতিসূক্ষ্ম এক ধরনের সবুজকণা থাকে। এই কণাগুলো বলে ক্লোরোফিল। সূর্যকিরণের মাধ্যমে (ফোটান কণা) উদ্ভিদ এই ক্লোরোফিল-এর সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করে এবং বায়ুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে।

করোনারি থ্রম্বোসিস কি ?—হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলাচলের জন্যে তার দুদিকে দুটো রক্তবহা নালি আছে। হৃৎপিন্ডের ঐ নালিপথের কোথাও রক্ত জমাট বেঁধে রক্তের সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গিয়ে রোগীর মৃত্যু হয়। এটাই হলো করোনারি থ্রম্বোসিস।

প্রোটোজোয়া ও মেটোজোয়ার পার্থক্য কি ?—আদি প্রাণী হিসাবে এদের দেহে একটি কোষ আছে। কেবলমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এই এক কোষী প্রাণীদের বলে প্রোটোজোয়া। যেমন, অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম।

যে সব প্রাণীদের দেহ বহুকোষেব সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তাঁদের বলে মেটাজোয়া।

বিপাক ক্রিয়া কি ?—জীবের দেহের অভ্যন্তরে যে-সব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন ভুক্ত পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে নতুন-নতুন পদার্থের উৎপত্তি ঘটায় এবং তার ফলে জীব-দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধিত হয়। এই ক্রিয়াকে বলে বিপাক ক্রিয়া (মেটাবলিজ়ম)। বিপাক ক্রিয়ায় দুটি অংশ (১) চিতি (অ্যানাবলিজমে) (২) অপচিতি (ক্যাটাবলিজম)।

অ্যাডিসনস্ ডিসিজ কি ?—অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স থেকে কম পরিমাণে অ্যাল্-ডস্টারোন এবং কর্টিসোল ক্ষরণ হলে নানা ধরনের রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। রক্তের নিম্ন চাপ, রক্তাল্পতা, দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দেয় ও গায়ের চামড়ায় তামাটে ধরনের ছোপ পড়ে। ইংরেজ চিকিৎসক টমাস অ্যাডিসন (১৭৯৩—১৮৬০)-এর নামে নামকরণ হয় এই রোগটির।

এন্ডেমিক ডিজিজ ও এপিডেমিক ডিজিজের মধ্যে পার্থক্য কি ?—এন্ডেমিক ডিজিজ হলো আঞ্চলিক রোগ। পৃথিবীর বিশেষ কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সাধারণতঃ যে রোগের প্রাদুর্ভাব সারা বছর ধরে দেখা যায়। যেমন,

আমাশয় ভারতের একটা এনডেমিক রোগ, কিন্তু ইংলণ্ডের নয়। এপিডেমিক ডিজিজ হলো সংক্রামক ব্যাধি যা যে-কোনো সময় এলাকা জুড়ে প্রাদুর্ভাব হয়। যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা-বসন্ত ইত্যাদি।

রাইজোবিয়াম ব্যাক্‌টিরিয়া কি পরিমাণ বাতাসের নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে?—জমির উর্বরতা শক্তি বাড়াতে নাইট্রোজেনঘটিত জৈব যৌগ বৃদ্ধিতে যে সব ব্যাকটিরিয়া বিশেষ ভূমিকা নেয় তারা হলো ঃ রাইজোবিয়াম ক্লস্টেরিডিয়াম, নাইট্রোমোনাস ইত্যাদি। রাইবোজিয়াম ব্যাকটিরিয়া শতকরা ৮০ ভাগ নাইট্রোজেনকে নিজদেহে গ্রহণ করতে পারে। এই ব্যাকটিরিয়া মটর, ছোলা, মুসুর, শিম, হিঞে প্রভৃতি শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে থাকে।

সম্মোহন বিদ্যা কি?—সম্মোহন হলো ঘুমেরই রকমফের, নিদ্রা ও জাগরণের অন্তবর্তী অবস্থা কৃত্রিম পদ্ধতিতে নরনারী যেভাবে সম্মোহিত হয় তাতে সম্মোহকের বিশেষ ভূমিকা আছে। সম্মোহক-সম্মোহিতের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চিকিৎসাবিদ্যায় সম্মোহনের পদ্ধতি চালু আছে। সম্মোহন পদ্ধতির বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিকেই বলে সম্মোহন বিদ্যা।

কোষের মধ্যে কি কি পদার্থ থাকে?—একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোষে থাকে ঃ (ক) (১) প্রোটোপ্লাজম (২) নিউক্লিয়াস (৩) সাইটোপ্লাজম (৪) প্লাষ্টিড, (৫) ভ্যাকুওল। উদ্ভিদকোষ নির্জীব কঠিন আবরন দিয়ে সীমাবদ্ধ। (খ) একটি আদর্শ প্রাণীকোষে থাকে (১) প্রোটোপ্লাজম (২) নিউক্লিয়াস (৩) সাইটোপ্লাজম (৪) নিউক্লিওলাস (৫) প্লাস্টিড (৬) ভ্যাকুওল (৭) মাইটোকণ্ড্রিয়া (৮) মাটো-প্লাজম ( ) সেণ্ট্রাজোম (১০) গলজি বডিস (১১) সেণ্ট্রিওল (১২) অ্যাসটার। প্রাণীকোষে উদ্ভিদকোষের মতো নির্জীব পদার্থ নেই।

অ্যানজাইমা পেকটরিন কি?—হৃদ্‌পিণ্ডের করোনারি ধমনীতে এক ধরনের অসুখ। অত্যধিক চাপ, অতিরিক্ত আহার বা ঠাণ্ডায় এক ধরনের যন্ত্রণা। বুকের হাড়ের পিছন দিক থেকে এই যন্ত্রণা। ঘাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি বুকের দুদিক পর্যন্ত এটি থাকে, তাছাড়া বাঁ হাত এবং উদরের ওপর পর্যন্ত এই যন্ত্রণা অনুভূত হয়। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। তবে অজীর্ণতার জন্যে বুকের কাছে তীব্র যন্ত্রণা হতে পারে। কিন্তু এটি হৃদয় যন্ত্রের কোনো রোগ নয়। তবে হৃদপিণ্ডের পেশীতে যা যন্ত্রণা হয় তা রক্ত সঞ্চালনের অল্পতার জন্যে। অ্যানজাইন্যাল যন্ত্রণা কিন্তু বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রোগ।

ঈষ্ট কি? ঈষ্ট-এর দ্বারা কি ধরনের কাজ হয়?—ঈষ্ট হলো ছত্রাক জাতীয় এক রকম এককোষী উদ্ভিদ। কোরকোদ্গম পদ্ধতিতে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। এর সাহায্যে বিভিন্ন জৈব পদার্থকে গাঁজিয়ে তোলা যায়। পাঁউরুটি নরম ও ফাঁপা করবার জন্যে ময়দার সঙ্গে অনেক সময় ঈষ্ট মিশিয়ে দেওয়া হয়। চিনির রস ঈষ্ট দিয়ে গাঁজিয়ে মদ তৈরী করা হয়। ঈষ্টে বিভিন্ন রকম এনজাইম থাকে যাদের প্রভাবে কার্বোহাইড্রেট পদার্থ এই ধরনের বিভিন্ন রাসায়নিক রূপান্তর সম্ভব হয়ে থাকে।

ভিটামিন ও এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য কি?—ভিটামিন হলো খাদ্য প্রাণ। যে সমস্ত খাদ্যের মধ্যে এমন কিছু প্রাণ পদার্থ থাকে যা খাদ্যকে আত্মস্থ হতে সাহায্য করে এবং এটির অভাবে সেই মূল উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হয়।

যে জৈব বস্তু জীবকোষ থেকে ক্ষরণ হয়ে খুব অল্প পরিমাণে অনুঘটকরূপে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সম্পন্ন করতে ত্বরান্বিত করে, কিন্তু বিক্রিয়ার শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে, তাকে বলে এনজাইম। উৎসেচক মাত্রেই প্রকৃতিতে প্রোটীন জাতীয় বস্তু। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার বিপাকীয় কাজ সম্পন্ন করতে বিভিন্ন রকমের উৎসেচক প্রয়োজন হয়।

ভিটামিনেরও কাজ হলো অনুঘটক হিসাবে শক্তির বিকাশ এনজাইমগুলোকে সক্রিয় রাখা, বিভিন্ন খাদ্যবস্তু ও টিস্যুর বিপাক ক্রিয়ায় অপরিহার্য অংশ নেওয়া।

আকুপাংচার কি?—চীনের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র। এই শাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের শরীরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হচ্ছে "ছি" বা জীবনীশক্তি। এই জীবনীশক্তির প্রবাহ নির্ধারণ করে শরীরের দুই বিপরীতমুখী শক্তি 'ইয়াং' এবং 'ইন'। কোনো কারণে 'ইয়াং' ও 'ইন্'-এর মধ্যে সমতা নষ্ট হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। মানুষের শরীরের কয়েকটি রেখা বরাবর 'ছি' প্রবাহিত হয়। আকুপাংচারের কাজ হলো—প্রয়োজন অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন বিন্দুতে সুঁচ (বিশেষ ধরনে ও উপাদানে নির্মিত) ফুটিয়ে 'ছি'-এর প্রবাহে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা।

সর্দিকাশি, হাঁপানি, বিভিন্ন ধরনের গেঁটেবাত পোলিও,

পক্ষাঘাত ও অন্যান্য স্নায়বিক রোগ ও অ্যানেস্থিশিয়ায় আকুপাংচার চিকিৎসা করা হয়।

'জন্মিলে মরিতে হবে'—কথাটি কি সকল জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?—প্রাণীর জনন একটি অতি প্রয়োজনীয় ধর্ম জীব মাত্রেই মৃত্যু আছে। জীবেরা নিজের জাতি বা বংশকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে বংশ বৃদ্ধি করে। মরণে যে শূন্যতা আসে, নতুন জীবের আবির্ভাবে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হয়। তবে উন্নত প্রাণীরা যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে বলেই তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী কিন্তু নিম্নতম প্রাণীরা অযৌন জননের মাধ্যমে নিজেদের বিস্তার ঘটায়। এই জনন প্রক্রিয়ায় একটি জীব থেকে অনুরূপ একটি জীব উৎপন্ন হয়—এতে দুটি কোষের মিলনের প্রয়োজন হয় না এই অযৌন প্রক্রিয়ায় অ্যামিবা, হাইড্রোপ্লানেরিয়া ইত্যাদি নিজেদের বিভাজিত করে চলে। এক হিসেবে এদের মৃত্যু নেই। কেননা মাতৃকোষ আর অপত্যকোষ এ বিভক্ত হলেও এদের কোনটিই মরে না, এরা ক্রমান্বয়ে নিজেদের বিভাজিত করে চলে।

মাইটোসিস ও মাইওসিস্ এর মধ্যে পার্থক্য কি ?—কোষ-বিভাজন পদ্ধতি দু-রকমের : (১) মাইটোসিস (২) মেয়োসিস। একটি কোষের মধ্যে যে নিউক্লিয়াস তার মধ্যে সুতোর মত যে পদার্থগুলো থাকে তাকে বলে ক্রোমোজোম। প্রত্যেক প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং জোড়-সংখ্যক। মানুষের ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম আছে। কোষ বিভাজন হলে দেখা যায় যে (অর্থাৎ একটি থেকে দুটি) প্রত্যেক কোষেই ঐ জোড়সংখ্যার নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম ঠিক বজায় থাকছে। এই কোষ বিভাজনকে বলে মাইটোসিস্। যৌন-জননের ক্ষেত্রেই মেয়োসিস্ পদ্ধতি দেখা যায়। এই কোষ বিভাজন নিউক্লিয়সের মধ্যেকার ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক থাকে (২৩টি)। স্ত্রী-জনন কোষ যখন পংজনন কোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে অপত্য-কোষ সৃষ্টি করে তাতে আবার ক্রোমোজোম সংখ্যা পূর্ণ-সংখ্যা পেয়ে যায়। মাইটোসিস্ ও মেয়োসিস্ পদ্ধতির বিভাজনে প্রস্তুতি পর্ব থেকে বিভিন্ন পর্ব দেখা যায়।

স্নায়ুতন্ত্র কি ?—টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মত এই স্নায়ুতন্ত্র। এই স্নায়ুতন্ত্র স্নায়ুকলা দিয়ে তৈরী। স্নায়ুকলা প্রধানতঃ স্নায়ুকোষ বা নিউরোন দিয়ে গঠিত। স্নায়ুতন্ত্রকে সাধারণতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা হয় : (১) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র—মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড (স্পাইন্যাল কর্ড) নিয়ে গঠিত। (২) বহিঃ স্নায়ুতন্ত্র (পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম)—কেবলমাত্র স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ে গঠিত। কাজ করার ধরন অনুযায়ী স্নায়ু দু প্রকার : (১) সংবেদী (সেন্সরি বা অ্যাফারেণ্ট স্নায়ু) এইসব স্নায়ু সংবাদ বা অনুভূতি বহন করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সরবরাহ করে। এই কারণে একে অন্তর্বাহী স্নায়ু বলে। (২) চেষ্টীয় (মোটর বা এফারেণ্ট) স্নায়ু—এরা স্নায়ুকেন্দ্রের বিভিন্ন নির্দেশ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত করে। এদের বলে বহির্বাহি স্নায়ু। কিছু স্নায়ু অনুভূতি বহন করে এবং এদের প্রতিক্রিয়া ফিরিয়ে আনে বলে এদের মিশ্র স্নায়ু বলে।

সাপেক্ষ-পরাবর্ত কাকে বলে ?—বহিঃস্থ কোনো উত্তেজকের প্রভাবে জীবদেহের যে প্রতিক্রিয়া স্বতঃই প্রকাশ পায় তাকে বলে রিফ্লেক্স বা স্বাভাবিক জৈব প্রতিক্রিয়া। সামনে খাদ্য দেখলে ক্ষুধার্তের জিবে জল আসে, লালা রস ঝরে। এই খাদ্যবস্তু হলো উত্তেজক, আর রিফ্লেক্স হলো লালা নিঃসরণ। বিশেষ শিক্ষা বা অভ্যাসের ফলে এরূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় কার্য-কারণ সম্বন্ধ বদলে গেলেও জীবদেহে যে প্রক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় তাকে বলে কনডিসনড রিফ্লেক্স বা সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (শর্তাধীন প্রতিক্রিয়াও বলে)। একটি ক্ষুধিত কুকুর-কে খাদ্য পরিবেশনের সময়ে প্রতিবারেই যদি ঘণ্টাধ্বনি করা হয়, তাহলে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য দেখলে কুকুরের জিবে জল আসবে। কিছু দিন অভ্যস্ত হলে (ঘণ্টাধ্বনি শুনলে) খাদ্য না দিয়ে শুধু ঘণ্টাধ্বনি দিলেই কুকুরের জীবে জল আসবে। খাদ্যের গন্ধে বা দর্শনে লালা আসে, এই স্বাভাবিক রিফ্লেক্সের পরিবর্তে কন্ডিসন্ রিফ্লেক্স হলো ঘণ্টাধ্বনির পরোক্ষ প্রভাবে লালা নিঃসরণ। এই গবেষণার সূত্রপাত করেন রুশ বিজ্ঞানী প্যাভলভ।

ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?—অতি সূক্ষ্ম রোগ জীবাণু। একমাত্র ইলেকট্রোন মাইক্রোসকোপে এই রোগজীবাণু দেখা সম্ভব। ওই শ্রেণীর জীবাণুরা অপর কোনো জৈব পদার্থ আশ্রয় না করেও বেঁচে থাকতে বা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। এই ধরনেব জীবাণুদেরই বলে ভাইরাস। এদের দেহের কোষ প্রাচীর সাইটোপ্লাজম এবং কোনো সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে না। প্রোটীন জাতীয়

পদার্থের দ্বারা নির্মিত দেহের আবরণের মধ্যে থাকে বংশগতির মাধ্যম, নিউক্লিক অ্যাসিড। ইষ্টকাকার, দণ্ডাকার, গোলাকার ও ব্যাঙাচি আকার ভাইরাস দেখতে পাওয়া যায়। ভাইরাস যেমন উদ্ভিদের ক্ষতি করে তেমনি প্রাণীদেরও ক্ষতিসাধন করে। মানুষের ভাইরাস জনিত রোগের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত, মাম্পস, ডেঙ্গু, পোলিও, এনকেফ্যালাইটিস ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য কিছু ভাইরাস (ব্যাকটিরিওফাজ) মানুষের উপকারী বন্ধু হিসাবে কাজ করে।

ব্যাকটিরিয়া বিশেষ এক শ্রেণীর আণুবীক্ষণিক জীবাণু ; অতিসূক্ষ্ম এককোষী প্রোটোপ্লাজম কণিকাবিশেষ। মাইক্রোব জার্ম, ব্যাসিলি প্রভৃতি সবই সাধারণভাবে ব্যাকটিরিয়া নামে অভিহিত হয়। ব্যাকটিরিয়া অতিক্ষুদ্র ক্লোরোফিল বিহীন এককোষী উদ্ভিদ, এদের দেহকোষ শক্তপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। কোষের প্রোটোপ্লাজম দানাময়, স্নেহপদার্থ গ্লাইকোজেন, আর. এন. এ. এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তুর দ্বারা গঠিত। কিন্তু বংশগতির মাধ্যমরূপে ডি. এন. এ. ঘনীভূত অবস্থায় থাকে, ব্যাকটিরিয়াদের আকার বিভিন্ন : (১) গোলাকারগুলো কক্কাই, (২) দণ্ডকার-গুলো ব্যাসিলি (৩) সর্পিলাকারগুলো স্পাইরিলীম (৪) এবং কমার মত। অনেক ব্যাকটিরিয়া সংক্রামক রোগের সৃষ্টি করে (যক্ষা, এসিয়াটিক কলেরা ইত্যাদি) তবে অনেক উপকারী ব্যাকটিরিয়াও আছে। মাটির মধ্যেকার ব্যাকটিরিয়া গাছের খাদ্য গ্রহণে সাহায্য করে। এরা প্রচণ্ড তাপ ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জলস্থল অন্তরীক্ষে সর্বত্র বিদ্যমান।

খাদ্যের কাজ কি ?—বর্তমান খাদ্যসংকটে প্রত্যেকেরই উচিত বিচার বিবেচনা করিয়া খাদ্য নির্বাচন করা। খাদ্যের কাজ প্রধানতঃ দুই প্রকার :—দেহগঠন করা এবং দেহের তাপ ও শক্তি যোগান।

খাদ্যের পুষ্টির উপাদান কি ?—খাদ্যের মধ্যে কতক-গুলি রাসায়নিক পদার্থ আছে ঐ পদার্থগুলি দেহের পক্ষে অপরিহার্য। উহারাই উপরোক্ত ক্রিয়াগুলি করে। পদার্থ গুলির নাম :—

(১) আমিষ বা প্রোটিন কি ?—(Proteins)—প্রথম দেহগঠনকারী উপাদান।

প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন—প্রাণী হইতে পাওয়া যায়। যথা —মাংস, মাছ, ডিম, দুধ প্রভৃতি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন—উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়। যথা—সোয়াবিন, সকল প্রকারের ডাল।

(২) শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেট কি ?—(Carbohydrates)—দেহে জ্বালানির কাজ করে। সুতরাং তাপ ও শক্তির প্রধান উৎস। প্রোটিনও এ-বিষয়ে কিছুটা সাহায্য করে। প্রধানত চাল, চিনি, আলু ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

স্নেহপদার্থ বা ফ্যাট কি ? (Fats)—তৈলজাতীয় উপাদান, যাহা চর্বি আকারে প্রাণিদেহে বর্তমান। জ্বালানি হিসাবে কার্বোহাইড্রেটের পরেই ইহার স্থান।

প্রধানত চর্বিজাতীয় খাদ্য যেমন ঘি, জীবজন্তুর চর্বি, তেল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

ধাতব পদার্থ কি ? (Minerals) ও ভিটামিন (Vitamins) ?—দেহের ভিতরকার যন্ত্রগুলিকে ক্রিয়াশীল রাখাই ইহাদের প্রধান কাজ।

প্রত্যেক খাদ্যের মধ্যে কিছু কিছু থাকে। তবে শাক-সব্জীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

কি কি উপাদান কোন খাদ্যে কতটা চাই ?—দেহগঠন এবং দেহতাপ তথা শক্তির উৎপাদন—এই দুইটি হইল খাদ্যের প্রধান কার্য। যেহেতু তাপ-উৎপাদন ও তাপ রক্ষা না হইলে দেহ টিকিতে পারে না, সেই হেতু খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী থাকা চাই। তার পরে প্রোটিন তার পরে ফ্যাট।

খাদ্যবিজ্ঞানী খাদ্যের তাপোৎপাদনকারী শক্তির একককে 'ক্যালরি' (Calorie) আখ্যা দিয়াছেন। তাহাদের মতে সাধারণ গঠনের একজন মানুষের এমনিতেই দেহের প্রতি পাউণ্ডে (আধ সের ওজন ১০/১২ ক্যালোরি দরকার ; শ্রমের জন্য আরও বেশী চাই (পাউণ্ড প্রতি ২০ ক্যালোরির মত)—অর্থাৎ অল্পবয়স্ক কায়িক পরিশ্রম করে এমন একজন ১২০ পাউণ্ড (দেড় মণ) ওজন মানুষের দৈনিক খাদ্য হইতে কমপক্ষে ২,৫০০ ক্যালোরি চাই।

এই ২,৫০০ ক্যালোরি পাইতে হইলে দৈনিক খাদ্য তালিকায় থাকা চাই অন্ততঃ—কার্বোহাইড্রেড ২৮০ গ্রাম ; প্রোটিন ৬৫ গ্রাম ; ফ্যাট ৬০ গ্রাম।

ভিটামিন কি ?—দেহকে যদি একটি সক্রিয় রেল-ইঞ্জিনের সহিত তুলনা করা হয় তাহা হইলে খাদ্যের উপাদানগুলিকে জ্বালানি এবং উহার চাকাগুলিকে মসৃণ রাখিবার জন্য যেমন তৈলের প্রয়োজন সেইরূপ দেহের যন্ত্রগুলিকে কার্যক্ষম

রাখিবার জন্য খাদ্যপ্রাণ প্রয়োজন ; ভিটামিন কয়েক প্রকারের আছে। এগুলিকে সাহায্যকারী খাদ্যসার বলা যায় ; খুব সামান্য পরিমাণে খাদ্যবস্তুর মধ্যে ইহা থাকে। কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষায় এগুলির প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। বেশীর ভাগ তাজা শাকসবজী ও ফলের মধ্যেই ভিটামিন থাকে। বেশী সিদ্ধ ও ভাজা তরিতরকারীতে অনেক সময় ভিটামিন থাকে না।

উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের কি ক্ষতি করে?—শব্দের তীব্রতা মাপিবার একককে ডেসিবল (decibal) বলে। যেমন আমাদের কথাবার্তার শব্দ ৫০—৬০ ডেসিবল। রেলগাড়ী যখন শব্দ করিয়া চলে ৯০ ডেসিবল। ১১০ ডেসিবল শব্দ কর্ণপটহের পক্ষে ক্ষতিকর। তার থেকে উচ্চগ্রামের শব্দ যেমন বোম ফাটা প্রভৃতি আমাদের শরীরের নানা বৈকল্য আনতে পারে। যেমন হৃদস্পন্দন থেমে যেতে পারে। রক্ত জমাট বাঁধতে পারে, অন্ত্রে ঘা হতে পারে প্রভৃতি।

আরোরা বা মেরুজ্যোতি কি?—পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু হচ্ছে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র। এই দুই স্থানে আলোকের ইলেকট্রন ও প্রোটন কণাগুলি প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়। ঐ কণাগুলি যথাক্রমে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সংঘাতে লাল ও সবুজ আলো বিকিরণ করে। ঐ বিকিরণ আলোকচ্ছটাই মেরুজ্যোতি বা আরোরা।

ধুনা কি?—পাহাড়ী অঞ্চলে একরকম দেবদারু জাতীয় গাছের আঠা।

লবঙ্গ কি?—পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাঞ্জিবার প্রভৃতি স্থানে একরকম গাছ জন্মায়। এই গাছের বোঁটা সমেত ফুলের শুকনো কুঁড়িই লবঙ্গ।

রজন কি?—পাইন বা দেবদারু গাছ থেকে একরকম তেল বার করা হয়। তার নাম তারপিন তেল। সেই তেলের জমাট বাঁধা তলানিকে রজন বলে।

পোস্ত কি?—আফিংগাছের আঠাই আফিং। সেই গাছের ফলের ভিতরকার বীজকে পোস্ত বলে।

দারুচিনি কি?—সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের একরকম গাছের ছালকে দারুচিনি বলে।

সাগু কি?—তাল জাতীয় একরকম গাছের মজ্জা থেকে সাগু তৈরি হয়।

কিসমিস কি?—শুকানো আঙুরকে কিস্‌মিস্‌ বলে।

কর্পূর কি?—ফরমোজা, জাপান প্রভৃতি দেশে একশ্রেণীর গাছের কাণ্ড জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার বাষ্প হইতে কর্পূর পাওয়া যায়।

কুইনাইন কি?—সিঙ্কোনা গাছের ছাল সিদ্ধ করিয়া কুইনাইন পাওয়া যায়।

আবলুস কি?—এক রকমের শক্ত কালো রং এর কাঠ। এই কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি হয়।

মেহগনি কি?—এক জাতীয় শক্ত দামী কাঠ।

কফি কি?—একরকম ফলের দানা গুঁড়া করিয়া কফি তৈরী হয়।

কোকো কি?—একরকম ফলের শাঁষ। শাঁস ভেজে গুঁড়ো করে কোকো তৈরি হয়।

রবার কি?—একরকম গাছের আঠা থেকে রবার তৈরি হয়। এই গাছ মালয়েশিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে প্রচুর জন্মে।

কর্ক কি?—একজাতীয় গাছের ছাল।

গাছের বয়স কি করিয়া নির্ণয় করা হয়?—গাছকে আড়াআড়ি কাটিলে দেখা যায় ছালের নীচে গাছের "কাণ্ড" বা "গুঁড়ি" রহিয়াছে। এই গুঁড়ি আবার কতকগুলি স্তরের সমষ্টি। প্রত্যেক বৎসর গাছের গুঁড়িতে এই রকম একটি করিয়া স্তর পড়ে। গুঁড়িতে যতগুলি স্তর দেখা যায় গাছের তত বৎসর বয়স।

পাকা সোনা ও গিনি সোনার তফাৎ কি?—২৪ ভাগ পাকা সোনার সহিত ২ ভাগ তামা কিংবা রুপা মিশাইয়া গিনি সোনা তৈয়ারী করা হয়। গিনিকে সেইজন্য ২২ ক্যারেট সোনাও বলা হয়।

মাছিকে মারিলে উহার ব্যাথা লাগে কি?—কীটতত্ত্ববিদদের মতে মশা, মাছি ইত্যাদির মস্তিষ্ক যথেষ্ট পরিপুষ্ট নয়। সেইজন্য যন্ত্রণা, ব্যাথা ও বেদনা অনুভব করিবার শক্তি ইহাদের নাই।

কৃত্রিম উপায়ে বর্ষণ সম্ভব কি?—১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাতের চেষ্টা সাফল্যযুক্ত হয়। এই ব্যাপারে ই. বি. ক্রাউস এবং পি. স্কোয়ার নামে দুইজন অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য। সীড্‌নীর এক বর্ষণহীন উপত্যকায় উহাদের প্রচেষ্টায় কৃত্রিম বর্ষণ সম্পাদিত হয়। বিমানের সাহায্যে 'শুষ্ক বরফ' বা কার্বন ডাই-অক্সাইড চুণের প্রয়োগে বৃষ্টিহীন মেঘকে বর্ষণকারী মেঘে রুপান্তরিত করিয়া বর্ষা

নামাইতে পারা এক্ষণে সম্ভব হইয়াছে।

বাতাস সর্বদা চলে কি করিয়া ?—বাতাস গরম হইলে উহার ভিতরকার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায় এবং তখন উহা উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বাতাস অপেক্ষা হাল্কা হইয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেলে তখন উহার শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য পার্শ্ববর্তী স্থানের ঠাণ্ডা বাতাস চলিয়া আসে। তাই বাতাস নিরন্তর চলিয়া বেড়ায়।

মোমবাতি কি মোম দিয়ে তৈয়ারী ?—না, ইহা প্যারাফিন দিয়া তৈয়ারী।

গলদা চিংড়ির শ্বাসঅণুর নাম কি ?—হিমোসায়ানিন।

কুষ্ঠ রোগ সৃষ্টিকারি ব্যাকটিরিয়ার নাম কি ?—মাইকোব্যাক টেরিয়াম লেপ্রি।

বোদ মাটি কি ?—যে মাটিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পচা গলা দেহবিশেষ প্রচুর পরিমাণে থাকে তাকে বোদ মাটি বলে।

হিউমাস কি ?—প্রচুর জৈব পদার্থের মিশ্রণে মাটি যে অস্বচ্ছতার জটিল পদার্থের সৃষ্টি করে তাকে হিউমাস বলে।

অ্যাণ্টিজেন ধ্বংসকারী প্রোটিনকে বলে অ্যাণ্টিবডি।

একই লাউ গাছে বছর বছর ফল হয় কি ?—না।

উদ্ভিদ মাটি থেকে যে সমস্ত খনিজ পদার্থ গ্রহণ করে তার মধ্যে ক্লোরোফিলে কি পাওয়া যায় ?—Mg পাওয়া যায়।

সালোকসংশ্লেষ কথাটির অর্থ কি ? আলোর সাহায্যে জৈব পদার্থ উৎপাদন।

এঁটেল মাটিতে ভাল কি জন্মায় ?—ধান।

বৃক্ষ, মৃত্তিকার অবক্ষয় রোধ করে কি ভাবে ?—মাটির মধ্যে শিকড়ের জাল বিছিয়ে মৃত্তিকা কণাকে আঁকড়ে ধরে রাখে এবং ঝরা পাতার পতনের সাহায্যে মাটির জল ধারণেও সাহায্য করে।

ভারতের জাতীয় ফুল কি ?—পদ্ম।

বেলেমাটির উপাদান কি ?—বালুকণা ৪0%-90% এবং কর্দমকণা 10%।

ভাইরাস সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় কি ?—সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না। তবে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়।

ভাইরাস সৃষ্ট দুটি রোগের নাম কি ?—ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম।

একটি অপকারী প্রোটোজোয়ার নাম কর এবং কি রোগ সৃষ্টি করে ?—প্লাসমোডিয়ামফাইভ্যাস্ক ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে।

বৈজ্ঞানিক ভাষায় মানুষের নাম কি ?—হোমোস পিয়ান।

পশ্চিমবঙ্গে হয় এমন কয়েকটি শীতের শাকসব্জির নাম কি ?—পালং, বীট, গাজর, টমেটো, মটরশুঁটি, কফি, আলু, প্রভৃতি।

ধান ও পাটের জন্য কি ধরনের জমি দরকার ?—প্রচুর পরিমাণে জল ধারণ করতে পারে এমন জমি।

ছানায় কি ধরণের প্রোটিন থাকে ?—প্রাণিজ প্রোটিন।

উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত স্বতঃস্ফূর্ত চলনকে কি বলে ?—বৃদ্ধিজ চলন বলে।

উদ্ভিদের কি নার্ভতন্ত্র আছে ?—উদ্ভিদের কোন নার্ভতন্ত্র নেই, কিন্তু তবুও তারা উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে থাকে। হরমোন নামে এক শ্রেণীর কোষজ জৈব পদার্থের বিক্রিয়া এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

অন্তঃকর্ণে অবস্থিত অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলির কাজ কি ?—দেহের ভার সাম্য রক্ষা করা এই অর্ধ বৃত্তাকার কাজ।

ভারতের জাতীয় পাখীর নাম কি ?—ময়ূর।

লোহের অভাবে উদ্ভিদের কি রোগ হয় ?—ক্লোরোসিস্।

আমাদের অক্ষিপটে কি রকম প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় ?—আমাদের অক্ষি পটে দৃশ্যের উল্টো প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

আগুনে হাত দিলে তক্ষুনি হাত সরে আসে—এটা কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ?—এটা নার্ভ ঘটিত প্রতিবর্ত ক্রিয়া।

ভারতের জাতীয় পশুর নাম কি ?—বাঘ।

তারা মাছের গমন অঙ্গের নাম কি ?—টিউব ফিট।

নার্ভকোষের প্রধান অংশগুলি কি কি ?—নার্ভকোষের প্রধান অংশগুলি কোষ, দেহ, বা একাধিক ড্রেনডাইট ও একটি অ্যাক্সন।

সিস্টোলিথ কি ?—এটি ক্যালসিয়াম কার্বনেটকেলাস বট, রবার, অশ্বত্থ প্রভৃতির পাতায় থাকে।

সুপ্রজনন বিদ্যার জনক কে ?—গ্রেগর মেণ্ডল (অষ্ট্রিয়া ১৮২২-৮৪।)

পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন কে ?—ডঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (১৮৮১-১৯৫৫)।

ইনস্যুলিন আবিষ্কার করেন কে?—স্যার ফ্রেডরিক গ্র্যাণ্ট ব্যাণ্টিং এবং জে. জে. আর. ম্যাক্লিঅড।

পাগলা কুকুর কামড়ালে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে তার পথিকৃৎ কে?—লুই পাস্তুর।

স্টেথস্কোপ আবিস্কার করেছিলেন কে?—ডাঃ রেণে ল্যাননেক স্টেথস্কোপ আবিষ্কার করেন। হৃৎপিণ্ড ও ফুস-ফুসের শব্দ এই যন্ত্রের সাহায্যে শোনা যায়।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রবক্তা কে?—চার্লস রবার্ট ডার-উইন (বৃটেন—১৮০৯—১৮৮২)। পুস্তক Origin of species by Means Natural Selection.

হৃদপিণ্ডকে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে কে প্রথম সাফল্য অর্জন করেন?—দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে গ্রুটিস্কার হসপিটালে ৩০ জন চিকিৎসককে নিয়ে অধ্যাপক ক্রিস্টিয়ান এম. বার্ণার্ড এই কাজে প্রথম হাত দেন। ৫৪ বছর বয়স্ক লুই ওয়াশক্যানস্কির হৃদপিণ্ড নিয়ে এই কাজ হয়।

ভাইরাস কে আবিষ্কার করেন?—রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক ইভ্যানোভস্কি।

ছুটলে গরম বোধ হয় কেন?—দ্রুত রক্ত সঞ্চালনের জন্য।

নখ কাটার সময় আমরা কোনো যন্ত্রণা অনুভব করি না কেন?—নখের সঙ্গে স্নায়ুর কোন যোগাযোগ নেই। স্নায়ুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়বোধ হয়। তাই নখ কাটলে লাগে না।

মর্ফিয়া ব্যবহার করা হয় কেন?—আফিম থেকে প্রস্তুত সাদা রং-এর এক ধরনের ওষুধ। ঘুম পাড়ানোর জন্যেঅথবা বেদনার স্থান অসাড় করে রাখার জন্যে এই ওষুধের ব্যবহার।

পাতার রং সবুজ কেন?—পাতায় ক্লোরোফিল আছে বলে। সবুজ রং ছাড়া বাকী সব রং শোষণ করে নিতে পারে বলে সবুজ রংটাই দেখা যায়।

উঁচু পাহাড়ে উঠতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয় কেন?—পাহাড়-পর্বতের ওপরে বাতাসের ঘনত্ব কম। অক্সিজেনের পরিমাণও অনেক কম হয়। এই কারণে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়।

মেয়েদের গোঁফ-দাড়ি গজায় না কেন?—বিশেষ একধরনের 'সেক্স' হরমোন নিঃসরণের ফলে পুরুষের দাড়ি-গোঁফ গজায়। মেয়েদের বেলায় যে 'সেক্স' হরমোন নিঃসৃত হয় তা পুরুষের থেকে ভিন্ন বলেই মেয়েদের দাড়ি-গোঁফ গজায় না।

স্মৃতিভ্রংশ হয় কেন?—যে কোন প্রাণীরা চলতে চলতে যে-সব ঘটনার সম্মুখীন হয় তার থেকে তারা শিক্ষা পায়। এর সঙ্গে অবশ্য বহু কিছুর অনুসঙ্গ থাকে। আসলে মস্তিকে কোনো কিছুকে ধরে রাখাই হলো স্মৃতি। মস্তিষ্কে কোনো আঘাত ও মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে কিম্বা অপরিণত মস্তিষ্ক স্মৃতিকে ধরে রাখতে পারে না।

মানুষের গায়ের রং বিচিত্র ধরনের হয় কেন?—ভৌগোলিক পরিবেশ, বিশেষ করে সূর্যরশ্মির প্রভাবে মানুষের গায়ের রং-এর বৈচিত্র্য ঘটে। শীত প্রধান দেশের ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষের গায়ের রং ফরসা ও কালো হয়। তবে উত্তরাধিকারসূত্রে মানব সন্তানের গায়ের রং মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয় 'জিন' এর অস্তিত্বে।

ঘুমন্ত অবস্থায় বেশ কিছু ব্যক্তি ঘুরে ফিরে বেড়ায় কেন?—ধারণা করা হয়ে থাকে যে মস্তিষ্কে একটি "ঘুমের কেন্দ্র" রয়েছে। ঘুমোবার সময় মানুষের মস্তিষ্কের এক অংশ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং তার ফলে বাহ্যিক চেতনাশূন্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এটি হলো "মস্তিষ্কের ঘুম" তাছাড়া স্নায়ু-তন্ত্রও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, দেহ অচল হয়। এটি হলো দৈহিক ঘুম। মস্তিষ্কের ঘুম ও দৈহিক ঘুমের সামঞ্জস্য থাকাই স্বাভাবিক হলে মানুষের দেহে-মনে ঘুমোয়। কিন্তু যাদের স্নায়ুতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করেনা, তাদের ঘুমোবার সময় দেহ-মনে একটা বিচ্ছেদ ঘটে। ফলে মন (মস্তিষ্ক) যখন ঘুমোয় দেহ তখন সচল। এই কারণেই কিছু কিছু ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় চলে ফিরে বেড়ায়।

কচু খেলে গলা চুলকায় কেন?—কচু গাছের কোষে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের কেলাস দেখা যায়। এগুলি গাছের বর্জ্য পদার্থ। কচু খেলে ঐ কেলাসগুলির সুক্ষ্মপ্রান্ত গলায় আটকে যাবার ফলে গলা চুলকায়।

আমরা নিজেরা সরাসরি খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারি না কেন?—আমাদের দেহে ক্লোরোফিল নেই বলে।

সূর্যগ্রহণ কেন হয়?—পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যখন চন্দ্র আসিয়া পড়ে তখন চন্দ্রের ছায়া সূর্যে পড়ে এই জন্যই সূর্যগ্রহণ হয়।

চন্দ্রগ্রহণ কেন হয়?—চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে পৃথিবী আসিয়া পড়িলে চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে, তাই

চন্দ্রগ্রহণ হয়।

ব্লটিং কাগজ কালি শোষে কেন ?—ব্লটিং কাগজে বেশী আঁশ আছে এবং ইহার ভিতরটা ফাঁপা। আঁশগুলি কালি টানিয়া লইয়া কাগজের ভিতরকার ফাঁপা জায়গাগুলিতে জমা করে। সেই জন্যই ব্লটিং কাগজ দিলে কালি শুকাইয়া যায়।

বজ্রের শব্দ শোনার আগে আমরা বিদ্যুৎ চমক দেখি কেন ?—আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল, আর শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,১২০ ফুট। কাজেই শব্দ কানে পোঁছাইবার আগেই বিদ্যুতের আলো চোখে পড়ে।

কাঁচ বা ধাতুর পাত্রে বরফ রাখিলে পাত্রের গায়ে ঘাম হয় কেন ?—আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বাতাসে জলীয় বাষ্প কিছু না কিছু পরিমাণে থাকে। শীতল পাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া সেই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বড় বড় ফোঁটার আকারে পাত্রের গায়ে দেখা দেয়।

নখ ও চুল কাটিলে ব্যথা লাগে না কেন ?—নখও চুলের মধ্যে কোন স্নায়ু (nerve) নাই। কাজেই নখ ও চুল কাটিলে আমাদের স্নায়ুতে কোনো আঘাত লাগে না, সুতরাং আমরা বেদনা বোধ করি না।

তেলে ও জলে মিশ খায় না কেন ?—জলীয় পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু বা molecule-এর সমষ্টি। এক এক প্রকারের পদার্থ এক এক প্রকার অণু দ্বারা গঠিত। তেলের অণু হইতে জলের অণু ছোট বলিয়া তেলে ও জলে মিশ খাইতে পারে না।

রামধনু দেখা যায় কেন ?—বৃষ্টির জলবিন্দুর উপর সূর্যালোক পড়িলে সূর্যের আলোর সাতটি রং সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া রামধনু আকারে প্রতিফলিত হয়।

আমাদের নাক ডাকে কেন ?—নাক দিয়া নিঃশ্বাস না লইয়া মুখ দিয়া লইলে এই শব্দ উৎপন্ন হয়।

জোরে শব্দ হইলে ঘরের শার্সি ভাঙিয়া যায় কেন ?—প্রচণ্ড শব্দে বাতাসে বড় বড় ঢেউ উঠে সেই ঢেউ কাঁচে ধাক্কা মারিয়া কাঁচ ফাটাইয়া দেয়।

রক্তের রং লাল হয় কেন ?—আমাদের রক্তে সাদা ও লাল দুই প্রকারের ছোট ছোট কোষ আছে। লাল রংয়ের কোষগুলির সংখ্যা অধিক বলিয়া রক্ত লাল দেখায়।

রক্ত শরীরে জমাট বাঁধে না কেন ?—রক্ত শরীরের বাহিরে আসিলে সঙ্গে সঙ্গে জমিয়া যায়। ইহার কারণ যকৃৎ এবং ফুসফুসের কলাগুলি হইতে 'হেপারিন' নামক একপ্রকার অ্যাসিড নির্গত হইয়া রক্তকে সবসময়ে দেহের মধ্যে তরল রাখে।

পচা ডিম জলে ভাসে কেন ?—ডিম পচিয়া গেলে উহার মধ্যকার পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হইয়া ডিমের খোসার অসংখ্য ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। ইহাতে ডিমের ওজন কমিয়া যায়। উহা সমপরিমাণ জল অপেক্ষা হালকা হইয়া যায়। তাই পচা ডিম জলে ভাসে।

সমুদ্রের জল লবণাক্ত কেন ?—সমুদ্রের নিরন্তর নদীর জল আসিয়া পড়িতেছে। পাহাড় ও দেশ ধুইয়া এই সকল নদী নানারকম লবণ সমুদ্রের জলে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে। সমুদ্রের জল অনবরত বাষ্প হইয়া শূন্যে উঠিয়া যাইতেছে আর লবণগুলি সমুদ্রেই জমিতেছে। কাজেই সমুদ্রের জল লবণাক্ত।

গরুর কেবল নাকে ঘাম হয় কেন ?—অন্যত্র ইহার দেহে স্বেদগ্রন্থি নাই বলিয়া।

বর্ষাকালে ভিজা কাপড় সহজে শুকায় না কেন ?—বাতাস যত শুষ্ক হয় তত তাহার জল শুষিয়া লইবার ক্ষমতা বেশী থাকে, কাজেই তখন তাহার জল শুষিয়া লইবার ক্ষমতা হয়।

মরুভূমির সৃষ্টি হয় কেন ?—সমুদ্রের কাছাকাছি উঁচু পাহাড় পর্বত থাকিলে মেঘ সেখানে বাধা পাইয়া বৃষ্টি হইয়া সেই মাটিতে ঝরিয়া পড়ে। পর্বতের অপর দিকে মেঘ যাইতে পারে না বলিয়া সেখানে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টির অভাবে এবং বাতাসে সমুদ্রতটের বালু উড়িয়া গিয়া পাহাড়ের অপর দিকে মরুভূমি সৃষ্টি হয়।

কয়লা মাটির নীচে পাওয়া যায় কেন ?—বহু বহু যুগ পূর্বে প্রাকৃতিক কারণে বড় বড় গাছপালার বন মাটির নীচে চাপা পড়িয়া যায়, উহারাই বিভিন্ন স্তরে প্রোথিত থাকিয়া কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

কোনো কোনো জিনিস জলে ভাসে কেন ?—জিনিসটি সমপরিমাণ বা সম-আয়তন জল হইতে হাল্‌কা হইলেই ভাসিবে।

লাফ দিয়া বেশী উঁচুতে উঠা যায় না কেন ?—পৃথিবী প্রত্যেক বস্তুকে নিরন্তর তাহার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। আমরা উঁচুতে উঠিতে গেলেই পৃথিবী আমাদের নীচের দিকে টানে (মাধ্যাকর্ষণের দরুন।

দুইটি রেল-লাইনের মধ্যে একটু ফাঁক রাখা হয় কেন ?—

রৌদ্রের উত্তাপে ও চলমান চাকার ঘর্ষণে রেলগুলি বাড়ে। যদি ফাঁক না থাকিত তাহা হইলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রেল একটা আর একটার উপর গিয়া পড়িত এবং তাহাতে রেল দুর্ঘটনা হইতে পারিত।

আকাশের রঙ নীল কেন?—প্রকৃতপক্ষে আকাশের কোন রঙ নাই। বায়ুমণ্ডলে যেসকল ধূলিকণা উড়িয়া বেড়াইতেছে তাহার মধ্য দিয়া সূর্যালোকের সাতটি রং-এর মধ্যে একমাত্র নীল রংটাই পৃথিবী হইতে চোখে পড়ে বলিয়া আকাশকে নীল মনে হয়।

শব্দ কেন হয়?—বাতাসে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় বলিয়া। ঢেউ বড় হইলে শব্দ জোরে হয় এবং ঢেউ ছোট হইলে শব্দ আস্তে হয়।

গাছপালার পাতার রং সবুজ কেন?—ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণের একপ্রকার পদার্থ পাতার মধ্যে থাকার দরুন উহা গাছকে অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে সহায়তা করে।

মেঘ গর্জন হয় কেন?—মেঘ লঘু। মেঘের সহিত মেঘের সংঘর্ষে শব্দ হয় না। ঘর্ষণে একখণ্ড মেঘ হইতে অপর খণ্ডে যদি বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হয়, তবে বাতাস উত্তপ্ত হইয়া শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং তাহাতেই আমরা গর্জন শুনিতে পাই।

স্পিরিট হাতে দিলে ঠাণ্ড়া লাগে কেন?—স্পিরিট বাষ্প হইয়া উবিয়া যায়। তরল পদার্থ বাষ্প হওয়ায় উত্তাপের দরকার; স্পিরিট হাত হইতে উত্তাপ টানিয়া লয় বলিয়া হাত ঠাণ্ডা বোধ হয়।

বর্ষাকালে লবণ গলে যায় কেন?—আমাদের খাদ্য লবণে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি ক্লোরিন জাতীয় উপাদান থাকে। এই ক্লোরাইড বর্ষাকালে আর্দ্র আবহাওয়া হইতে জল শোষণ করিয়া নিজেরা গলিয়া যায়।

স্টেনলেস স্টীলে মরিচা পড়ে না কেন?—ইহাতে শতকরা ১৭ ভাগ ক্রোমিয়াম থাকে বলিয়া। কোন সংকর ধাতুতে শতকরা ১৩ ভাগ ক্রোমিয়াম থাকিলে তাহা স্টেনলেস (কলঙ্কবিহীন) হয়। তাহাতে মরিচা ধরে না।

ওল, কচু, মান খাইলে গলা কুটকুট করে কেন?—ইহাদের মধ্যে র‍্যাফাইড থাকে। ঐগুলি সূক্ষ্ম সূচের মত হয়। ইহারা গলার শ্লৈষিক ঝিল্লিতে সংবেদন সৃষ্টি করে, ফলে গলা কুটকুট করে।

ফাউনটেন পেনে কালি কমে গেলে লিখিবার সময় কালি পড়ে কেন?—পেনে কালি কমে গেলে কালি থাকার জায়গার সেই শূন্য স্থানটি বায়ু দখল করে। ফলে বায়ুর চাপে ও নিবের কাছে হাতের আঙ্গুলের উত্তাপে কালি সেখানে দ্রুত চলে আসে।

রূপার বাসন কালো হইয়া যায় কেন?—সহরের ও আমাদের গায়ের ঘামে গন্ধক থাকে। গন্ধকের সংস্পর্শে আসিলে রূপা কালো হইয়া যায়।

শিশির হয় কেন?—রাত্রে সূর্যের আলো না থাকায় ঘাস ও গাছের পাতা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। উহাদের সংস্পর্শে আসিলে বাতাসের জলীয় বাষ্প জমিয়া শিশিররূপে পাতা বা ঘাসের গায়ে লাগিয়া থাকে।

মেঘ অত উঁচুতে জমে কেন?—উপরের বাতাস ঠাণ্ডা থাকে, তাই সেখানে মেঘ জমে। নীচেকার গরম বাতাসে মেঘ জমিতে পারে না।

সাবানে কাপড় চোপড় পরিষ্কার হয় কেন?—সাবানের মধ্যে ক্ষার আছে। তাই সাবানের জল কাপড়-চোপড়ের উপরকার ময়লাকে আলগা করিয়া দেয়—তাহার পর ঘর্ষণের ফলে ময়লাটুকু জলে ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায়।

সূর্য পূর্বদিকে উঠে কেন?—পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর দিয়া নিরন্তর পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিতেছে। উহাকে আহ্নিক গতি বলে। এই আহ্নিক গতির ফলেই সূর্য পূর্বদিকে উঠে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কাপড় ধুইয়া নীল রঙে উহাকে ভিজাইয়া দেওয়া হয় কেন?—সাবান দিয়া ধুইলে কাপড় কতকটা হলদে দেখায়, ঐ হলদেকে সাদা করিবার জন্যই নীল ব্যবহার করা হয়।

ঘুম পায় কেন?—আমাদের জাগ্রত অবস্থায় স্নায়ুকেন্দ্রগুলি শিরাউপশিরার সাহায্যে মস্তিষ্কে রক্ত লইয়া যায়, ইহার ফলে কয়েক ঘণ্টা পরে স্নায়ুকেন্দ্রগুলি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে রক্ত চলাচলের বেগ অনেক কমিয়া আসে এবং তখনই মানুষের ঘুম পায়। ঘুমাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইবার পর স্নায়ুকেন্দ্রগুলি আবার সতেজ হইয়া উঠে, মানুষ তখনই জাগিয়া উঠে। ঘুম মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন।

হাই উঠে কেন?—যখন আমাদের ঘুম পায় বা ক্লান্তি বোধ হয়, রক্তে তখন অক্সিজেনের অভাব ঘটিতে দেখা যায়, নাক দিয়া যে অক্সিজেনটুকু শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত ফুসফুসে

যায়, তাহা যথেষ্ট পরিমাণ না হওয়ায় হাই উঠে এবং মুখের গর্ত দিয়া কিছু পরিমাণ অক্সিজেন ফুসফুসে আসিয়া সেই অভাব মিটায়।

শীতকালে গা, হাত-পা, ঠোঁট ফাটে কেন ?—শীতকালে বাতাসে জলীয় অংশ খুব কম থাকে। অন্যান্য জিনিসের সহিত আমাদের শরীর হইতেও বাতাস জলীয় অংশ শোষণ করিয়া লইতে চায়। ফলে গা, হাত, পা, ঠোঁট শুকাইয়া যায় এবং বাহিরের চামড়া ফাটিতে আরম্ভ করে।

চোখ নাচে কেন ?—চোখের বাইরে যে পাতা বা আবরণ আছে তাহার কতকগুলি মাংসপেশী রক্ত চলাচলের সাময়িক গোলমালে কাঁপিতে শুরু করে। সেই স্পন্দনকেই আমরা "চোখ নাচা" বলি।

অন্ধকার কেন ঘুমের সহায়তা করে ?—প্রাণীমাত্রই আলো হইতে অল্পবিস্তর জীবনীশক্তি পাইয়া থাকে, অর্থাৎ আলো আমাদের স্নায়ু ও মস্তিষ্কে চাঞ্চল্য আনিয়া জড়তা দূর করে। মস্তিষ্ক এবং পেশীগুলি যখন শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম চায়, তখনই আমাদের ঘুম পায়। আলো জ্বলিতে থাকিলে স্নায়ুসমূহের চাঞ্চল্য সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হইতে পারে না। কিন্তু অন্ধকারে স্নায়ুসমূহের বিশ্রামের সুযোগ ঘটে।

হাতে-পায়ে ঝিন্ ঝিন্ ধরে কেন ?—বেকায়দায় পড়ার ফলে বা চাপ লাগিয়া হাত-পায়ের কতকগুলি স্নায়ুর কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ হইয়া যায়। স্নায়ুগুলি তাহাদের কাজ করিতে না পারিয়া ছট্‌ফট্ করে বলিয়া ঐরূপ ঝিন্ ঝিন্ ধরার ব্যাপার ঘটে।

দুঃখ বা আঘাত পাইলে মানুষ কাঁদে কেন ?—এই সব আঘাতে মানুষের মস্তিষ্কের কতকগুলি স্নায়ুতে কম্পন লাগে এবং সেই কম্পনের প্রভাব লাগে চোখের অশ্রুগ্রন্থিতে। ফলে সেই গ্রন্থি হইতে জল ঝরিয়া পড়ে।

ঘরে আগুন লাগিলে চারিদিক হইতে এত বাতাস আসে কেন ?—যেখানে আগুন লাগে সেখানে বাতাস হঠাৎ গরম হইয়া হাল্‌কা হয় ও উপরের দিকে দ্রুত উঠিতে থাকে, ফলে সেই স্থানে বায়ুর চাপ কম হইয়া পড়ে। পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে ভারী ঠাণ্ডা বাতাস তখন সেই স্থান পূর্ণ করিতে বেগে ছুটিয়া আসে এবং বায়ুর চাপের সমতা রক্ষা করে। ফলে চারিদিক হইতে এত বাতাস আসে।

কাঠ যখন আগুনে পোড়ে তখন ফট ফট শব্দ হয় কেন ?—কাঠের ভিতরে আছে অসংখ্য ফাঁক এবং গর্ত। কাঠে যখন আগুন লাগে তখন ঐ সমস্ত গর্তের ভিতরের বাতাস হঠাৎ গরম হইয়া ফুলিয়া উঠে। ফলে কাঠের গর্তগুলিতে চাপ পড়ে এবং কাঠ শব্দ করিয়া ফাটিতে আরম্ভ করে।

ওরাঙ-ওটাঙ কোথায় দেখতে পাওয়া যায় ?—বোর্ণিও সুমাত্রা।

কোথায় ল্যাক্‌টোজ পাওয়া যায় ?—দুধে ল্যাকটোজ পাওয়া যায়।

ফিবুলা ও টিবিয়া অস্থি কোথায় থাকে ?—হাঁটুর নিচে থাকে ফিবুলা ও টিবিয়া অস্থি।

ইউরোপের কোথায় 'এপ' দেখতে পাওয়া যায় ?—জিব্রাণ্টার, বাধারি এপস্।

দেহের মধ্যে কোথায় প্লীহা থাকে ?—প্লীহা থাকে দেহের বাঁ দিকে উদরের ঊর্ধভাগে। খাদ্যের পুষ্টিরস সরবরাহে ও বিপাক ক্রিয়ায় প্লীহা সক্রিয় অংশ নেয়।

অ্যাড্রিন্যাল গ্লাণ্ডস দেহের কোথায় থাকে ?—দেহের মধ্যে বৃক্কদ্বয়ের (কিডনী) ওপরের ভাগের কাছাকাছি ছোটো গ্রন্থদ্বয় হলো অ্যাড্রিন্যাল গ্লাণ্ডস।

মানবদেহের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অস্থি কোথায় আছে ?—স্টেপস বা ষ্টিরাপ অস্থি ঃ কানের মধ্যখানের তিনটি অস্থির একটি আয়তন ২.৬ থেকে ৩.৪ মি.মি. এবং ওজন ২.০ থেকে ৪.৩ গ্রাম।

প্লাষ্টিড্‌স কোথায় থাকে ?—সবুজ উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ জৈব কণিকা। উদ্ভিদদেহের কোনো কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া এদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সালোকসংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে।

সাপেদের বিষ কোথায় থাকে ? কতদূর থেকে সাপ বিষ ঢেলে দিতে পারে ?—সাপের স্যালিভারী গ্লান্ড থেকে এমন ধরনের লালা ক্ষরণ হয় যা তাদের দাঁতের খাত দিয়ে প্রবাহিত হয় সর্প-দংশনের সময়। দেখা যায় দাঁতের তলার থলিতে চাপ পড়ে এবং বিষ বেরিয়ে আসে। এই বিষ দংশনের জায়গায় পড়ে যায়। কোনো কোনো সাপ ৪ মিটার দূরে এই বিষ ছুঁড়ে দিতে পারে।

কোথায় হয় ?

ছানি	,,	চোখে
ডায়বেটিস	,,	প্যান্‌ক্রিয়াস
জনডিস	,,	চোখ ও যকৃৎ
প্লুরিসি	,,	ফুসফুসের আবরণ টিউবারকিউ-
		লিসিস ফুসফুস, হাড়, গ্লাণ্ড চোখ
টাইফয়েড	,,	অন্ত্রে
মেনিনজাইটিস	,,	সুষুম্নাকাণ্ড, মস্তিষ্ক
ডিপথেরিয়া	,,	গলায়
একজিমা	,,	চর্মে
নিউমনিয়া	,,	ফুসফুসে
পাইওরিয়া	,,	দাঁতের মাড়িতে
বাত	,,	অস্থি-সন্ধিতে
কলেরা	,,	পেটে

বসন্তের টিকা দেওয়ার প্রণালী আবিষ্কার করেন কে ? —ইংলণ্ডের ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার (১৭৯৬)।

কালাজ্বরের (Kala Azar) ঔষধ আবিষ্কার করেন কে ?—বাঙালী স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। ঔষধটির নাম ইউরিয়া স্টিবামাইন।

বাষ্পীয় এঞ্জিন আবিষ্কার করেন কে ?—জেমস্ ওয়াট (১৭৬৫)।

বাষ্পীয় যানের আবিষ্কারক কে ?—জর্জ স্টীফেনস (১৮২৯)।

কে কবে প্রথম বারুদ প্রস্তুত করেন ?—রোজার বেকন (১২৮০)।

চলচ্চিত্র দেখাইবার যন্ত্র ও বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কার করেন কে ?—যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী টমাস্, আলভা এডিসন (১৮৭৯)।

ক্লোরোফর্মের ব্যবহার চালু করেন কে ?—স্কট্ল্যাণ্ডের চিকিৎসক ডাঃ জেম্স্ (১৮৪৭ খ্রীঃ)।

নিবীর্জন কাকে বলে ?—প্রজনন ক্ষমতাকে রোধ করা।

ক্লসট্রোফোবিয়া কাকে বলে ?—আবদ্ধ স্থান সম্পর্কে নিদারুণ আতঙ্কে মানসিক ভারসাম্যের বিপর্যয়।

মাইক্রোর কাকে বলে ?—অ ত ক্ষুদ্র জীব। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না। এই ভাইরাসজাতীয় জীবাণু।

মল্ট কাকে বলে ?—বার্লি, চাল, গম প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের চূর্ণ জলে ভিজিয়ে রাখলে বিশেষ এক রকম এনজাইমের প্রভাবে তা গেঁজে ওঠে। ওকে তখন উত্তপ্ত করে শুকিয়ে নিলে মল্ট পাওয়া যায়।

স্বাদকোরক কাকে বলে ?—জিরের ওপরে অনেক ছোটো-ছোটো দানা আছে। এগুলিকে জিহ্বাগুটি বলে। প্রত্যেকটি গুটির মধ্যে এক বিশেষ স্বাদযন্ত্র (Taste bud) থাকে। এগুলো হলো স্নায়ু ও জালক দ্বারা সংযুক্ত। এদের জন্যেই আমরা বিভিন্ন খাদ্যের স্বাদ—ঝাল, তেতো, মিষ্টিনোনতা ইত্যাদি অনুভব করতে পারি।

উদ্ভিদ বিদ্যায় স্টোমা কাকে বলে ?—উদ্ভিদের পাতায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। খাদ্য তৈরীর জন্য উদ্ভিদেরা ঐ ছিদ্রপথে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। ঐ সব দিয়ে উদ্ভিদেরা শ্বাস-ক্রিয়ার কাজও করে।

এই সব ছিদ্রগুলোকে বলে স্টোমা।

সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয় কাকে বলে ?—যে-সব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের উত্তেজনার অনুভূতি হয় তাদের বলে সংবেদনশীল অঙ্গ বা সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়। মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্থাৎ পাঁচটি সংবেদনশীল অঙ্গের সাহায্যে এই কাজ চালায়। এগুলি হলো দেখার বোধ (চোখ) শোনার বোধ (কর্ণ) ঘ্রাণের বোধ (নাক), স্বাদের বোধ (জিব), আর স্পর্শের বোধ (ত্বক)।

সহজাত সংস্কার কাকে বলে ?—সহজাত সংস্কার-এর লক্ষণগুলির বৈশিষ্টই হলো জন্ম-সূত্রে পাওয়া কতকগুলি আচার ক্রিয়া। তাই সংস্কারগুলির লক্ষণ হচ্ছে (১) বিশেষ অবস্থায় সহজাত সংস্কারগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবে সাড়া দেয়। (২) একটা বিশেষ গোষ্ঠীর (species) প্রত্যেকেই সহজাত সংস্কারগুলির প্রভাবে একই রূপ আচরণ করে। (৩) কোনও অভিজ্ঞতার দ্বারা এগুলির অনুশীলন করার প্রয়োজন হয় না। এগুলি জন্মগত। (প্যাভলভীয় মতে এগুলি শর্তাধীন পরিবর্ত্তন বলে।)

ক্রোমোজোম কাকে বলে ?—জীবের দেহ-কোষের নিউক্লিয়াস-এ অতিক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম সুতোর মত আণুবীক্ষণিক জৈব পদার্থ আছে। এই জৈব পদার্থগুলি হলো ক্রোমোজোম। জনন-কোষ ছাড়া প্রত্যেক প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং জোড়-সংখ্যক। মানুষের ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম আছে। তাছাড়া প্রত্যেকটি

প্রজাতির জননকোষ নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

গ্লু কাকে বলে?—জৈব ক্বাথ।

হ্রাসকরণ বিভাজন কাকে বলে?—মায়োসিসকে।

ছায়া কাকে বলে?—আলোর সামনে কোনো বস্তু পড়িলে যে স্থানটুকু অন্ধকার হয়, উহাই ছায়া।

পাস্তুরিজেশন কাকে বলে?—কোনো তরল পদার্থ, উপযুক্ত উত্তাপে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তার ভেতরের জীবাণু ধ্বংস করে ফেলবার প্রক্রিয়া। দুধ ৬৫° (সাধারণতঃ) সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে ৩০ মিনিট কাল ফুটিয়ে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করলে তা সব রকম দূষিত জীবাণুমুক্ত হয় অর্থাৎ 'পাস্তুরাইজড' হয়ে যায় সহজে আর পচে না। বিভিন্ন জিনিষ এভাবে জীবাণুমুক্ত করা যেতে পারে। পাস্তুর কর্তৃক উদ্ভাসিত বলে পদ্ধতিটি 'পাস্তুরিজেশন' নামে পরিচিত।

রিগর মর্টিস কাকে বলে?—মৃত্যুর পরে প্রাণীদেহের কঠিন অবস্থা। (রিগর এর অর্থ হলো কাঠিন্য)

পাইথন কাদের বলে?—বিষশূন্য সাপ পাইথন (অজগর)। আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলেই বসবাস করে। সাধারণতঃ বনে জঙ্গলেই থাকে, গাছে চড়ে। পাইথনের বিভিন্ন শ্রেণী আছে। এরা লম্বায় ১০ মিটার লম্বা কিংবা তার থেকে বেশী লম্বা হয়।

কাদের কীটপতঙ্গভোজী গাছ বলে?—উদ্ভিদ (Pitcher Plant) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ধরে খায়। পতঙ্গভুক এই উদ্ভিদেরা নানা জায়গায় ফাঁদ পেতে রাখে ফাঁদে পড়া কীটপতঙ্গ ধরে জারক রসের সাহায্যে সেগুলো জীর্ণ করে ফেলে। এই ভাবে তারা প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন মেটায়।

মুক্তবীজী উদ্ভিদ কাদের বলে?—এই ধরণের উদ্ভিদের ফল হয় না, বীজ অনাবৃত অবস্থায় বাইরের দিকে থাকে। সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে এরাই সব চেয়ে নিম্নস্তরের যেমন সেচি, ফার, পাইন, সাইকাস প্রভৃতি

কোন খাদ্যে প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে?—দুধ

কোন রজকের ফলে রক্তের রঙ লাল হয়?—হিমোগ্লোবিন।

রাতকানা রোগ কোন ভিটামিনের অভাবে দেখা দেয়? —ভিটামিন "এ"

মরফিন কোন গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়?—আফিম গাছ।

হিমোগ্লোবিনে কোন খনিজ পদার্থ আছে?—লোহা।

কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী ডিম পাড়ে?—প্লাটিপাস।

কোন্ ভিটামিনের অভাব হলে রিকেট হয়?—ভিটামিন 'ডি' (ক্যালসিফেরল)।

দেহের কোন অর্গান রক্ত সংবহনের কাজ করে?—হৃৎপিণ্ড।

কোন গহ্বরে ফুসফুস থাকে?—থোরাক্স।

কোন সরীসৃপ তার গায়ের রং পাল্টায়?—গিরগিটী।

ডার্মাটাইটিস-এ ভুগলে দেহের কোন অংশ আক্রান্ত হয়? গায়ের চামড়া।

কোন গ্ল্যাণ্ড থেকে কর্টিসোন হরমোন নিসৃঃত হয়?—অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ড।

কোন প্রাণী 'ব্ল্যাকডেথ' ছড়ায়?—ব্যাট ক্লিয়া।

মাম্পস্ হলে দেহের কোন গ্ল্যাণ্ডটি ফোলে?—সাধারণতঃ স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড (কানের সামনে থাকে)।

হায়না প্রাণী পরিবারের কোন শ্রেণীতে পড়ে?—কুকুর পরিবার।

দুধ ও সরের মধ্যে কোনটা হাল্কা?—দুধ। দুধের চেয়ে সরের আপেক্ষিত গুরুত্ব কম।

মরুভূমিতে কোন ধরনের গাছ গাছালি জন্মায়?—পাতাবিহীন কাঁটা গাছ।

নেফ্রাইটিস রোগে দেহের কোন অংশ আক্রান্ত হয়?—বৃক্ক অর্থাৎ কিডনি প্রদাহজনিত রোগ।

নাড়ী স্পন্দন উপলব্ধি করার জন্যে শিরা ও ধমনীর মধ্যে কোনটা টিপতে হয়?—ধমনী।

ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যাণ্ড দেহের কোন অংশে থাকে?—অশ্রু গ্রন্থিটি থাকে চোখের বহিঃস্থকোণের ওপর দিকে।

স্কার্ভি রোগ দেখা দেয় কোন ভিটামিনের অভাব হলে? —ভিটামিন 'সি' (অ্যাস্করবিক অ্যাসিড)।

দেহের মধ্যে কোন অস্থি সবচেয়ে বড়?—ফিমার অর্থাৎ উরুর হাড় সব থেকে বড় এবং সব থেকে শক্ত।

কোন্ কোন্ খনিজ পদার্থ ছাড়া গাছ বাঁচতে পারেনা? —নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম।

কোন ভিটামিনের অভাব হলে বেরি বেরি হয়?—ভিটামিন-বি-ওয়ান (থিয়ামিন)।

কোন কীট টায়ফয়েডের জীবাণু বহন করে ?—উকুন, গবাদি পশুর গায়ের কীট সাধারণতঃ টাইফয়েডের রোগ-জীবাণু বহন করে।

অপথেলমিয়ায় দেহের কোন অংশ আক্রান্ত হয় ?—বেলেডোনার প্রধান অ্যাকালয়েড।

উড়ন্ত মাছকে মাছই বলে, কিন্তু উড়ন্ত শিয়ালকে শিয়াল বলে না। এই প্রাণীরা কোন ধরনের ?—বাদুড়।

মৌমাছির প্রকোষ্ঠের বিন্যাসটি কোন ধরনের জ্যামিতিক চিত্র ?—ষড়ভুজ ক্ষেত্র।

দেহের মধ্যে সবচেয়ে বড় মাংশ পেশী কোনটি ?—গ্লুটিয়াস মাক্সিমাস (পাছা থেকে উরু পর্যন্ত বিস্তৃত)।

দেহের কোন অংশে সব চেয়ে দ্রুত রক্ত সঞ্চালন হয় ?—এয়র্ট্যা (aorta) বা মহাধমনী দেহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধমনী।

মানুষ সমেত সমস্ত প্রাণী উত্তেজিত হলে লিভার থেকে কোন্ কোন্ পদার্থ নিঃসৃত হতে থাকে ?—ম্যাঙ্গানীজ, সিলিকন, তামা ইত্যাদি।

কোন্ পাখীর ডানা নেই ?—'কিউই' হলো ডানাহীন পাখী। নিউজীল্যাণ্ডে দেখতে পাওয়া যায়। এ পাখীর লম্বা ঠোঁটের সামনে নাক।

চিকিৎসা করার সময় সর্বপ্রথম কোন চিকিৎসক রোগীর মনের অবস্থা পরীক্ষা করতেন ?—সিগমুণ্ড ফ্রয়েড।

টি. এ. বি. দিয়ে টিকা দিলে কোন রোগকে প্রতিরোধ করা যায় ?—টাইফয়েড।—স্যালমোনেলা টাইফি, প্যারা-টাইফি এ, এবং প্যারাটাইফি বি।

মানুসের স্বাস প্রশ্বাসের সময় কোন গ্যাস অক্সিজেনের চেয়ে বেশী পরিমাণে থাকে ?—নাইট্রোজেন। (প্রায় ৭৮% নাইট্রোজেন এবং ২১% অক্সিজেন)।

আমাদের রক্তের কোন পদার্থ এক শ্রেণীর বাঁদরের নাম অনুসারে নামকরণ হয়েছে ?—রেসাস ফ্যাকটর বা আর এইচ-ফ্যাক্টর (Rh factor)।

দেহের পক্ষে তিন ধরনের খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্যগুলি কোন ধরনের ?—ফ্যাট জাতীয় প্রোটীন জাতীয় এবং কার্বো-হাইড্রেট জাতীয়।

গান গাইবার সময় দেহের কোন অংশ কাজ করে ?—ভোকাল কর্ড। ফুসফুস থেকে বায়ু নির্গত হবার সময় ভোকাল কর্ডের কম্পনে ধ্বনি প্রকাশ পায়।

কোন্ কোন্ প্রাণীর রক্তে লৌহ নেই কিন্তু তাম্র আছে ?—কিছু কিছু সন্ধিপদ ও কম্বোজ প্রাণীদের দেহে হিমো-গ্লোবিনের সমতুল্য হিমোসায়ানিন জাতীয় তাম্রঘটিত প্রোটীন আছে।

অ্যাসট্রোনমিতে গ্রহ নক্ষত্রদের বিষয়ে আলোচনা করা হয় গ্যাসট্রোমিতে কোন বিষয়ের আলোচনা হয় ?—ভোজনের বিশেষ আর্ট ভোজনরসিক বলা যায়।

এমন কোনগাছ আছে যার পাতা নেই ?—ছত্রাক। এদের ক্লোরোফিল নেই। এই জন্য নিজেরা খাদ্য সংগ্রহ করে। এরা সাধারণত পরাশ্রিতজীবী।

ক্লোরোফর্মকে প্রথম কে অ্যানসথেসিয়া হিসাবে ব্যবহার করেন। পদার্থটির আসল নাম কি ?—স্যার জেম্‌স্ সিম্পসন। সাল ১৮৪৭। ট্রাইক্লোরোমিথেন।

দেহের কোন অংশের সঙ্গে মেনিনজেস যুক্ত থাকে ?—তিনটি আবরণী মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডের সঙ্গে বেষ্টিত—ডিউবা ম্যাটার, অ্যারাকনইড্ এবং পিয়া ম্যাটার। মেনিনজেসের স্ফীতিই হলো মেনিনজাইটিস। তবে বিশেষ করে পিয়া ম্যাটার ও অ্যারানইড বেশী সক্রিয় হয়।

ব্রংকাইটিস রোগটিতে দেহের কোন অংশ আক্রান্ত হয় ?—আমাদের শ্বাস নলের যে শাখাদুটি ফুসফুসে প্রবেশ করেছে তাকে বলে ব্রংকাই। এদের স্ফীতি ও প্রদাহ জনিত রোগকে বলে ব্রংকাইটিস।

থাইরয়িড গ্ল্যাণ্ড কোথায় থাকে ? এই গ্ল্যাণ্ড থেকে কোন ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় ?—গলনালীর স্বরযন্ত্রে নিম্ন-ভাগে সামনের দিকে থাকে এই অন্তঃস্রাবী (এণ্ডোক্রাইন) জৈব গ্রন্থিটি থাইরয়িড গ্ল্যাণ্ড। এর মধ্যে খাদ্যের আয়োডিন উপাদান এসে জমে এবং থাইক্সিন নামে একটি হরমোন নিঃসৃত হয়। এটি দেহের বৃদ্ধি ও শক্তির পক্ষে অপরিহার্য।

কোন জৈব গ্রন্থিটি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত তার কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয় ?—এক ধরনের মানসিক রোগ। কোন কঠিন কিম্বা অপ্রিয় ব্যাপার এড়াবার চেষ্টায় অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়ায় যে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। বুক-ধড়ফড়, অকারণ ভীতি, উত্তেজনা ইত্যাদি এই রোগ লক্ষণের প্রকাশ।

কাঁকড়ার ক'জোড়া পা থাকে ?—পাঁচ জোড়া।

কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা গাছ মাটি থেকে খনিজ লবণ শোষণ করে ?—অস্‌মোসিস্ বা অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম

পদার্থবিশেষের মধ্য দিয়ে জল বা অপর কোনো দ্রাবক পদার্থের যে গতি লক্ষিত হয় তাকেই বলে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া এ ধরনের পর্দার ভেতর দিয়ে দ্রাবক তরল পদার্থটি নিঃসৃত হয় কিন্তু দ্রাব্য পদার্থটি আটকে থাকে।

পেসমেকার মানবদেহের কোন অংশের কাজ করতে সক্ষম ?—পেসমেকার ক্ষুদ্র যন্ত্র বিশেষ যার কাজ হলো বৈদ্যুতিক ঘাত পাঠিয়ে হৃদ স্পন্দনের গতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। প্লুটোনিয়াম রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটো পআণবিক পেসমেকার তাপ উৎপাদন করে এবং তা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই কারণে এখানে কোনো ব্যাটারীর প্রয়োজন হয় না।

ডায়াবিটিস হলে দেহের কোন অংশ আক্রান্ত হয় ?—প্যাংক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত হয় হরমোন ইনসুলিন। ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণকে স্বাস্থিস্তরে সীমিত রাখে। কোনো কারণে প্যাংক্রিয়াস অসুস্থ হলে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে গেলে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে রক্তে গ্লুকোজের আধিক্য ঘটে, দেখা দেয় হাইপার গ্লাইসিমিয়া বা মধুমেহ বা ডায়াবিটিস রোগ।

নিলয় বলতে প্রাণীদেহের কোন অংশ বোঝানো হয় ?—দেহের অভ্যন্তরে কোনো প্রত্যঙ্গের বিশেষ শূন্য গহ্বর। (১) হৃৎপিণ্ডের নিম্নাংশে দু দিকে দুটি নিলয় (ভেণ্ট্রিকল) আছে ডান-দিকেরটা থেকে রক্ত ফুসফুসে (লাংস) যায়; আর বাঁদিকের গহ্বরটা থেকে রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। (২) মস্তিষ্কের কোনো কোনো অংশের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শূন্য গহ্বরকেও সাধারণতঃ নিলয় বলা হয়।

পোলিওমাইলিটিস রোগে কারা আক্রান্ত হয় ?—ভাইরাস ঘটিত একটা সংক্রামক ও দুরারোগ্যে ব্যাধি, এতে সাধারণতঃ শিশুদের মেরুদণ্ডের শিরারজ্জুর প্রদাহ ও বিকৃতি ঘটে। শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে।

পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের কার্যকারী ক্ষমতা কেমন ?—দেহের সব অন্তঃস্রাবী (এণ্ডোক্রাইন) গ্ল্যান্ডের কার্যকারিতার ওপর এর বিশেষ একটা নিয়ন্ত্রণ প্রভাব আছে। এই গ্রন্থিটি থেকে ছ'রকম বিভিন্ন হর্মোন নিঃসৃত হয় বলে জানা গিয়েছে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি যৌনশক্তি উদ্যম প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণে এই গ্ল্যাণ্ডটির কার্যকারিতা মানবদেহের পক্ষে অপরিহার্য।

ব্যাকটিরিয়ার কোষগুলি কেমন আকারের ?—ব্যাকটেরিয়ার দেহকোষ শক্ত কোষ প্রাচীর দ্বারা আবৃত থাকে কয়েক প্রকার ব্যাক্টেরিয়ার কোষপ্রাচীর শর্করা ও অ্যামাই-নোযুক্ত এক প্রকার আঠালো পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত। কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজম সাধারণত দানাময় স্নেহ পদার্থ গ্লাইকোজেন, আর. এন. এ এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তু দ্বারা গঠিত। এদের কোষের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস বা নিউক্লিওলাস থাকে না কিন্তু বংশগতির মাধ্যমরূপে ডি. এন. এ ঘনীভূত অবস্থায় থাকে। একে অনেক সময় নিউক্লীয় বস্তু নামে চিহ্নিত করা হয়। সাধারণত এদের দেহকোষে কোনো ক্লোরোফিল থাকে না।

নারকেল গাছের গড় আয়ু কতদিন ?—প্রায় ৮ বছর।

মেরুদণ্ডে কতগুলি অস্থি আছে ?—৩৩টি।

পিঁপড়ের কটা পা আছে ?—৬টা।

মানবদেহে কতগুলো মাংশ পেশী আছে ?—৬৩৯টি। দেহের ওজনের ৪০%।

প্রজাপতি, মথ ও মৌমাছির কটা করে ডানা আছে ?—৪টি করে।

মানবদেহে কতগুলো অস্থি আছে ?—২০৬টি।

মানুষের হৃদপিণ্ডে চারটি কুঠুরি আছে। ব্যাঙের হৃদপিণ্ডে কুঠুরির সংখ্যা কত ?—তিনটি।

স্বাভাবিক মানদেহে শতকরা কত ভাগ রক্ত থাকা উচিত ?—ব্যক্তির নিজের ওজন ৮%।

মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপের মাত্রা কত ?—১২০-৮০ m. m. (সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক)।

মানুষের দেহের রক্তের স্বাভাবিক উষ্ণতা কত ?—৩৭° সেণ্টিগ্রেট অথবা ৯৮·৬° ফারেনহাইট।

মানব দেহের কটি তন্ত্র আছে ? তন্ত্রগুলির নাম কি ?—আটটি তন্ত্র। (১) কঙ্কাল (২) পাচনতন্ত্র (৩) শ্বসনতন্ত্র (৪) রক্তসংবহনতন্ত্র (৫) স্নায়ুতন্ত্র (৬) জননতন্ত্র (৭) পৌষ্টিক-তন্ত্র (৮) রেচনতন্ত্র।

মস্তিষ্ককে কটি ভাগে ভাগ করা হয় ? এগুলির নাম কি কি ?—মস্তিষ্কের প্রধান চারটি অংশ আছে। (১) গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম)। (২) লঘুমস্তিষ্ক (সেরিবেলাম) (৩) সংযোজক মস্তিষ্ক (পনস্ ভ্যারোলী) এবং সুষুম্না-শীর্ষ মেডুলা অবলংগোটা)।

ক্যানসার রোগ নির্ণয়ে কত ধরনের উপসর্গ বিচার বিবেচনা করা হয় ?—মোটামুটিভাবে সাতটি লক্ষণ ১। যে ক্ষত সহজে সারছে না, ২। স্তনের কাছে মাংসের কোনো

ডেলা (আবজাতীয়), অবশ্য এটা দেহের অন্যত্রও দেখা দিতে পারে ৩। অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ ৪। জড়ুল জাতীয় কিছুর পরিবর্ত্তন ৫। ক্রমাগত অজীর্ণ অবস্থা ও খাওয়াতে অরুচি ৬। ক্রমাগত স্বরভঙ্গ অথবা কাশি ৭। কোষ্ঠ সংক্রান্ত স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন।

রক্তকে কটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ? কোন শ্রেণীতে রক্তকে 'সর্বজনীন দাতা বলে ?—মানুষের দেহের রক্তকে A, B, AB, ও O এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। রক্তে দু-ধরনের অ্যাগ্লুটিনোজেন A ও B এবং দুরকম অ্যাগ্লুটিনিন ∝ (আলফা ও β বিটা) থাকে।

A শ্রেণীর রক্তে—আগ্লুটিনোজেন A ও β অ্যাগ্লুটিনিন থাকে। B শ্রেণীর রক্তে থাকে—অ্যাগ্লুটিনোজেন B ও অ্যাগ্লুটিমোজেন ∝ থাকে। AB শ্রেণীর রক্তে অ্যাগ্লুটিনোজেন A ও B থাকে কিন্তু আগ্লুটিনিন থাকে না। O বিভাগের রক্তে কোনো অ্যাগ্লুটিনোজেন থাকে না, তবে অ্যাগ্লুটিনিন ∝ ও β থাকে। O শ্রেণীর রক্তে কোনো-কোনো প্রকার অ্যান্টিজেন না থাকায় অন্য রক্তের অ্যান্টিবডির সংস্পর্শে এসে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে না। এই কারণে O শ্রেণীর রক্ত যে কোনো শ্রেণীর রক্তের সঙ্গে সহজেই প্রবাহিত হতে পারে। রক্ত দাতার রক্ত O শ্রেণীর হলে তাকে সর্বজনীন দাতা বলে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের খাদ্যের মাধ্যমে দৈনিক কত ক্যালোরি তাপশক্তি প্রয়োজন ?—আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার কিলো ক্যালোরি।

কতটা শৈত্যে জল বরফ হয় ?—0° সেণ্টিগ্রেডে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফিজিক্স কুইজ ও গণিত কুইজ

সব চেয়ে হাল্কা ধাতু কি ?—লিথিয়াম (L) হাল্কা, রূপোর মত সাদা ক্ষারজাতীয় ধাতু। পরমাণু সংখ্যা ৩। ১৮১৭ সালে সুইডেনের জন অ্যাফভেডসন এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন।

H_2O কি ?—জলের রাসায়নিক সংকেত, হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু ও অক্সিজেনের একটি পরমাণু মিলে (রাসায়নিক বিক্রিয়ায়) জল তৈরী হয়। অবশ্য এটি হলো সাধারণ জল অর্থাৎ নদী, ঝর্ণা, পুকুর ইত্যাদির। বিজ্ঞানীরা বলছেন জলের অণুর একটি বিশিষ্ট বিন্যাস আছে এবং সেই জন্যেই পরস্পরকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করার বিশেষ ক্ষমতারই অধিকারী। তাই জলের সঙ্কেত লিখনের শুদ্ধতর পদ্ধতি $H_2O)$ n, এখানে n পরিমেলে জলের অণুসংখ্যার প্রতীক।

আইসো টোপ কি ?—বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোনো কোনো মৌলিক পদার্থদের কতকগুলো পরমাণুর ওজন বদলে যায় অথচ পারমাণবিক সংখ্যা এক থাকে। এই ধরনের পরমাণুর সমবায়ে গঠিত পদার্থকে ওই মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলা হল। আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন ছাড়া আর সব রকম রাসায়নিক ধর্ম সম্পূর্ণভাবে ঐ মৌলিক পদার্থের অনুরূপই থাকে।

ভর ও ভারের মধ্যে পার্থক্য কি ?—সাধারণভাবে আমরা কোনো বস্তুর ভর ও ভার (অর্থাৎ ওজন)-কে একই অর্থে ব্যবহার করি বা বুঝে থাকি, তবে ভর ও ভারের মধ্যে পার্থক্য আছে।

পদার্থের মোট বস্তু পরিমাণ হলো ভর। কিন্তু ওজন একটি বল এবং যে পরিমাণ বল দিয়ে পৃথিবী কোনো বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাতেই বস্তুর ওজন (ভার)। বস্তুর ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না। কেন না স্থান ভেদে কোনো সময়ই বস্তু পরিমাণ কমে না, বাড়ে না। কিন্তু স্থানভেদে বস্তুর ওজন বা ভার কম বেশী হয়। পৃথিবীর চেয়ে চাঁদের ভর অনেক কম বলেই পৃথিবী থেকে কোনো বস্তু চাঁদে নিয়ে গেলে বস্তুটির ভরের হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না, কিন্তু বস্তুটির ওজন বা ভার কম হবে।

সব চেয়ে ভারী ধাতু কি ?—ইউরেনিয়াম। পরমাণুর ভর ২৩৮·০৩।

অ্যালকেমি বিদ্যা কি ?—প্রাচীনকাল থেকে এক ধরণের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ছিলেন যাঁরা প্রধানতঃ নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই অ্যালকেমিস্টরা রসায়ন বিদ্যার সঙ্গে নানারকম তন্ত্র-মন্ত্র, যাদুবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা সব মিশিয়ে এক অপ্রাকৃত উপায়ে 'জীবন রসায়ণ' ও 'পরশ পাথর' আবিষ্কারের এক চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ও ব্যবস্থার বিশেষ যোগাযোগে মানুষের ব্যাধিশূন্য দীর্ঘজীবন লাভ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করবার উপায় বার করাই ছিল তাঁদের কাজ। ক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটতে এদের এই উদ্ভট প্রচেষ্টা অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন হয়, শেষ হয় অ্যালকেমি বিদ্যা।

অনুঘটক কি ?—যে-সব পদার্থ অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুততর করে, অথচ নিজে ওই রাসায়নিক ক্রিয়ার অপরিবর্ত্তিত থাকে তাকেই বলে। অর্থাৎ ঐ ধরনের পদার্থকে অনুঘটক (catalyst)

ক্যালোরি কি ?—কোনো পদার্থে নিহিত মোট উত্তাপ, বা তাপশক্তি পরিমাপের একক। এক গ্রাম জল ১° সেণ্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ তাপ দরকার হয় বা অন্য কথায় ১° সেণ্টিগ্রেড উত্তপ্ত ১ গ্রাম জল ঠাণ্ডা করলে যতটা তাপ-শক্তি বিমুক্ত হয় তাই হলো এক ক্যালোরি।

স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি কি ?—কোনো বস্তুর বিশেষ অবস্থানের জন্যে বা তার বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক অবস্থানের জন্যে ঐ বস্তুতে যে কাজ করবার শক্তি সঞ্চিত হয় তাকে স্থিতিশক্তি বলে। আবার গতির জন্য গতিশীল বস্তু কার্য করবার যে শক্তি লাভ করে তাকে বলে গতিশক্তি।

পারদ-এর রাসায়নিক সংকেত কি ?—Hg.

এক অশ্বশক্তি বলতে কি বোঝায় ?—শক্তি পরিমাপের

একটি একক বিশেষ। ইংরেজীতে বলে হর্স পাওয়ার। 550 পাউন্ড ওজনের কোনো বস্তু এক সেকেন্ডে এক ফুট ওপরে তুলতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয় তাকে বলে এক অশ্ব শক্তি।

চুম্বক ঝড় কি ?—বিভিন্ন নৈসর্গিক কারণে পার্থিব চৌম্বক-শক্তির ক্ষেত্রে অনেক সময় বিশৃৎখলা ঘটে ; যার ফলে কম্পাস যন্ত্রের চৌম্বক শলাকা আকস্মিকভাবে দিক পরিবর্তন করে। একেই বলে চুম্বক ঝড়। সৌর কলঙ্কের আধিক্য ও আরো বোরিয়ালিসের আকস্মিক ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি প্রভৃতির সময়ে সাধারণতঃ এরূপ হতে দেখা যায়।

বয়েলস-এর সূত্র কি ?—কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন তার ওপর প্রদত্ত চাপের বিপরীত আনুপাতিক হয়, অর্থাৎ চাপ বাড়ালে আয়তন সেই অনুসারে কমে, চাপ কমালে আয়তন আবার সেই অনুসারে বাড়ে। সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন গ্যাসের চাপ ও আয়তনের গুনফল সর্বদা সমান হবে, বিজ্ঞানী বয়েলের এই গ্যাসীয় আয়তন-সূত্র সাধারণতঃ কোনো কোনো গ্যাসের পক্ষে সম্পূর্ণ খাটে না। কোনো গ্যাস এই নিয়ম সম্পূর্ণরূপে মেনে চললে তাকে 'পারফেক্ট গ্যাস' বলে।

কষ্টিক সোডার রাসায়নিক নাম কি ?—সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (N_aOH)

সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং কপার সালফেট-এর রং কেমন ? দুটির মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি ?—সাদা এবং নীল। দুটোই লবণ।

এ. সি. এবং ডি. সি. কি ?—অল্টার্নেটিং কারেন্ট ও ডাইরেক্ট কারেন্ট। যে তড়িৎ-প্রবাহ পর্যায়ক্রমিকভাবে দ্রুত দিন পরিবর্তন করে এবং এরূপ প্রবাহে তড়িৎ-শক্তি প্রথমে একদিকে সর্বোচ্চ চাপ-সীমায় পৌঁছিয়ে গেলেই সে চাপ মন্দীভূত হয়, এবং বিপরীত দিকে সর্বনিম্ন সীমায় দ্রুত নেমে যায়। এটাই হলো ঃ এ. সি। যে তড়িৎ-প্রবাহ সর্বদা স্থিরভাবে একই দিকে থাকে তাকেই বলে ঃ ডি. সি।

মার্শ গ্যাসের রাসয়নিক নাম কি ?—মিথেন গ্যাস (CH_4)।

তাপ গতি বিজ্ঞান কি ?—উত্তাপের প্রভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন পদার্থের গতি-শক্তি তড়িৎ-শক্তি প্রভৃতি যেসব বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব ঘটে তার সূত্র, প্রকৃতি ও তথ্যাদি সম্পর্কীয় গাণিতিক বিজ্ঞানকে বলে তাপগতি বিজ্ঞান।

তিনটি প্রধান রং কি ?—লাল, নীল এবং হলদে।

হাইড্রোজেন ভর্তি বেলুন বাতাসে ওড়ে কি করে ?—বায়ুর ওজনের চেয়ে হাইড্রোজেনের ওজন হাল্কা বলে হাইড্রোজেন ভর্তি বেলুন বাতাসে ওড়ে।

ট্রান্সফর্মার-এর কার্যকারিতা কি ?—অল্টারনেট তড়িৎ-প্রবাহের ভোল্টেজ কমানো (স্টেপডাউন) বা বাড়ানো (স্টেপ আপ) যায় যে যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে তাকেই বলে ট্রান্সফর্মার।

ফিসন ও ফিউসনের দ্বারাই পারমাণবিক শক্তি নির্গত হয়। এই ফিসন ও ফিউসনের পার্থক্য কি ?—আণবিক বিক্রিয়ার ফলে তেজষ্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়স যে-পদ্ধতিতে ভেঙ্গে পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত করা সম্ভব হয় তাকেই বলে ফিসন। অন্য দিকে তেজষ্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়স যে-পদ্ধতিতে সংযুক্ত করে পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত করা হয় তাকে বলে ফিউসন।

তামার সঙ্গে ভিনিগারের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় ?—ভার্ডিগ্রিস (সবুজ রংএর ছোপ-পড়া বেসিক কপার অ্যাসিটেট)।

$NaCl$ বলতে কি বোঝানো হয় ?—খাদ্য লবণ।

জলেতে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের বিক্রিয়া ঘটলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় সেই গ্যাসটির নাম কি।—অ্যাসিটিলীন গ্যাস। বর্ণহীন, বিষাক্ত এবং দাহ্য গ্যাস।

মাইকেল ফ্যারাডে কি জন্যে বিখ্যাত ?—মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭) একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। তড়িৎ-চুম্বকের ধর্ম সম্পর্কে বিরাট কাজ করেছিলেন। তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন তড়িৎ বিশ্লেষণের নিয়মগুলি।

লৌহের রাসায়নিক সংকেত কি ?—Fe.

হাইড্রাস ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেটের খনিজ নাম কি ?—ট্যালক বা ট্যালকাম।

কয়লা ও কোকের মধ্যে পার্থক্য কি ?—গ্যাস বার করে নেবার পর যে কয়লা থাকে তাকে বলে কোক।

রিওষ্টেট কি ?—রিওষ্টেট হলো বৈদ্যুতিক রোধ যন্ত্র, যার বিভিন্ন রোধ আছে।

ফটোমিটারের কাজ কি ?—বিভিন্ন সব আলোক রশ্মির

ঔজ্জ্বল্য তুলনামূলকভাবে স্থির করার জন্যে এক ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার হয়। এতে অবশ্য ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ স্থির করা যায় না। বিভিন্ন আলোক উৎসের ঔজ্জ্বল্য এই ফোটোমিটার যন্ত্রে ক্যাণ্ডেলা এককের পরিমাপে তুলনা করা যায়।

মেগাটন দিয়ে কি মাপা হয়?—আণবিক অস্ত্রসমূহের বিস্ফোরণের শক্তি পরিমাপ হয়। 'মেগা' অর্থে দশ লক্ষ গুণ বোঝানো হয়।

প্লাটিনামের স্বাভাবিক রঙ কি?—প্ল্যাটিনামের স্বাভাবিক রং রূপোর মত সাদা। তবে রূপোর মত উজ্জ্বল নয়। প্ল্যাটিনামকে পাউডারের মত গুঁড়োলে প্রায় কালো দেখায়।

লেড পেন্সিল কথাটির অর্থ যথাযথ নয়। সঠিক অর্থে কি বলা উচিত?—গ্র্যাফাইট।

ক্যাটস আই কি?—একধরনের কোয়ার্টজ। উজ্জ্বল রত্ন হিসাবে মূল্যবান।

জলের চেয়ে যে তরল পদার্থটি চৌদ্দ গুণ ভারী তার নাম কি?—পারদ।

আকাশে উড়তে গেলে কি ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়?—অ্যারো ডাইনামিক্স।

একাধিক ধাতু মিশিয়ে যে ধাতুর দ্রব্য তৈরী করা হয় তাকে কি বলে?—অ্যালয়।

হাইড্রোগ্রাফি কি?—যে বিজ্ঞানবিদ্যায় ভূ-পৃষ্ঠের, সমুদ্রতলের মানচিত্র অঙ্কন পরিমাপ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বলে হাইড্রোগ্রাফি। অবশ্য জলযানের যাতায়াতের বিষয়টিও লিপিবদ্ধ হয়।

মোটর গাড়িতে রেডিয়েটারের প্রয়োজন কি?—ইঞ্জিনের উত্তাপ যাতে বাড়তে না পারে তার জন্যে ঠাণ্ডা জল ইঞ্জিনের গা-দিয়ে প্রবাহিত করার জন্য রেডিয়েটারের ব্যবস্থা।

সময়-মাপার বৈজ্ঞানিক নাম কি?—হরোলজি।

হঠাৎ যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অন্তর্হিত হয় তাহলে কি ধরনের ঘটনা ঘটবে?—পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণীরা ভাসতে থাকবে। পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ বলের জন্যে।

সমতলভূমির চেয়ে পাহাড়ের ওপরে ঠাণ্ডা অনেকটা বেশী হবার কারণ কি?—পাহাড়ের ওপরের বায়ুর ঘনত্ব কম বলে তাপ শোষণ করার ক্ষমতা কম (সূর্যরশ্মির তাপ)।

ফুটন্ত জলে একটি থার্মোমিটার রাখা হলো। তলায় তাপ দেওয়া চলতে থাকলেও থার্মোমিটারের উষ্ণতা বাড়বে না। এর কারণ কি?—স্ফুটনাঙ্কের পর যে তাপ আসবে তা জলকে বাষ্পে পরিণত করবে সুতরাং উষ্ণতা বাড়বে না।

অ্যানীস্থেসিয়া হিসাবে নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) গ্যাস ব্যবহার করা হয়? এই গ্যাসের নাম কি?—লাফিং গ্যাস।

দুটো কম্বল যতটা পুরু ততটা পুরু যদি একটা কম্বলও হয় তাহলে দুটো কম্বল এক করলে গরম অনেক বেশী হয়। এর কারণ কি?—দুটো কম্বলের মধ্যে যে ফাঁক থাকে তার মধ্যেকার বায়ু তাপকে সহজে প্রবাহিত হতে দেয় না।

মোটর চালকেরা পেছনের রাস্তা দেখবার জন্যে কি ধরনের আয়না ব্যবহার করেন?—উত্তল কাঁচের আয়না। বড় দৃশ্যকে ছোট আকারে আনার জন্যে এই ধরনের আয়নার ব্যবহার!

সেণ্টিগ্রেডের অপর নাম কি?—সেলিসিয়াস। এই এককের উদ্ভাবক জে. পি. ক্রাইসটেন (১৭৪৩) বলে মনে করা হলেও আঁদ্রে সেলিসিয়াসের নামে নামকরণ হয়।

কিভাবে তাপ তিন পথে প্রবাহিত হয়?—পরিবহণ, পরিচলন, বিকীরণ এই তিনটি পদ্ধতিতে তাপ প্রবাহিত হয়।

বৃত্তের ব্যাস ও জ্যা-এর মধ্যে পার্থক্য কি?—বৃত্ত যে তলে অবস্থিত সেই তলে নির্দিষ্ট একটি বিন্দু বক্ররেখাটির সমদূরবর্তী বলে তাকে বলে বৃত্তের কেন্দ্র। একটি সীমাবদ্ধ বক্ররেখাকে পরিধি বলে। কেন্দ্রগামী উভয় দিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত রেখাকে বলে ব্যাস। ব্যাস ভিন্ন পরিধির যে কোনো দুটি বিন্দুর সংযোজক রেখাকে বলে জ্যা।

গান পাউডারে কি কি পদার্থ আছে?—পটাসিয়াম নাইট্রেট (সল্টপিটার) গন্ধক ও কয়লার গুঁড়োর সংমিশ্রণে গান পাউডার (বিস্ফোরক পদার্থ) তৈরী করা হয়।

লঘু অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে কি বলে?—ভিনিগার।

গ্যালভানোমিটার কি কাজে ব্যবহার করা হয়?—সামান্য তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব নির্দেশক এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র।

কিভাবে ব্লিচিং পাউডার তৈরী হয়?—বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্লেকড লাইম অর্থাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়ে পদার্থটি তৈরী করা হয়।

কি ধরনের বিক্রিয়ায় জল থেকে হাইড্রোজেনকে মুক্ত করা যায় ?—তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

গাণিতিক সমীকরণ বলতে কি বোঝায় ?—গাণিতিক সমীকরণ বোঝাতে গেলে দুটি সম্পর্ক দেখাতে হবে ; এর মধ্যে একটি জানা পরিমাণের সঙ্গে অপর একটি অজানা পরিমাণকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। সমান অর্থ বোঝানোর জন্যে '=' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি কি ?—ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণু কেন্দ্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় এবং তা থেকে তড়িতাবিষ্ট তেজষ্ক্রিয় কণিকা-ধারা নির্গত হতে থাকে ; স্বতঃ বিকিরিত এই তেজঃ রশ্মি হলো ঃ (১) আলফা (২) বিটা (৩) গামা। আলফা কণিকাগুলো পজিটিভ চার্জযুক্ত, বিটা কণিকাগুলো নেগেটিভ চার্জযুক্ত এবং গামা কণিকা হলো তড়িৎ-বিহীন।

ফটোগ্রাফিতে f-সংখ্যার অর্থ কি ?—লেন্স এ্যাপারচার-এর মাপ। f-নম্বর হলো একটি লেন্স এবং কতটা আলো যেতে দেবে তার পরিমাপ। ফটোগ্রাফিতে f-নম্বর অ্যাপারচারের ফোকাল লেন্স বোঝায়।

বর্ণালীর প্রতি শেষপ্রান্তে যে অদৃশ্য তরঙ্গ রয়েছে তাকে কি বলে ?—(১) অবলোহিত-রশ্মি (ইনফ্রা-রেড), (২) অতি বেগুনী-রশ্মি (আলট্রা-ভায়োলেট)।

কেমিস্ট-রা যাকে সোডিয়াম বাইবোরেট বলেন তার সাধারণ নাম কি ?—বোরাক্স। বাংলায় বলে "সোহাগা"।

কোয়াণ্টাম কি ?—কোনো উত্তপ্ত বস্তু বা আলোক শিখা থেকে যে তাপশক্তি বিকরিত হয় তা নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় না, হয় তেজঃশক্তির সূক্ষ্ম কণিকার তরঙ্গায়িত বিচ্ছুরণের মাধ্যমে (প্যাকেট অব এনার্জী)। শক্তির এই বিশেষ কণিকাগুলোকে বলে 'কোয়াণ্টা'। স্বতরাং বিকরিত শক্তির ভর তত্ত্বই হলো কোয়াণ্টাম মতবাদ।

মারকিউরিক ক্লোরাইড কি ?—পারদের সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। তেমন মার মারকিউরিক ক্লোরাইড ($Hgcl^1_2$) এটি সাধারণতঃ করোসিক সাব্লিমেট নামে পরিচিত। এটি কীট-পতঙ্গ নাশক বিষাক্ত পদার্থ।

নিষ্ক্রিয় গ্যাস কি ?—হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন জেনন, র‍্যাডন মৌলিক পদার্থগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না ; যদিও বর্ত্তমানে এইসব পদার্থগুলিকে সঠিক অর্থে নিষ্ক্রিয় বলা যায় না।

র‍্যাডার কি ?—বহু দূরবর্তী গতি, অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতি নির্ধারণের জন্যে উদ্ভাবিত একপ্রকার যন্ত্র বিশেষ হলো র‍্যাডার।

বৈদ্যুতিক চার্জের ক্ষুদ্রতম একক কি ?—ইলেকট্রোন হলো নেগেটিভ চার্জযুক্ত কণা, আর প্রোটোন হলো পজিটিভ চার্জযুক্ত কণা।

ছোট জিনিসকে বড় দেখানোর জন্যে যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তার নাম কি ?—অণুবীক্ষণ যন্ত্র (মাইক্রোসকোপ

টেলিপ্রিণ্টার কি ?—সংবাদ সংস্থায় এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আছে যেটি দূর দূরান্তের পাঠানো সংবাদ নিজে থেকেই ছেপে দেয়। বিদ্যুতের সাহায্য অবশ্য অপরিহার্য।

ক্যালরিমিটার কি ?—কোনো পদার্থের নিহিত বা পরিবাহিত তাপের পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ।

PH বলতে কি বোঝানো হয় ?—রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন অ্যাসিড বিশ্লিষ্ট হলে তা থেকে হাইড্রোজেন আয়ন বিমুক্ত হয় এবং তা পজিটিভ চার্জ (H) হয়ে থাকে।

সাধারণত ঃ এক লিটার সলভেণ্টের মধ্যে এক গ্রাম-অ্যাটম সলিউট দ্রবীভূত করলে উৎপন্ন তরল পদার্থে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন $(H)^+$ বিমুক্ত হয় তাকে বলে 'হাইড্রোজেন আয়ন কন্সেনট্রেশন, সংক্ষেপে PH।

ভোল্ট কি ? কার নাম অনুসারে এই নামকরণ হয়েছে ?—বৈদুতিক চাপ পরিমাপের একটা একক। তড়িৎ-পরিবাহী তারের দুটি প্রান্ত, অথবা তার যে-কোন দুটি বিন্দুর মধ্যে তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য। এক ভোল্ট হবে, যদি ওদের মধ্যে এক কুলম্ব তড়িৎ-প্রবাহের ফলে এক জুল পরিমাণ শক্তি (এনার্জি) প্রকাশ পায় ইটালীর এ. ভোল্টা (১৭৪৫-১৮২৭) হলেন একজন পদার্থবিদ এবং বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর গবেষণা ও দান চিরস্মরণীয়। ভোল্ট নামটি তাঁরই নাম অনুযায়ী লামকরণ করা হয়েছে।

রুশরা তাঁদের (নভশ্চরকে) কি নামে অভিহিত করে থাকেন ?—কসমোনট।

অ্যানটেনার কাজ কি ?—রেডিও ব্যবহার মাধ্যমে যে অংশটি শব্দ প্রেরণ করে বা গ্রহণ করে তাকেই বলে অ্যানটেনা।

নিউট্রন কি ?—পরমাণুর কেন্দ্রে পজিটিভ চার্জযুক্ত প্রোটোন ছাড়াও চার্জ বিহীন আর এক ধরনের মৌল কণা থাকে তাকে বলে নিউট্রোন; এই নিউট্রোনের ভর প্রোটোনের চেয়ে যৎসামান্য বেশী।

মহাকাশ অভিযানের জন্য যিনি পথিকৃৎ তাঁর নাম কি ?—কর্ণেলয়ুরী গ্যাগারিন (সোভিয়েট রাশিয়া)। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মহাকাশযান ভস্টক ১ করে মহাকাশে পাড়ি দেন। প্রতি ৮৯.৩৪ মিনিটে তিনি একবার করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

নাগার্জুন কি জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছে ?—ভারতীয় দার্শনিক নাগার্জুন মধ্যযুগের বিশিষ্ট রসায়নবিদ হিসাবে স্মরনীয় হয়ে আছেন।

ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল কি জন্যে বিখ্যাত ?—ক্লার্ক ম্যাক্স-ওয়েল (১৮৩১-৭৯) বৃটেনের একজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ। বর্ণের অনুভূতি, তাপ, বিদ্যুত-চুম্বক, বস্তু ও তৎসংক্রান্ত বহু বিষয় সম্পর্কে তিনি মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ডালটন কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন ?—জন ডালটন (১৭৬৬-১৮৪৪) ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক। ডালটন হলেন অ্যাটমিক থিয়োরীর (বিজ্ঞানসম্মত) প্রতিষ্ঠাতা।

ফ্লজিস্টন কি ?—প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত একটা মত প্রচলিত ছিল এই যে, ফ্লজিস্টন নামক এক রকম দাহ্য কণা বা জ্বলন কণিকা আছে। সুতরাং পদার্থটি পোড়ালে এই ফ্লজিসটন বেরিয়ে যায়। বিজ্ঞানী প্রিস্টলে এই মতবাদ ভুল প্রমাণিত করেন। প্রমাণত হয় যে জ্বলন হলো দাহ্য পদার্থের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস সংযোগের একটা রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্র।

মহাজাগতিক রশ্মি কি ?—মহাজগৎ (পৃথিবী থেকে বহু দূরত্ব) থেকে শক্তিসম্পন্ন বিকিরণ পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে। এই বিকিরিত শক্তি হলো আহিত কণা। এদের বেশীর ভাগ হলো প্রোটোন, কিছু ইলেকট্রোন এবং আলফাকণা।

ইলেকট্রনিকস কি ?—ইলেকট্রনের ধর্ম ও গতিবিধি সম্পর্কে বিজ্ঞানের যে শাখাগড়ে উঠেছে তাকেই বলে ইলেকট্রনিক্স।

ওম কি ?—পদার্থমাত্রই তড়িৎ-প্রবাহে কিছু না কিছু বাধার সৃষ্টি করে। যে পদার্থে এই বাধা যত কম পদার্থটা তত ভালো তড়িৎ পরিবাহী তড়িৎ-শক্তি পরিবহনে পদার্থের এই স্বাভাবিক বাধা পরিমাপের একক হলো 'ওম'।

জুল কি ?—সাধারণভাবে তড়িৎ-শক্তির একক বিশেষ। আবার যে-কোন প্রকার শক্তির একক হিসাবেও অনেক সময় 'জুল, ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জেম্স্ প্রেসকট জুল এর নাম অনুসারে 'জুল' শব্দটির উৎপত্তি।

ক্যালকুলাস কি ?—ক্যালকুলাস গণিতের একটি বিশেষ শাখা অন্তরকলন ও সমাকলন এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। কোনো ক্রমাগত পরিবর্তশীল রাশিসম্পর্কিত বিভিন্ন গাণিতিক সমাধানের পদ্ধতি এতে আলোচিত হয়। এদের সাহায্যে নানারকম উচ্চতর গাণিতিক জটিল তথ্যের সামাধান করা সম্ভব হয়ে থাকে।

উইন্ডমিলের সাহায্যে কি কি ধরনের কাজ পাওয়া যায় ?—সাধারণভাবে শস্যাদি চূর্ণ করা,জল তোলার কাজে লাগা এবং তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের কাজেও উইন্ডমিলের ব্যবহার হয়।

গ্রহ-নক্ষত্রের গঠন, অবস্থান, উপাদান, ঔজ্বল্য গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ক গবেষণা বিজ্ঞানকে কি বলে ?—অ্যাসট্রোফিসিক্স।

শক্তি ও কার্যের মধ্যে পার্থক্য কি ?—কাজ করার সামর্থকেই শক্তি বলে। কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে যদি বস্তুটিকে স্থানচ্যুত করা যায় তবেই হবে কাজ।

কার্বলিক অ্যাসিড কি ?—কার্বলিক অ্যাসিডের অপর নাম ফিনল (C_6H_5OH)। সাদা স্ফটিকাকার। জলে দ্রবণীয়, বিষাক্ত পদার্থ, তীব্র অ্যাসিডধর্মী, যাতে লাগে তা পুড়ে ক্ষয় হয়ে যায়। একটা বিশেষ গন্ধ আছে। বীজাণু রোধক পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রং ও প্লাস্টিক শিল্পেও এর ব্যবহার আছে।

লং ওয়েভ, মিডিয়াম ওয়েভ ও সর্ট ওয়েভ বলতে কি বোঝায় ?—রেডিও বা বেতার-তরঙ্গ সুবৃহৎ দৈর্ঘবিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহের ফলে সৃষ্টি হয়। সর্টওয়েভ : ১০ থেকে ১০০ মিটার দৈর্ঘবিশিষ্ট তরঙ্গ।

মিডিয়াম ওয়েভ : ১০০ থেকে ৯,০০০ মিটার দৈর্ঘ বিশিষ্ট তরঙ্গ।

লঙওয়েভ। ১০০০ থেকে ১০,০০০ মিটার দৈর্ঘ বিশিষ্ট তরঙ্গ।

কাইনেম্যাটিক্স কি ?—ভর বা বলের কোন ধরনের উল্লেখ

না করে পদার্থবিদ্যায় (মেকানিক্স) গতি সম্পর্কীয় বিষয়ের গাণিতিক বিশেষণ যে বিদ্যার অন্তর্গত তাকেই বলে কাইনেম্যাটিক্স।

এ. পি. ও জি. পি. কি ?—এরিথটিক্যাল প্রগ্রেশন ও জিওমেট্রিক্যাল প্রগেশন।

এ. পি.=১, ২, ৩, ৪, ৫............প্রতিটি সংখ্যার মধ্যে সাধারণ পার্থক্য (প্রত্যেকের সঙ্গে ১) (প্রত্যেকের সঙ্গে সমান সাধারণ পার্থক্য) জি. পি.=১, ৩, ৯ ২৭, ৮১ —প্রতিটি সংখ্যা আগের সংখ্যাটির ৩ গুন। (সমান সাধারণ গুণের পার্থক্য)।

অ্যামোনিয়া কি কাজে লাগে ?—জমির সার ও বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থ তৈরীর কাজে অ্যামোনিয়ার প্রয়োজন। তাছাড়া শীতল কক্ষ বা রেফ্রিজারেটার যন্ত্র তৈরী করতেও তরলায়িত অ্যামোনিয়ার প্রয়োজন।

অ্যাকোয়া রিজিয়া কি ?—একভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড (HNo3) ও চারভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (H.1) সংমিশ্রণ। স্যাকরারা সোনা গলানোর জন্যে এই 'অ্যাকোয়া রিজিয়া' ব্যবহার করে।

লেসার রশ্মি কি ?—যদি কোন আলোক-কণা উত্তেজিত পরমাণুর ওপর না পড়ে, তাহলে শান্ত পরমাণুটি ঐ কণাকে শোষণ করে নেবে। ফলে আলোক তরঙ্গের পরিবর্ধন না হয়ে হ্রাসপ্রাপ্তি ঘাটতে পারে। এজন্যে আলোর পরিবর্ধন সেই সব মাধ্যমেই সম্ভব হয় সেখানে শান্ত পরমাণুর চেয়ে উত্তেজিত পরমাণুর সংখ্যা বেশী। উপায়ে কোন মাধ্যমে এই সংখ্যার উৎক্রমণ ঘটাতে পারলে আলোর পরিবর্ধন সম্ভব। এইরকম যে মাধ্যমে উদ্রিক্ত নিঃসরণের সাহায্যে আলোর পরিবর্ধন ঘটে তার নাম দেওয়া হয়েছে লেসার। Light Amplification by Stimulated Emissiom of Radiation—সংক্ষিপ্ত করে হয়েছে LASER. ১৯৫৮সালে এ. এল. স্যালো এবং সি. এইচ. টাউনেস তত্বগতভাবে এর প্রমাণ দেন। দু'বছর বাদে টি. এইচ মেইম্যান (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) ঘোষণা করেন যে লেসার দিয়ে কাজ শুরু করা যাবে। তারপর থেকে বিভিন্ন দিকে লেসারের ব্যবহার শুরু হয়েছে লেসার রশ্মি দিয়ে ওয়েল্ডিং, শল্যচিকিৎসা তো চলছেই, তাছাড়া ত্রি-মাত্রিক ফটোগ্রাভি (হলোগ্রাফি) প্রভৃতি নানা ধরনের কাজে লেসার রশ্মি ব্যবহার করা হচ্ছে।

কিলোসাইকল কি ?—প্রতি সেকেণ্ডে কোনো পরবর্তী তড়িৎপ্রবাহের (এ. সি.) এক হাজার বার পূর্ণ আবর্তন বা দিক পরিবর্ত্তন ঘটলে তাকে কিলো-সাইকল বলে। ইলেট্রিসিটিতে পরবর্তী প্রবাহের গতি পরিবর্তনকে বলে এক সাইকল অর্থাৎ '+' পজিটিভ তড়িৎ দ্বার থেকে '—' নেগেটিভ তড়িৎদ্বারে পেঁাছে পুনরায় পজিটিভ প্রত্যাবর্তন। বেতার-কেন্দ্র থেকে রেডিও তরঙ্গের বিক্ষেপণ প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার বার হলে তাকেও কিলোসাইকল বলে।

ট্রানজিস্টার কি ? এর কার্যকারিতা কি ?—অতি সূক্ষ্ম তড়িৎ-তরঙ্গ গ্রহণ উপযোগী এক ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ। প্রধানতঃ জার্মেনিয়াম ধাতুর ক্রিস্টালে তৈরী হয়। এটি ইলেকট্রিক রেডিও যন্ত্রের ভ্যাকুয়াম ভাল্ব, বা ডায়োডের অনুরূপ কাজ করতে পারে। তবে এটি স্থায়িত্বে, ক্ষুদ্রতায় ক্ষমতায় অধিকতর সুবিধাজনক। অতি ক্ষীণ তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে দূরাগত তড়িৎ তরঙ্গের ইলেকট্রোন কণিকার ধারা পরিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের অভাবনীয় ক্ষমতা এর আছে। তাই রেডিও, বিমান প্রভৃতিতে সূক্ষ্ম বেতার-তরঙ্গ গ্রহণের সর্বাধু-আবিষ্কার হলো ট্রানজিস্টার।

শক্তির নিত্যতা সূত্রটি কি ?—শক্তির বিনাশ বা ক্ষয় নেই! শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং একটা বস্তু যতটা শক্তি হারাবে, অন্য বস্তু ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি লাভ করবে। বিজ্ঞানীদের অভিমত হলো সৃষ্টির আদিতে যে পরিমাণ শক্তি এই বিশ্বে ছিল, আজও সেই পরিমাণ শক্তি আছে। এটাই হলো শক্তির নিত্যতা সূত্র।

টি. এন. টি. বলতে কি বোঝানো হয় ?—ট্রাইনাই-ট্রোটোলুইন। হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন। এটি একটি বিষ্ফোরক পদার্থ।

ট্রিগনোমেট্রি কি ?—গণিতশাস্ত্রের একটি বিশেষ শাখা। ত্রিভুজের বা কোণের বিভিন্ন অনুপাত নিয়ে এই শাখায় বিভিন্ন গাণিতিক তথ্যের সমাধান করা হয়।

মথ বল কি ?—মথবল হলো ন্যাপথলিন ($C_{10}H_8$)। জামাকাপড়ে ন্যাপথলিন দিয়ে রাখলে সহজে পোকামাকড় আসে না। এটি বিশেষ ধরনের হাইড্রোকার্বন।

তুঁতের রাসায়নিক সংকেত কি ?—$CuSo_4 5H_2o$।

বুলডোজার কি ?—মোটর চালিত ভারি একপ্রকার যন্ত্র বিশেষ—দেখতে অনেকটা যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত। এই যন্ত্রের সাহায্যে উঁচু-নিচু জায়গা সমতল করা।

অ্যাণ্টিম্যাটার কি ?—পরমাণুর গঠনে দেখা গেছে যে তার কেন্দ্রে রয়েছে পজিটিভ চার্জযুক্ত প্রোটোন এবং তার চারদিকে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রোন। অবশ্য প্রতিটি পরমাণুও প্রোটোন ও ইলেকট্রোনের সংখ্যা সমান। কিন্তু পরমাণুর মধ্যের প্রোটোন যদি নেগেটিভ চার্জযুক্ত এবং ইলেকট্রোন যদি পজিটিভ চার্জযুক্ত হয় তাহলে বস্তুর চরিত্রধর্মে পার্থক্য দেখা দেবে। দেখা গেছে বিপরীতধর্মী ইলেকট্রোন যাকে বলা হচ্ছে পজিট্রোন (পজিটিভ চার্জযুক্ত) এবং বিপরীতধর্মী প্রোটোন (নেগেটিভ চার্জযুক্ত)-এর অস্তিত্ব রয়েছে। পরমাণু সমবায়ে অণু, আবার অণুর সমবায়ে পদার্থ রূপ নেয়। কিন্তু প্রোটোন ও ইলেকট্রোনের চার্জের পরিবর্তন ঘটলে পদার্থের বিন্যাস আলাদা হবে। যে পদার্থে প্রোটোন (+) ও ইলেকট্রোন (−) দ্বন্দ্ব সমন্বয়ে একটি রূপ নিয়েছে আর প্রোটোন (−) ও ইলেকট্রোন (+) দ্বন্দ্বসমন্বয়ে পদার্থের যে রূপ দেবে তা পরস্পর বিপরীত। একটি আরেকটির প্রতি-বস্তু। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন পৃথিবীতে পরমাণুর যে গঠন তা হয়ত দূর-দূরান্তের অন্য গ্রহে ভিন্ন বা বিপরীত অর্থাৎ বিপরীতধর্মী বস্তুতে তৈরী, অবশ্য বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও কল্পনার পরীক্ষাগারে নিহিত।

ডি. ডি. টি. বলতে কি বোঝানো হয় ?—কীটপতঙ্গ নাশক এক রকম রাসায়নিক পদার্থের সংক্ষিপ্ত নাম। ডি. ডি. টি—পূর্ণ নাম, ডাইক্লোরো—ডাই-ফিনাইল—ট্রাইক্লোরোইথেন।

টাল্‌ক কি ?—নরম একশ্রেণীর পাথরের মসৃণ চূর্ণ। পাথরটা দিয়ে সাধারণতঃ গায়ে মাখার (ট্যালকাম) পাউডার তৈরী হয়। রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে পাথরটার গঠনে প্রধানত থাকে ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেট।

ডেনসিটি ও স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কি সমার্থক ?—কোনো পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তনে কি পরিমাণ বস্তু আছে তার একক হলো ডেনসিটি বা ঘনত্ব।

কোনো পদার্থের ওজন সম আয়তন জলের ওজনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে স্থির করে যে আনুপাতিক সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে বলে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বা আপেক্ষিক গুরুত্ব। কোনো পদার্থের এক ঘন সেণ্টিমিটার আয়তনের ওজন যত গ্রাম সেটি হলো পদার্থটির ঘনত্ব। সুতরাং কোনো পদার্থের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ও ডেনসিটি সংখ্যাগত ভাবে একই হয়ে ডাকে।

প্যারাফিন কি ?—মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বুটেন, পেণ্টন প্রভৃতি হাইড্রোকার্বনগুলোর সাধারণ নাম প্যারাফিন। গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন অবস্থায় এগুলিকে পাওয়া যায়। কঠিন প্যারাফিন থেকে মোমবাতি, বিভিন্ন মলম, পালিশ ইত্যাদি তৈরী হয়।

ম্যাগ্নেটোমিটার কি ?—চৌম্বক শক্তি পরিমাপক এক-প্রকার যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন চুম্বকের চৌম্বক শক্তির পরিমাণ বা বিভিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির তীব্রতা পরিমিত হয়ে থাকে। এই ধরনের যন্ত্রকে ম্যাগ্নেটোমিটার বলে।

পিথাগোরাস কি জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন ?—গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ (খৃঃ পূঃ ৫৭০—৫০০)। শব্দ-তরঙ্গের ক্রমিক পর্যায়বৃত্তির তারতম্যে সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উদ্ভব সম্পর্কীয় তথ্য প্রচার, গণিতের বিভিন্ন আনুপাতিক সূত্রের সম্প্রসারণ জ্যামিতির বিখ্যাত উপপাদ্য প্রবর্তন বিষয়ে পিথাগোরাস বিখ্যাত হয়ে আছেন।

মেথিলেটেড স্পিরিট কি ?—'ইথাইল অ্যালকোহলের' সঙ্গে সাধারণতঃ ৫% 'মিথাইল অ্যালকোহল' মিশিয়ে যে তরল জ্বালানি পদার্থ তৈরী হয় তাকে বলে মেথিলেটেড স্পিরিট। এতে স্পিরিট ল্যাম্প ও ষ্টোভ জ্বলে, নানারকম রং ও ভার্নিসের কাজেও এটি ব্যবহার করা হয়।

কয়লা খনির মধ্যে যে আলোটি নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায় সেটির নাম কি ?—'ডেভিস সেফ্‌টি ল্যাম্প'।

হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এর রাসায়নিক সংকেত কি ? এই দ্রব্যটির ব্যবহার কি ধরনের ?—H_2O_2। জীবাণু-রোধক, বিরঞ্জক ও জারক পদার্থ হিসাবে এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সাইফন কি ?—যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো পাত্রের তরল পদার্থ নিম্নতলে রক্ষিত অপর কোনো পাত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে বলে সাইফন।

গুণনীয়ক রাশি বলতে কি বোঝায় ?—কোনো সংখ্যা আর কোনো সংখ্যার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হলে দ্বিতীয় সংখ্যাকে প্রথম সংখ্যার উৎপাদক বা গুণণীয়ক বলা হয়।

পদার্থের প্লবতা বলতে কি বোঝায় ?—একটা নিমজ্জিত বস্তুর ওপরে তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের ঊর্ধচাপকে বলা হয় প্লাবতা ধর্ম (বয়েন্সি)।

ফায়ার এক্‌ষ্টিঙ্গুইসার কি ?—বায়ুর মধ্যে অক্সিজেনের সংযোগেই আগুন জ্বলে। এজন্যে প্রজ্জ্বলিত পদার্থকে বায়ু সম্পর্কশূন্য করে ফেলতে অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা করা হয়। এটি হলো অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র।

প্লাস্টার অব প্যারিসের রাসায়নিক সংকেত কি ? এই পদার্থটি কি কি কাজে লাগে ?—$CaSo_1 \frac{1}{2}H_2o$; ক্যালসিয়াম সালফেটের চূর্ণ। পদার্থটিতে জল দিলে আঠালো হয় এবং দ্রুত শক্ত হয়ে এঁটে যায়। এ জন্যে হাত-পা ভাঙলে প্লাস্টার অব প্যারিসের ব্যবহার হয়। এ ছাড়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় সৌখীন জিনিসও এ দিয়ে তৈরী করতে পারা যায়।

প্রতিফলন ও প্রতিসরণের মধ্যে পার্থক্য কি ?—কোনো অস্বচ্ছ মসৃণ জিনিসের ওপরে আলোকরশ্মি পড়লে ওই রশ্মি ভিন্ন পথে ফিরে আসে অর্থাৎ প্রতিফলিত হয়। একেই বলে প্রতিফলন (রিফ্লেক্‌শন)। আবার আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমের ভেতর দিয়ে পরিচালিত হলে তার গতিপথ বেঁকে যায়। গতিপথের এই পরিবর্তনকে বলে প্রতিসরণ (রিফ্রাকশন)।

ভারতীয় মুদ্রার দশমিকীকরণ বলতে কি বোঝায় ?—দশমিক এক ধরনের ভগ্নাংশ। এই ভগ্নাংশের সাহায্যে দশমাংশ, শতাংশ, সহস্রাংশ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বলে দশমিক। ভারতীয় মুদ্রা টাকাকে যখন ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হয় তখনই বলা হয় মুদ্রার দশমিকীকরণ।

গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক ও লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কের মধ্যে পার্থক্য কি ?—

একাধিক সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়কগুলির মধ্যে গরিষ্ঠ অর্থাৎ বৃহত্তম গুণনীয়ককে ঐ সংখ্যাগুলির গ. সা. গু বলা হয়।

দুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণিতকগুলির মধ্যে লঘিষ্ঠ গুলিতকটিকে ঐ সংখ্যাগুলির ল. সা. গু বলা হয়।

ভরবেগ বলতে তি বোঝায় ?—কোন গতিশীল বস্তুর ভর এবং গতিবেগের গুণফলকে বলে ভরবেগ।

সদ্‌বিম্ব ও অসদ্‌বিম্বের মধ্যে পার্থক্য কি ?—কোনো বস্তু থেকে আগত আলোক-রশ্মি দর্পণে প্রতিফলিত বা লেন্সে প্রতিসরিত হলে তার প্রতিবিম্ব পড়ে। এই প্রতিবিম্ব সোজাসুজি দর্শকের চোখে পড়তে পারে, আবার কোনো পর্দার ওপরও ফেলা যায়। একেই বলে সদ্‌ প্রতিবিম্ব (রিয়েল ইমেজ)। অন্যদিকে আয়নায় আমরা যে প্রতিবিম্ব দেখি তা হলো অসদ্‌ প্রতিবিম্ব (ভার্চুয়াল ইমেজ) এখানে আলোক-রশ্মির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হয় না। কারণ তাতে দৃষ্ট প্রতিচ্ছায়া পর্দার ওপর ফেলা যায় না।

কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ বলের মধ্যে পার্থক্য কি ?—কোনো কেন্দ্রীয় বিন্দুর চারিদিকে চক্রাকারে কোনো বস্তু দ্রুত বেগে ঘোরালে ওই বস্তুতে যে বহির্মুখী গতিশক্তির সঞ্চার হয় তাকেই বলে কেন্দ্রাতিগ বল (সেণ্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স)। আবার যে বলের প্রভাবে ওই বস্তুটা অবিরত ঘুরতে থাকে অর্থাৎ তার কেন্দ্রাভিমুখী বল বা টানকে বলে কেন্দ্রাভিগ বল (সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স)।

অবতল ও উত্তল কাচের মধ্যে পার্থক্য কি ?—যে লেন্সের মধ্যভাগ চারধার অপেক্ষা মোটা অর্থাৎ ওপরের দিক উত্তল তাকে বলে উত্তল লেন্স ; আর যে লেন্সের মধ্যভাগ পাতলা অর্থাৎ ওপরটা অবতল তাকে বলে অবতল লেন্স।

হ্যালোজেন কি ?—ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন, এই চারটি সমগোত্রীয় মৌলিক পদার্থকে একসঙ্গে 'হ্যালোজেন' বলে।

লীনতাপ বলতে কি বোঝায় ?—তাপ হ্রাসের ফলে কোনো তরল পদার্থ যখন জমে কঠিন হতে থাকে, বা তাপ বৃদ্ধির ফলে কোনো কঠিন পদার্থ গলে গিয়ে তরল এবং ক্রমে ক্রমে বাষ্পীভূত হতে থাকে। এই অবস্থায় উত্তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ঐ পদার্থের সম্পূর্ণ অবস্থান্তর না হওয়া পর্যন্ত ঐ পদার্থের উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় না, একই উষ্ণতায় থাকে। পদার্থের এইরূপ অবস্থান্তর ঘটাবার জন্যে প্রযুক্ত তাপ শক্তি অবস্থান্তরিত পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত থাকে ; এই সঞ্চিত বা পরিশোধিত তাপ শক্তিকেই লীন তাপ (ল্যাটেণ্ট হিট) বলে।

মূর্ত্ত সংখ্যা ও বিমূর্ত্ত সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কি ?—যখন কোনো সংখ্যা বিশেষ কোনো এককের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাকে বলে মূর্ত্ত সংখ্যা (Concrete number) যখন কোনো সংখ্যা বিশেষ কোনো এককের সঙ্গে যুক্ত হয় না তখন তাকে বলে বিমূর্ত্ত সংখ্যা (Abstract number)।

ভ্যাল্ব কি ?—ক) কোন ছিদ্র বা নলমুখে যান্ত্রিক কৌশলে সঞ্চলনশীন চাক্‌তি বা ছিপি এমনভাবে বসানো থাকে যাতে তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ কেবল একদিকে যেতে পারে। কিন্তু বিপরীত দিকে বেরুতে পারে না, (খ) বেতার যন্ত্র

ইলেকট্রিক বালবের মত কাঁচের যে টিউব থাকে, তাকেও সাধারণতঃ ভ্যাল্ব বলে। একে অবশ্য 'থার্মো আয়োনিক ভ্যাল্ব' বলা উচিত। এর জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দূরাগত ক্ষীণ কম্পনের তড়িৎ তরঙ্গকে পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত করা সম্ভব হয়।

দ্রাবক ও দ্রবণের মধ্যে পার্থক্য কি ?—সাধারণতঃ যে তরল পদার্থের মধ্যে অপর কোনো কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে দ্রবণের (সলিউশন) সৃষ্টি করে তাকে বলে দ্রাবক পদার্থ (সলিউট)। তাহলে তরলে কোন গ্যাসীয় বা কঠিন পদার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হয় যে তরল মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয়ে তাকে বলে দ্রবণ (সলিউশন)।

পলিমার ও মনোমারের মধ্যে পার্থক্য কি ?—যে-সব রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ তাদের মূল প্রাথমিক অণুর অবিমিশ্র একক সমবায়ে গঠিত, তাকেই বলে মনোমার ; এই স্বাভাবিক 'মনোমার' রাসায়নিক পদার্থের একাধিক অণু আবার বিশেষ রাসায়নিক সংযোগে পরস্পর সংবদ্ধ হয়েই পলিমার পদার্থের সম্মিলিত ও বৃহত্তর অণুর সৃষ্টি করে।

লিথোগ্রাফি কি ?—প্রস্তর ফলকের ওপরে অঙ্কিত চিত্র থেকে কাগজের চিত্র মুদ্রণের এক ধরনের কৌশল। এইজন্যে চুনা পাথরে তৈরী মসৃণ ফলকের ওপরে তৈলাক্ত কালি দিয়ে ছবি বা নক্সা আঁকা হয় ; পরে বিশেষ এক কৌশলে মুদ্রণ-যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের ওপর ওই ছবির ছাপ তোলা হয়। এই উপায়ে একাধিক, বর্ণের ছবিও মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রণকে বলে লিথোপ্রিণ্টিং।

ডায়নামো কি ?—তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রকেই ডায়নামো বলে। যন্ত্রটি এক রকমের জেনারেটার যার সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। বিভিন্ন পাওয়ার ষ্টেশনে বিভিন্ন গঠনের ও বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতির ডায়নামো চালিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

হিরাকস কি ?—ফেরাস সালফেট ($FeSo_4 7H_2O$) বাংলায় একেই বলে 'হিরাকস'।

মণি পাথর কি ?—খনিজ পদার্থ থেকেই মণি পাথরের জন্ম। মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণী। (ক) বহু মূল্যবান মণি—হীরা, চুনি, নীলা, পান্না, বৈদুর্য ইত্যাদি (খ) স্বল্পমূল্য মণি—পোখরাজ গোমেদ, পুলক, ইত্যাদি (গ) শোভনমণি—ওপাল, পিলু, রাজবর্ত ইত্যাদি।

তবে মুক্তা ও প্রবাল হলো সামুদ্রিক জৈব বস্তু মণি।

ডিহাইড্রেশন কি ?—জলশূন্য করা বা বিশুষ্কীকরণকেই বলে ডিহাইড্রেশন। যেমন ডিম বা দুধ থেকে যান্ত্রিক কৌশলে তার জলীয় অংশ সম্পূর্ণ দূরীভূত করলে বিশুষ্ক চূর্ণ পাওয়া যায়। উদাহরণ হলো, মিল্ক পাউডার, এগ পাউডার।

অ্যামিটার ও ভোল্টামিটারের পার্থক্য কি ?—অ্যামিটার বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপের সূক্ষ্ম যন্ত্র। এর সাহায্যে অ্যামপিয়র একক তড়িৎ প্রবাহ মাপা সম্ভব হয়।

ভোল্টামিটার-এ বৈদ্যুতিক চাপ পরিমাপ করা হয়। এর সাহায্যে তড়িতাবিষ্ট দুই স্থান বা বস্তুর মধ্যে তড়িৎ-বিভবের প্রভেদ, পোর্টেন্সিয়াল ডিফারেন্স মাপা হয়।

রোটারী মেশিন কি ?—সংবাদ ছাপাবার জন্যে বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত উন্নত ধরনের একটি যন্ত্র থেকে কাগজ আপনা-আপনি সুন্দরভবে ছাপা ও ভাঁজ হয়ে বেরিয়ে আসে।

ফটকিরির রাসায়নিক সংকেত কি ?—$K_2So_4Al_2(So_4)_3 24H_2o$।

থার্মোফ্লাস্ক থেকে কি ধরনের কাজ পাওয়া যায় ?—থার্মোফ্লাস্কের মধ্যে গরম জিনিষ বহুগুণ গরম থাকে, আবার ঠাণ্ডা জিনিষ অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে। পারিবারিক কিংবা ব্যবসায়ে এটির প্রয়োজনীয়তা আছে।

কপিকল কি ?—যে যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে একটি ঘূর্ণমান চক্রের উপরিস্থিত লম্বা দড়ি টেনে ভারী বস্তু সহজে ওপরে তোলা যায়। দড়ি গাছটির একপ্রান্তে ভারী জিনিস বেঁধে অপর প্রান্ত ধরে টানলে চক্রটির (পুলি বা কপিকল) ঘূর্ণনের ফলে অল্প বল প্রয়োগে অধিক ভারী জিনিস ওপরে উঠে যায়। এতে যথেষ্ট যান্ত্রিক সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

গেরুমাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য কি ?—গেরুমাটি হলো বিয়োজিত খনিজ। এর উপাদান—হেমাটাইট, লিমোনাইট কিম্বা এদের মিশ্রণ। নরম হেমাটাইট (F_2O_3) বা রুজ হলো লাল রঞ্জক এবং লিমোনাইট ($2Fe_2e_3\ 3H_2o$) গাঢ় বাদামি রঞ্জক, যার সঙ্গে সাদা রঞ্জক মিশিয়ে নানা ধরনের রং তৈরি সম্ভব।

একক কয় প্রকার ও কি কি ?—দইপ্রকার। যথা—লব্ধ একক এবং প্রাথমিক একক।

তোমার হাতে একটি লোহার বল আছে বলটিতে পদার্থের কি ধর্ম আছে ?—কাঠিন্য।

রাশি কয়প্রকার ও কি কি ?—দুইপ্রকার।—যথা—স্কেলার রাশি এবং ভেক্টর রাশি।

বাধা না থাকিলে একটি চলমান বস্তুর কি হইত ?—ওটা চিরকালই চলতে থাকতো কখনও থামতে পারত না।

তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে কি যান্ত্রিক সুবিধা আছে ?—না, যান্ত্রিক সুবিধা নেই।

কোন বস্তু কর্তৃক কৃতকার্যের পরিমাণের গাণিতিক রূপটি কি ?—বস্তু কর্তৃক কৃতকার্য = প্রযুক্ত বল × প্রয়োগ-বিন্দুর সরণ।

হর্সপাওয়ার বলতে কি বুঝি ?—অভিকর্ষের বিরুদ্ধে এক সেকেণ্ড 550 পাউণ্ডকে এক ফুট তুলিবার ক্ষমতাকেই এক হর্সপাওয়ার বলে।

মহাকাশে নক্ষত্রসমূহের দূরত্ব মাপিবার জন্য কি একক ব্যবহার করা হয় ?—আলোকবর্ষকে দূরত্বের একক ধরা হয়।

'VIBGYOR' কথাটির অর্থ কি ?—আলোর সাতটি রংকে সহজে মনে রাখার জন্য VIBGYOR কথাটি সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে পাই।

V—Violet
I—Indigo
B—Blue
G—Green
Y—Yellow
O—Orange
R—Red

ঘনত্বের একক কি ?—C.G.S. পদ্ধতিতে ঘনত্বের একক গ্রাম/ঘনসেমি F.P.S পদ্ধতিতে ঘনত্বের একক পাউণ্ড/ঘনফুট।

সিনেমা হলের কোন জায়গায় বসে। পর্দার চিত্রাভিনেতা চিত্রাভিনেত্রীকে দেখা যায় এর কারণ কি ?—সিনেমার পর্দা অমসৃণ ফলে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় ? সেই কারণে সিনেমা হলের যে কোন জায়গা হইতে চিত্রাভিনেতা চিত্রাভিনেত্রীদের দেখা যায়।

তাপপ্রয়োগেও গলে না এমন দুইটি পদার্থ কি কি ?—ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) এবং ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO)।

B. O. T. Unit কথাটির অর্থ কি ?—Board of Trade Unit. ইলেকট্রিক বিলে এই ইউনিট লেখা থাকে।

রোধাঙ্কের একক কি ?—ওহম-সেমি।

মরিচা কি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় ?—না।

আধুনিক টেলিফোন ব্যবস্থায় প্রেরক যন্ত্র হিসাবে কি ব্যবহার করা হয় ?—কার্বন মাইক্রোফোন।

খেলাধুলার প্রতিযোগিতার সময় পরিমাপের জন্য কি ঘড়ি ব্যবহার করা হয় ?—স্টপ ওয়াচ।

'লোহার ঘনত্ব 7.8 gm/cc' বলিতে কি বোঝায় ?—'লোহার ঘনত্ব 7.8 gm/cc' বলতে বুঝি 1 cc আয়তনে 7.8 gm লোহা থাকে।

অক্সিজেন আবিষ্কার করেছিলেন কে ?—অক্সিজেন (O) ১৭৭৪ সালে প্রিস্টলে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন।

যোগ করার যন্ত্র কে আবিষ্কার করেছিলেন ?—ব্লেইসি প্যাসকেল (ফ্রান্স) ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে যোগ করার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেন উইলিয়াম বারোজ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)। ১৮৮৫ সালে।

ডিনেমাইট আবিষ্কার করেন কে ?—আলফ্রেড বি নোবেল।

কে ইলেকট্রোন আবিষ্কার করেছিলেন ?—স্যার জে.জে. টমসন (১৮৫৬-১৯৪০)। ১৯০৬ সালে তিনি নোবেল প্রাইজ পান এবং রয়েল সোসাইটি (লণ্ডন)-র সভাপতি হন।

স্টেইনলেস স্টীল আবিষ্কার করেন কে ?—হেনরি ব্রিয়াল লে (বৃটেন)। ১৯১৪।

কে বাইফোকাল লেন্স আবিষ্কার করেছিলেন ? এর কার্যকারিতা কি ?—বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন (আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্র)। ১৭৬০ সালের তিনি পরীক্ষামূলক গবেষণার কাজ শুরু করেন। কাঁচের ওপরের দিক দিয়ে দূরের বস্তু এবং নিচের দিক দিয়ে কাছের বস্তু দেখা যায়। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্যেই এর ব্যবহার।

সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন কে ?—অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন কে ?—স্যার আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল। ১৮৭৫ সালের ৩রা জন টমাস

এ ওয়াটসন এবং বেল টেলিফোন মারফত কথাবার্তা বলেন। ১৮৭৮ সালে বোস্টনে (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) প্রথম এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়।

লাফিং গ্যাস আবিষ্কার করেন কে ?—জোসেফ প্রিস্টলে (বৃটেন)।

সোডিয়াম আবিষ্কার করেন কে ?—স্যার হামফ্রে ডেভি। ১৮০৭ সালে।

ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেন কে ? ব্যারোমিটারে কি কাজ হয় ?—ই· টরেসেলি (ইটালী)। ১৬৪৩ সালে আবহাওয়ামণ্ডলের চাপ মাপবার জন্যে ব্যরোমিটারের ব্যবহার।

কে পটাসিয়াম আবিস্কার করেন ? স্যার হামফ্রে ডেভি। সাল ১৮০৭।

অ্যামোনিয়াম আবিস্কার করেন কে ?—ফ্রেডরিক ভোয়েলার। সাল ১৮২৭।

ফাউনটেন পেন আবিষ্কার করেন কে ?—এল· ই. ওয়াটারম্যান (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)। সাল ১৮৮৪।

এক্স-রে আবিস্কার করেন কে ?—ডিব্লুউ· কে· রণ্টজেন (জার্মানী)। ১৮২৫ সাল।

ইলেকট্রিক ল্যাম্প কে আবিষ্কার করেন ?—টমাস আলভা এডিসন (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) [১৮৪৭-১৯৩১] ১৮৭৯ সালে নিউ জার্সিতে মেনলো পার্কে প্রথম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

গ্রামাফোন আবিষ্কার করেন কে ?—টমাস আলভাস এডিসন।

তেজষ্ক্রিয়তাকে আবিষ্কার করেছেন ?—এ· এইচ· বেকেরেল (ফ্রান্স)।

টেলিভিশন কে আবিস্কার করেন ?—জে· এল· বেয়ার্ড।

আলোর গতিবেগ কত তা প্রথমে কে মেপেছিলেন ?—ওলেআস রোমার (১৭৪৪-১৮১০), রয়েল অবসারভেটরীতে সহকারী হিসাবে কাজ করার সময় বৃহস্পতি গ্রহের গ্রহণের সময় আলোর আনুমানিক গতিবেগ মেপেছিলেন।

ম্যাগনেসিয়াম আবিস্কার করেন কে ?—স্যার হামফ্রে ডেভি। সাল ১৮০৮।

রেফ্রিজারেটার আবিষ্কার করেন কে ?—জ্যাকব পার্কিনস্ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) সাল ১৮৩৪।

$E = mc_2$. এই সমীকরণের তাৎপর্য কি ?—আইনস্টাইনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আসীকরণ আপেক্ষিকবাদের বিশেষ বিধান। বস্তুরও শক্তির নিত্যতা সূত্রে আমরা জেনেছি বস্তুর বা শক্তির বিনাশ নেই, সৃষ্টিও নেই। কেবলমাত্র বস্তুকে বিলোপ করে আমদানি করা যায় শক্তি, আবার শক্তি থেকে বস্তু

$E = mc^2$. E আর্গ এককে শক্তি, m গ্রাম এককে বস্তুর ভর এবং c প্রতি সেকেণ্ডে সেণ্টিমিটারে আলোর বেগ।

প্রথমে লগ্‌টেবল কে সংকলন করেছিলেন ?—জন নেপিয়ার। সাল ১৬১৪।

অভিকর্ষণ শক্তির সূত্রগুলি কে আবিষ্কার করেন।—স্যার আইজ্যাক নিউটন।

এয়ার-পাম্প কে আবিষ্কার করেছিলেন অটো হন গুয়েবিক (জার্মান বৈজ্ঞানিক—১৬০২-১৬৮৬)। তিনি ব্যাগডেবার্গ পরীক্ষার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন।

গান পাউডার আবিষ্কার করার খ্যাতি অর্জন করেন করেন কে ?—রোজার বেকন (১২১৪-১২৯৪) ডাইনীবিদ্যায় পারদর্শী বলে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। দশ বছরের জন্য তাঁকে কয়েদখানায় থাকতে হয়। গান পাউডারের ব্যবহার চীনে দেখতে পাওয়া যায় বাজীর মসলা হিসাবে ; ১২০০ সালের আগে এই মসলার ব্যবহার দেখা যায়।

টেলিস্কোপ আবিস্কার করেন কে ?—হ্যানস্ লিপারশে (নেদারল্যাণ্ড ২রা অক্টোবর ১৬০৮।

লাউড স্পীকার আবিষ্কার করেছিলেন কে ?—রাইস কেলগ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)। সাল ১৯২৪।

পাহাড়ে উঠতে গেলে সামনের দিকে ঝুঁকে উঠতে হয় কেন ?—পাহাড়ে ওঠবার সময় অভিকর্ষজনিত টান সামনের দিকে, তাই ঝুঁকে চলতে হয় ; এভাবে না চললে কষ্ট হবে বেশী, বিপদও ঘটতে পারে।

প্রথম বিমান তৈরী করার খ্যাতি অর্জন করেন কে ?—গ্রাফ ফার্দিন্যান্দ হন জেপ্লিন (জার্মানী)। সাল ১৮৯৮।

একটা সম্পূর্ণ বাই-সাইকেল তৈরী করার খ্যাতি প্রথম কে পান ?—কার্ক প্যাটরিক ম্যাকমিলান (স্কটল্যাণ্ড) ১৮৩৯।

গ্যাসোলিন-চালিত মোটর গাড়ীর আবিষ্কার কর্তা কে ?—কার্ল বেঞ্জ।

জেট ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন কে ?—সার ফ্রাঙ্ক

হুইটটিল (ইংল্যান্ড) । সাল ১৯৩৭ ।

ক্যালসিয়াম আবিষ্কার করেন কে ?—স্যার হামফ্রে ডেভি । সাল ১৮০৮ ।

একজন রোগা লোক ও একজন মোটালোক একই সঙ্গে সাঁতার শিখতে শুরু করল । কে তাড়াতাড়ি সাঁতার শিখবে ? —মোটা ব্যক্তি বেশী পরিমাণ জল সরাতে সক্ষম হবে বলে, সে রোগা লোকটির চেয়ে সহজে জলে ভেসে থাকার অনেক সাহায্য পাবে । মোটা লোকটি তাড়াতাড়ি সাঁতার শিখবে ।

সেফটি রেজর আবিষ্কার করেন কে ?—কিং· সি· জিলেট (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) ।

ইউক্লিড কে ছিলেন ?—প্রসিদ্ধ গ্রীক গণিতজ্ঞ পণ্ডিত । তিনি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । তিনি তাঁর রচিত জ্যামিতি পৃথিবী প্রসিদ্ধ । তিনি থেলিজ, পিথাগোরাস প্রভৃতি গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা গুলি সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষায় রচনা করে স্ব রচিত (দি এলি মেণ্টস) জ্যামিতিতে নিবন্ধ করে গিয়েছেন ।

নেপচুনিয়াম আবিষ্কার করেন কে ?—এনরিকো ফের্মি । তিনি দেখিয়েছেন যে নিউট্রোন দিয়ে আঘাত হানলে পরমাণু কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন ঘটে ।

হাওয়া-দেওয়া মোটর গাড়ীর চাকার উন্নতি সাধন করেন কে ?—জন বয়েড ডানলপ । সাল ১৮৮৮ ।

তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্রগুলি কে আবিষ্কার করেছিলেন ? —মাইকেল ফ্যারাডে ।

ল্যাবোরেটারীতে যে গ্যাস-বারনার ব্যবহার করা হয় সেটি কে আবিষ্কার করেন ?—রবার্ট ভিলেম হন বুনসেন (জার্মানী) ।

মারকারি থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন কে ?—ফারেনহাইট । সাল ১৭১৪ ।

টাইপ রাইটার আবিস্কার করেন কে ?—মিটার হফার (অস্ট্রিয়া) । সাল ১৮৬৪ । তবে কার্যকরী পেটেণ্ট বার করেন । ক্রিষ্টোফার সোলস্ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) সাল ১৮৬৮ ।

'পর্যয়ে-সারণী'র প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেন কে ?—ডি· আই· মেণ্ডেলিফ্ (১৮৩৪-১ ০১) একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রুশ রসায়নবিদ । তিনিই 'পর্যায়-সারণী'র প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেন ।

স্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কারক কে ?—জেমস ওয়াট্ (১৭৩৬-১৮১৯) স্কটিস্ ইঞ্জিনিয়ার ।

পরমাণুর কেন্দ্রে যে পদার্থটি নিউট্রোন ও প্রোটনকে বেঁধে রেখেছে সেটির সম্পর্কে সর্বপ্রথম কে ভবিষ্যৎবাণী করেন ?—নিউক্লিয়নস-এর মধ্যেকার আকর্ষণের জন্যে এক ধরনের কণার অস্তিত্ব আছে সে সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে-ছিলেন (১৯৩৫) জাপানী পদার্থবিদ ইউকোয়া । কণাটি হলো মেসন ।

বস্তুর বিনাশ নেই—এই তথ্যটি কে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন ?—ফরাসী রসায়নবিদ ল্যাভয়েসিয়ার (১৭৪৩-১৭৯৪) । বস্তুর বিনাশ নেই এই তথ্যটি পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন ।

হিলিয়াম আবিস্কার করেন কে ?—১৮৮৮ সাল পর্যন্ত হিলিয়াম গ্যাস অপরিচিত ছিল । দুজন জ্যোতির্বিদ স্যার জোসেফ লকেয়ার (বৃটেন) এবং পিয়ারে জ্যানসেন দেখেন যে হিলিয়ামের অস্তিত্ব রয়েছে সূর্যে । রসায়নবিদ স্যার উইলিয়ম র‍্যামসে (স্কটল্যাণ্ড) পৃথিবীতে হিলিয়ামের অস্তিত্ব বার করেন । ১৮৯৫ সাল ।

অ্যাটম বোমা আবিস্কার করেন কে ?—অটো হ্যান ।

'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' পুস্তকখানির রচয়িতা কে ?—'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থখানি ভাস্করাচার্যের রচিত । আনুমানিক ১১৫০ খৃষ্টাব্দে পুস্তকখানি রচিত হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন ।

ডপ্‌লার কে এবং কি জন্যে বিখ্যাত ?—ক্রিস্টান জোহান ডপ্‌লার ১৮৪২ সালে তরঙ্গ মাত্রেরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখান । বিজ্ঞানী ডপলারের এই সূত্রগুলি 'ডপলার এফেক্ট, নামে বিখ্যাত । শব্দের ধ্বনি গ্রাম (তীব্রতা) বস্তুতঃ শব্দ-তরঙ্গের ওপর নির্ভরশীল । আর ফ্রিকোয়েন্সি হলো প্রতি সেকেণ্ডে কতগুলি শব্দতরঙ্গ উত্থিত হলো এবং কত সংখ্যা শ্রোতার কানে এল । আসলে উৎসের প্রকৃত ধ্বনি ও শব্দ তরঙ্গের ফিকোয়েন্সি একই থেকেও শ্রোতার কানে শব্দের এইরূপ বিভিন্নতার কারণ শব্দবিজ্ঞানে 'ডপলার এফেক্ট' নামে পরিচিত । কেবল শব্দ-তরঙ্গই নয় যে-কোন তরঙ্গ মাত্রই অনুরূপ ধর্ম আছে একথাটা বলেছেন বিজ্ঞানী ডপলার এবং এটি 'ডপলার এফেক্ট' নামে পরিচিত ।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জলের পাইপ ফেটে যায় কেন ?—জলের বিশেষ ধর্ম আছে । শূন্যের ওপর 4° সেণ্টিগ্রেডের জলের

ঘনাঙ্ক সবচেয়ে বেশী। তাহলে ৪° সেণ্টিগ্রেডের তলায় যতই জলের উষ্ণতা কমতে থাকে ততই তার সম্প্রসারণ ঘটে। তাই প্রচণ্ড শীতের দিনে O° সেণ্টিগ্রেডে জল যখন বরফে পরিবর্তিত হয় তখনই তার আয়তন বৃদ্ধি হয়। এই জন্যে প্রচণ্ড শীতের দিনে জল বরফে পরিণত হয়ে আয়তনে বাড়ে, জলের পাইপ ফেটে যায়।

ট্রেনে ও বাসের গতির অভিমুখে নমেতে হয় কেন?—চলন্ত গাড়ীর মধ্যে যাত্রীর সমস্ত দেহ অভিমুখসহ গাড়ীর গতি গ্রহণ করে। গাড়ীর গতির বিপরীত দিকে মুখ করে কোনো যাত্রী নামতে গেলে তার পা মাটিতে স্পর্শ করা মাত্র তা স্থির হয় কিন্তু দেহের ওপর অংশ গতিজাড্যের জন্যে গাড়ীর গতির দিকে চলতে থাকবার চেষ্টা করে। বলতে পারা যায় দেহের ওপরের অংশ পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে, বা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবেই, বিপদও ঘটবে। তাই গাড়ীর অভিমুখে নামলে একটু জোর পায়ে সামনের দিকে চলে গিয়ে গাড়ীর গতির সঙ্গে তাল মেলাতে হয়।

মরীচিকা উৎপন্ন হয় কেন?—মরুভূমিতে উত্তপ্ত ও হালকা বায়ু বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়ে দূরবর্ত্তী বস্তুর যে প্রতিচ্ছায়া দেখা যায় তাঁকে নিকটবর্ত্তী বলে ভ্রম হয়। এ'রকম ছায়া উল্টো হয়েই পড়ে। এই জন্যেই আলোক রশ্মি কনেক দূরবর্তী বালির ঢেউ-এর ওপর পড়লে উল্টো ছায়া দেখাবে, মনে হবে কাছাকাছিতেই রয়েছে জলাশয়। তৃষ্ণার্ত পথিক বিভ্রান্ত হবে। এটাই হলো মরীচিকা।

বিদ্যুতের আলোক-এর ঝলক আমরা আগে দেখি কিন্তু শব্দ কেন পরে শুনি?—আলোর ও শব্দেব গতির মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্য। আলোর গতি ১ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। শব্দের গতি (O° সেণ্টিগ্রেড) ঘণ্টায় ৭৬০ মাইল। তাই বিদ্যুতের আলো আগে দেখি, শব্দ শুনি পরে।

রূপোয় কলঙ্ক ধরে কেন?—অক্সিডাইজেশন-এর ফলে রূপোয় কলঙ্ক ধরে।

ধাতুপাত্র থেকে মাটির পাত্রে জল বেশী ঠাণ্ডা হয় কেন?—মাটির পাত্র সছিদ্র তাই বাষ্পীয়ভবন হয়। মাটির পাত্রে রাখা জল তাই ঠাণ্ডা হয়। ধাতুর পাত্র সছিদ্র নয় বলেই এভাবে বাষ্পীয়ভবন হয় না, জলও ঠাণ্ডা হয় না।

রেল লাইন পাতার সময় দুটি রেলের মধ্যে ফাঁকা রাখা হয় কেন?—তাপের ফলে ধাতুর সম্প্রসারণ ঘটে; দুটি রেল লাইনের মধ্যে ফাঁক না রাখলে তাপের ফলে (উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্যে) রেল লাইন বেঁকে যেতে পারে।

যে-কোনো হিল-স্টেশনে রান্না করতে বেশী সময় লাগে কেন?—যে কোন হিল স্টেশনে বায়ুমণ্ডলের চাপ কম হয়, চাপ কম হলে জল ফুটতে বেশী সময় নেয়।

গ্রীষ্মকালে ঘড়ি কেন স্লো চলে?—যে দেওয়াল ঘড়িতে পেণ্ডুলাম দোলে সেই সব দেওয়াল ঘড়ির সময় গ্রীষ্মে ও শীতে ঠিক থাকে না। গ্রীষ্মে তাপের ফলে পেণ্ডুলামের ধাতুর সম্প্রসরেণ ঘটে। ফলে দোলক সময়সীমা কমে যায়, তাই ঘড়ি স্লো চলে। আবার শীতের সময় ঠিক উল্টো হয়।

অল্প আলোর মধ্যেও হীরক উজ্জ্বল দেখায় কেন?—হীরের মধ্যে আলো প্রবেশ করার পর অভ্যন্তরের মধ্যে যে সব মুখগুলো রয়েছে তাতে আলো প্রতিফলিক হয় উচ্চ প্রতিসারাণঙ্ক সূচক থাকার দরুন।

হিলিয়ামে বোঝাই বেলুন বাতাসে ওড়ে কেন?—বাতাসের চেয়ে হিলিয়ামে অনেক হাল্কা।

বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু করার সময় ফিউসের প্রয়োজন হয় কেন?—কোনো তড়িৎ-চক্রের (সার্কিট) মধ্যে নির্দিষ্ট বিভব অপেক্ষা উচ্চতর বিভবের তড়িৎ-প্রবাহের গতিরোধ করবার জন্যে যে যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করা যায় তা-ই হেলো 'ফিউজ'।

ব্লটিং পেপার কেন কালি শুষে নেয়?—কৈশিক (ক্যাপিলারী) ক্রিয়ার জন্য।

সাইকেল চালাতে শুরু করার মুখে একটু বেশী বল প্রয়োগ করতে হয় কেন?—শুরুর মুখে ঘর্ষণ বল বেশী থাকে।

মোটা কাঁচের গামলায় ফুটন্ত জল ঢাললে পাত্রটি ফেটে যাবে কেন?—কাঁচের গামলার ভেতরের ও বাইরের সম্প্রসারণ সমান হয় না বলেই কাঁচের গামলায় ফুটন্ত জল ঢাললে সেটি ফেটে যাবে।

অল্পউষ্ণতা মাপবার জন্য কেন পারদ ব্যবহার করা হয় না?—পারদের হিমাঙ্ক—৩৯° সেণ্টিগ্রেড। অল্প উষ্ণতায় পারদের সম্প্রসারণ সমান মাত্রায় যায় না।

জল ফুটলে বুদ্‌বুদ্‌ দেখা যায় কেন?—জলের ওপরের পৃষ্ঠদেশ থেকে জলের তল দেশ অনেক বেশী উত্তপ্ত হয়। ১০০° সেণ্টিগ্রেডে জলের নিচের অংশ বাষ্পে পরিণত হয়

এবং বুদবুদের আকারে আসতে চায়।

একমাত্র শীতের দিনেই আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু দেখতে পাই কেন?—শ্বাস-প্রশ্বাসে বাষ্প আছে। মুখ নাক দিয়ে যে বাষ্প বেরোয় শীতের দিনে, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঘনীভূত হয়ে জলকণার অজস্র বিন্দু তৈরী হয়। শীতের দিনে এই বাষ্পকেই আমরা দেখি।

একটা লোহার বল জলে ডুবে গেলেও জাহাজ জলে ভাসে কেন?—একটা লোহার বল যে পরিমাণ জল সরায় তার চেয়ে লোহার বলের ওজন বেশী। জাহাজের বেলায় ঠিক উল্টোটা হয়।

ছাতির কাপড়ের রঙ কালো হয় কেন?—তাপ শোষণ করার ক্ষমতা বেশী।

স্নো-ফ্লেক এর ছ'টা দিক থাকে কেন?—জলের উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে গেলেই জল তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় যায়। স্নো-ফ্লেক এভাবেই তৈরী হয়। এগুলি স্ফটিক আকারের। জলের একটি অণুতে থাকে দুটি হাইড্রোজেনের ও একটি অক্সিজেনের পরমাণু, তাই যখন এটি স্ফটিক আকার পায় তখন হয় তিনটি না হয় ছটি দিক তৈরী হয়।

আকাশ নীল দেখায় কেন?—ধূলিকণা বা বাতাসের অণুগুলোতে আলো পড়ে, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এই অবস্থায় আলোকতরঙ্গ এমন অবস্থায় থাকে যখন পৃথিবী থেকে আকাশকে নীল দেখায়।

সব থেকে শক্তিশালী বরফ কাটা জাহাজ কোথায় নির্মিত হয়েছিল?—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ২৫০০০ টন অ্যাটমিক শক্তিসম্পন্ন বরফ কাটা জাহাজ আর্কটিকা। ৯ই আগস্ট ১৯৭৭ সালে জাহাজটির প্রথম যাত্রা।

মাথায় ইঁটের বোঝা নিয়ে কেউ যখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে তখন সে কষ্ট বোধ করে কেন?—পৃথিবীর অভিকর্ষজনিত বাধার বিরুদ্ধে তাহার দেহ ও ইঁটের ওজন কাজ করে বলিয়া কষ্ট বোধ করে।

রামধনু দেখা যায় কেন?—বৃষ্টি জলবিন্দুর ওপর সূর্যালোক পড়লে আলোর সাতটি রং সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে রামধনু আকারে প্রতিফলিত হয়।

বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লে বন্দুকধারী পেছনদিকে ধাক্কা অনুভব করে কেন?—গুলি বন্দুক হইতে সামনের দিকে ছোটবার সময় সমভাবে বিপরীত দিকে অর্থাৎ পিছন-দিকে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেই কারণে বন্দুকধারী পেছনদিকে ধাক্কা অনুভব করে।

তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা না থাকলেও আমরা তৃতীয় শ্রেণীর লিভার ব্যবহার করি কেন?—যে সব ক্ষেত্রে ভার উত্তোলনের জন্য প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার ব্যবহার করে, সরাসরি বল প্রয়োগ করা যায় না, সেইসব ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের ব্যবহার প্রয়োজন মেটায়।

হাতে স্পিরিট ঢাললে ঠাণ্ডা বোধ হয় কেন?—হাতে স্পিরিট ঢাললে স্পিরিট হাত থেকে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। বাষ্পায়নের জন্য যে লীন তাপের প্রয়োজন হয়, তা থেকেই সংগৃহীত হয়, ফলে ঠাণ্ডা বোধ হয়।

ইলাসটিক ও প্লাসটিকের মধ্যে তফাৎ কোথায়?—পদার্থের যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের জন্যে চাপ দিলে তার আকার আয়তন বদলে যায়, চাপ বা টান ছেড়ে দিলে আবার পূর্বের আকার আয়তনে ফিরে আসে তাকেই বলে ইলাস্টিক আরেক ধরনের পদার্থ আছে যা উত্তাপে গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে বিভিন্ন আকার দেওয়া যায়। উচ্চ চাপ ও তাপে প্লাস্টিক পদার্থ নরম হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় তার কাঠিন্য আবার ফিরে আসে; তাছাড়া প্লাষ্টিক মাত্রেই পলিমার জাতীয় জৈব পদার্থ। ইলাস্টিক ও প্লাসটিক শব্দ দুটিতে ধ্বনিগত সাম্য থাকলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন তাদের চরিত্র-ধর্ম।

পৃথিবীপৃষ্টে কোথায় অভিকর্ষজ ধরণের মান সবচেয়ে কম?—নিরক্ষরেখায়।

ব্রোমাইড পেপার কাকে বলে?—সিলভার ব্রোমাইড, মাখানো এক ধরনের বিশেষ কাগজ; এই বিশেষ ধরনের কাগজের ওপর ফটোগ্রাফির ছবি তোলা হয়, ছবি বড় করা হয়।

যোজ্যতা কাকে বলে?—বিশেষ কোনো মৌলিক পদার্থের একটা পরমাণু অপর কোনো মৌলিক পদার্থের কতগুলো পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসায়নিক সংযোগ ঘটায় এবং তাদের পারস্পরিক মিলনে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়; সেই সংখ্যাটি হলো ওই পদার্থ-বিশেষের ভ্যালেন্সি বা যোজ্যতা। হাইড্রোজেন গ্যাসের এই সংযোগ শক্তিকে একক ধরা হয়েছে, অর্থাৎ এর যোজ্যতা যেন 'এক'। কাজেই হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন

মৌলের এই যোজ্যতাসংখ্যা নির্ণীত হয়।

পরমাণু সংখ্যা কাকে বলে ?—কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের চারদিকে যতগুলো ইলেকট্রোন (নেগেটিভ চার্জযুক্ত) পরিভ্রমণ করে, ঠিক ওই সংখ্যা আবার নিউক্লিয়াসের সংগঠক প্রোটোন সংখ্যার সমান। এই যে নির্দিষ্ট সংখ্যা তা-ই হলো পারমাণবিক সংখ্যা।

রামধনু কাকে বলে ?—সকাল ও বিকালের দিকে বৃষ্টির আগে বা পরে সূর্যের বিপরীত দিকে অনেক সময় আকাশে বৃত্তাংশের আকারে বর্ণালীর বিভিন্ন বর্ণের যে সমাবেশ দেখা যায় তাকেই বলে রামধনু বৃষ্টির আগে বা পরে বায়ুমণ্ডলের জলকণাগুলো অপেক্ষাকৃত বড় থাকে। এগুলো প্রিজমের কাজ করে। এগুলোর দ্বারা আপাতত সূর্যরশ্মি প্রতিসৃত, বিচ্ছুরিত ও প্রতিফলিত হয়ে রামধনু সৃষ্টি করে। তবে বিশুদ্ধ বর্ণালীতে যে সাতটি রং থাকে (বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল) রামধনুতে তা থাকে না। সুতরাং রামধনু বিশুদ্ধ বর্ণালীর উদাহরণ নয়।

ফোটোন কাকে বলে ?—ফটোইলেক্‌ট্রিক এফেক্ট প্রভৃতির ব্যাখ্যায় আলোককে তরঙ্গধর্মী বলে মনে করা যায় না, আলোক তখন কণিক-ধর্মী বলে নির্ণীত হয়। এ ধরনের অবস্থায় আলোকের সংগঠক ওই কণিকাগুলোকে 'ফোটোন' নাম দেওয়া হয়েছে।

ক্যাথড রে-টিউব কাকে বলে ?—সামান্য পরিমাণে গ্যাসে ভর্তি, অথবা মোটামুটি বায়ুশূন্য যে বিশেষ আকারের টিউবের মধ্যে নেগেটিভ তড়িৎদ্বার (ক্যাথোড) থেকে ধারাকারে ইলেট্রোন কণিকাণ্ডলোর প্রবাহের ব্যবস্থা করা হয় তাকে বলে ক্যাথোড-রে টিউব। ইলেকট্রোনের এই ধারা প্রবাহের ধর্ম অদৃশ্য আলোক-রশ্মির অনুরূপ। এইজন্যে একে ক্যাথোড-রশ্মি বলা হয়।

তড়িৎ-বিজ্ঞানের 'জনক' বলা হয় কাকে ?—বৃটিশ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডেকে (১৭৯১—১৮৬৭) তড়িৎ-বিজ্ঞানের 'জনক' বলা হয়।

কারুর গলার স্বর মোটা, কারুর তীক্ষ্ন। স্বরের কম্পাঙ্ক কার বেশী ?—তীক্ষ্ন স্বরের কম্পাঙ্ক বেশী।

শব্দের গতি বায়ুতে বেশী, না জলে বেশী ?—জলে।

পেরিমিটার কাকে বলে ?—চারিদিকের সীমারেখার দৈর্ঘ্যকে পেরিমিটার বলে।

টারবাইন কাকে বলে ?—একরকম যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে মোটর বা ইঞ্জিনের অনুরূপ কার্যকরী শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো ঃ সরু নলপথে জলীয় বাষ্প, বায়ু বা জলের প্রবাহ এসে সবেগে একটা প্রকাণ্ড চাকার চওড়া চওড়া ব্লেডের ওপরে পর্যায়ক্রমে পড়তে থাকে এবং আঘাত করতে থাকে। এর ফলে চাকাটা দ্রুত ঘুরতে আরম্ভ করে। ওই চরকার সঙ্গে সংযুক্ত ইঞ্জিন, বা মোটরের চাকাও ঘোরে। গ্যাস-টারবাইন বা ওয়াটার টারবাইনের সাহায্যে বিভিন্ন যন্ত্র চালানো হয়। টারবাইনের সাহায্যে চালিত যন্ত্রকে 'টার্বো' বলে।

মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে ?—যে সংখ্যা এক বা সেই সংখ্যা ছাড়া অপর কোনো সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য নয়। যেমন, ৩, ৫, ৭, ১১ ইত্যাদি।

ভগ্নাংশ কাকে বলে ?—একটি একক সমান কয়েকটি অংশে বিভক্ত হলে ঐ অংশগুলির একটিকে বা একাধিক অংশকে বলা হয় ভগ্নাংশ। ভগ্নাংশের যে সংখ্যাটি দিয়ে যতগুলি সমান ভাগ করার নির্দেশ হলো 'হর', আর যে সংখ্যাটিকে দিয়ে ঐ সমান ভাগের কত ভাগ নেওয়া হলো তার নির্দেশ থাকে 'লব'-এ।

যে ভগ্নাংশের হর লব অপেক্ষা বড় তাকে বলে প্রকৃত ভগ্নাংশ। যে ভগ্নাংশের হর লব অপেক্ষা ছোট তাকে বলে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ।

খর জল কাকে বলে ?—যে জলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ সাধারণতঃ, ম্যাগ্নেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লোহার বিভিন্ন সল্ট দ্রবীভূত থাকায় সাবান গুললে ভালো ফেনা হয় না সেই জলকেই খর জল (হার্ড ওয়াটার) বলে।

কোন ধাতুর পরমাণু সংখ্যা ১২, এবং সামুদ্রিক জল থেকে এটিআহরণ করা যায় ?—ম্যাগনেসিয়াম।

পরমাণুদের মধ্যে সব চেয়ে হাল্কা কোন পদার্থের পরমাণু ?—হাইড্রোজেন (H)।

কোন পদার্থ থেকে হীরক পাওয়া যায় ?—কার্বন।

গাড়ীর ব্যাটারীতে কোন অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় ?—সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড।

যে হাল্কা, শক্ত এবং তাপপ্রতিরোধক ধাতুটি জেট ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয় তার নামটি কোন্‌ পৌরাণিক দৈত্যের নাম থেকে এসেছে ?—টাইটেনিয়াম। টাইটানদের নামের অনুসরণে নামকরণ হয়েছে।

কোন খনিজ পদার্থকে বলে "পাথরের তুলো" ?—অ্যাসবেসটাস। কেননা অ্যাসবেসটাসের আঁশ (ফাইবার) ছিঁড়ে ছিঁড়ে নেওয়া যায় এবং অগ্নি-প্রতিরোধক ফ্যাবরিক বুনতে পারা যায়।

কোন বিশেষ অবস্থায় একটা পালক ও এক টুকরো লোহা ওপর থেকে নিচে পড়ার সময় একই গতিবেগ পায় ?—বায়ুশূন্য অবস্থায়।

কোন পদার্থের স্ফুটনাংক সব চেয়ে কম ?—হিলিয়াম (—২৬৮·৯৪° সেণ্টিগ্রেড) ; হাইড্রোজেন (—২৫২·৭৮° সেন্টিগ্রেড)।

সব চেয়ে ভারী পদার্থ কোনটি ?—ইউরেনিয়াম।

কোন পদার্থের স্ফুটনাঙ্কের মাত্রা সব চেয়ে বেশী ?—ট্যাণ্টালাম। ৬০০০° সেণ্টিগ্রেড।

কোনো পদার্থকে কালো দেখায় কেন ?—কোনো পদার্থের ওপর আলোর বিকীরণ পড়লে তা যখন সম্পূর্ণ শোষিত হয় তখনই তা কালো দেখায়।

বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার সময় পেছনে ধাক্কা লাগে। কোন সূত্র অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ?—নিউটনের গতিসূত্রের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী প্রতিটি কার্যের সমপরিমাণ বিপরীত কার্য আছে। এই কারণেই গুলি ছুঁড়লে পেছনে ধাক্কা অনুভব করা যায়।

স্টেইনলেস্ স্টীলে কোন কোন ধাতব পদার্থ আছে ?—লোহা—শতকরা ৭৮ থেকে ৮০ ভাগ ; ক্রোমিয়াম—শতকরা ১২ থেকে ২০ ভাগ পর্যন্ত ; নিকেল—শতকরা ২ ভাগ।

ভূ-ত্বকে কোন কোন খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় ?—অ্যালুমিনিয়াম—শতকরা প্রায় ৮ ভাগ ; লোহা—শতকরা প্রায় ৫ ভাগ ; ক্যালসিয়াম ও সোডিয়াম—শতকরা প্রায় ৩ ভাগ ; পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম—শতকরা প্রায় ২ ভাগ।

ফুটন্ত জলের উষ্ণতা মাপবার জন্যে কেনো ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় না ?—ফুটন্ত জলের উষ্ণতা হলো ২১২° ফারেনহাইট। কিন্তু ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে পরিমাপের মাত্রা ১১২° ফারেনহাইট। সুতরাং ফুটন্ত জলে এই থার্মোমিটার ব্যবহার করলে তা নষ্ট হয়ে যাবে।

কোন পদার্থে শতকরা ৭০ ভাগ বালি, ১৫ ভাগ সোডা এবং ১৫ ভাগ চুন আছে ?—গ্লাস।

গণিতবিদ্যার কোন শাখায় প্রশান্ত মহালনবীশের নাম যুক্ত হয়েছে ?—স্ট্যাটিস্টিক্স।

টি. এন. টি কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরী হয় ?—হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন। টি. এন. টি হলো ট্রাইনাইট্রোটলুইন নামক বিস্ফোরক পদার্থের সংক্ষিপ্ত নাম। রাসায়নিক ফর্মুলা ঃ $CH_3C_6H_2(NO_2)_3$

কোনো বস্তুর ওজন মেরুপ্রান্ত থেকে নিরক্ষীয় বৃত্তে কম হয় কেন ?—অভিকর্ষজনিত টান মেরুপ্রান্তে অনেক বেশী। নিরক্ষীয়বৃত্তে অনেক কম। এই কারণেই ওজনের পার্থক্য।

কোন দম্পতি ল্যাবোরেটারীতে পিচব্লেণ্ড নিয়ে কাজ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন ?—কুরী দম্পতি। পিয়ারে এবং মেরী কুরী ১৮১৮ সর্বপ্রথম পিচব্লেণ্ড বা ইউরেনাইট থেকে রেডিয়ামের তেজষ্ক্রিয় লবণ বিমুক্ত করেছিলেন। এই আকরটির মধ্যে প্রধানতঃ ইউরেনিয়াম অক্সাইড ছিল, তবে রেডিয়ামের তেজষ্ক্রিয় লবণ-এর পরিমাণ এতে পাওয়া যায়। আনুপাতিক হার ১ ঃ ৩ মিলিয়ন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব চেয়ে কোন পদার্থটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ?—হাইড্রোজেন।

মার্বল-এ কোন খনিজ পদার্থ প্রধান ?—চুনা পাথরে মূলতঃ ক্যালসাইট বা ডলোমাইট স্ফটিক থাকে। চাপ ও তাপে এই চুনা পাথর মার্বেলে রূপান্তরিত হয়।

গোলমালের শব্দ কোন এককে মাপা হয় ?—ডেসিবেল। ১২০ ডেসিবেল হলে যন্ত্রণাদায়ক হবে।

চিনিকে পরিশোধিত করতে কোন ধরনের কার্বন লাগে ?—প্রাণীজ কয়লা।

পিতল ও ব্রোঞ্জ কোন্ কোন্ ধাতু দিয়ে তৈরী ?—পিতলে আছে তামা ও দস্তা। তামা ও টিন আছে ব্রোঞ্জ-এ।

সাবমেরিণ থেকে জলের ওপরের জিনিস লক্ষ্য রাখার জন্যে কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় ?—পেরিস্কোপ।

বাজি তৈরী করার সময় স্ট্রনটিয়াম নাইট্রেট দিলে পোড়াবার সময় কোন রং দেখা যায় ?—নীলচে লাল রং।

বোসন ও ফের্মিয়ান কোন দু'জন বিখ্যাত মনীষীর নামের সঙ্গে যুক্ত ?—সত্যেন বসু (ভারতবর্ষ) ও ফের্মি। এগুলি হলো মৌল কণা।

তড়িৎ-শক্তির পরিমাপ করতে কোন একক ব্যবহার করা হয় ?—সাধারণতঃ তড়িৎ-শক্তির পরিমাপ করতেই 'ওয়াট'

কথাটা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

কোন যন্ত্রের সাহায্যে হাঁস, মুরগীর ডিম ফোটানো হয়? —ইনকিউবেটর।

সীসা কোন মৌলিক পদার্থের রূপান্তরের ফলে উৎপন্ন হয়েছে?—তেজস্ক্রিয়তার ফলে ইউরেনিয়াম সীসায় পরিণত হয়।

প্রাথমিক একক কোন্‌গুলি?—দৈর্ঘ্য; ভর এবং সময়ের একক হইল প্রাথমিক একক।

মানুষের হাত কোন্‌ শ্রেণীর লিভার?—তৃতীয় শ্রেণীর।

কোন বস্তুর ওজন খনিগর্ভে বেশী হবে, না পাহাড়ের চূড়ায়?—খনিগর্ভে, কারণ খনিগর্ভ পাহাড়ের চূড়া অপেক্ষা পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটতর।

শব্দের গতিবেগ কত?—শব্দের তীব্রতা ও গতি, তার মাধ্যমের প্রকৃতি ও উষ্ণতার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বাতাসে শব্দ তরঙ্গের গতি (O° সেণ্টিগ্রেট উষ্ণতায়) প্রতি সেকেণ্ড ১১২০ ফুট বা ৩৩২ মিটার। ঘণ্টায় প্রায় ৭৬০ মাইল।

সাধারণ বায়ুমণ্ডলের চাপ কত?—ভূ-পৃষ্ঠের সকল পদার্থের ওপর বায়ুমণ্ডলের একটা চাপ সব সময়েই পড়ছে —সমতল ভূমিতে এই চাপের পরিমাণ হলো এক বর্গ সেণ্টি-মিটারে ১ কে জি।

পৃথিবীতে কোনো একটি বালকের ওজন যদি ৪৮ কিলোগ্রাম হয়, তাহলে চাঁদে তার ওজন কত হবে?—আনুমানিক ৭·৫ কে, জি।

অক্সিজেনের পরমাণুর সংখ্যা কত?—৮ (O)।

সেণ্টিগ্রেড স্কেলে অ্যাবসলিউট জিরোতে কত উষ্ণতা হবে?—২৭৩° সেণ্টিগ্রেড।

সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে?—আট মিনিটের মত।

কত উষ্ণতায় সেণ্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট স্কেলে একই মাপ দাঁড়ায়?—৪০° সেণ্টিগ্রেড সমান হয়—৪০° ফারেন-হাইটে।

নাবিকদের দিকনির্ণয় যন্ত্রে কতগুলো বিন্দু আছে?—নাবিকদের দিগ্‌দর্শন যন্ত্রে ২৩টি বিন্দু আছে। এই কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের চুম্বক শলাকারা অবস্থান লক্ষ্য করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানের কোণ নিরূপণ করা হয়। আসলে দিগনির্ণয় হলো আসল উদ্দেশ্য।

সূর্যের অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা কত?—৩৫,০০০,০০০° সেণ্টিগ্রেডে প্রতি সেকেণ্ডে ১০ মিলিয়ন পরমাণুর ক্রিয়া চলে, তাই ৩×১০^{২৭} ক্যাণ্ডেল শক্তির উজ্জ্বলতা হয় ১ বর্গ ইঞ্চিতে।

আবহমন্ডলের স্বাভাবিক চাপে ব্যারোমিটারের পারদ কত উচ্চতায় থাকবে?—৭৬·০ সেণ্টিমিটার (২৯·৯২ ইঞ্চি O° সেণ্টিগ্রেডে অথবা ৩৩·৯০ ফুট জলের ৪° সেণ্টিগ্রেডে)।

পদার্থের কটি রূপ?—পদার্থের চারটি রূপঃ (১) কঠিন (২) তরল (৩) গ্যাসীয় (৪) প্লাসমা।

ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি কত?—১৮০°।

উল্লিখিত পুস্তকখানির গুরুত্ব কতখানি?—মধ্যযুগে গণিত ও জ্যোতিষ চর্চার এক অমূল্য নজীর এই 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থখানি।

চতুর্ভুজ কত রকমের হতে পারে?—পাঁচ আয়তক্ষেত্র, সমান্তরিক, বর্গক্ষেত্র রম্বাস, ট্রাপিজিয়াম।

কতদূর পর্যন্ত বাতাস আছে?—পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে 500 মাইল পর্যন্ত।

পৃথিবীর ভর কত?—৲. 116—10^{24} কিলোগ্রাম।

বরফের প্রতিসরাঙ্ক কত?— .31।

তুমি বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে গেলে এবং আবার ফিরে এলে। তুমি কতটা কতটা কার্য করলে?—কিছুই কাজ করিনি। কারণ এখানে সরণ শূন্য।

একজন লোক স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার দিয়ে এগোনোর চেষ্টা করল কিন্তু এগোতে পারল না, সে কতটা কার্য করল?—কিছুই নয়। কারণ সরণ শূন্য।

তৃতীয় অধ্যায়

জেনারেল কুইজ

আইন বলতে কি বোঝায় ?—আইন হচ্ছে কতগুলি নিয়মের সমষ্টি। এই নিয়মগুলি মানুষের পারস্পরিক আচরণের একটা মান নির্ণয় করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অনুমোদন আছে বলে জনসাধারণের এগুলি মেনে চলতে হয়।

স্বাধীনতা ও আইনের মধ্যে পার্থক্য কি ?—স্বাধীনতা বলতে বোঝায় মানুষের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী করার অবাধ অধিকার। কিন্তু এই স্বাধীনতা পরে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। এতে অপরের স্বাধীনতাও নষ্ট হয়। তাই সকলেই যাতে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে তার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে আইনের মাধ্যমে। এই আইনের ফলে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার মাধ্যমে সকলে প্রকৃত স্বাধীনতা পায়। স্বেচ্ছাচারিতাকে এইভাবে আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

রাজনৈতিক দলের কাজ কি—জাতীয় সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে তা সমাধানের নীতি ও কর্মপন্থা সাধারণ মানুষের কাছে হাজির করা, জনসাধারণ যাতে তাদের ডাকে যোগ দেয় তার জন্য প্রচারের কাজ চালিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা, নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের চেষ্টা করা প্রভৃতি।

জাতীয় সংসদের দুটি কক্ষ। উচ্চ কক্ষটির নাম কি ?—রাজ্যসভা।

জাতি (Nation) বলতে কি বোঝায় ?—জাতীয় জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়ে যখন তারা আলাদাভাবে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র গঠন করে, তখন সেই জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়।

স্পেনের রাজধানীর নাম কি ?—মাদ্রিদ।

লুৎফানসা কি ?—পশ্চিম জার্মানীর বিমান সংস্থা।

জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক বা পশ্চিম জার্মানীর রাজধানীর নাম কি ?—বন্।

উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানীর নাম কি ?—হ্যানয়।

ভ্যাটিক্যানের সৈন্যবাহিনীর নাম কি ?—দি সুইস্ গার্ড।

আরাবল্লী পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির নাম কি ?—গুরু শিখর উচ্চতা ১৭২২ মিটার।

যেসব মৌলিক কনা 'বস্থ সংখ্যায়ন' মেনে চলে তাদের নাম কি ?—বোসন।

ফিরুঙ্গা কি ?—আফ্রিকা মহাদেশে এমফুসবরো পর্বতের একটি জীবন্ত আগ্নেয় গিরি।

'বোলোমিটার' কি ?—তাপ বিকিরণ মাপবার এক অতি সুবেদী যন্ত্র।

ল্যাপিস ল্যাজুলি কি জিনিস ?—নীল রঙের মূল্যবান খনিজ পদার্থ মেটামরফিক শিলা।

স্যামেরিয়াম নামক মৌলটির নামের উৎস কি ?—রাশিয়ার ইঞ্জিনিয়ার 'স্যামেরস্কির' নাম অনুসারে স্যামেরিয়াম নামক মৌলটির নাম রাখা হইয়াছে।

যে জৈবাধারে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় তার নাম কি ?—ওভারি।

উত্তর কোরিয়ার রাজধানীর নাম কি ?—পিয়ং ইয়ং।

'ডাচ মেটল' জিনিসটা কি ?—তামা ও দস্তার একটি শঙ্কর ধাতু।

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কি ?—লিয়াকৎ আলিখান।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক হর্মোনের নাম কি ?—অক্সিন।

বিশ্বের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গের নাম কি ?—মাউণ্ট এভারেষ্ট।

শিলা সম্পর্কিত বিজ্ঞানের নাম কি ?—পেট্রোলজি।

আসামের রাজধানীর নাম কি ?—দিসপুর।

'পেটজাইট' (Peigite) কি ?—সিলভার ও গোল্ডের টেলুরাইট আকরিক।

ভারতের তৃতীয় পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের নাম কি ?—জার্লিনা।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ব্যাস মাপার এককের নাম কি ?—বার্ণ।

আমেরিকার প্রথম পারমাণবিক ডুবো জাহাজের নাম কি ?—নর্টিলাস।

'অর্থ বিল' ভারতের রাজ্যসভা পাশ না করলে কি হয় ?—লোকসভা পাশ করলে বলবৎ হবে।

কম্বোডিয়ার রাজধানীর নাম কি ?—নমপেন।

নিয়ন গ্যাসের আবিষ্কর্তার নাম কি ?—র‍্যামজে ও ট্রেভারস্।

'অল অহরম' কি ?—মিশরের কাহিনীর থেকে প্রকাশিত সংবাদ পত্র।

সম্রাট আকবরের পুরো নাম কি ?—আলাউদ্দিন মহম্মদ আকবর।

জওহরলাল নেহরুর মায়ের নাম কি ছিল ?—স্বরূপরাণী।

লেনিন এর পুরো নাম কি ?—ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ।

মিশরের সূর্য দেবতার নাম কি ?—রা।

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি ?—গুরুনানক।

সম্রাট বাবর এর পুরো নাম কি ছিল ?—জাহিরুদ্দীন বাবর।

'ইয়াক' (YAK) কি ?—কৃষ্ণকায় লোমশ তিব্বতীয় ষাঁড়।

নীলগিরি পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির নাম কি ?—দোদাবেতা, উচ্চতা ২৬৩৭ মিটার।

'চারমিনার' কি ?—হায়দ্রাবাদ অবস্থিত সৌধ, স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

সোভিয়েট রাশিয়ার মুদ্রার নাম কি ?—রুবলকে।

ইজরাইলের রাজধানীর নাম কি ?—তেল আবিব।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানীর নাম কি ?—শ্রীনগর।

অস্থি সংক্রান্ত পঠন পাঠনের নাম কি ?—অষ্টার সেজি।

আকাশের সবচেয়ে উজ্জল তারা কি ?—লুব্ধক।

ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কি ছিল ?—মুখাজ্জেম

কলকাতার বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের নাম পূর্বে কি ছিল ?—হিন্দু কলেজ।

মালয়েশিয়ার রাজধানীর নাম কি ?—কুয়ালালামপুর।

মধ্যপ্রদেশের 'কোরিবা' কি জন্যে বিখ্যাত ?—অ্যালুমিনিয়াম শিল্প।

বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপটির নাম কি ?—গ্রীনল্যান্ড।

মেক্সিকোর মুদ্রার নাম কি ?—পেসো।

ইটালীর মুদ্রার নাম কি ?—লিরা।

নেপালের আইন পরিষদের নাম কি ?—পথডায়েৎ।

এস্কিমোরা বরফের তৈরি গম্বুজাকৃতি যে ঘরে বাস করে তার নাম কি ?—ইগলু।

দীক্ষা কি ?—নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি কোনো সমাজের অন্তর্গত হয় অথবা কোনো বিশেষ ধরনের সামাজিক সুবিধা পায়। বিশেষ করে সামাজিক জীবন-যাত্রায় পূর্ণ বয়স্ক সদস্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায় এই আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার জন্যে।

উর্বরতামূলক যাদুবিদ্যা কি ?—প্রাচীন কালের মানুষ মনে করত নারী যেমন সন্তান প্রসব করেন, বসুমাতা পৃথিবীও তেমনি ফসল প্রসব করেন। নারী-পুরুষের সংসর্গে সন্তান জন্মায় এই ধারণাটুকুকে আশ্রয় করে তারা বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াচার করত এবং মনে করত এতে বেশী পরিমাণ ফসল ফলবে। আসলে মানব-শিশু ও ফসল ফলানোর জন্যে (যা প্রাচীনকালের মানুষ একসঙ্গে ভেবে রাখত) যে-যে আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণ তাকেই বলা যেতে পারে উর্বরতামূলক যাদুবিদ্য ; অর্থাৎ বাস্তবে ঈপ্সিত ফল যাতে ঘটে তার জন্য ক্রিয়াচার।

অস্পৃস্যতা বলতে কি বোঝায় ?—সমাজের বিভিন্ন মানুষকে (রক্ত কৌলীন্য বা বিত্ত কৌলীন্যের দিক থেকে) নানা শ্রেণীতে ভাগ করার ফলে উচ্চ-নীচে পার্থক্য দেখা দেয়। পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা থাকে না, এমনকি ছোঁয়াছুঁয়ি, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে ভেদাভেদ বা সীমানা টানা হয়।

মুদালিয়ার কমিশন কি ?—মুদালিয়ার কমিশন শিক্ষা কমিশন। মুদালিয়ার কমিশন বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুচিন্তিত ও সুবিস্তৃত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা রাখতে হবে এবং ১৪ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, বুদ্ধি, নৈপুণ্য যাতে বৃদ্ধি হয় তার

জন্যে সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা চালানো উচিত এটাই ছিল কমিশনের অভিমত।

বস্তু কি—চেতনা নিরপেক্ষ কোনো কিছুর অস্তিত্বই হলো বস্তু। বস্তু নানাভাবে ও নানা রূপে প্রকাশিত হলেও গতির সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। গতি ও বস্তু অভিন্ন সত্তা।

ক্ল্যান কি ?—গোত্রভিত্তিক, রক্তসম্পর্কীয় যে পরিবার তাকেই ক্ল্যান বলতে পারা যায়।

লোকায়ত মতবাদ কি ?—প্রাচীন ভারতের বস্তুবাদী দর্শনকে লোকায়ত দর্শন বলে অভিহিত করা হয়। লোকায়ত মতবাদে জ্ঞানের প্রশ্নটি ইন্দ্রিয়ভিত্তিক। চার্বাককে লোকায়ত মতবাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়ে থাকে।

এক বিবাহ ও বহুবিবাহের মধ্যে পার্থক্য কি ?—একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক হলো এক বিবাহ (মনোগ্যামি)। অন্যদিকে একজন পুরুষের দুই বা ততোধক স্ত্রী কিম্বা একজন নারীর দুই বা ততোধিক স্বামী হলো বহু বিবাহজনিত সম্পর্ক (পলিগ্যামি ঃ পলিয়্যানড্রি ও পলিগিনি)।

জনমত কি ?—সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি বিষয়ে সাধারণ মানুষের যে মতামত ব্যক্ত হয় তাকেই বলে জনমত।

নামবাদ কি ?—য়ুরোপের মধ্যযুগীয় দর্শনে সাধারণ ভাবকে বিশেষ বস্তুর নাম দিয়ে চিহ্নিত করার অভিমত নামবাদ (নমিন্যালইজম) বলে পরিচিত।

ট্যাবু কি ?—বেশভূষা, কথাবার্তা, বিশেষ, বিশেষ দ্রব্য সম্পর্কে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ; অর্থাৎ এর পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো কতকগুলি বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা—যা ব্যবহার করা উচিত নয়।

ট্রাইব কি ?—বিভিন্ন গোত্রভিত্তিক ও রক্তসম্পর্কীয় পরিবারগুলো মিলে এক একটি ট্রাইব বা কোম তৈরী হয়।

পশুপালন অর্থনীতি কি ?—যে উপজাতি জীবিকা নির্বাহের জন্য পশুদের ওপর নির্ভর করে অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনমান নির্দিষ্ট হয় পশু পালনের ওপর, তাকেই বলে পশুপালন অর্থনীতি।

ওরাওঁ কারা ?—উপজাতি বিশেষ।

জাতিভেদ কি ?—এমন এক ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর লোকেদের কাছ থেকে সামাজিক বিধি-বাধ্যতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা কি ?—সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পুরুষের প্রাধান্য যেখানে অগ্রগণ্য এবং নারীর ভূমিকা যেখানে গৌণ এবং সন্তানদের পরিচয় যখন পিতার দিক থেকে আসে তখন হয় পুরুষ প্রধান সমাজ বা পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজ।

মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা কি ?—আদিম সমাজের বিকাশে একটি বিশেষ পর্যায়ে ছিল মাতৃতন্ত্র। এই পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নারীর ভূমিকা ছিল প্রধান। তখন যৌথ বিবাহের ফলে মায়ের দিক থেকেই সন্তানের পরিচয় ছিল। মায়ের ভূমিকা প্রধান হওয়ার ফলেই শব্দটির তাৎপর্য।

'জাতি বলতে কি বোঝায় ?—সাধারণভাবে কোনো জনসমাজ যদি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে, একই ভাষায় তারা ভাবের আদান-প্রদান করে, একই ঐতিহ্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহক হয় এবং রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে কিম্বা একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয় তাহলে এই ধরনের জনসমাজকে বলে জাতি।

'পরিবার বলতে কি বোঝায় ?—বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে যে একক তাকেই বলতে পারা যায় পরিবার। অবশ্য পরিবারের বৈশিষ্ট্য সমাজের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন থেকেছে। যেমন, মধ্যযুগে ছিল একান্নবর্তী পরিবার। আসলে মানুষের জৈবিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও মানষিক ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভর করেই পরিবারের রূপ ও রূপান্তর। বর্তমানে আমরা যাকে পরিবার বলছি তাকে দাম্পত্যমূলক পরিবার বলাই ভালো।

ক্রোনোমিটার কি ?—ক্রোনোমিটার হলো স্প্রিংচালিত, বিশেষভাবে নির্মিত, একপ্রকার ঘড়ি। এটা গ্রীণউইচ মধ্য-কালের সঙ্গে মেলানো থাকে। পৃথিবী সমহারে ও অবিচ্ছিন্ন গতিতে ঘুরতে পারে তার জন্যে বিশেষ কতকগুলি যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে।

মানমন্দির কি ?—যে বিশেষ ধরনের নির্মিত অট্টালিকা থেকে জ্যোতিষ্কদের পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকেই বলে মানমন্দির।

কৃত্রিম উপগ্রহ কি ?—গ্রহকে কেন্দ্র করে যারা নিজস্ব কক্ষপথে পরিক্রমণ করে তারা হলো উপগ্রহ। কৃত্রিম উপগ্রহ হলো মনুষ্য নির্মিত মহাকাশযান যা নির্দিষ্ট কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করা হয়।

স্পন্দিত বিশ্ব তত্বটি কি ?—কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন মহাকর্ষের বক্র বিশ্ব কখনও ছোটো কখনও বড় হয় ; আসলে প্রসারণ ও সংকোচনের ফলেই মহাবিশ্বের উৎপত্তি এটা একটা বৈজ্ঞানিক প্রকল্প। এই প্রকল্পের নাম হলো স্পন্দিত বিশ্ব।

বিস্ফোরণী বিশ্ব তত্বটি কি ?—বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিদ আবে লমেত্র প্রস্তাব করেছিলেন যে এক মহা আদি পরমাণুর বিস্ফোরণ দিয়ে বিশ্বের শুরু। ওয়াশিংটন বিশ্ব বিদ্যালয়ের জর্জ গ্যামো ও সুইডেনের পদার্থবিদ্ অসকার ক্লাইন এই প্রকল্পটিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠিত করেন ; একেই বলা হয়েছে বিস্ফোরণী তত্ত্ব।

নিউট্রন তারা কি ?—ধারণা করা হয় সুপারনোভার বিস্ফোরণের আগে তারার কেন্দ্রে অত্যধিক চাপে বস্তুর সাধারণ গঠন ভেঙে যায়। এর ফলে পরমাণুর ইলেকট্রোন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বিস্ফোরণের বিপরীত চাপে অবশিষ্ট অংশ ঘনীভূত হয়, ফলে শেষ পর্যন্ত থাকে শুধু নিউট্রনের পিণ্ড। এটাই নিউট্রন তারার উৎপত্তির ইতিহাস। এই নিউট্রন তারার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞানীর মনে সন্দেহ ছিল, পালসার আবিষ্কারের পর তা অনেকটা দূর হয়েছে।

'ইন্টার্ফেরোমিটার' কি ?—তারাদের কৌণিক ব্যাস মাপার যন্ত্র।

সমাবস্থা বিশ্ব তত্বটি কি ?—১৯৪৮ সালে একটি প্রকল্প দেন ফ্রেড হয়েল, হর্মান বন্ডি ও টমাস গোল্ড। তাঁরা বলেন বিশ্বের চেহারা মোটামুটি এক শুধু সর্বত্র নয়, সর্বকালেও। এটিই হলো সমাবস্থা বিশ্ব প্রকল্পের অভিমত।

বাবর রচিত আত্মজীবনীর নাম কি ?—তুজুক-ই-বাবরী।

কুতুবদ্দিন আইবক কিভাবে মারা যান ?—পোলো খেলার সময় এক দুর্ঘটনায়।

MISA আইনটা কি ?—আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন।

'কিয়াং' কথাটির অর্থ কি ?—'কিয়াং' কথাটির অর্থ নদী।

তামিলনাড়ু রাজ্যের আগে কি নাম ছিল ?—মাদ্রাজ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিজ্ঞানী একই সঙ্গে আবিষ্কারক ও চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁর নাম কি ?—স্যামুয়েল ফিনলে ব্রিজ মর্স।

মানচিত্র তৈরী কাজকে এক কথায় কি বলা হয় ?—কার্টোগ্রাফি।

সেক্সট্যান্ট যন্ত্র কি ?—জ্যোতির্বিদ্যা ও নৌবিদ্যার বিভিন্ন কালে এবং নক্ষত্রের উচ্চতা মাপার ক্ষেত্রে এই যন্ত্র কাজে লাগানো হয়।

সেণ্ট ভিটাস ড্যান্স বলতে কি বোঝায় ?—এটা নার্ভ বা স্নায়ুর এক রকম অসুখ। এই অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তির মাংসপেশী, বিশেষ করে ঘাড়ের পেশী ও মুখের প্রান্ত পেশী আপনা থেকেই কাঁপতে থাকে। রিউম্যাটিক ফিভারের সঙ্গে এর যোগ আছে।

১৯৮৪ সালের ২৫শে মার্চ পার্লামেণ্টে এক বিশেষ ঘোষণার দ্বারা কলকাতার একটা সংস্থাকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম কি ?—এশিয়াটিক সোসাইটি।

নামিবিয়া দিবস কি ও কেন ?—১৯৬৬ সালের ২৬ শে আগষ্ট নামিবিয়ার জনগণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করে। রাষ্ট্রসংঘ এই দিনটি নামিবিয়া দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী নামিবিয়া দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

পঁচিশ বছরে কি জয়ন্তী হয় ?—রৌপ্য জয়ন্তী বা রজত জয়ন্তী।

৫০ বছরে কি জয়ন্তী হয় ?—সুবর্ণ জয়ন্তী।

অ্যাসট্রোফিজিক্স কি ?—গ্রহ, নক্ষত্র ও মহাকাশের অন্যান্য বস্তুর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন সম্পর্কীত বিদ্যাকে এক কথায় অ্যাসট্রোফিজিক্স বলে।

চিংড়ী, কাঁকড়া জাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের এক কথায় কি বলা হয় ?—ক্রাস্টাসিয়ানস্।

জীন কি ?—বংশানুক্রমেও অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান হল জীন বা ক্রমোসোম।

আমরা যে "টি-শার্ট" ব্যবহার করি তাতে "টি" কথাটির অর্থ কি ?—টারজান।

১৯৮৬ সালকে কি বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে ?—আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষ।

বাবরের মায়ের নাম কি ?—কুতলুক নিগার নর্থীনম।

৭৫ বছরে যে জয়ন্তী হয় তাকে কি বলে ?—হীরক জয়ন্তী।

ই· এম· জি·—পুরো কথাটা কি হবে ?—ইলেক্ট্রোমাষেগ্রাফি।

অ্যাস্ট্রোনেট এবং কসমোনেটের পার্থক্যটা কি ?—আমেরিকানরা মহাকাশচারীকে বলে অ্যাস্ট্রোনেট এবং রাশিয়ানরা বলে কসমোনেট।

সমাজ কি কি উপাদানে গঠিত ?—পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি—এগুলি হল সমাজ গঠনের উপাদান।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কি ?—প্রাচীনকালে যে সব সমাজে পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ সর্বময় কর্তা ছিলেন, তাকেই বলা হত পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

রাষ্ট্র গঠনের উপাদান ক'টি ও কি কি ?—চারটি। এগুলি হল—(১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার ও (৪) সার্বভৌম শক্তি।

সরকার কি ?—কোনো একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে সরকার বলে।

ব্যাঙ্কের কাজ কি ?—ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হচ্ছে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা নিয়ে জমা রেখে সেই জমা টাকার জন্য সুদ দেওয়া। এছাড়া সাধারণ মানুষ ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয় এবং এর জন্য সুদ নেয়। বাট্টা দিয়ে হুণ্ডি কিনে নেওয়া ও বৈদেশিক হুণ্ডি বা মুদ্রা বিক্রি করা ব্যাঙ্কের কাজ। ব্যাঙ্ক আমাদের মূল্যবান দলিল, গয়নাপত্র প্রভৃতি জমা রাখে। এর জন্য অবশ্য ফি দিতে হয়।

সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা কি ?—উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে যেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিষপত্র সরবরাহ করা সম্ভব হবে। লোকে তার সামর্থ অনুযায়ী কাজ করতে পারবে। প্রয়োজনভিত্তিক বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত হবার ফলে সমাজে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ব্যবস্থা হল সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা।

শাসন-ব্যবস্থাকে মোটামুটি ক'ভাগে ভাগ করা যায় এবং তা কি কি ?—বর্তমানে শাসন-ব্যবস্থাকে মোটামুটি ৫ ভাগে ভাগ করা যায়।

এগুলি হল—(১) রাজতন্ত্র, (২) অভিজাত তন্ত্র, (৩) একনায়কতন্ত্র, (৪) আমলাতন্ত্র ও (৫) গণতন্ত্র।

একনায়কতন্ত্র কি ?—একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থিত একজন নেতার হাতে যখন কোনো শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে তখন তাকে একনায়কতন্ত্র বলা হয়।

নাগরিক আর বিদেশীর মধ্যে মূল পার্থক্য কি ?—নাগরিক হলে সেই রাষ্ট্রে স্থায়ী বাসিন্দা নিজের রাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্য আছে ও কর্তব্য পালন করতে হয়। তার রাজনৈতিক অধিকার আছে, কিন্তু কোনো বিদেশী অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক। কেউ সাময়িক ভাবে একটি রাষ্ট্রে বসবাস করলে তাকে বিদেশী বলা হয়। বিদেশীর রাজনৈতিক অধিকার থাকে না। জরুরী প্রয়োজনে নাগরিককে যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করা যায়, কিন্তু বিদেশীকে বাধ্য করা যায় না।

একজন বিদেশী নাগরিক কি করে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারেন ?—অন্য রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী নিয়ে বহুদিন অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করে, সম্পত্তি কিনে, সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে অন্য দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়। মেয়েরা বিয়ের মাধ্যমে স্বামীর দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারেন।

নাগরিকের অধিকারকে কভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ?—নাগরিকদের অধিকারকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়, এগুলি হল—পৌর অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার।

নাগরিকদের পৌর অধিকার কি কি ?—১। জীবন ধারণের অধিকার, ২। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ও স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, ৩। সম্পত্তি ও কাজ করার অধিকার, ৪। ধর্ম নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণের অধিকার, ৫। চুক্তি করার অধিকার, ৬। কথা বলার, সভা সমিতি করার অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ৭। শিক্ষার অধিকার, ৮। সংগঠন গড়ার অধিকার।

নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার কি কি ?—ভোট দেবার অধিকার, নির্বাচনের অধিকার, সরকারী কাজে নিযুক্ত হবার অধিকার, সরকারের কাছে অভাব অভিযোগ সম্পর্কে শান্তিপূর্ণভাবে আবেদন জানাবার অধিকার।

কোনো রাষ্ট্রের আইন মানা কি বাধ্যতামূলক ?—হ্যাঁ। তা না হলে ভঙ্গকারীকে শাস্তি পেতে হয়।

নাগরিকদের কর্ত্তব্য কি কি ?—অধিকারের সঙ্গে নাগরিকদের কতকগুলি কর্তব্যপালন করতে হয়। এগুলি

পালন না করলে আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে হয়। এই কর্ত্তব্যগুলি হল—১। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য ২। সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য—সামাজিক বিধিনিয়ম তাদের মেনে চলতে হয়, ৩। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, ৪। রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা, ৫। কর দেওয়া।

হাই-ফাই অক্ষর দুটির অর্থ কি ?—হাই ফাইডেলিটি।

ভারতে কি কি গেজের রেলপথ আছে ? কোন্ গেজ কত চওড়া ?—ব্রড গেজ, মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ।

ব্রডগেজ : ১৬৭ সেণ্টিমিটার।

মিটারগেজ : ১০০ „

ন্যারো গেজ : ৬৭ „

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় স্মারক চিহ্ন কি ?—ক্যাঙ্গারু।

পৃথিবীতে বৃহত্তম জীবন্ত জিনিস কি ?—ক্যালিফর্নিয়ায় একটি গাছ আছে যাকে বলা হয় জেনারেল শারম্যান'। ৮৩ মিটার লম্বা। গাছের বেড় ২৪·১১ মি। ওজন ২১৪৫ টন।

হল্যাণ্ডের জাতীয় ফুল কি ?—টিউলিপ।

বাংলাদের জাতীয় ফুল কি ?—সাদা লিলি।

টি এ-র অর্থ হলো ট্রাভেলিং অ্যালাউনস এই অক্ষর দুটির অন্য অর্থ কি ?—টেরিটোরিয়াল আর্মি।

কানাডার জাতীয় স্মারক চিহ্ন কি ?—ম্যাপ্‌ল পাতা।

ভারতের উদয়পুরের বিমানবন্দরের নাম কি ?—ডাবক।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সাবমেরিনের নাম কি ?—টাইফুন। (সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র)।

বনসাই কি ?—জাপানী প্রথায় বৃহৎ গাছকে ছোটো আকারে তৈরী করা।

এভারেস্টে আরোহণ করা ছাড়া আর কি জন্যে এডমণ্ড হিলারী বিখ্যাত ?—ভিভিয়ান ফিউচ্‌স এর সঙ্গে এডমণ্ড হিলারী য়াণ্টার্টিকা পার হয়েছিলেন ১৯৫৭-৫৮ সালে।

গিনিপিগ কি গিনি থেকে এসেছে ?—গিনিপিগ এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে।

ক্লিয়োপেট্রার ছুঁচ কি ?—ইজিপসিয়ানদের তৈরী চতুষ্কোণ সূক্ষাগ্র স্তম্ভ বিশেষ।

মার্চ মাসের নাম কি করে হলো ?—রোমনদের যুদ্ধের দেবতা 'মারস' থেকে।

আমেরিকান বাইসনকে সাধারণত কি বলে ?—বাফেলো। প্রকৃতপক্ষে বাইসন ভিন্ন ধরনের।

সিং সং কি ?—ওসিনইং-এ নুাইয়র্কের একটি রাষ্ট্রভূমি (শোধনাগার)।

আতর কি ?—গোলাপের নির্যাস।

গৌতম জ্ঞান লাভ করার পর উপাধি পেয়ে ছিলেন (বুদ্ধ) জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর জ্ঞান লাভ করার পর কি উপাধি পেয়েছিলেন ?—'জিন'—অর্থ হলো যিনি জয় করেছেন। এই ধর্মাবলম্বীদের বলে জৈন।

ডিজনীল্যাণ্ড কি এবং কোথায় ?—সব রকম বয়েসী মানুয়ের আমোদ প্রমোদের জন্য একটা পার্ক হল ডিজনীল্যাণ্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত এনাহিম শহরে এই পার্কটা রয়েছে। এই পার্কটা তৈরী করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক ওয়াল্টার ডিজনী। পার্কটাতে এমন অনেক বিস্ময়কর মূর্তি আছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। বিদেশী পর্যটকদের কাছে এই পার্কটা খুবই আকর্ষণীয়।

মাইক্রোমিটার কি ?—খুব সূক্ষ্ম কোন্ বা স্বল্প দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র।

মোনাজাইটে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায় তার নাম কি ?—থোরিয়াম।

কোনো খাবারের মধ্যেকতটা খাদ্যমূল্য আছে তা মাপার একক কি ?—ক্যালরি।

সৌর কোষ কি ?—সৌরশক্তিকে সৌরকোষের সাহায্যে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়ে থাকে।

'কিউসেক' বলতে কি বোঝায় ?—জলপ্রবাহ পরিমাপের একক। এর অর্থ হলো এক সেকেণ্ডে এক কিউবিক ফুট জলের প্রবাহ।

'বয়কট' শব্দের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছে ?—শব্দটি এসেছে ক্যাপ্টেন চার্লস কানিংহাম বয়কট (১৮৮০) থেকে। তাঁর নির্দয় ব্যবহারে প্রজারা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়।

'হাইড্রোজেনেটেড ভেজিটেবল অয়েলকে ভারতীয়েরা কি বলে ?—বনস্পতি।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পিতৃ-পুরুষদের পদবী কি ছিল ?—কাউল। পারসিক শব্দ 'নাহার' থেকে 'নেহেরু' হয়েছে। নাহার শব্দের অর্থ খাল। নেহেরুদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর শাসকদের কাছ থেকে খালের কাছে একখণ্ড জমি ও বাড়ী পান।

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল কে ?—আয়ারল্যাণ্ডবাসী

একজন শিক্ষিকা। তিনি ভারতে এসে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। তাঁর হিন্দু নাম হয় সিস্টার নিবেদিতা, কলকাতায় নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠা করেন।

দুজন বিখ্যাত স্যার আইসাক আছেন। একজন বলবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ের আবিষ্কার কর্তা, অপর জন কি জন্যে বিখ্যাত ?—স্যার আইস্যাক পিটম্যান, যিনি পিটম্যান সর্টহ্যান্ডের আবিষ্কারকর্তা।

'বুলিয়ান' শব্দের অর্থ কি ?—অলংকার কিম্বা মুদ্রা ছাড়া সোনা ও রুপার বারকে বলে 'বুলিয়ন'।

দৈনিক পত্রে 'ব্যাংক রেট'-এর আলাদা কালাম থাকে। ব্যাংক রেট বলতে কি বোঝায় ?—রিসার্ভ ব্যাংক (ভারত) নির্দেশিত সুদের হার। যদি অন্য কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক টাকা ধার করতে চায় তাহলে ঐ হারে সুদ দিতে হবে।

'এপ' ও 'বাঁদরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি ?—এপের লেজ নেই। এরা সাধারণতঃ দুপায়ে হাঁটে। মাথার বুদ্ধি আছে। চার ধরনের এপ আছে ঃ (১) শিম্পাঞ্জী (২) গোরিলা (৩) ওরাং ওটাং (৪) গিবন।

'ওমেগা শব্দটির অর্থ কি ?—এই গ্রীক শব্দটির অর্থ হলো 'বৃহৎ'।

'ডেড লেটার অফিস বলতে কি বোঝায় ?—নাম-ধাম হীন চিঠি যে পোস্ট অফিসে জমা হয়।

যাদুঘরের প্রধান অধিকর্তাকে কি বলা হয় ?—কিউরেটর।

'অ্যাজেন্ডা' কি ?—কোনো মিটিং-এ আলোচনা করার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলি।

'ব্র্যাডশ' কি ?—ইউনাইটেড কিংডমে রেলওয়ে সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়। জর্জ ব্র্যাডশ-এর নামে নামকরণ হয়েছে। ১৮৩৯ সালে প্রথম ব্র্যাডশ প্রকাশিত হয়।

জাতীয় আয় কি ?—কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে শ্রম ও মূলধনের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবামূলক কাজসহ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যজাত অন্যান্য রকম দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এক বছরের মোট উৎপাদনের পরিমাণকে আর্থিক মূল্যে জাতীয় আয় বলা হয়।

ধনবিজ্ঞান কি প্রকৃত বিজ্ঞান ?—না একটা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান। এটাকে সমাজ বিজ্ঞানও বলা হয়।

ধনবিজ্ঞান কি ?—মানুষের অর্থ উপার্জন ও আর্থিক কার্যকলাপ সম্পর্কীত বিষয় নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে এক কথায় তাকে অর্থশাস্ত্র বা ধনবিজ্ঞান বলা হয়।

ধনবিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর মধ্যে কি আছে ?—উৎপাদন, ভোগ, বিনিময়, বণ্টন ও সরকারী আয় ব্যয়।

নীট জাতীয় আয় কি ?—নীট জাতীয় আয় থেকে মূলধন, কাঁচামাল প্রভৃতি পুনঃস্থাপনের ব্যয় বাদ দিলে পাওয়া যায় নীট জাতীয় আয়।

মাথাপিছু আয় কি ?—কোনো দেশের জাতীয় আয়কে, সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে যে আয় পাওয়া যায়, তাকে মাথাপিছু আয় বা জনপ্রতি আয় বলে।

জাতীয় আয় বাড়লে কি মাথাপিছু আয় বাড়ে ?—জাতীয় আয় বাড়লে মাথাপিছু আয় বাড়ে, অবশ্য যদি জনসংখ্যা সমান থাকে। জনসংখ্যা অত্যধিক বাড়লে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেও মাথাপিছু আয় সেই তুলনায় বাড়ে না।

উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি কি কি ?—ভূমি, শ্রম, মূলধন ও পরিচালন ব্যবস্থা। প্রকৃতি ও মানুষ হল উৎপাদনের দুটি প্রধান উপাদান। প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীর ওপর মানুষ তার পরিশ্রমও বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় অভাব মেটাবার সামগ্রী তৈরী করে।

সম্পদ কাকে বলে এবং এর বৈশিষ্ট্য কি ?—আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে যেসব জিনিষের আর্থিক মূল্য আছে তাই সম্পদ। তাই সম্পদকে তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে—(১) এর অভাব মেটাবার ক্ষমতা থাকা চাই, (২) চাহিদার তুলনায় এর যোগান হতে হবে কম এবং (৩) এটা বিক্রয়যোগ্য হওয়া চাই।

কোনো দেশের জনসংখ্যা বাড়লেই কি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে ?—জনসংখ্যা বাড়লেই সেই অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে না ; কেননা এটা মনে রাখতে হবে যে শিশু, বৃদ্ধ রোগী, ভবঘুরে প্রভৃতি শ্রেণীর লোক কাজ করে না। তাছাড়া নারীরাও বেশীর ভাগ কাজ করেন না। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে এদের সংখ্যা বাড়লে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়বে না।

কর ক'রকম ও কি কি ?—সাধারণতঃ কর দুরকম। প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম কি ?—উৎপাদনের একটা প্রধান উপকরণ হচ্ছে জমি। কিন্তু প্রকৃতিদত্ত এই জমির যোগানের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। তাই একটা জমিতে শ্রম,

মূলধন প্রভৃতি বেশী করে প্রয়োগ করলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু তারপর আরো বেশী শ্রম মূলধন নিয়োগ করলেও উৎপাদন সেই অনুপাতে কমে আসতে থাকে। একেই বলা হয় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম, জমিতে চাষের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

সাধারণভাবে যোগানের নিয়ম কি ? অর্থনীতির দিক দিয়ে দেখলে কোনো জিনিষের দাম বেড়ে গেলে যোগান বাড়ে। আবার কমলে যোগান কমে। দাম বাড়লে বিক্রেতারা বেশী লাভের আশায় বাজারে জিনিষের বেশী যোগান দেয়।

সাধারণ ক্রেতার সঙ্গে শেয়ার বাজারে জব্বারদের সঙ্গে যারা যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের কি বলা হয় ?—ব্রোকার বা দালাল।

ফাটকা ব্যবসা কি ?—ফাটকা ব্যবসা হল একটা ঝুঁকির ব্যবসা। ভবিষ্যতে কোন জিনিষের দাম ওঠানামা সম্পর্কে অনুমান করে বর্তমানের বেচা কেনা থেকে লাভ অর্জন করাটা হল ফাটকা ব্যবসা, ভবিষ্যতে কোনো জিনিষের দাম বাড়তে পারে অনুমান করে বর্তমানে সেই জিনিস বেশী করে কিনে লাভের আশা করে ফাটকা ব্যবসায়ীরা। আবার কোনো জিনিষের দাম ভবিষ্যতে কমে যেতে পারে ধারণা করে সেই জিনিষ তারা তখনই বিক্রি করার চেষ্টা করে।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কি ?—ম্যালথাস নামে এক জন বৃটিশ অর্থনীতিবিদ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খাদ্য সামগ্রীর সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্কের বিষয়ে একটা মতবাদ প্রচার করেছেন। তাঁর মতে জনসংখ্যা যে রকম দ্রুত হারে বাড়ে খাদ্যের উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ে না। এটাকে বোঝাবার জন্য তিনি বলেছিলেন যে জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ (২×২×২×২) এই হারে আর খাদ্য-সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ে পাটীগণিতিক হারে অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ (২+২+২+২) এই হারে। খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক কম হবার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দেখা দেয় খাদ্যের অনুপাতের জনসংখ্যা বেশী—এই অবস্থাক অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবস্থা বলে ম্যালথাস সাহেব বর্ণনা করেছেন। মোটামুটি এইটাই হল ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব।

আমাদের সৌরজগৎ-এ কটি গ্রহ আছে ?—গ্রহদের নাম গুলি কি কি ?—ন'টি গ্রহ। যদিও আধুনিককালে অনেকে দাবী করছেন, গ্রহ দশটি।

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো।

ভলক্যান নামে আর একটি গ্রহের অস্তিত্ব আছে বলে কেউ কেউ দাবী করেছেন।

সৌরমুকুট কি ?—সূর্য গ্রহণের সময় সূর্যের চারদিকে যে সাদা পরিমণ্ডল দেখা যায় তাকেই বলে সৌরমুকুট। একই উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডলীর আকার ও চেহারা এক একটা গ্রহণের সময় এক এক রকম হয়।

ছায়াপথ কি ?—মহাশূন্যে অসংখ্য নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্করা কাছাকাছি থেকে যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তাকে বলে ছায়াপথ। মহাবিশ্বে অসংখ্য ছায়াপথ আছে। ইংরেজীতে ছায়াপথকে বলে Galaxy, অনেক সময় একে Milky way বলে।

নোভা ও সুপারনোভায় পার্থক্য কি ?—মহাশূন্যে স্তিমিত নক্ষত্রকে বলে নোভা। এরা তাপ আর আলো হারিয়ে ঠাণ্ডা হয় সংকুচিত হয়। এই সংকোচনের ফলে এদের অভ্যন্তরস্থ জ্বলন্ত অংশ বেরিয়ে আসে তাই তাদের জ্বলজ্বলে দেখায়। কখনও-কখনও নোভার অভ্যন্তরস্থ জ্বলন্ত ও গলিত পদার্থের রূপান্তরের ফলে তাপ যায় বেড়ে, হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। এই অবস্থায় এদের বলে 'সুপার নোভ'।

বিখ্যাত ধূমকেতুটির নাম কি ?—ধূমকেতুদের নামকরণ হয় আবিষ্কার কর্তাদের নামে। হ্যালির ধূমকেতু (১৯৮৬ সালে আবার দেখা যাবে), মারকসের ধূমকেতু (১৮৫৭ আবিষ্কৃত) মুরহাউসের ধূমকেতু (১৯০৮ সালে আবিষ্কৃত)। বলতে গেলে হ্যালির ধূমকেতুটির প্রচার সব থেকে বেশী।

ধূমকেতু কি ?—ধূমকেতু হলো উজ্জ্বল গ্যাসীয় জ্যোতিষ্ক। মহাশূন্যে সুদীর্ঘ অধিবৃত্ত কক্ষপথে এ ধরনের জ্যোতিষ্ক মহাবেগে ছুটে চলে। কদাচিৎ কখনো সূর্যের আকর্ষণে সৌরমণ্ডলে চলে গেলে পৃথিবী থেকে মাত্র অল্পকালের জন্য দেখা যায়। এর কেন্দ্রীয় অংশটা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং ঝাঁটার মত একটা পুচ্ছ আছে যা কিন্তু অনুজ্জ্বল।

সৌরজগৎ কি ?—সূর্যের পরিবারে আছে গ্রহ, উপগ্রহ গ্রহাণু, ধূমকেতু, উল্কা, ধূলিকণা গ্যাসের অণু ও বিচ্ছিন্ন

পরমাণু। সূর্যকে নিয়েই অন্যান্যদের যে অস্তিত্ব তা-ই হলো সূর্যের পরিবার—সৌরজগৎ।

সৌর কলঙ্ক কি ?—বিশেষ যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে সূর্যকে দেখলে লক্ষ্য করা যায় যে সূর্যের গায়ে কিছু কিছু অনুজ্জ্বল স্থান আছে। সূর্যের চারদিকের উজ্জ্বল দীপ্তির সঙ্গে তুলনা করলে ঐ অনুজ্জ্বল স্থানগুলোকে কালো কালো দাগের মত দেখায়। এই কালো কালো দাগ বা অনুজ্জ্বল স্থানগুলোকে বলে সৌরকলঙ্ক।

বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম গ্রহ দুটির নাম কি কি ?—আমাদের সৌরজগৎ-এ বৃহস্পতি হলো বৃহত্তম গ্রহ ; বুধ হলো ক্ষুদ্রতম গ্রহ।

প্লাসিবো কি ?—এটা এক ধরণের ওষুধ। কিন্তু এর কোনো ভেষজ গুণ নেই! রোগীকে খুশী করার জন্য বা ভুলিয়ে রাখার জন্য এটা দেওয়া হয়।

মাম্পস কি ধরণের রোগ ?—মাম্পস ভাইরাস ঘটিত রোগ।

সাইকোসিস বার্বি কি ?—মুখের যেখানে দাড়ি হয় সেখানকার চামড়ায় এক ধরণে অসুখ। এর আর এক নাম হল বর্বাস ইচ

লিমফেটিক টিস্যুর অসুখের ইংরাজী নাম কি ?—কিনস ডিনিজ

'চারটে নদীর দেশ' কাকে বলা হয় ও চারটি নদীর নাম কি কি ?—চীনদেশের জেকোয়ান উপত্যকাকে 'চারটে নদীর দেশ' বলা হয়। এই চারটে নদীর নার—মিন (min), কিয়ালিং (kialing), উ (wu), এবং লিউ (liu).

পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদের নাম কি ?—পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদের নাম কাস্পিয়ান সাগর। এটা দৈর্ঘ্যে ১,২১৬ কি.মি. গভীরতায় ৯৭৫ মিটারের মতো ও আয়তনে প্রায় মালয়েশিয়া রাষ্ট্রের সমান।

গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য কি ?—গ্রহ হলো বস্তু পিন্ড। এদের না আছে নিজের আলো, না আছে নিজের তাপ। এরা সূর্যের মত নক্ষত্রের আলো পেয়ে আলোকিত হয়, তপ্ত হয় সূর্যের মত নক্ষত্রের আলো পেয়ে।

নক্ষত্র হলো জ্বলন্ত গ্যাস পিন্ড। এরা দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাই এদের আলো আছে, তাপ আছে।

পৃথিবী গ্রহ, সূর্য হলো নক্ষত্র

বলয়-গ্রাস কি ?—সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী একই সরল-রেখায় এলে, চাঁদের ছায়া পড়ে পৃথিবীর বুকে তখন হয় সূর্য-গ্রহণ। চাঁদ তখন থাকে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে। চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্ব যখন কম থাকে তখন হয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। কিন্তু দূরত্বটা যখন বাড়ে তখন চাঁদ সূর্যকে সম্পূর্ণভাবে আড়াল করতে পারে না। এই অবস্থায় সূর্যের প্রান্তভাগ বৃত্তাকার আংটির মত দেখায় ; তখনই তাকে বলে বলয় গ্রাস।

উল্কা কি ?—মহাশূন্য থেকে যে-সব পদার্থ-পিণ্ড দুরন্ত বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ছুটে আসে তাদেরই বলে উল্কা। বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসার সময় বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বলেই এই পদার্থ পিণ্ডগুলো জ্বলতে থাকে। এই পিণ্ডের বেশ কিছু পদার্থ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আর কিছু কিছু পড়ে ভূ-পৃষ্ঠে। এতে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ থাকে।

বিভিন্ন রাশিদের নাম কি ?—বারোটি রাশি হলো : মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

শিশুমার বা লঘু সপ্তর্ষি কি ?—ধ্রুবতারার কাছাকাছি অস্পষ্ট গোছের কয়েকটি নক্ষত্র আছে, এদের নাম শিশুমার বা লঘু সপ্তর্ষি।

গ্রহাণু কি ?—মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষের মধ্যে কয়েক হাজার বিভিন্ন মাপের খণ্ডবস্তু প্রায় বৃত্তাকার কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এদের সমষ্টিকে বলে গ্রহণুপুঞ্জ। খালি চোখে এদের দেখা যায় না। বৃহত্তম গ্রহাণুর ব্যাস ৭৭০ কি. মি., আবার ১½ কি. মি. ব্যাসের বা তার চেয়ে ছোট গ্রহাণুও আছে।

রাশিচক্র কি ? আকাশকে বারোটি মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। এইসব মণ্ডলে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহদের যাতায়াত। এই বারোটি মণ্ডলে চিহ্নিত করা হয়েছে বারোটি তারকাপুঞ্জ। এইসব তারকাপুঞ্জকে নানারকম জীবজন্তুর আকারে বা মাঙ্গলিক চিহ্নে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বারোটি মণ্ডলের তারকাপুঞ্জদের নিয়েই রাশি চক্র।

সপ্তর্ষিমণ্ডল ও কালপুরুষকে গুরুত্ব দেবার কারণ কি ?—সহজেই চেনা যায় এইরূপ কোনো নক্ষত্রকে নিশানা হিসাবে ধরে এবং এর সাক্ষেপে আকাশের তারা ও নক্ষত্রদের সনাক্ত করা খুবই সুবিধাজনক। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও কাপুরুষকে

নিশানা হিসাবে ধরা হয় বলেই এদের গুরুত্ব।

অভিজাততন্ত্র কি ?—কোন দেশের শাসন ক্ষমতা যখন জ্ঞানী গুনী ব্যক্তি বা খুব কম সংখ্যক অভিজাত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে অভিজাত তন্ত্র বলে।

সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগ কি কি ?—সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগ হল—১। আইন বিভাগ, ২। শাসন বিভাগ ও ৩। বিচার বিভাগ।

শাসন বিভাগের কি কি কাজ ?—আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ২। বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে কুটনৈতিক কাজ পরিচালনা করা, ৩। সাধারণ ও জরুরী আইন প্রণয়ন করা, ৪। যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপনের জন্য সামরিক কাজ পরিচালনা করা ও ৫। বিচার বিষয়ক কাজ পরিচালনা করা।

মার্কসীয় সমাজ তন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য কি ?—শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে সাম্যের ভিত্তিতে এক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হল এর উদ্দেশ্য।

সমাজতন্ত্র বাদ কি ?—রাষ্ট্রকে মানুষের একটা পরম কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে মনে করে। মানুষের জীবনের সবক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যে মতবাদ প্রচলিত আছে। তাকে সমাজতন্ত্রবাদ বলা হয়।

বিচার বিভাগের কাজ কি ?—বিচার বিভাগ আইনকে প্রয়োগ করে এবং কেউ আইন ভাঙ্গলে তাকে শাস্তি দেয়। আইনের ব্যাখ্যা করে নতুন আইন সৃষ্টি করাও এর কাজ। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের ব্যাখ্যাও করে এই বিভাগ।

সরকারের অপরিহার্য্য কাজ কি ?—সরকারের অপরিহার্য্য কাজ হল ১। আইন শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখা ও বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ২। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, ৩। পারিবারিক সম্পর্ক স্থির করা ও ৪। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, বিশেষত মুদ্রা ব্যবস্থা নিমন্ত্রণ করা।

নাগরিক বলতে কি বোঝায় ?—একটা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যে আবদ্ধ সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাকে নাগরিক বলে। রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কিছু কর্তব্য থাকে। আবার কিছু অধিকারও তারা ভোগ করে।

আত্মনিয়ন্ত্রনের দাবী বলতে কি বোঝায় ?—একজাতি এক রাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী কোনো জাতির রাষ্ট্রগঠনের দাবীকে আত্মনিয়ন্ত্রনের দাবী বলা হয়।

রাষ্ট্রকৃত্যক কি ?—দক্ষতার সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য সরকারের দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারীদের নিয়ে রাষ্ট্রকৃত্যক গঠন করা হয়।

জনমত কি ?—গণতন্ত্রকে সফল করতে শাসন পরিচালনায় জনগণের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। শাসন কার্য পরিচালনায় জনগণের এই মতকে জনমত বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যম কি ?—সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি।

জনসমাজ (people) বলতে কি বোঝায় ?—একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী এমন একজনসমষ্টিকে বোঝায় যাদের মধ্যে ভাষাগত, ভাবগত, ধর্মগত, ঐতিহ্যগত আচার ব্যবহার ও অধিকারগত ক্ষেত্রে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

গণতন্ত্র কি ?—যে শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণ সমস্ত শাসন ক্ষমতার উৎস তাকে গণতন্ত্র বলে। এইশাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসন কার্য্য পরিচালনা করে থাকে। তাই একে বলা হয় জনসাধারণের দ্বারা, জনসাধারণের জন্য শাসন-ব্যবস্থা। তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

পূর্ব জার্মানীর যথার্থ নাম কি ?—জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক।

'ক্রিসমাস' শব্দের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে ?—ক্রাইসট্ ম্যাস। ২৫শে ডিসেম্বর পালিত হয়।

বুফে লাঞ্চ বা ডিনার বলতে কি বোঝায় ?—লাঞ্চ বা ডিনার বলতে টেবিলে যখন খাদ্যদ্রব্যগুলি সাজানো থাকে এবং অতিথিরা নিজেরাই তাদের প্রয়োজন ও পছন্দমত খাদ্য তুলে নেন।

'কোরাম' কি ?—কোনো মিটিং-এ নির্দিষ্ট সংখ্যক উপস্থিত না হলে যখন বিষয়গুলি আলোচনা করা যায় না।

স্ফিংস কি এবং এইটি কোথায় আছে ?—পাথরের তৈরী নরমুণ্ড বিশিষ্ট অর্ধশায়িত সিংহের এক বিশাল মূর্তি। উত্তর মিশরের ঘিজে নামক স্থানে আনুমানিক ৩,৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দে ফ্যারাও চেফ্রেস এটি নির্মাণ করেছিলেন।

গঁদ কি ?—বাবলা জাতীয় গাছের আঠা।

পঞ্চশস্য কি ?—ধান, যব, শ্বেতসর্ষপ, তিল ও মুগ।

রেড ইণ্ডিয়ানেরা যে হাল্কা ধরনের কুঠার ব্যবহার করে তা অস্ত্র হিসাবে এবং হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই কুঠারকে কি বলে ?—তোমাহক্‌স।

ভারতের জাতীয় পাখী কি ?—ময়ূর।

আলপাকা কি ?—আলপাকা নামে একপ্রকার জন্তুর লোম।

মনো রেল কি ?—বগীসহ রেলগাড়ী যা একটি মাত্র লাইনের ওপর দিয়ে চলে।

ছাপাখানার ভূত কি ?—টাইপ কম্পোজ করার পর যে বিচিত্র ধরনের ওলোট-পালট ভুল হলে মনে হয় যেন তাদের ওপর অশরীরীদের ভর হয়েছে।

সুইজারল্যাণ্ডে প্রধান তিনটি ভাষার নাম কি ?—ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ইটালীয়ান।

মিগ-২৫ কি ?—জেট বিমান যা সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে সরবরাহ করছে।

জানুয়ারী মাসের নামকরণের উৎস কি ?—ল্যাটিন জানুয়ারিয়াস থেকে। রোমান দেবতা জেনাস থেকে এর নামকরণ। দেবতাটির সামনে-পেছনে দুটি মুখ। অতীত ও বর্ত্তমানের প্রতীক।

ধুনো কি ?—শাল, পাইন বা ফার জাতীয় গাছের শুকনো আটা।

গেগার কাউণ্টার কি ?—তেজস্ক্রিয়তা মাপার সর্বাধিক ব্যবহৃত যন্ত্র।

ল্যাটিন শব্দ 'ভোটের' অর্থ কি ?—"আমি নিষেধ করছি"।

কথিত আছে এক গ্রীক দার্শনিক বালতির মধ্যে বাস করতেন। সেই দার্শনিকের নাম কি ?—ডাইওগেনেস (৪১২—৩২২ খৃঃ পূঃ)

মহাবীর চক্র কি ?—বীরত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (ভারত)।

ইংলণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত কি ?—'গড্‌ সেভ দি কিং'।

'হারি-কিরি শব্দটির অর্থ কি ?—চরিত্রের ওপর অপমান ও কলঙ্কের দাগ পড়লে জাপানের অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা পেটে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করে থাকেন। একেই বলে হারিকিরি।

দার এ সালেম-এর অর্থ কি ?—স্বর্গের শান্তি।

ফরাসী দেশের জাতীয় পুষ্প কি ?—লিলি।

আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় স্মারক চিহ্ন কি ?—স্যামারক পাতা।

জন্মাষ্টমীর অর্থ কি ?—শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন।

ব্যাঙ্কের টেলারের কাজ কি ?—ব্যাঙ্কে যাঁরা টাকা জমা ও টাকা তুলতে আসেন তাঁদের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের যে কর্মচারী নিযুক্ত থাকেন তাঁকেই বলে 'টেলর'।

'আফ্রিকাশনস' বলতে কি বোঝায় ?—ডাচ্‌ ভাষা থেকে 'আফ্রিকান্‌স' ভাষার উৎপত্তি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজী ভাষার সঙ্গে এই ভাষা হলো সরকারী ভাষা।

তেল-আভিভ-এ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নামটি কি ?—লড বা লিড্ডা বিমানবন্দর।

গ্রীক শব্দ 'ফটোগ্রাফির' আক্ষরিক অর্থ কি ?—"আলো দিয়ে লেখা"।

লামা ও ল্লামার মধ্যে পার্থক্য কি ?—'লামার অর্থ' হলো তিব্বতীয় বৌদ্ধ পুরোহিত। 'ল্লামা' হলো দক্ষিণ আমেরিকার উটের মত এক ধরনের প্রাণী। এদের আকার ছোটো, কুঁদ নেই, গা লোম দিয়ে ঢাকা।

পেলিক্যানদের প্রধান খাদ্য কি ?—মাছ।

পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের স্মারক চিহ্নে সংস্কৃত ভাষায় কি লেখা আছে ?—দিনরাত আমি সেবা করছি (অহর্নিশম সেবামাহে)।

প্রথম যে কুকুরটি মহাকাশে ওড়ে তার নামটি কি ?—লাইকা।

মেট্রোপলিটন সিটির অর্থ কি ?—যে সহরে ১০ লক্ষ লোকের বসবাস।

ফরাসীদেশের জাতীয় পতাকা ত্রিবর্ণের। তিনটি রং কি কি ?—লাল, সাদা এবং নীল। সমান মাপের আড়া-আড়ি ভাবে এই রংগুলি থাকে।

নীহারিকা কি ?—নভোমণ্ডলের কোনো কোনো জায়গায় মেঘের মত উজ্জ্বল পদার্থকুণ্ডলী দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঘনীভূত মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ কণিকার ঘন সমাবেশে এগুলো গড়ে উঠেছে। একেই বলে নীহারিকা। নীহারিকাকে ইংরেজীতে বলে Nebula.

শুকতারা ও সন্ধ্যাতারার পার্থক্য কি ?—দিগন্তের অল্প ওপরে আকাশ প্রদীপের মত শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা।

একই গ্রহ কখনও দেখা দেয় ভোরে, কখনও সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্র গ্রহ"। তবে কবির মতে এটি হলো ঃ "আমাদের সকাল সন্ধ্যার সোহাগিনী।"

শুক্লপক্ষের চাঁদ ও কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ কি ভাবে চেনা যায়?—উত্তর গোলার্ধে শুক্লপক্ষের বাঁকা চাঁদের উত্তল দিকটা সব সময় ডানদিকে থাকে আর কৃষ্ণপক্ষে থাকে বাঁ দিকে।

রেডিও জ্যোতির্বিদ্যা কি?—মহাকাশ গবেষণায় রেডিও জ্যোতির্বিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্কা, চাঁদ, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ ছাড়াও মহাজাগতিক বহু বিষয়ের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আসলে মহাকাশ গবেষণা হলো রেডিও জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়।

যুগ্মতারা ও গুণিতক তারার পার্থক্য কি?—দূরবীণ নিয়ে আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে দুটো তারা খুব কাছাকাছি রয়েছে। পরস্পরের মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে এদের সাধারণ ভরকেন্দ্রকে বেড় দিয়ে এরা আবর্তন করে। এই তারকাকে (যেহেতু শ্রেণীবদ্ধ) যুগ্ম তারকা বলে।

অনেক সময় একাধিক তারারা মিলে শ্রেণীবদ্ধ হয় তখন সেগুলো হলো বহুসঙ্গী তারা। আবার এরাই হলো গুণিতক তারা।

পার্সেক কি?—জ্যোতির্বিজ্ঞানে দরত্ব মাপার একক হলো পার্সেক।

চাঁদের কলা বলার হেতু কি?—চাঁদের নিজের আলো নেই, সূর্যের আলোতেই চাঁদ দীপ্তি পায়। সুতরাং সূর্যের আলোতে চন্দ্রপৃষ্ঠের যে অংশ আলোকিত হয় সেই অংশই পৃথিবী থেকে দেখা যায়। কিন্তু সূর্য ও পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের অবস্থানের সর্বদাই পরিবর্ত্তন হয় বলে এই দৃশ্য অংশেরও পরিবর্ত্তন হয়। সমস্ত চন্দ্রমাস ধরে চন্দ্রপৃষ্ঠের দৃশ্য অংশ পর্যায়ক্রমে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। একেই বলে চন্দ্রের কলা।

কোআজার কি?—বর্তমানে আকাশলোকের সবচেয়ে বড় রহস্য হলো একশ্রেণীর নব আবিষ্কৃত জ্যোতিষ্ক। এদের এক একটির দ্যুতি প্রায় দশ হাজার সূর্যের দ্যুতির সমান বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন; এরা সেকেণ্ডে প্রায় দেড় লক্ষ মাইল বেগে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। এই নক্ষত্রকে ইংরাজীতে বলে Quasi Stellar Radio Sourse ইংরজীতে সংক্ষেপে বলে কোয়াজার (Quasar)

সুবিন্দু ও কুবিন্দু কি?—দর্শকের মাথার সোজাসুজি খগোলে অবস্থিত বিন্দুকে দর্শকের সুবিন্দু বলে। মাথার নিচের দিকে অর্থাৎ সুবিন্দুর বিপরীত বিন্দুকে বলে কুবিন্দু।

G.M.T ও I.S.T—এ'দুটির পার্থক্য কি?—G.M.T-র অর্থ হলো Greenwich Mean Time এবং I. S. T.-র অর্থ হলো Indian Standard Time পার্থক্য হলো ৫½ ঘণ্টা।

শুক্লপক্ষে ও কৃষ্ণপক্ষে পার্থক্য কি?—চাঁদকে যখন দেখা যায় না তখন হলো অমাবস্যা। এর পর চাঁদের কলা বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমায় চাঁদের পূর্ণ বিম্ব দেখা যায়। অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত শুক্লপক্ষ। আবার পূর্ণিমার পর থেকে চাঁদের কলা হ্রাস পেতে পেতে অমাবস্যা আসে। পূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ।

সমাক্ষরেখা কি?—নিরক্ষরেখার উত্তর দক্ষিণে মধ্যরেখার ওপর কৌণিক মাপ নিয়ে সাধারণতঃ এক এক ডিগ্রী অন্তর অন্তর নিরক্ষরেখার সমান্তরালে কতকগুলি রেখা কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। এইসব কল্পিত রেখাগুলি পরস্পর সমান্তরাল বলে এদের সমাক্ষরেখা বা অক্ষরেখা বলা হয়ে থাকে।

সন্ধ্যালোকের বৈশিষ্ট্য কি?—সূর্যাস্ত থেকে অন্ধকার অবস্থা পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানকে সন্ধ্যালোক বা জ্যোতিষীয় সন্ধ্যালোক বলে। সূর্য দিগন্তের ১৮'র অধিক নিচে গেলেই সন্ধ্যালোকের অবসান হয়।

P.M. ও A.M. বলতে কি বোঝানো হয়?—P.M বলতে Post meridiem এবং A. M. বলতে Ante meridiem বোঝায়। meridiem-এর অর্থ হলো মধ্যাহ্ন, সুতরাং রাত ১২ টার পর থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত A.M. এবং দুপুর ১২টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত P.M.

আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা কি?—একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পূবে বা পশ্চিমে গেলে কেবল যে স্থানীয় সময়ের তফাৎ হয় তা নয়, বারেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে আনুমানিক ১৮০° দ্রাঘিমা বরাবর আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা চিহ্নিত হয়েছে। এই তারিখ-রেখা পার হলেই ঠিক একদিনের তফাৎ হয়। অতএব কোনও ভ্রমণকারী পশ্চিম দিকে গেলে দিনের হিসাবে একদিন যোগ

করতে হবে, আর পূব দিক অতিক্রম করলে একদিন বাদ দিতে হবে।

অশ্ব অক্ষরেখা কি ?—অশ্ব অক্ষরেখা হলো বাতাসের সংকীর্ণ প্রণালী যা উত্তর ও দক্ষিণে গোলার্ধে ৩০° থেকে ৩৫° অক্ষরেখার সৃষ্টি হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে বাতাস অনেক ওপরে উঠে যায়, তারপর ঠাণ্ডা হয় এবং ওপর থেকে খাড়া নিচে নেমে আসে আবহমণ্ডলের তলার স্তরে। বাতাসের এই খাড়াভাবে নেমে আসার ফলে একটা শান্ত, অচঞ্চল অবস্থা সৃষ্টি হয়। চলমান জাহাজ এই অঞ্চলে এলে নিশ্চল হয়। আমেরিকা বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ ঘোড়া চালান দেবার জন্য যে-সব জাহাজ এই এলাকায় এসে পড়ত তাদের সমুদ্র পাড়ি দিতে সময় লাগত বেশী। তখন জাহাজের ওপর থেকে ঘোড়াগুলোকে ফেলে দেওয়া হত। এই প্রথা থেকে অশ্ব অক্ষরেখা নামটি এসেছে।

ওয়াটার গেট কি ?—যে বিল্ডিং-এ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টি'র অফিস (ওয়াশিংটন ডিসি)।

স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় স্মারক চিহ্ন কি ?—থিস্‌ল। (এক ধরনের কাঁটা গাছ—শিয়ালকাঁটা)।

'বে-হেড' শব্দটির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে ?—'সংকর' শব্দ। 'বে'—আরবী উপসর্গ। 'হেক্ট' ইংরেজী শব্দ।

অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে কি কি জিনিস উৎপাদন করা হয় ?—বন্দুক ও মিলিটারীদের ব্যবহারের জন্য বিস্ফোরক পদার্থ।

চোমো লাঙ্গমা কি ?—মাউণ্ট এভারেস্টকে তিব্বতীয়রা এই নাম দিয়েছে। অর্থ হলো বসুমাতা। নেপালীরা বলে 'সাগর মাতা'।

বেয়নেটের নাম কিভাবে এল ?—বেঅনেতে (ফ্রান্স) এটি প্রথম তৈরী হয় বলে এর নাম ঐ শহরের নামে নামকরণ হয়েছে।

অধ্যাপক জোসেফ পুলিটজারের জীবিকাবৃত্তি কি ছিল এবং কে পুলিটজার পুরস্কার দেওয়ার প্রচলন শুরু করেছিলেন ?—দৈনিক পত্রের মালিক ও এডিটর।

ল্যাণ্ডো কি ?—চার চাকার ঘোড়ার গাড়ী যার দুটি ভাগ। সামনের অংশকে আলাদা আলাদা উঁচু-নিচু করা যায়।

বোধিবৃক্ষ কি ?—যে বৃক্ষের তলায় বসে বুদ্ধদেব জ্ঞান-লাভ করেছিলেন।

সাবান ও ডেটারজেণ্টের মধ্যে পাথ্য'ক্য কি—উদ্ভিদ ও প্রাণীর চর্বিজাতীয় পদার্থ থাকে সাবানে। ডেটারজেণ্ট, পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ থেকে তৈরী হয়। খর জলে সহজে সাবান গলে যায় না, কিন্তু ডেটারজেণ্ট গলে যায়।

আস্তিক ও নাস্তিক-এর মধ্যে পার্থক্য কি ?—প্রাচীন অর্থ : যাঁরা বেদ বিরোধী তাঁরা নাস্তিক এবং যাঁরা বেদ বিশ্বাসী তাঁরা আস্তিক। বর্তমান অর্থ : যাঁরা ঈশ্বর বিশ্বাসী নন তাঁরা নাস্তিক এবং যাঁরা ঈশ্বর বিশ্বাসী তাঁরা আস্তিক।

আলফা ও ওমেগার অর্থ কি ?—শুরু এবং শেষ।

হোয়াইট হল কি জন্যে বিখ্যাত ?—লণ্ডনে বৃটিশ সিভিল সার্ভিসের হেড কোয়ার্টার।

'বাহেমিয়া শব্দটির অর্থ কি ?—(১) বোহেমিয়া একটি রাষ্ট্র ছিল যা এখন চেকোশ্লাভাকিয়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। (২) আচার-আচরণে খোলা মেলা এবং এলোমেলো।

'ডগ ফাইট' কি ?—আকাশ পথে কাছাকাছি থেকে বিমান যুদ্ধ।

প্রথম বৃটিশ আণবিক শক্তিসম্পন্ন ডুবোজাহাজের নাম কি ছিল ?—ড্রেডনট।

উন্মুক্ত প্রাঙ্গন অথবা প্রাসাদঘেরা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রকে ইটালীয়ানরা কি বলে ?—পিজ্‌জা।

বহু ইংরেজী শব্দের আগে টেলি (tele) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। 'টেলি শব্দটির অর্থ কি ?—দূর থেকে। গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে।

জওহরলাল নেহেরুর সমাধির নাম কি ?—শান্তিভবন।

ফটোগ্রাফী ছাড়া ক্যামেরা শব্দের অন্য কি অর্থ আছে ?—ক্যামেরার অর্থ হলো কক্ষ বিশেষ করে জজের কক্ষ। 'ইন ক্যামেরার অর্থ হলো 'গোপানে'।

কিসমেৎ শব্দটির অর্থ কি ?—ভাগ্য।

ইজিপ্টের সাদা সোনা কি ?—পেট্রোল।

বহু ইংরেজী শব্দের শেষের 'ফোন' শব্দটি যুক্ত হয় এই ফোন শব্দটির অর্থ কি ?—গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে। অর্থ 'স্বরধ্বনি'।

বিগবেন কি ?—লণ্ডনের বৃটিশ পার্লমেণ্ট ভবনের টাওয়ারা ক্লকটির নাম।

হাওয়া-মহল কি ?—ঠাণ্ডা বাতাস যাতে প্রবেশ করতে

পারে এমন ধরনের মহল। জয়পুরে অবস্থিত।

বাবরের চার ছেলের নাম কি কি ?—হুমায়ুন, জামরান, আষ্টারী ও হিন্দাল।

শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যা "শ্রীমা" এর প্রকৃত নাম কি ?—মেরি রিচার্ড।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের বাবার নাম কি ?—বপ্যট।

ওমর শেখ মির্জার (বাবরের পিতা) বাবার নাম কি ?—আবুস হিল মির্জা।

টোটেম কি ?—টোটেম হচ্ছে পবিত্র দ্রব্য বা পশু কিম্বা তার প্রতীক। গাছ-গাছালি, পশু ইত্যাদিকে পূর্বপুরুষের প্রতীক বলে বিশ্বাস করা ছিল টোটেমবাদের বৈশিষ্ট্য। মূলতঃ ট্রাইবদের (ক্ল্যানভিত্তিক) মধ্য থেকে এই ধ্যান-ধারণার আরো বিকাশ ঘটে।

অজ্ঞেয়বাদ কি ? - সাধারণভাবে অজ্ঞেয়বাদ (আগনস-টিসিজম্ বলতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে জগৎ বা বিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে জানার অক্ষমতা বোঝায়।

সংস্কার ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য কি ?—মানুষ জন্মাবার সময় যে-সব প্রবণতা নিয়ে জন্মায় তাহলো সহজাত সংস্কার। এই সংস্কার এক একটি প্রজাতির মধ্যে এক এক ধরনের। তবে একটি প্রজাতির মধ্যে সহজাত সংস্কার একই ধরনের। তাছাড়া সমাজবদ্ধ মানুষ ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে যেসব আচার আচরণ করে থাকে তাও সহজাত সংস্কার, সহজাত সংস্কার জৈবিক, কেবলমাত্র 'সংস্কার' বলতে প্রথাগত আচরণ বোঝায়। অন্যদিকে অভ্যাস বলতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের বা বস্তুর প্রতি বার বার একই ধরনের সাড়া দিয়ে চলা (যাকে অভ্যাস বলা যেতে পারে)। অভ্যাস অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু সংস্কার প্রথাগত সমষ্টিবদ্ধ মানুষের ধ্যানধারণার প্রতীক।

শিক্ষা বলতে কি বোঝানো হয় ?—মানব শিশু অপ্রস্তুত হয়ে জন্মায়। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষের অভিজ্ঞতা তাকে অনেক কিছু শেখায়। শিক্ষা মানুষকে প্রস্তুত করে, সুতরাং দেহ-মনের বিকাশ সাধন হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারলে প্রকৃতি ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়।

জন্মান্তরবাদ কি ?—ভারতীয় জীবনধারণায় প্রায় সকল ধর্মেই এই বোধ জাগ্রত যে জীর্ণ দেহকে পরিত্যাগ করে অমর আত্মা নতুন দেহ নিয়ে আবার জন্মগ্রহণ করে। অবশ্য পূর্বজন্মের ভালো মন্দ কাজের ওপর আত্মার জন্মগ্রহণ উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে হয়।

মহাযান ও হীনযানে পার্থক্য কি ?—সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে, আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথমশতকে, পাঞ্জাব অথবা কাশ্মীরের কোনো স্থানে চতুর্থ সম্মেলনের পর বৌদ্ধ সংঘ মহাযান ও হীনযান—এই দুটি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যায়। মহাযানীরা বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও আচারক্রিয়ার কোনো পরিবর্তন ঘটাতে চান নি। যাঁরা বৌদ্ধ-ধর্ম-দর্শন ও আচার অনুষ্ঠানের যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন সাধন করতে চাইলেন তাঁরাই হলেন হীনযানী—অন্ততঃ উক্তিটি মহাযানীরা প্রয়োগ করেছিলেন।

'অম্বুবাচী' উৎসবের তাৎপর্য কি ?—পৃথিবী ঋতু-মতী হয় এবং তার পরেই সন্তান অর্থাৎ ফসল প্রসবের জন্য পৃথিবী প্রস্তুত হয়। উর্বরতামূলক যাদুবিদ্যার একটি নিদর্শন।

'মাঙন' শব্দের তাৎপর্য কি ?—প্রাচীন বা আদিম মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। সেই প্রাচীন প্রথা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশে নতুন আকার নিলেও খাদ্য সংগ্রহের সেই প্রাচীন প্রথাটি চালু আছে। 'মাঙা' অর্থেই মাঙন অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ যা দেবদেবীদের নামেই চলছে।

উপনিষদ কি ?—উপনিষদ একহিসাবে প্রাচীন ভারতের ধর্ম-দর্শন মূলত বেদের ব্যাখ্যা। বেদ থেকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থেকে আরণ্যক ; অরণ্যকের শেষ অংশ উপনিষদ ? উপনিষদ বেদের অন্তর অর্থাৎ বেদান্ত।

দেহতত্ত্ববাদ বলতে কি বোঝানো হয় ?—যা বিশ্বে বা মহাবিশ্বে বর্তমান তা-ই আছে দেহে আর যা দেহে আছে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে। বলতে পারা যায় দেহই সর্ব তীর্থের সার, দেহের সাধনা করলেই মুক্তি লাভ হবে। লোকায়ত মতবাদে এই দেহতত্ত্ববাদের কথা আছে। এক হিসাবে এটি বাস্তববাদের মূল কথা।

আবশ্যিকতা বলতে কি বোঝায় ?—কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে যে যে ঘটনা বার বার ঘটে বা ঘটতে থাকবে তা নিশ্চয়ই আবশ্যিক। এমন ধরনের দার্শনিক মতবাদ অনেকে পোষণ করেন।

নীতিবিদ্যা কি ?—নীতিশাস্ত্র দর্শনের একটি শাখার

নাম। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারগত সম্পর্কের তাৎপর্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার ভিত্তিকে নীতি-শাস্ত্র বিকাশ লাভ করেছে।

ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য (Free will) কি ?—নবজাগৃতি বা নবজাগরণের (রেনেসাঁস) পর থেকে ধর্ম-দর্শনে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। নতুন যুগের ধার্মিক ব্যক্তিরা বলতে লাগলেন ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনভাবে কাজ করার শক্তি ও বুদ্ধি দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী মানুষ তার নিজ বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে কাজ করে ভাল ফল পেতে পারে বা মন্দ ফলও পেতে পারে। এ ব্যাপারে ঈশ্বরের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। নবযুগের মর্ত্যকেন্দ্রিক নরনারীর কাছে ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ববোধের পরিচায়ক।

সিভ্যালরি কি ?—নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্যে মধ্যযুগের যে সব বীর যোদ্ধারা (নাইট) নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে কুণ্ঠিত বোধ করতেন না তাকেই বলা হয় সিভ্যালরীর আদর্শ।

উৎকর্ষণ (Sublimation) কি ?—মানুষের যাবতীয় কর্ম-প্রেরণার উৎস তার সহজাত সংস্কার বা প্রবৃত্তিগুলি। এই সব আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে অবদমিত না করে যদি প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করা হয় তাহলে তা মানব কল্যাণে ব্যয়িত হবে, অথচ প্রবৃত্তিগুলি অবরুদ্ধ না হয়ে প্রাণবেগে উজ্জ্বল হয়ে বাঞ্ছনীয় লক্ষ্যে প্রবাহিত হবে। এটাই হলো উৎকর্ষণ।

ব্যক্তিত্ব কি ?—সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ মানসিক আকারকেই চরিত্র বলা যেতে পারে। গড়ে-ওঠে মনের সামগ্রিক আকার রয়েছে চরিত্রের মধ্যে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ওপর অনেকখানি নির্ভর করলেও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অবদানও ব্যক্তিত্বের রূপায়ণে কম নয়। আসলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে সমাজে এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নর ও নারীর সামগ্রিক আচার আচরণ সমাজের মানুষের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের এটাই হলো মূল বৈশিষ্ট্য।

'মনুসংহিতা' কি ?—হিন্দুধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলি, হিন্দুজাতির আচার, ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপের যথাকর্তব্য নির্ধারণ করে যে সংহিতা গ্রথিত হয়েছে তা মনুর দ্বারা সংকলিত। এই জন্যই একে মনু-সংহিতা বলে।

ইহুদীবাদ কি ?—প্রাচীন ইহুদীগোত্র সমূহের বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে একেশ্বর-বাদী ইহুদীধর্মের উদ্ভব ঘটে। তবে ওল্ড টেস্টামেণ্ট বা বাইবেলের প্রাচীন গ্রন্থই হলো ইহুদীধর্মের মূল গ্রন্থ।

শ্রেণী সমন্বয় বলতে কি বোঝায় ?—বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোতে যে সামাজিক শ্রেণী গড়ে ওঠে তাদের জীবনবোধ ভিন্ন ভিন্ন ; কেননা সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা আলাদা। যখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদানের ভিত্তিতে মিলিত হয়, তখনই বলতে পারা যায় শ্রেণীসমন্বয়।

'গভর্নিং' এবং 'নন গভর্নিং এলাইট' বলতে কি বোঝায় ?—যে সব এলাইটরা (এলিট) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাঁরা হলেন 'গভর্ণিং এলাইট' এবং বাকীরা হলেন 'নন-গভর্ণিং এলাটই'। সমাজ কাটামো মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

'নোম' কি ?—'নোম' অর্থে ট্রাইব।

ভারতীয় সমাজে 'চণ্ডাল' জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে কি বলা হয় ?—অনু-আর্য জাতি। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ কন্যা ও শূদ্র পিতা থেকে চন্ডাল জাতির উৎপত্তি।

শ্রমিক শ্রেণী বলতে কি বোঝায় ?—যারা দৈহিক শ্রম বিক্রয় করে জীবিকা অর্জন করে তারাই শ্রমিক। শ্রমিকরা যখন বিশিষ্ট এককে (ইউনিট) সংঘবদ্ধ হয় তখনই তারা শ্রমিকশ্রেণী।

'রোমি' শব্দের অর্থ কি ?—মানুষ (ইজিপ্ট)।

'অসুর' 'দৈত্য' ও 'দস্যু' বলতে কি বোঝায় ?—যারা বেদ বিরোধী ও যারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাদেরই 'অসুর' 'দৈত্য' ও 'দস্যু' নামে অভিহিত করা হোত। এক হিসাবে বলা যায় যারা আর্য সমাজের বহির্ভূত তারাই ঐ সব নামে চিহ্নিত হয়েছে।

সুখবাদ কি ?—সুখবাদ হলো নীতিবাদের একটি তত্ত্ব। মানুষের জীবনে চরম কামনা কি এবং মানুষের সামাজিক আচরণের মূল প্রেরণা কি এই মৌলিক প্রশ্নের জবাব মানুষ বিভিন্ন ভাবে দেবার চেষ্টা করেছে। সুখবাদের মূল প্রতিপাদ্য হলো, আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে মানুষের সকল কাজের অন্তর্নিহিত প্রেরণা।

'স্বাধীনতা' বলতে কি বোঝায় ?—মানুষের ক্রিয়াকর্ম এবং সমাজ ও প্রকৃতির বিধানের মধ্যেকার সম্পর্কের সমস্যা-

সূচক দার্শনিক ধারণা। মানুষ কি তার কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন না, প্রকৃতি ও সমাজের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? মানুষ স্বাধীন, না নিয়মের দাস? স্বাধীনতার অর্থ কি? নিয়ম-নিরপেক্ষ কোনো স্বাধীনতার অস্তিত্ব কি সম্ভব? এসব প্রশ্ন দর্শনে বিশেষভাবে আলোচিত প্রশ্ন।

ইনকুইজিশন কি?—ইনকুইজিশন-এর অর্থ হলো বিচারের জন্য অনুসন্ধান। তবে মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে ইনকুইজিশন বলতে (প্রবল ধর্মান্ধতার যুগে) ধর্মীয় প্রতিপক্ষ কিম্বা ধর্মীয় গোঁড়া সংস্কার ও বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন-কারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও নির্দয় বিচার ব্যবস্থাকে বোঝাতো। গিওর্দানো ব্রুনোকে তাঁর স্বাধীন যুক্তিবাদী মতামতের জন্যে ইনকুইজিশনের হুকুমে ১.০০ সনে রোম শহরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

ডিইজম কি?—সৃষ্টির আদিকারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। এটি একটি দার্শনিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বমতে সৃষ্ট হওয়ার পরে সৃষ্টির সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্ব জগৎ তার আপন বিধান অনুযায়ী চলছে, ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী নয়।

দাম্পত্য মূলক পরিবার কি?—পরিবারের একক হিসাবে স্বামী-স্ত্রী ও নিজেদের পুত্র-কন্যাকে বোঝায় অর্থাৎ এটি দাম্পত্যমূলক পরিবার।

'পরিবেশ' বলতে কি বোঝায়?—কোনো বস্তুকে ঘিরে যখন কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে এবং সেই অস্তিত্ব বস্তুটির ওপর নানা ধরনের প্রভাব বিস্তার করে, তখন বস্তুটিকে ঘিরে যার অস্তিত্ব তাকেই বলে পরিবেশ। মানুষের কাছে পরিবেশ বলতে (১) জৈব ও অজৈব পরিবেশ (২) কৃত্রিম পরিবেশ (৩) সামাজিক পরিবেশ ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ বোঝায়।

ফ্যাসন কি?—সামাজিক প্রথার মধ্যে নিত্য পরিবর্তনশীলতা এবং প্রতিযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্যই হলো ফ্যাসন। ফ্যাসনটা অনেকটা মুখোসের মত, মুহূর্তেই তা বদল হয়ে যায়।

জ্ঞানতত্ত্ব কি?—সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক শ্রম এবং তার চিন্তার মধ্যেই জ্ঞানের উদ্ভব। পরিবর্তমান বস্তু জগৎ সম্পর্কে মানুষের ভাবগত ধারণা এবং তার ভাষাগত প্রকাশ —এই দুই নিয়েই জ্ঞান। জ্ঞান হলো সামাজিক ব্যাপার।

গোত্র কি?—'গোত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো গো-বেষ্টনী। তবে কার্যক্ষেত্রে আদি কুলপিতা থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে যে বংশ ধারা চলে আসছে তাকেই বোঝায়; সেই আদি পিতাই হলেন গোত্র-পিতা বা ঋষি। ভিন্ন ভিন্ন বংশ অনুযায়ী গোত্র-পিতাও ভিন্ন। মনে করা হয় একই বংশ ধারায় রক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান সুতরাং এক গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ (ট্যাবু)। যেমন ভরদ্বাজ, কস্যপ গোত্র ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে কি বোঝায়?—সাধারণ অর্থে বোঝায় বিত্ত যাদের মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে বোঝায় উৎপাদনের সঙ্গে যাঁদের সরাসরি সম্পর্ক নেই, অথচ বুদ্ধিকে জীবিকা অর্জনের পথ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

শাসক শ্রেণী ও শাসিত শ্রেণী বলতে কি বোঝায়?—আমলাতন্ত্র ও ফৌজী ব্যবস্থাকে নিয়ে যাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা হলেন শাসক শ্রেণী। বাকীরা শাসিত শ্রেণী।

সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ কি?—ধনতন্ত্রবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম। সমাজতান্ত্রিক দেশের কর্ণধার হবেন ডিক্‌টেটার অব দি প্রলেটারিয়েট অর্থাৎ সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর হয়ে রাষ্ট্র চালাবেন। অন্যদিকে ধনতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত পর্যায় হলো সাম্রাজ্যবাদ, যার মূল অর্থ হলো অপর দেশের শ্রম ও সম্পদকে মুনাফার কাজে লাগান এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 'বাজার' দখল করা (রাষ্ট্রীয় শক্তির সুসংবদ্ধ বিন্যাস যেখানে বর্তমান) সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ সৃষ্টি করে, অথবা নতুন কায়দায় অপর দেশের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে 'বাজার' দখল করার জন্যে। সুতরাং যে সমাজতান্ত্রিক দেশ তার আদর্শগত কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে গিয়ে নিজের দেশের বিশেষ শ্রেণীর সুবিধা নেবার জন্যে ও নিজের দেশের অর্থনৈতিক বিকাশকে অব্যাহত রাখার জন্যে অন্য দেশের বাজার দখল করবার উদ্দেশ্যে যে বিস্তীর্ণ জাল পাতে তাকেই বলে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। চীন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারদের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পথ অনুসরণ করেছে বলে অভিযোগ করেছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদ কি?—কোনো কিছুর গুণ বা শক্তিকে তার মূল আধার থেক সরিয়ে নিয়ে স্বকীয় সত্তা হিসাবে প্রতিপন্ন করাকেই দর্শনে বলে বিচ্ছিন্নতাবাদ। সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশে বিচ্ছিন্নতাবাদ মানুষের অগ্রগতির

প্রতিবন্ধকতা করে। এখানে বস্তুর সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন হয়। এমনকি মানুষ নিজেই তার বিভিন্ন প্রবণতাকে প্রকাশ করতে না পেরে নিজের কাছেই নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ইউ. জি. সি অক্ষরগুলির কি অর্থ ?—ইউনিভার্সিটি গ্র্যাণ্টস কমিশন।

'আল্ফা' ও 'বিটা' মানে কি ?—অবসরভোগী সৃজনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন নরনারীদের বলা হয় 'আলফা মেন' এবং নিষ্ক্রিয় প্রথাগত ধারায় যাঁরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন তাঁদের বলা হয় 'বিটা মেন'। বিটা মেনদের অবস্থা অনেকটা দাসদের মত হবে। অবশ্য সামাজিক অবসর না এলে এমন ঘটতে পারে না। তবে শিল্পোন্নত সমাজে এ ধরনের শ্রেণীর উদ্ভব ঘটবে বলে সমাজ-তত্ত্ববিদরা মনে করছেন।

আধুনিকীকরণ বলতে কি বোঝায় ?—উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো এবং এর ফলে সমাজের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চেহারার বিবর্ত্তন ঘটে। স্থূল অর্থে এটাই আধুনিকীকরণ।

অবসর সময় কি ?—নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজকর্ম (মূলতঃ জীবিকা অর্জন) করার পর যে সময় থাকে তাকেই বলে অবসর সময়।

সমাজের শ্রেণী বিন্যাস কি ?—সমাজের মধ্যে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে চলে। তাই যখন বিভিন্ন ব্যক্তি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে একত্রিত হয় এবং সংঘবদ্ধভাবে কোনো আন্দোলনে নামে তখনই সেই একক-কে বলে গ্রুপ। তবে সমাজের বলতে গেলে সমাজের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে যে সব একক (Unit) গড়ে ওঠে তাদেরই বোঝায়। সামাজিক উৎপাদনে (বৈষয়িক ও মানসিক) কে কিরকম অংশ নিচ্ছে তাঁর দ্বারাই সমাজের শ্রেণীবিন্যাস।

জাতীয় সংহতি কি ?—জাতিতে জাতিতে জৈবিক ও অন্যান্য সামাজিক বিভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে জাতিতে জাতিতে বৈষম্য বা বৈরিতা আছে। বরং সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্পাদন করতে পারে। জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্য হলো বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করা—এতেই বহুজাতিক দেশ প্রাণময় আবেগে বৈষয়িক ও মানসিক সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

জনগোষ্ঠী কি ?—সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস আগেও ছিল এখনও রয়েছে। বিশেষ করে 'জন' অর্থে ট্রাইব বোঝায়। সুতরাং যে সমাজ ব্যবস্থা বিভিন্ন 'জন' গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত তা এখনকার সমাজের নিদর্শন নয়, প্রাচীন সমাজের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সেই সমাজই রূপান্তরিত হয়েছে যুগে যুগে, কালে কালে।

জাতি বৈষম্য কি ?—জাতি সত্তার দৈনিক বিভাগের সঙ্গে তার অন্যান্য সামাজিক বিভাগকে, যেমন রাষ্ট্রীয় জাতি ও শ্রেণীকে মিশিয়ে বিভ্রান্তি করা। এর লক্ষ্য জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ কিংবা এক জাতির মধ্যে শোষণকে সমর্থন করা। জাতিবৈষম্যবাদ অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল।

শিক্ষার সঞ্চারণ কি ?—কোনো একটি বিষয়ে দক্ষতা লাভ করলে, সেই দক্ষতা অন্য বিষয় শেখবার বেলায় সঞ্চারিত হয় কিনা তা-ই শিক্ষার সঞ্চারণের উদ্দেশ্য। দেখা গেছে সঞ্চারণ ঠিক বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে না সঞ্চারণ নির্ভর করে, শিক্ষকের বিষয় বস্তুর পরিবেশনপদ্ধতি ও শিক্ষার্থীর সক্রিয় আগ্রহের ওপর।

স্ত্রী আচার কি ?—বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে নারী-সমাজের কতকগুলি প্রথাগত আচার ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মের পদ্ধতি বিশেষ।

কৌলীন্য প্রথা কি ?—গৌড়রাজ বল্লালসেন প্রবর্তিত। বংশ মর্য্যাদার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে (কায়স্থদের মধ্যেও) প্রচলিত সামাজিক গৌরবের ভেদাভেদ এবং সেটিকে অপসরণ করে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন।

মঙ্গোলয়েড মহাজাতির দৈহিক বৈশিষ্ট্য কি ধরণের ?—মঙ্গোলয়েড মহাজাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হলো হলুদ আভাকীর্ণ হালকা থেকে গাঢ় গাত্রবর্ণ ; লোম প্রায় সর্বত্রই সকল দৃঢ় এবং সাধারণত কালো ; দাড়ি ও গোঁপের বিলম্বিত উদ্ভবই এক্ষেত্রে নিয়ম এবং তার পরিমাণও অত্যল্প ; গাত্র-রোম প্রায় অনুপস্থিত।

মণ্টেসরি ও ফ্রয়েবল কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন ?—কিণ্ডারগার্ডেন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিশু মনের চাহিদা অনুযায়ী দেহ-মনের বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্য ছিল মণ্টেসরি ও ফ্রয়েবেলের। তাঁরা দু'জনেই শিক্ষাবিদ হিসাবে স্মরণীয়।

অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কি ?—জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন্ জ্ঞান যথার্থ এবং কোন্ জ্ঞান যথার্থ নয়—এই প্রশ্নে প্রাচীনকাল থেকেই এই ধরনের শব্দের ব্যবহার

দেখা যায়। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। কিন্তু বেশ কিছু দার্শনিক মনে করেন ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান চরম সত্যের জ্ঞানদানের সময় নয়। সঠিক জ্ঞান অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞান, অর্থাৎ সঠিক জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয় না।

পিকিং মানুষ কি ?—পিকিং থেকে ৫৪ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি গ্রামের নাম চউকউ-তিয়েন। এখানে পাহাড়ের গুহায় ১৯২৭ সালে একটি শিশুর পেষক দাঁত আবিষ্কার করেন ডাঃ বার্জার বোহ্‌লিন। এই দাঁতটি পরীক্ষা করে ব্রিটিশ শরীরতত্ত্ববিদ ডেভিডসন ব্ল্যাক ঘোষণা করেন এবং নাম দেন সিনানথ্রপাস পিকিলেনসিস বা পিকিং মানুষ। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে পিকিং মানুষ লম্বায় মাঝারি গোছের। ১৫০ সে. মি. থেকে ১৬০ সে. মির মধ্যে। দু'পায়ে ভর দিয়ে তারা স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করত।

রাক্ষস বিবাহ কি ?—রাক্ষস বিবাহে কন্যাকে বলপূর্বক কেড়ে এনে বিবাহ করা হতো। যেমন কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলপূর্বক হরণ করে এনে বিবাহ করেছিলেন।

আচরণবাদ কি ?—আধুনিক মনোবিজ্ঞানে আচরণবাদ (বিহেভিয়ারিজম) একটি নতুন ধারা। আচরণবাদের ক্ষেত্রে 'আচরণ' বা 'ব্যবহার' শব্দ বিশেষ অর্থ বহন করে। সাধারণ জীবনে 'ব্যবহার' বা আচরণের সঙ্গে ভালো-মন্দের প্রশ্নটি জড়িত। কিন্তু আচরণবাদে কেবলমাত্র লক্ষ্য করা হয় বহির্বাস্তবের সঙ্গে মানবমনের কি কি প্রতিক্রিয়া।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কি ?—সংস্কৃতির কালিক প্রবাহ হলো ঐতিহ্য।

সামাজিক কলাকৌশল বলতে কি বোঝায় ?—সমাজবদ্ধ মানুষকে নিজেদের মঙ্গলের জন্যে সামাজিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয়। এর মধ্যে খাদ্যপণ্যের উৎপাদন, বিনিময়, উপভোগ পদ্ধতি আছে, বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল কৌশল আছে, বিধিনিষেধ আছে, ন্যায়-অন্যায়, বিচার মান আছে, শিক্ষাদীক্ষা আছে, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আছে, ধর্ম-কর্ম আছে, প্রথা-রীতি এবং আরও অনেক কিছু আছে।

'নিরুক্ত' কি ?—বেদে ব্যবহৃত শব্দাবলীর উৎপত্তি, অর্থ এবং অর্থান্তর প্রভৃতির আলোচনা। প্রাচীনতম বৈদিক শব্দকোষ হিসাবে যে গ্রন্থটি পাওয়া গিয়েছে তার নাম 'নিঘণ্টু'। যাস্ক (৭০০—৫০০ খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক) এই নিঘণ্টুর ভাষ্য রচনা করেন, তাঁরই নাম নিরুক্ত।

যজুর্বেদের অর্থ কি ?—উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করা।

কর্ণাটক রাজ্যের আগেকার নাম কি ছিল ?—মহীশূর।

পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাদু জলের হ্রদের নাম কি ?—পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাদু জলের হ্রদ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপিরিয়র হ্রদ।

'নিপ্পন' কথাটির অর্থ কি ও কাকে বলা হয় ?—'নিপ্পন' কথাটির অর্থ—উদীয়মান সূর্যের দেশ। জাপানকে নিপ্পন বলে।

পৃথিবীর বৃহত্তম রাজধানীর নাম কি ?—পৃথিবীর বৃহত্তম রাজধানীর নাম টোকিও। এটা জাপানের রাজধানী।

১৯৫২ সালে গৌহাটির নাম পরিবর্তন করে কি রাখা হয় ?—গুয়াহাটি।

মরুসাগর কি সাগর না হ্রদ ? মরুসাগর কোথায় অবস্থিত ?—মরুসাগর হল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিম্নতম হ্রদ। মরুসাগর প্যালেস্টাইনে অবস্থিত।

বরোদার নাম পরিবর্তন করে কি রাখা হয় ?—বাড়োদরা।

ইদুজ্জোহা কি ?—এটা মুসলমানদের একটা পরব। হজরত ইব্রাহিমের মহান আত্মত্যাগের স্মরণে প্রতি বছর এটা তাঁরা পালন করেন। খোদাতাল্লার নির্দেশে ইব্রাহিম নিজের পুত্র ইসমাইলকে বলি দিয়েছিলেন। তারই স্মরণে প্রতিবছর নির্দিষ্ট দিনটাতে ইদুজ্জোহা পালিত হয়ে থাকে।

গান্ধর্ব বিবাহ কি ?—একজন নারী ও একজন পুরুষ যখন প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় মাল্যদান করে তখন তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে (প্রাচীন ভারতের বিবাহ প্রথা অনুযায়ী)। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের বিবাহ গান্ধর্ব বিবাহ।

প্রবজ্যা কি ?—বৌদ্ধশাস্ত্র অনুযায়ী সংঘে প্রবেশ করতে গেলে প্রবেশার্থীকে প্রথমে কেশ ও শ্মশ্রুমুণ্ডন করতে হবে ; তারপর হলুদ রঙের বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করবে। পরে সংঘের ভিক্ষুদের পদে মস্তক স্পর্শ করে বলতে হবে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। সংঘে এই প্রবেশকে বলা হত প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

'ব্রাহ্মণ' বলার অর্থ কি ?—(ক) চতুর্বর্ণের মধ্যে আদি বর্ণ হলো ব্রাহ্মণ। (খ) প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার একটি করে ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণ ভাগ সংহিতা থেকে ভিন্ন। বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়া-প্রণালী, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় এবং ব্যাখ্যা ও আখ্যানাদি বর্ণনা নির্ণয় এবং বর্ণনা করাই ব্রাহ্মণগুলির প্রধান উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ কি ?—ব্যক্তি তার ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীন মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে আচরণ করবে তাতে নর বা নারীর নিজ নিজ সত্তা জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। এটাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের মূলনীতি।

চতুর্বর্ণ প্রথা কি ?—মনুস্থাপিত চতুবর্ণ অর্থাৎ চারি জাতি। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

বস্তুবাদ ও ভাববাদে পার্থক্য কি ?—বস্তুবাদের মূল কথা হলো বস্তুই প্রধান এবং মন নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব আছে। ভাববাদের মূল কথা হলো চৈতন্যই প্রধান এবং বস্তুর কোনো স্বতন্ত্র বা সত্তা নেই।

অ্যাকাডেমি কি ?—গ্রীক 'একাডেমীয়া' শব্দ থেকে ইংরেজী একাডেমী শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীন গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের একটি বাগানকে একাডেমাসের বাগান বলা হত। খৃঃ পূঃ ৩৮৭ সালে প্লেটো এখানে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ কি ?—ইউরোপের মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে সংস্কারবাদী আন্দোলনের যুগে প্রোটেস্ট্যান্টবাদের উদ্ভব হয়। প্রোটেস্ট্যান্টবাদ গোঁড়া খ্রীষ্টান ধর্মের ধর্মীয় পুরুষ, যীশু খ্রীস্টের মাতার অলৌকিক উপাখ্যান কিংবা নরক ও স্বর্গের মধ্যবর্তী কোনো শোধনাগারের কল্পনাকে স্বীকার করে না। প্রোটেস্ট্যান্টবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে প্রটেস্ট্যান্টবাদ ঈশ্বর এবং ব্যক্তির মধ্যে অপর কোনো মাধ্যমের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

'নউস কি—প্রাচীন গ্রীক দর্শনে সকল চিন্তা ও চেতনার কেন্দ্রীভূত সত্তাকে 'নউস' বলা হতো।

নিয়তিবাদ কি ?—ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবেই মানুষের জীবনের ঘটনা-প্রবাহ সংঘটিত হয়, এই ধরনের বিশ্বাসকে অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ বলে।

গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে কি বলা হয় ?—রামকৃষ্ণ পরমহংস।

ব্রহ্মচর্য ব্রত কি ?—নারী সংসর্গ থেকে দূরে থাকা। কৌমার্য রক্ষা করে সাধনায় লিপ্ত থাকা ; এতেই মোক্ষ লাভ হয়—এই ধারণা। এটিই হলো ব্রহ্মচর্য ব্রত।

গুণ ও পরিমাণের পার্থক্য কি ?—বস্তুর দুইটি দিক। একটি হলো গুণের দিক আরেকটি হলো পরিমাণের দিক। বস্তু গতিময়, অর্থাৎ বস্তু কখনও একই অবস্থায় বা নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে না বা থাকতে পারে না। পরিমাণের দিক্ থেকে যখন তার পরিবর্ত্তন ঘটে তখন আবার সেটি গুণের দিক দিয়েও পরিবর্ত্তন ঘটে যায়। গুণ বলতে কোন বস্তুর সত্তানির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র বোঝায়। প্রকৃতিবিজ্ঞানে এর উদাহরণ খুবই স্পষ্ট, যেমন O_2 হলো অক্সিজেন, কিন্তু যেই O_3 হয়ে গেলো অর্থাৎ তারগুণও (সত্তানির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য) দেখা গেলো। O_3 হলো ওজোন গ্যাস, চরিত্রে ও সত্তায়, (O_2) অক্সিজেনের থেকে পৃথক।

বুদ্ধ্যাংক কি ?—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধির পার্থক্য নির্ধারণ করার জন্যে উনিশ শতক থেকে মনোবিজ্ঞানীরা কাজে নেমেছেন। বাইনেট ও সাইমন মনে করতেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বুদ্ধির একটা কুশেন্ট অর্থাৎ সূচক বা বুদ্ধ্যাঙ্ক আছে। যেকোনো শিশু বা ব্যক্তির বুদ্ধ্যাঙ্ক স্থির করার জন্য তাঁরা একটি পদ্ধতি স্থির করেছিলেন।

$$\text{বুদ্ধ্যাঙ্ক (আই. কিউ)} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{দৈহিক বয়স}} \times ১০০$$

যখন কোনো ছাত্রের দৈহিক বয়স যদি হয় ১০ এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে সে ৮ বছর বয়সের ছাত্রের উপযুক্ত পরীক্ষা দিতে সক্ষম তাহলে তার বুদ্ধ্যাঙ্ক হবে ৮০।

সংস্কৃতি কি ?—ব্যক্তিসত্তার ও জ্ঞানসত্তার ধ্যানময় ও গতিময় বিকাশ হলো সংস্কৃতি। বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদের যথাযথ জীবনধর্মী বিকাশ না হলে 'সংস্কৃতি কথাটির তাৎপর্য থাকে না।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা কি ?—যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকা অর্জনের জন্যে যে বৃত্তি গ্রহণ করতে চাইবে তার জন্যে উপযুক্ত সুযোগ করে দেওয়া—এটাই হলো বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য। উচ্চশিক্ষা সকলের জন্য নয়, সুতরাং প্রত্যেকেই যাতে নিজ নিজ প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী বৃত্তিগ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করতে পারে তাকেই সাধারণভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলা যেতে পারে।

(মূলতঃ বিভিন্ন ধরনের কারিগরী বিদ্যা অর্জন)।

অভ্যাস কি ?—কোনো বিষয়কে আয়ত্ত করতে গেলে সেটিকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে হয় ; দেখা যায় বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হয়ে গেলে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষ তা আচরণ করে। এটিই অভ্যাস। এই অভ্যাসের ফলে মানুষ বহু জটিল কাজ যন্ত্রের মত অনায়াসে করে যেতে পারে। অভ্যাস কাজে নৈপুণ্য, ক্ষিপ্রতা ও নির্ভুলতা এনে দেয়। অভ্যস্ত কাজে মনের দিক থেকে সচেতন আয়াসের আর প্রয়োজন হয় না।

কর্কট নেবুলা কি ?—বৃষ তারামণ্ডলের অংশে দূরবীণ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় অস্থির বিক্ষুব্ধ এক গ্যাসীয় মেঘ। চেহারা অনুসারে যার নাম দেওয়া হয়েছে কর্কট নেবুলা।

ভূ-গোলক ও মানচিত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ?—মানচিত্রে পৃথিবীর প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক বিবরণ নানা সীমারেখা টেনে অংকিত করা হয়। মানচিত্র হলো সমতল। আর ভূ-গোলকে ঐ একই বিষয়গুলি থাকে তবে তা সমতলে নয়, গোলীয় আকারে।

উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎ, শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম কি একই সময়কাল নিয়ে থাকে ?—উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ঋতুগুলির দৈর্ঘ্য তালিকা ঃ

উত্তর গোলার্ধ	
বসন্ত	৯২ দিন ১৯ ঘণ্টা
গ্রীষ্ম	৯৩ দিন ১৫ ঘণ্টা
শরৎ	৮৯ দিন ১৯ ঘণ্টা
শীত	৮৯ দিন ০ ঘণ্টা
দক্ষিণ গোলার্ধ	
শরৎ	৯২ দিন ১৯ ঘণ্টা
শীত	৯৩ দিন ১৫ ঘণ্টা
বসন্ত	৮৯ দিন ১৯ ঘণ্টা
গ্রীষ্ম	৮৯ দিন ০ ঘণ্টা

পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের মেরু-আলোকে বলে 'অরোরা বরিয়লিস'; দক্ষিণ গোলার্ধের মেরু আলোকে কি বলে ?—দক্ষিণ গোলার্ধের মেরু আলোকে 'বলে অরোরা অসট্রালিস।'

প্রতি বছরেই কি চন্দ্রগ্রহণ হয় ?—মাঝে মাঝে সারা বছরে একটাও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। এ ধরনের ঘটনা প্রতি পাঁচ বছরে এক একবার ঘটেই থাকে।

ভরা জোয়ার কি ?—অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষজনিত আকর্ষণ একই রেখায় পড়ে বলে এই দু'দিনের জোয়ারের তীব্রতা বেশী। এই জোয়ারকে বলে ভরা জোয়ার বা তেজ কোটাল।

প্রতি বছরেই কি সূর্যগ্রহণ হয় ?—প্রতি বছরে অন্তত দুটো সূর্যগ্রহণ হয়।

নভোবস্তুবিদ্যা কি ?—নভোবস্তুবিদ্যার (Astrophysics) বিষয়বস্তু হলো রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার সূত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্কদের প্রভা, তেজষ্ক্রিয়তা, উত্তাপ প্রভৃতি নির্ণয় করা। জ্যোতিষ্কদের আলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে জ্যোতিষ্কদের অন্যান্য ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম নির্ণয় করাও এই বিদ্যার অন্তর্গত।

শনির বলয় কি ?—শনির অভিনবত্ব হলো তার তিনটি বলয়। শনির কক্ষতলের সঙ্গে ২৭°তে ঝুঁকে থাকা তিনটি বলয় শনিকে বেষ্টন করে আছে। অন্তঃস্থ বলয়টি অস্পষ্ট, কিন্তু মধ্য বলয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। মধ্য ও তৃতীয় বলয়ের মধ্যে ৪,৮০০০ কিলোমিটারের ব্যবধান কিন্তু প্রথম ও মধ্য বলয়ের মধ্যস্থ ব্যবধান কতটা তা খুব স্পষ্টভাবে বলা যায় না। এই বলয়গুলো নিরেট পদার্থ নয়। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড ও শিলাখণ্ড গ্রহটিকে বৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রমণ করে।

জ্যোতির্গতিবিদ্যা কি ?—নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্ব ও গতিবিদ্যার সূত্রসমূহ প্রয়োগ করে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয় জ্যোতির্গতিবিদ্যায় (Astrodynamics)।

ঘূর্ণি নীহারিকা কি ?—খালি চোখে দেখলে আকাশের কয়েকস্থানে সামান্য আবছা, ঘসা আলো দেখতে পাওয়া যায়। দূরবীণ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে এদের মধ্যে অনেকগুলোই তারকা পুঞ্জ। এই ঘসা আলোকের মত দেখতে আবছা বস্তুর অবশিষ্টগুলো হলো গ্যাস ও ধূলি-কণার জমাট বাঁধা মেঘের স্তূপ, এদেরই বলে নীহারিকা। এমন ধরনের পাকানো আকারের নীহারিকা হলো ঘূর্ণি নীহারিকা।

APPLE শব্দটির পুরো অর্থ কি ?—APPLE শব্দটির পুরো অর্থ হলো অ্যারিয়েন প্যাসেনজার পেলোড এক্সপেরিমেণ্ট।

রোহিণী-২ সম্পর্কে কি জানা যায় ?—৩৮ কেজি রোহিনী-২ শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এটি ছিল ভারতের চতুর্থ কৃত্রিম উপগ্রহ। প্রতি ৯৫ মিনিটে উপবৃত্ত কক্ষে এটি পরিক্রমণ করেছিল। টেলিভিশন যোগাযোগ ও অন্যান্য কার্যকর ভূমিকা রোহিনী-২ নেবে এটা আশা করা গিয়েছিল। রোহিনী-২ উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল ৩১শে মে ১৯৮১। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ ৯ই জুন ১৯৮১ রোহিনী-২ তার কার্যকাল পূর্ণ হবার আগেই ভস্মীভূত হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহের কাছে কি কি কাজ পাওয়া যায় ?—জলবায়ু ও আবহাওয়ার সংকেত, বেতার ও টেলিভিশন সংযোগ, ও অন্যান্য পার্থিব বিষয় সম্পর্কে কৃত্রিম উপগ্রহ সংকেত প্রেরণ করে।

ইনসাট-১ কি ধরনের কাজ দেবে ?—ইনসাট-১ বহু ধরনের কাজ করতে সক্ষম হবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এটি নির্মাণ করেছেন। প্রথমতঃ পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ বিভাগ বিভিন্ন শহরের সঙ্গে ইনসাট মারফত টেলিফোন যোগাযোগ করতে সক্ষম হবে, দূরদর্শন প্রোগ্রাম রিলে করতে পারবে এবং এছাড়া আবহাওয়া বিভাগ থেকে জলবায়ুর খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারবে।

ইনসাট-১ এর আয়ু ৭ বছর চলবে এটাই ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু কিছু কিছু যান্ত্রিক গোলোযোগের দরুণ বর্ত্তমানে বলা হচ্ছে ইনসাটের আয়ু অনেক কমে যাবে।

ইতিমধ্যে ইনসাট-১ তার যথারীতি কাজ শুরু করে দিয়েছে।

মঙ্গলগ্রহের দুটি উপগ্রহের নাম কি কি ?—একটি উপগ্রহের নাম ফোরস, এর ব্যাস ১৬ কি. মি.। অন্যটির নাম ডিমোস ; এর ব্যাস প্রায় ৮ কি. মি.।

কেপলার কি জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন ?—জার্মান জ্যোতির্বিদ জন কেপলার গ্রহদের গতিবিষয়ক তিনটি সূত্র নির্বাচন করেন। এই সূত্র তিনটিকে কেপলারের গ্রহগতি বিষয়ক সূত্র বলে। এই সূত্রের আবিষ্কারক হিসাবে জন কেপলার স্মরণীয় হয়ে আছেন।

লাইব্‌নিজ কে ?—সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হলেন লাইব্‌নিজ (১৬৪৬—১৭১৬)।

কে বলেছিলেন ঃ আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না ?—সক্রেটিস (গ্রীস)।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল কে ?—বার্ট্রাণ্ড রাসেল (১৮৭২—১৯৭০) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইংরেজ দার্শনিক।

কে দেখিয়েছেন ? ঃ পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য

∴ প্রার্থনা = ০

অক্ষয় কুমার দত্ত।

কে বলেছিলেন ঃ 'হা অবলাগণ ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলে বলিতে পারি না' ?—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মার্টিন লুথার কে ?—মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) ছিলেন জার্মানীর অন্যতম সংস্কার আন্দোলনের নেতা।

সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক কে ?—কপিল।

কালভাঁ কে ?—জাঁ কালভা (১৫০৯—৬৪) ফরাসী দেশের একজন ঈশ্বরপ্রেমিক তাত্বিক নেতা।

'মেটেরিয়ালিজম্ এ্যাণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থখানি কে রচনা করেন ?—ভি. আই. লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) রচিত একটি দার্শনিক গ্রন্থ।

কনফ্যুসিয়াস কে ছিলেন ?—চীনের প্রাচীন সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা কনফুসিয়াসের উপদেশাবলীকে কনফুসিয়াসবাদ বলা হয়। কনফুসিয়াসের জীবনকাল ৫৫১ থেকে ৪৭৮ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ বলে ধারণা করা হয়।

জুইঙ্গলী কে ?—আলরিখ জুইঙ্গলী (১৪৮৪-১৫৩১) হলেন সুইজারল্যাণ্ডবাসী সংস্কারবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা।

চার্বাক কে ?—বিশিষ্ট ভারতীয় দার্শনিক বা দার্শনিক সম্প্রদায়কে বোঝায়। চার্বাক বস্তুবাদী দার্শনিক, জ্ঞানের প্রশ্নে ইন্দ্রিয়বাদী এবং জীবনযাপনের নীতিতে সুখবাদে বিশ্বাসী। চার্বাক দর্শনকে লোকায়ত মতবাদ বলেও ধরা হয়।

থেলিস কে ?—প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক ছিলেন থেলিস (৬৪০-৫৫০ খৃঃ পূঃ)।

ফ্রেডিক নীৎসে কে ?—ফ্রেড্রিক নীৎসে (১৮৪৪-১৯০০ খৃঃ) জার্মানীর অন্যতম বিখ্যাত দার্শনিক।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রবক্তা কে ?—কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রীঃ) ও সহযোগী বন্ধু ফ্রিডরিক এঙ্গেল্‌স (১৮২০-১৮৯৫ খ্রীঃ)।

'যোগদর্শনের প্রবর্ত্তক কে ?—প্রাচীন ভারতীয়

শাস্ত্রকার পতঞ্জলী।

ভারতবর্ষে ভূদান আন্দোলনের প্রবর্ত্তক কে ?—ভূমি হীনকে স্বেচ্ছায় কিছুটা ভূমিদান করার জন্যে যে আন্দোলন করা হয়েছিল, আচার্য বিনোবা ভাবে তার প্রবর্ত্তক।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে অরন্ধনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কে ? —বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে অরন্ধনের প্রস্তাব দেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

প্রার্থনা সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ?—কেশব সেন 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ কে ?—রাজা রামমোহন রায় হলেন ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ।

'নীল দর্পণের' রচয়িতা কে ?—দীনবন্ধু মিত্র নীল-দর্পণ রচনা করেন।

"আমার নিজের অস্তিত্ব সন্দেহের উর্ধে।" কে বলেছেন কথাটি ?—জর্জ বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩ খ্রীঃ)।

জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—মহাবীরকে জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়।

'পজিটিভিজম'-এর প্রবক্তা কে ?—'পজিটিভিজম' বা দৃষ্টবাদের প্রবক্তা হলেন ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁতে (১৭৯৮-১৮৫৭)।

হজরত মুহম্মদ কে ?—হজরত মুহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রীঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্ত্তক। আরব দেশের মক্কা নগরে মুহম্মদের জন্ম। তিনি স্বর্গীয় দূত জিব্রায়েলের কাছে ধর্মকথা শোনেন। সেই ধর্মকথা লিপিবদ্ধ আকারে 'কোরাণ শরীফ' নামে প্রকাশিত হয়।

ইমানুয়েল কান্ট কে ?—ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রীঃ) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের জার্মানীর দার্শনিক ও বিজ্ঞানী।

হেগেল কে ?—হেগেলের পুরো নাম কি ?—হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) মধ্যে জার্মান ভাববাদী দর্শনের চরম প্রকাশ ঘটে। হেগেলের মতে ভাবের বিকাশের মূল শর্ত হলো দ্বন্দ্ব। হেগেলের পুরো নাম ঃ জর্জ উইলহেলেম ফ্রেডরিখ হেগেল।

ফ্রান্সিস গ্যালটন কে ?—ফ্রান্সিস গ্যালটন একজন মনোবিজ্ঞানী।

দয়ানন্দ সরস্বতী কে ?—দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৭-১৮৮৩) বৈদিকধর্মসংস্কারক জনৈক সন্ন্যাসী। কাথিয়াবাড প্রদেশে (ভারত) তাঁর জন্ম।

ফ্রয়েবল কে ?—ফ্রিডরিখ ফ্রয়েবল (১৭৮২—১৮৫২) শিক্ষাবিদ ছিলেন। বিশেষ করে কিণ্ডার গার্ডেন পদ্ধতিতে শিশু শিক্ষার উদ্যোক্তা হিসাবে স্মরণীয়।

জর্জ বার্কলে (১৬৮৫—১৭৫৩ খ্রীঃ) খ্রীস্টান ধর্মযাজক এবং একজন ইংরেজ দার্শনিক।

চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথে শিক্ষার কথা কে বলেছিলেন ?—মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইকের মত অনুযায়ী শেখার মূল কথা হলো ঃ ভ্রান্ত চেষ্টা, তার ফলে বিরক্তি। বিরক্তির ফলে ভ্রান্ত চেষ্টা বাতিল এবং সেই কারণে সফল চেষ্টা আবিষ্কার ও সফল চেষ্টার ফলে তৃপ্তি। এটাই হচ্ছে চেষ্টা ভ্রান্তির পথ বেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা।

রাষ্ট্রভিত্তিক আধুনিক সমাজকে কে আখ্যা দিয়েছিলেন 'পলিটিক্যাল সোসাইটি' ?—লিউস হেনরী মর্গান (১৮১৮-১৮৮১)। গ্রন্থ খানির নাম 'অ্যানসিয়েণ্ট সোসাইটি'।

১৯৮৬ সালের রেমন ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রাপক কে ? —ফিলিপিন্সের কেন্দ্রীয় সংস্থা ইণ্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ রুরাল কনষ্ট্রাকশন নামে একটি সংস্থা। এই সংস্থা ম্যানিলার দক্ষিণে সিলাং শহরে ১৯৭১ সাল থেকে এশিয়ার আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকার সমাজ-কর্মী। পরিকল্পনায় ও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।

কলিকাতা নগরের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—কলিকাতা নগরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জব চার্নক।

'বন্দেমাতরম্' কে রচনা করেন ?—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম্' রচনা করেন।

'অনুশীলন সমিতি' কে প্রতিষ্ঠা করেন ?—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অনুশীলন' প্রতিষ্ঠা করেন।

'ডেভিড কপারফিল্ড' গ্রন্থের রচয়িতা কে ?—চার্লস ডিকেন্স।

১৯২৮ সালের ওলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক কে ছিলেন ?—জয়পাল সিং।

'খিজলী' কে ছিলেন ?—আকবরের সভায় শ্রেষ্ঠ কবি।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—মদন মোহন মালব্য।

কে স্কুল বুকসোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ?—ডেভিড হেয়ার।

ব্যারিষ্টার কেনেডির স্ত্রীও কন্যাকে হত্যা ক'রে ফাঁসীতে প্রাণ দিয়ে শহীদ হন কে ?—ক্ষুদিরাম বসু।

'হোমরুল' আন্দোলনের সূচনা করেন কে ?—অ্যানি বেসান্ত।

ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কে ছিলেন ?—ক্লিমেণ্ট, আর, এটলী।

মার্শাল টিটো কে ছিলেন ?—যুগোশ্লোভিয়ার প্রেসিডেণ্ট।

ভুদান আন্দোলনের স্রষ্টা কে ?—আচার্য বিনোবা ভাবে।

নাৎসী দল প্রতিষ্ঠা করেন কে ?—এডলফ্ হিটলার।

'দান সাগর গ্রন্থটির রচয়িতা কে ?—বল্লালসেন।

ডঃ মার্টিন লুথার কিং কে ছিলেন ?—আমেরিকার নিগ্রো নেতা।

পলাশীর যুদ্ধের সময় বাংলার নবাব কে ছিলেন ?—সিরাজউদ্দৌলা।

সম্রাট আকবরের রাজসভা ও রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন কে ?—টোডরমল।

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন কে ?—ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

বংশগতি সংক্রান্ত সূত্রের আবিষ্কর্তা কে ?—মেণ্ডেল।

'অফসেট প্রিণ্টিং' এর আবিষ্কর্তা কে ?—১৮04 সালে আমেরিকান জে, ডবু, রেবেল।

বীরবল ছদ্মনামে লিখতেন কে ?—প্রমথ চৌধুরী।

হরিনাথ দে কে ছিলেন ?—ভাষা বিদ পৃথিবীর ৩১টি ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—রাজা রামমোহন রায়।

স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন ?—লর্ড মাউণ্টব্যাটেন।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন ?—আর, ই, গ্রেন্ট, গোডেন।

দিল্লীর 'কুতব মিনার' কে নির্মাণ করান ?—কুতুবুদ্দিন আইবক।

সাঁচী স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন কে ?—সম্রাট অশোক।

'মাধবী কঙ্কণ' ও 'বঙ্গীবিজেতা' গ্রন্থ দু'টি কে রচনা করেছিলেন ?—রমেশ চন্দ্র দত্ত।

১৯৭২ সালের ওলিম্পিকে ডিসকাস ছোঁড়ায় স্বর্ণপদক লাভ করেন কে ?—রাশিয়ার ফেইনা মেলনিক।

ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন কে ?—চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী।

'জয় হিন্দ' ধ্বনির উদ্গাতা কে ?—সুভাষ চন্দ্র বসু।

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে ?—আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট।

ভারতে সিভিল সার্ভিস এর প্রবর্তক কে ?—লর্ড কর্ণ-ওয়ালিশ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম।

'পেলসার্ট'' কে ছিলেন ?—ওলন্দাজ পর্যটক।

সারভেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কে ?—গোপাল কৃষ্ণ গোখেল।

উড্রো উইলসন কে ছিলেন ?—আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট।

তাইপিং নামক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—হুং সিও চুয়ান।

'ডেকামেরন' গ্রন্থটি কে রচনা করেছিলেন ?—রাস-বিহারী বসু।

'কিংসফোর্ড' কে ছিলেন ?—কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মেজিষ্ট্রেট।

আর্য সমাজের জনক কে ছিলেন ?—বালগঙ্গাধর তিলক।

প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতা কে ছিলেন ?—মহাদেব গোবিন্দ রানাডে।

'ভবানী মন্দির' গ্রন্থটির রচয়িতা কে ?—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

দক্ষিণ মেরুতে সর্বপ্রথম কে পদক্ষেপ করেন ?—রোনাল্ড অ্যামিউণ্টসেন (নরওয়ে)। ১৯১১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর।

প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক কে ?—রামনাথ বিশ্বাস।

মারাঠা ভাষায় কেশরী দৈনিক পত্রিকাটি কে প্রকাশ করেন ?—বালগঙ্গাধর তিলক।

শুভঙ্কর কে ছিলেন ?—কায়স্থ-বংশীয় বিশিষ্ট বাঙালী গণিতজ্ঞ।

মহাত্মাগান্ধীকে নিয়ে যে ছায়াছবিটি নির্মাণ হয়েছে তার পরিচালক কে ?—স্যার রিচার্ড অ্যাটনবারো।

সেফ্টিপিন আবিষ্কার করেছিলেন কে ?—ওয়াল্টার হাণ্ট।

যিনি স্বর্গ থেকে আগুন এনে মানুষকে দিয়েছিলেন

তিনি কে ?—প্রমিথিউয়াস।

প্রথম ভারতীয় বিলাত-ফেরত ডাক্তার কে ?—সূর্যকুমার চক্রবর্তী।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ভারতীয় ডি. এস. সি. কে ?—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

ভারতের সপ্তম রাষ্ট্রপতি কে ?—জৈল সিং (১৯৮২)।

কম্পাস কে আবিষ্কার করেন ?—১৯১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এলমরি এস্পেরী প্রথম মার্কিন জাহাজ ডেলা ওয়্যারে তৈরী করেন গাইরো কম্পাস নিয়ে পরীক্ষা চালান।

প্রথম হাত ঘড়ি কবে কে তৈরী করেন ?—১৭৯০ সালে সুইজারল্যাণ্ডের লেণ্ট ও জ্যাকোয়েটড্রোজ জেনিভায় প্রথম হাতঘড়ি তৈরী করেন।

পরমাণু সম্পর্কে প্রথম সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন কে ?—জন ডেলটন নামে ম্যাঞ্চেস্টারের একজন স্কুল শিক্ষিকা। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন, যে দ্রব্যমাত্রই পরমাণু দ্বারা গঠিত।

উদ্ভিদ বিদ্যাকে বিজ্ঞানের মর্য্যাদায় স্থাপন করেন কে ? —জার্মান বিজ্ঞানী গটফ্রিড ট্রেভিরেনাস। তিনি সর্বপ্রথম বলেন যে জুফাইটস্ বা উদ্ভিদ জাতীয় একরকম সামুদ্রিক প্রাণী থেকে ক্রম বিবর্তনের ফলেই উন্নত ধরণের জীবের উৎপত্তি হয়েছে।

বাতাসের তুলনায় জলে আলোর বেগ কম—এটা প্রমাণ করেন কে ?—জাঁ বার্ণার্ড লিয় ফুকল্ট।

বিথোফেন এর নাম প্রায় আমরা শুনি। তিনি কে ছিলেন ?—তিনি ছিলেন জার্মান সঙ্গীত শিল্পী।

উইলিয়াম ব্লেক কে ছিলেন ?—ইংলণ্ডের চিত্রশিল্পী।

স্যার চার্লস ব্যারি কে ছিলেন ?—ইংলণ্ডের ওয়েষ্ট মিনষ্টার প্রাসাদও পার্লামেণ্ট এই দুটি নির্মাণ কাজের তিনি ছিলেন মূল স্থপতি।

ফিক্টি কে ?—তিনি ছিলেন জার্মানীর প্রখ্যাত দার্শনিক।

ফ্রয়েডের মতবাদ বলে একটা কথা চালু আছে। এই ফ্রয়েড কে ?—তিনি ছিলেন অষ্ট্রিয়ার ইহুদী স্নায়ু চিকিৎক সিগিমাণ্ড ফ্রয়েড। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি অভিনবত্ব আনেন। তাঁর মতে আমাদের সচেতন মনের পেছনে একটা অচেতন মন আছে। এই অচেতন মন আমাদের সচেতন মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি বলেছেন যে আমাদের অতিসাধারণ ব্যবহার, ভুলত্রুটি বা সর্বাধিক প্রিয় আদর্শ সব কিছুই আমাদের সহজাত প্রকৃতির ফল। দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সহজাত প্রকৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এগুলি যদি কোনো রকমে বাধা পায় তখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। এই সবের অর্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে তিনি বিশ্বে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

'ম্যাজি' কারা ?—প্রাচীন পারস্যের পুরোহিত সম্প্রদায়।

বায়োকেমিক চিকিৎসার জনক কে ?—ডাঃ ডব্লু, এইচ, সুশলার।

চলচ্চিত্রে ডাবিং করার জন্য স্ক্রিপ্টোগ্রাফ যন্ত্র আবিস্কার করেন কে ?—মধুসিল।

জন হপনার কে ?—ইংরেজ চিত্রশিল্পী।

কোরোট কে ছিলেন ?—ফরাসী রোমাণ্টিক চিত্র শিল্পী।

ডেলাক্রায়ক্স কে ছিলেন ?—ফরাসী চিত্রশিল্পী।

'অড টু ইমর্টালিটি' কবিতা কে লিখেছেন ?—ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

গান্ধীজীকে কে 'মিকি মাউস'বলেছিলেন ?—সরোজিনী নাইডু।

'জীন' প্রাণীর বৈশিষ্ঠের তারতম্যের কারণ—এটা ব্যাখ্যা করেছেন কে ?—মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস মরগ্যান।

লিও টলস্টয় কে ছিলেন ?—রুশ সাহিত্যিক।

বিশ্বখ্যাত কাল্পনিক চরিত্র 'টারজান'-এর স্রষ্টা কে ?—এডগার রাইস বারোজ।

'আকাশবাণী' নামকরণ কে করেন ?—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিতা পুত্র বলে কথিত পালযুগের দুজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর কে কে ?—ধীমান ও বীটপাল।

'শার্লক হোমস্'' চরিত্রটির স্রষ্টা কে ?—স্যার আর্থার কোনান ডয়েল।

ম্যাক্সিম গোর্কি কে ?—রুশ সাহিত্যিক। তাঁর রচনায় সমাজের উপেক্ষিত ভবঘুরেরা বেশী স্থান পেয়েছে। তিনি তাঁর নাটক ও উপন্যাসে রুশ জীবন, সামাজিক সমস্যা ও বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখে গেছেন।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর কে ?—ভারতের বিশ্ববিখ্যাত সেতার-শিল্পী।

যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ?—

জনুডাস ইস্কারিয়ট।

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানইজেশন বা পি. এল. ও. কে স্বীকৃতি দেয় কবে ?—১৯৭৫ সালের ১০ জানুয়ারী।

সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীই যে ঘুরছে এ'কথাটা প্রথম কে ঘোষণা করেন ?—পোল্যাণ্ডের অন্যতম বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, পৃথিবী সমেত সব গ্রহই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

ভারতে যাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কে কে উল্লেখযোগ্য ?—আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য জ্যোতির্বিদ আলোচনায় ও গ্রহ, নক্ষত্র জোয়ার-ভাটা, অক্ষ-দ্রাঘিমা নির্ণয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন।

বন্ধ্যানারীকে ফলন্ত গাছে হাত দিতে মানা করা হয় কেন ?—গাছের ফল নষ্ট হয়ে যাবে এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে। বন্ধ্যা নারী যেমন সন্তান ধারণ করতে পারে না, তেমনি তার ছোঁয়ায় ফসলের অনিষ্ট ঘটবে এ ধরনের ধারণা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। বিশেষ করে উপজাতিদের (যারা কৃষিচারিক সমাজের অন্তর্গত) মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল।

'অগ্নিকে' দেবতা হিসাবে ভাবা হয় কেন ?—'অগ্নি'র ব্যবহারে মানুষের জীবনযাত্রার অগ্রগতি ও বিকাশ যে ত্বরান্বিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই কারণে আদিম কালের মানুষ 'অগ্নি'কে দেবতা হিসাবে মনে করত।

কোন জাতের কুকুরকে বলে 'পয়েন্টার' ?—কেন এদের এমন নাম হলো ?—বন্দুকের গুলিতে নিহত কোনো শিকারকে ধরে আনতে পারে তাদের ঘ্রাণ শক্তির জন্যে। গুলি বরাবর লক্ষ্য বস্তুর দিকে দৌড়োয়।

মাঝে মাঝে কেরোসিন তেলের রং নীলাভ হয় কেন ?—কেরোসিন তেলের সঙ্গে ডিজেলের ভেজাল যাতে না হয়। কেননা ডিজেল ইঞ্জিনে ডিজেল ব্যবহার না করলে অসুবিধা হয়।

নতুন দিল্লীর 'ফ্লিট স্ট্রীট'-এর নাম কেন ? বাহাদুর শাহ জাফর মার্গ (নিউ দিল্লী)। অনেকগুলি দৈনিক পত্রের অফিস আছে এখানে।

প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না কেন ?—চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য যখন একই সরল রেখায় আসে তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে ঢেকে দেয়। তখনই হয় চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ণিমার দিনই চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য একই সরল রেখায় আসে। তবুও প্রতি পূর্ণিমায় চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য একই সরল রেখায় আসে না। কেননা চাঁদের কক্ষপথটা এমনই যে তা প্রায় ৫° মত ঝুঁকে থাকে। ফলে প্রতি পূর্ণিমায় চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য একই সরল রেখায় আসতে পারে না চন্দ্রগ্রহণও হয় না।

সূর্যগ্রহণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জন্যে জ্যোতির্বিদদের এত কৌতূহল কেন ?—সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের চক্র সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে দেবার পর অন্ধকার পটভূমির বুকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে চমকে ওঠে সৌর বর্ণালীর উজ্জ্বল রেখাগুলি। এই ঘটনা সূর্যের বাইরের স্তর সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য দেয়। দ্বিতীয়তঃ হলো, সৌরমুকুট সম্পর্কে তথ্য আহরণ। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় যা কিছু দেখা যায় তার মধ্যে সৌরমুকুট হলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। তৃতীয়তঃ হলো, সূর্যকে পার হয়ে যায় যে-সব নক্ষত্ররশ্মি তারা সূর্যের প্রবল আকর্ষণে কিছুটা পথচ্যুত হয়। সূর্য গ্রহণের সময় পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ-এ কি কি ধরনের প্রভাব পড়ে সেটা জানাও বিশেষ উদ্দেশ্য।

চাঁদের এক পিঠ দেখা যায় না কেন ?—চাঁদ পৃথিবীর দিকে তার মুখের একটা দিকই সারাক্ষণ ফিরিয়ে রেখে তাকে পাক দেয়। পৃথিবীকে পাক দেবার সময় সে তার নিজের কক্ষেও ঘোরে। ফলে দুটি গতি একই সঙ্গে ঘটে। তবে চাঁদের ঘুরপাকে চলাটা অনেকটা দাঁড়িপাল্লায় ঝোলার মত। এই জন্যে জ্যোতির্বিদরা বলেছেন এটা হলো লিব্রেশন। চান্দ্র-লিব্রেশনের ফলে আমরা চাঁদের পুরো বুকের কিছুটা বেশী দেখতে পাই। বাকী দিকটা আমাদের দৃষ্টিপথের বাইরে থাকে।

প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না কেন ?—পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময় চাঁদ কখনও নিচে বা কখনও ওপর দিকে চলে। ফলে সূর্য চাঁদ ও পৃথিবী একই সরলরেখায় আসে না। তাই প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণও হয় না।

কোন গ্রহটি সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ত এবং কেন ?—বুধ গ্রহ সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ত। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বলে বুধের দিনের বেলায় উষ্ণতা (যখন সূর্যের দিকে) প্রায় ৩৬০° সেণ্টিগ্রেড। যদি একখণ্ড সীসা ওখানে রাখা হয়, তাহলে তা গলে যাবে।

পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস বা মেরু ব্যাসের মধ্যে পার্থক্য হয় কেন ?—পৃথিবীর আকৃতি অভিগোলক ; তাই উত্তর-দক্ষিণে যেমন কিছুটা চাপা তেমনি পূর্ব-পশ্চিমে একটু বাড়তি। পৃথিবীর মেরুব্যাস প্রায় ১২,৭১৪ কিলোমিটার আর নিরক্ষীয় ব্যাস প্রায় ১২,৭৫৭ কিলোমিটার, তফাতটা হলো ৪৩ কিলোমিটার।

সূর্যগ্রহণ দেখতে হলে ধোঁয়াটে কাঁচের দরকার হয় কেন ?—সূর্যগ্রহণের সময় সরাসরি সূর্যের দিকে তাকানো উচিত নয়। কেননা সূর্যের রশ্মি অক্ষিপটের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশগুলিকে পুড়িয়ে দেয়, তার ফলে কখনো কিছুকালের জন্য কখনো বা সারা জীবনের মত দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্নতা বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একটা ভালমত ঘষা কাঁচ নিলে এই দুর্ভাগ্যকে এড়ানো যায়। এই কাঁচটাকে মোমবাতি বা প্রদীপের কালিতে ঢেকে নেওয়া যায়। সুবিধার জন্য ধোঁয়াটে কাঁচটার দিকে আর একটা কাঁচ সেটে নেওয়া যায়। রঙীন কাঁচ হলে দুটো ভিন্ন রঙের কাঁচ এক সঙ্গে লাগাতে হবে। এছাড়া ফটোর নেগেটিভ যদি যথেষ্ট কালো হয় তাও চলতে পারে।

পৃথিবীকে অনেক সময় 'জলভরা' গ্রহ বলা হয় কেন ?—পৃথিবীর তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। এছাড়া আবহমণ্ডলে ও ভূগর্ভে জলের পরিমাণও কম নয়। এই জন্যে পৃথিবীকে জলভরা গ্রহ বলে।

ভারতে ডিজেল লোকোমোটিভ এঞ্জিন কোথায় তৈরী হয় ?—বারানসী।

পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাসাদ কোথায় ?—ভ্যাকটিয়ান প্রাসাদ (ইটালী)।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গম্বুজ কোথায় ?—লউইসিনিয়া স্থপারডোম (নিউ অর্লিয়ানস)। এর বাইরের পরিধি হলো ৬৮০ ফিট।

আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সোসাইটির হেড অফিস কোথায় ? —জেনেভা।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মসজিদ কোথায় ?—জুম্মা মসজিদ (১৬৪৪—৫৮) দিল্লী। ৯২৯০ বর্গ মি. এর আয়তন। ৩৩ মিটার করে দুটি মিনার। তবে মেরদেকা মসজিদ বর্তমানে সর্ব বৃহৎ। ১৯৬২ সালে এটি নির্মিত হয়েছে। এটি জাকার্তায়। ৫০,০০০ ব্যক্তি একসঙ্গে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ করতে পারে।

পৃথিবীর বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন কোথায় ?—গ্র্যান্ড সেণ্ট্রাল টারমিনাল। (ন্যুইয়র্ক সিটি)

ভারতে লোকোমোটিভ ইঞ্জিন তৈরী কোথায় হয় ?—চিত্তরঞ্জ (পশ্চিমবঙ্গ)।

ভারতের মিলিটারী অ্যাকাডেমী কোথায় ?—দেরাদুন।

ভারতে দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু কোথায় ?—হাওড়া ব্রিজ।

মাউণ্ট অলিম্পাস কোথায় ?—গ্রীস।

পৃথিবীর বৃহত্তম জাদুঘর কোথায় ?—বৃটিশ মিউজিয়াম (লণ্ডন) এবং আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি (ন্যুইয়র্ক সিটি)।

পৃথিবীর কোথায় সব থেকে কম সৈন্য সংখ্যা ?—স্যান মারিনোতে (উত্তর ইটালীর একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক দেশ)। সৈন্য সংখ্যা ১১ জন।

শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় ?—মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে।

রাজা রামমোহন রায় কোথায় মারা যান ?—ব্রিস্টল (ইংলণ্ড)।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোথায় রকেট পরীক্ষা করা হয় ? —কেপ কেনেডি।

শোয়েড্রাগণ প্যাগোডা কোথায় ?—ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে।

সর্বাপেক্ষা বেশী বজ্রপাত কোথায় হয় ?—যবদ্বীপে।

দিলওয়ারা মন্দির কোথায় ?—মাউণ্ট আবু (রাজস্থান)।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম চিকিৎসা কেন্দ্র কোথায় ?—চিকাগোতে ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল সেণ্টার ; ১৯৫ হেক্টার জমির ওপর ৫টি হসপিটাল আছে।

পৃথিবীর কোথায় বৃহত্তম অ্যাম্পিথিয়েটার আছে ?—রোমের কলোসিয়াম।

ভারতের কোথায় ভোজপুরী ভাষা প্রচলিত ?—পূর্ব উত্তরপ্রদেশে।

ভারতের কোথায় সূর্যমন্দির আছে ?—কোনারক (উড়িষ্যা)।

বিবেকানন্দ স্মৃতি সৌধটি কোথায় ?—কন্যাকুমারিকা। ত্রিবান্দামের কাছে।

ফিউমিসিনিও বিমানবন্দরে নামলে কোথায় নামা হল ? —রোম।

পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম রেলওয়ে ব্রীজ কোথায় ?—হুয়েপি লঙ ব্রিজ (লাউসিনিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)।

ভারতের সব থেকে বেশী তুলা জন্মায় কোথায় ?—দাক্ষিণাত্যে মালভূমির কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে।

বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমা কোথায় পড়েছিল ?—জাপানের হিরোসীমা শহরে ১৯৪৫ সালে ৬ই আগষ্ট প্রথম পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। মার্কিন বোমারু বিমান বি ২০ থেকে বোমা ফেলা হয়। সকাল ৭টা ৯ মিনিটে এই বোমা পড়ে।

কোথায় ছ'মাস দিন ও ছ'মাস রাত হয় ?—সুমেরুতে ২১শে মার্চ থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছ'মাস দিন এবং কুমেরুতে ঠিক ঐ সময় ছ'মাস রাত। ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১ শে মার্চ পর্যন্ত সুমেরুতে ছ'মাস রাত আর সে সময় কুমেরুতে ছ'মাস দিন।

রোহিণী-১ কোথা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় ?—রোহিনী ১ শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়।

ইসনাট-১ কবে এবং কোথা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় ?—১৯৮২ সালের ১০ই এপ্রিল আমেরিকার কেপ ক্যানাভেরাল ফ্লোরিজ থেকে ভারতের ইনসাট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়।

সব চেয়ে প্রাচীন উল্কার নিদর্শন পাওয়া যায় কোথায় ?—সবচেয়ে প্রাচীন উল্কাপাতের নিদর্শন পাওয়া যায় মেক্সিকোর দি অ্যাল্যাণ্ডে ফল-এ। ৪৬১০ মিলিয়ন বছর আগেকার এটি নিদর্শন।

শের শাহের সমাধি বিহারের কোথায় আছে ?—সাসারামে।

পৃথিবীর দীর্ঘতম হ্রদ কোনটি ও কোথায় অবস্থিত ?—পৃথিবীর দীর্ঘতম হ্রদ টাঙ্গানিকা হ্রদ। এই হ্রদটি আফ্রিকায় অবস্থিত।

'রেড স্কোয়ার' কোথায় ?—মস্কো।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তৈল শোধনাগারটি কোথায় অবস্থিত ?—ইরাকের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আবাদান।

ভারতের দীর্ঘতম রেলওয়ে প্লাটফর্মটি কোথায় অবস্থিত ?—পশ্চিমবাংলার খড়্গপুর রেল ষ্টেশন।

পুলিকট হ্রদ কোথায় অবস্থিত ?—ভারতের তামিলনাড়ুতে।

'হেলসিঙ্কি' কোথাকার রাজধানী ?—ফিনল্যাণ্ড।

ভারতের কোথায় আর্টেজীয় কুপ আছে ?—আমেদাবাদের ধরম গাঁও।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?—কটক।

'আইফেল টাওয়ার' কোথায় অবস্থিত ?—প্যারিসে।

রাজতন্ত্র কাকে বলে ?—যে শাসন ব্যবস্থায় শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হলেন রাজা এবং সরকারের সমস্ত শাসন ক্ষমতা তার হাতে থাকে, তাকে রাজতন্ত্র বলে। সাধারণতঃ উত্তরাধিকারীকৃত সূত্রেই রাজা শাসন-ক্ষমতা পরিচালনা করে। আবার কদাচিৎ জনগণের দ্বারা রাজা নির্বাচিত হতে পারেন। প্রাচীনকালে পোল্যাণ্ডে এই নির্বাচিত রাজা ছিলেন।

আমলাতন্ত্র কাকে বলে ?—যখন কোনো দেশের শাসনের কাজ একদল স্থায়ী কর্মচারীর দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে সংক্ষেপে আমলাতন্ত্র বলে। জনসাধারণের সঙ্গে এদের বিশেষ কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না বলে এই শাসকরা জনসাধারণের স্বার্থের ব্যাপারে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে থাকেন উদাসীন।

সুদ কাকে বলে ?—কারো কাছ থেকে মূলধন নিয়ে তা ব্যবহার করার জন্য যে দাম দিতে হয় তাকে বলে সুদ।

উপযোগ কাকে বলে ?—যেসব জিনিষের অভাব মেটাবার ক্ষমতা আছে, তাকে উপযোগ বলে। অর্থাৎ জিনিষের গুণ বা ক্ষমতাকে উপযোগ বলে, জিনিষটাকে উপযোগ বলে না।

ধনবিজ্ঞানে 'দ্রব্য' কাকে বলে ?—সাধারণতঃ যেসব সামগ্রী মানুষের অভাব মেটাতে পারে ধনবিজ্ঞানে সেই সব সামগ্রীকে দ্রব্য বলা হয়। বাড়ী গাড়ী জল আলো ছাড়াও গায়কের কণ্ঠমাধুর্য্য, ডাক্তারের সুচিকিৎসা সবই ধনবিজ্ঞানের 'দ্রব্য'।

বাজার দর কাকে বলে ?—কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্য বাজারে যে দামে কেনা-বেচা হয় তাকে বাজার দর বলে।

কর কাকে বলে ?—সাধারণভাবে নাগরিক জনসাধারণের হিতের জন্য সরকার যেসব কাজ করে তার খরচ সংকুলানের জন্য নাগরিকরা তাদের সম্পদের যে অংশ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে দেয় তাকে কর বলে।

মজুরী কাকে বলে ?—কোনো উৎপাদনের জন্য শ্রমিক যে কাজ করে, তার দামকেই এককথায় মজুরী বলে।

ভোগোদ্বৃত্ত কাকে বলে ?—কোনো জিনিষ ক্রেতা যে

কিনতে প্রস্তুত থাকে, অনেক সময় তার চেয়ে কম দামে সে সেই জিনিষটা কেনে। একে সাধারণ ভাষায় ভোগোদ্বৃত্ত বলে।

অংশীদারী ব্যবসা বা কারবার কাকে বলে?—যখন কিছু লোক মিলিতভাবে মূলধন সরবরাহ, ব্যবসায়ের সমস্ত ঝুঁকি বহণ করে এবং জিনিষের দাম নিজেরা মিলেই ঠিক করে তখন সেটাকে অংশীদারী কারবার বলে।

এক মালিকানা কারবার কাকে বলে?—যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শুধু একজনই মালিক, তাকে এক মালিকানা কারবার বলে।

ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার মার্কেট কাকে বলে?—বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার যে বাজারে বেচাকেনা হয় সেই বাজারকে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার মার্কেট বলে।

লাভ কাকে বলে?—কোনো জিনিসের মোট খরচের চেয়ে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বেশী হলে সেই অর্থটাই হল লাভ।

জাতীয় নাগরিকতা কাকে বলে?—কোনো একটা বিশেষ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে যে অধিকার ভোগ করে ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে তাকে জাতীয় নাগরিকতা বলে।

আন্তর্জাতিক নাগরিকতা কাকে বলে?—ব্যক্তি মানুষের একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে যে অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে, তাকে আন্তর্জাতিক ন্যগরিকতা বলে। বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘ একটা আন্তর্জাতিকপ্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে।

সমাজ কাকে বলে?—বহু মানুষ সুসভ্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে নিজের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করলে তাকে সমাজ বলে।

রাষ্ট্র কাকে বলে?—কিছু লোক যখন একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে শাসন-ব্যবস্থা গঠন করে ও স্বাধীনভাবে নিজেদের সামাজিক জীবন যাপন করে তখন তাকে বলা হয় রাষ্ট্র।

'দোয়াব' কাকে বলে?—একই দিকে প্রবাহিত দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে।

'কোয়াণ্টামবাদের জনক' কাকে বলা হয়?—জার্মান বৈজ্ঞানিক মাস্ক প্লাঙ্ককে।

মিলেট কাকে বলা হয়?—জোয়ার, বাজরা ও রাগীকে মিলেট বলা হয়।

শান্তবলয় কাকে বলে?—বিষুবরেখার ৫ ডিগ্রি উত্তর এবং ৫ ডিগ্রি দক্ষিণের মধ্যবর্তী স্থানকে শান্তবলয় বলে।

রাজনৈতিক দল কাকে বলা হয়?—একদল লোক যখন সংঘবদ্ধ হয়ে জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে নিদিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম নিয়ে দল গঠনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে, তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে।

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কাকে বলে?—প্রাচীনকালে মাতাকে কেন্দ্র করে যে পরিবার গঠিত ছিল তাকে বলা হত মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। এতে মাতাই ছিলেন সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী।

ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন কাকে বলে?—ধনবিজ্ঞানে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা বা আরো বেশী উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। সাধারণ ভাষায় অবশ্য নতুন কিছু তৈরী করাকে উৎপাদন বলে। মানুষ প্রকৃতিদত্ত জিনিষের ওপর তার পরিশ্রমকে যুক্ত করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে; একেই সাধারণ ভাষায় নতুন দ্রব্য উৎপাদন বোঝায়।

পৌরবিজ্ঞান কাকে বলে?—পৌরবিজ্ঞান বা ইংরাজী 'সিভিক্স' শব্দটা লাতিন শব্দ 'সিভিটাস' ও সিভিস থেকে এসেছে। 'সিভিটাস' শব্দের মানে হল নগর-রাষ্ট্র এবং সিভিস শব্দের মানে হল নাগরিক। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা নগর-রাষ্ট্রে বসবাস করতেন। নগর-রাষ্ট্রের কাজে অংশ নেবার যোগ্যতা ও অবসর যাদের ছিল তাদের নাগরিক বলা হত। এই নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পৌরবিজ্ঞান-এর বিষয়। বর্তমানে নাগরিকের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে।

গুহ্য সমাজ কাকে বলে?—যে সমাজের সদস্যবৃন্দ রক্ত-সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বজন না হলেও দীক্ষার মাধ্যমে স্বজন হয় সেই সমাজকেই বলা যেতে পারে গুহ্য সমাজ। তবে দীক্ষার প্রকরণ-পদ্ধতি খুবই গোপনীয় এবং তার মন্ত্র-তন্ত্র অন্য ব্যক্তির কাছে বোধগম্য হয় না।

মুতাজিলা সম্প্রদায় কাকে বলে?—যাঁরা খোদার বাণীকে (কালাম) ভিত্তি করে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন তাঁদের বলা হতো মোতাকাল্লিমিন। মুসলিম দর্শনে এঁদের গোঁড়া এবং রক্ষণশীল বলা হয়। এঁদের প্রতিপক্ষ হিসাবে ওয়াসিল বিন আতা, জাহিজ, মুআম্মার ইবনে আব্বাদ প্রমুখ প্রাক্তন কালামবাদীদের নেতৃত্বে মুক্তবুদ্ধির একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এঁরা

কালামবাদ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিলেন বলে এঁদের মুতাজিলা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হয়। মুতাজিলারা নিজেদের যুক্তিবাদী বলত।

দর্শন কাকে বলে ?—জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ, তার চেতনা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতির মৌল বিধানের আলোচনাকে দর্শন বলা হয়।

ব্যক্তিপূজা কাকে বলে ?—বিশেষভাবে রাজনৈতিক দল কিম্বা আন্দোলনের মধ্যে জনপ্রিয় নেতা নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সচেতনভাবে অপর সকলকে মোহগ্রস্ত এবং বাধ্য করার চেষ্টা করলে ব্যক্তিত্বের বিকার জন্মলাভ করে। এর ফলেই ব্যক্তি পূজার প্রবল প্রবণতাটি ধরা পড়ে।

সংজ্ঞা কাকে বলে ?—ইংরেজি 'ডেফিনিশন' শব্দটি ল্যাটিন 'ডেফিনিশিও' শব্দ থেকে এসেছে। 'ডেফিনিশিও' শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের মূল বৈশিষ্ট্য-গুলোকে চিহ্নিত করা। সংজ্ঞা একটি বিশেষ সংকেত। সংজ্ঞার দ্বারা আমরা নির্দিষ্ট বিষয়কে স্মরণ রাখি।

'অনুমান' কাকে বলে ?—কোনো সার্বিক বা সাধারণ সত্য থেকে কোনো বিশেষ সত্যের অনুমানকে অবরোহী অনুমান এবং বিশেষ সত্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ বা সার্বিক সত্যে পৌঁছোনোকে আরোহী অনুমান বলে। যেমন,

সকল মানুষ মরণশীল।
সক্রেটিস একজন মানুষ।
সুতরাং, সক্রেটিস মরণশীল।
আবার, সক্রেটিস মারা গিয়েছেন।
সক্রেটিস একজন মানুষ।
সুতরাং সকল মানুষ মরণশীল।

'প্রকল্প কাকে বলে ?—কোনো সমস্যা ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমাধানের জন্যে কোনো একটিকে নির্বাচন করে প্রমাণ ও পরীক্ষার দিক থেকে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিকে প্রকল্প বলে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রকল্প একটি প্রয়োজনীয় স্তর।

লোক সমাজ কাকে বলে ?—লোকসমাজ তার নিজস্ব মাটি বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্কিত। এই অন্তরঙ্গতা, তাদের দীর্ঘকালীন বসবাস, অভ্যাস ও জীবনধারণের সঙ্গে জড়িত। লোকসমাজের মনের শিকড় তাদের পরিবেশের মাটির গভীরে নিবদ্ধ ও প্রোথিত।

হ্রদ কাকে বলে ?—ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগে প্রাকৃতিক কারণে কোথাও কোথাও স্থলভাগ বসে গিয়ে নানা রকমের গর্ত তৈরী করে। জলপূর্ণ এইসব গর্তকে হ্রদ বলে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় প্লাজমা কাকে বলে ?—রক্তের তরল অংশকে প্লাজমা বলে। রক্ত কণিকাগুলি প্লাজমার ভেতরে প্রলম্বিত থাকে।

'পঞ্চ সাগরের দেশ' কাকে বলে ?—সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, কুয়েত, ইস্রাইল, জর্ডান প্রভৃতি দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর এবং পারস্য উপসাগর এই পাঁচটি সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এজন্য এই দেশগুলিকে 'পঞ্চ সাগরের দেশ' বলা হয়।

'স্বর্গের দেশ' কাকে বলে ও কেন ?—চীনের চেংটু সমভূমিকে 'স্বর্গের দেশ' বলে। কারণ উর্বর মৃত্তিকা, উপযুক্ত বৃষ্টিপাত, দীর্ঘস্থায়ী আবাদের গুণে চেংটু অঞ্চলে অনেক কৃষিজ দ্রব্য জন্মায় বলে চীনারা চেংটুকে 'স্বর্গের' দেশ বলে।

'রাষ্ট্রগুরু' কাকে আখ্যা দেওয়া হয় ?—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'রাষ্ট্রগুরু' আখ্যা দেওয়া হয়।

তারামণ্ডল কাকে বলে ?—প্রাচীনকাল থেকেই আকাশের নক্ষত্রগুলোকে ছোটো বড় গুচ্ছে শ্রেণীবদ্ধ করে কাল্পনিক রেখা টেনে নানারকম জীবজন্তুর আকারে বা মাঙ্গলিক চিহ্নে চিত্রিত ও নামকরণ করা হয়েছে। এই সব চিহ্নিত তারকাগুচ্ছকে বলে তারকামণ্ডল। যেমন, সপ্তর্ষি-মণ্ডল, কালপুরুষ ইত্যাদি।

আলোক বৎসর কাকে বলে ?—জ্যোতির্বিজ্ঞানে বহু কোটি-কোটি মাইল দূরের গ্রহ-নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপার জন্যে এই আলোক বর্ষের একক ঠিক করা হয়েছে। আলোক-বর্ষ দূরত্ব বললে এক বছরে আলোক-রশ্মি যতটা পথ (দূরত্ব) অতিক্রম করতে পারে তাকেই বোঝায়। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে যায় ১,৮৬,৩২৬ মাইল, সুতরাং এক বছরে আলোক ১,৮৬,৩২৬ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ মাইল অতিক্রম করে। তাহলে এক আলোক-বর্ষ হলো প্রায় ৬ × ১০¹² মাইল।

উপগ্রহ কাকে বলে ?—গ্রহকে কেন্দ্র করে যে সব জ্যোতিষ্করা নিজেদের কক্ষপথে ঘোরে তাদের বলে উপগ্রহ। চাঁদ হলো পৃথিবীর উপগ্রহ।

ধ্রুবতারা কাকে বলে ?—উত্তর আকাশের দিকে তাকালে একটা নিশ্চল নক্ষত্র দেখা যায়। এই নক্ষত্রের দিকে মুখ করে যতই এগিয়ে যাওয়া যাবে ততই মনে হবে নক্ষত্রটি মাথার ওপর উঠছে। উত্তর মেরুতে পেঁছুলে এই নক্ষত্রকে ঠিক মাথার উপর দেখা যায়। এই নক্ষত্রটির নাম ধ্রুবতারা, ইংরেজীতে বলে pole star. দিক্‌নির্ণয়ের পক্ষে এই নক্ষত্রটি অন্যতম দিশারী।

চান্দ্রমাস কাকে বলে ?—সূর্যের সাপেক্ষে চন্দ্র যে কালে নিজ কক্ষে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে তাকে বলে চান্দ্রমাস। এর গড় মান ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট অথবা ২৯·৫৩ দিন।

শ্বেত বামন কাকে বলে ?—শ্বেত বামন হলো নক্ষত্র। এরা আয়তনে ছোটো। বুধ গ্রহের আয়তনের সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে।

লাল দানব কাকে বলে ?—লাল দানব আসলে নক্ষত্র। এরা অতিকায়।

নাক্ষত্রকাল কাকে বলে ?—কোনো গ্রহ তার নিজের কক্ষপথে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময় নেয় তাকেই বলে নাক্ষত্রকাল (Sildereal year)। যেমন পৃথিবীর 'নাক্ষত্রকাল' হলো ৩৬৫·২৫৬৪।

মকর ক্রান্তি ও কর্কট ক্রান্তি কাকে বলে ?—পূর্ণবৃত্ত নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখাটি পৃথিবীকে উত্তর গোলার্ধে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বিভক্ত করেছে। এখন এই বিষুবরেখাটিকে O° ধরে ২৩½° উত্তরে এবং ২৩½° দক্ষিণে যে অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করা হয় তাকেই বলে নিরক্ষীয় অঞ্চল। আসলে নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে যে অক্ষরেখা ২৩½° পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি হলো কর্কটক্রান্তি, আর নিরক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে যে অক্ষরেখা ২৩½° পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি হলো মকরক্রান্তি।

কৌণিক দূরত্ব কাকে বলে ?—ভূ-গোলকের ক্ষেত্রে দুটি স্থানের দূরত্ব কৌণিক মাপ নিয়ে ঠিক করা হয়। ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত যে কোনো দুটি স্থান থেকে ভূ-কেন্দ্র পর্যন্ত কল্পিত ব্যাসার্ধ দ্বারা যে কোণ তৈরী হয় তাকে ঐ দুটি স্থানের কৌণিক দূরত্ব বলে।

মূল মধ্যরেখা কাকে বলে ?—লণ্ডনের কাছাকাছি গ্রীণিচ শহরের ওপর দিয়ে কল্পিত মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমা-রেখাকে মূল মধ্যরেখা হিসাবে ধরা হয়েছে।

মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমারেখা কাকে বলে ?—সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত এক-একটি রেখা কল্পনা করা হয়।

এই রেখাগুলি অর্ধবৃত্ত কেননা পৃথিবীর পরিধির অর্ধেকের সমান। এই কল্পিত রেখাগুলিকে বলে দ্রাঘিমা-রেখা বা মধ্যরেখা।

বিষুব রেখা কাকে বলে ? বিষুব-রেখা পৃথিবীকে ক'টি গোলার্ধে ভাগ করেছে ?—মেরু বিন্দুর থেকে সমান দূরত্বে পূর্বে-পশ্চিমে একটি রেখা কল্পনা করা হয়। এই রেখাটি পূর্ণবৃত্ত কেননা পৃথিবীর আকার হলো গোলীয়। পূবে-পশ্চিমের সমান দূরত্বে এই কল্পিত রেখাটিকে বলে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা। এই বিষুবরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই গোলার্ধে ভাগ করেছে। কল্পিত পূর্ণবৃত্তের উত্তর ভাগটিকে বলে উত্তর গোলার্ধ ; আর দক্ষিণ ভাগটিকে বলে দক্ষিণ গোলার্ধ।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন কাকে বলে ?—পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে করতে ২১শে মার্চ এমন একটা জায়গায় আসে যখন সূর্যকিরণ বিষুবরেখায় লম্বভাবে পড়ে। এই দিনটিকে বলে মহাবিষুব। এরপর থেকে সূর্য প্রতিদিন বিষুবরেখা থেকে দূরবর্তী হন। এইভাবে ২১শে জুন তারিখে সূর্যকিরণ ২৩½° উত্তর অক্ষরেখায় লম্বভাবে পড়ে। ফলে এই বৃত্তরেখাটি হলো কর্কটক্রান্তি এবং সূর্যের আপাত গতির সর্ব উত্তর সীমা অথবা উত্তরায়ণ। আবার ২১শে ডিসেম্বর ২৩½° দক্ষিণ অক্ষরেখায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই যে অক্ষরেখা তার নাম হলো মকরক্রান্তি এবং সূর্যের আপাত-গতির সর্বদক্ষিণ সীমা অথবা দক্ষিনায়ন।

আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি কাকে বলে ?—পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের ওপর ঘুরতে সময় নেয় প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা বা একদিন। পৃথিবী একদিনে একবার আবর্তন করে বলে এই গতিকে বলে দৈনিক গতি বা আহ্নিক গতি। অন্যদিকে পৃথিবী ৩৬৫¼ দিনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অর্থাৎ এটি হলো পৃথিবীর এক বছরের প্রদক্ষিণ পথ। একে বলে বার্ষিক গতি। পৃথিবীর গতি হলো দু'রকমের ঃ আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি।

কক্ষপথ কাকে বলে ?—গ্রহাদি যে নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাকে বলে কক্ষপথ। অন্যদিকে উপগ্রহরাও গ্রহকে কেন্দ্রে রেখে যে পথে ঘোরে তা-ও কক্ষ পথ। কক্ষপথ হলো নির্দিষ্ট ভ্রমণ পথ।

কোন বছরে ভারত আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করে ?—

১৯৭৪ সালের ১৮ই মে। পৃথিবীর মধ্যে ষষ্ঠ দেশ যা আণবিক শক্তির অধিকার।

কোন আন্তর্জাতিক পুরস্কার ফিলিপাইনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্টের নামকরণ হয়েছে?—র‍্যামন ম্যাগাসেসি পুরস্কার।

পৃথিবীর কোন্ দুঃষ্প্রাপ্য পদার্থ গ্রীক পুরাণের একজন বিখ্যাত চরিত্র?—প্রমিথিউয়াম।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কোন শহরে অবস্থিত?—হায়াদ্রাবাদ।

কোন সাগরে ডুব দেওয়ায় খুব মুশকিলের ব্যাপার?—মেরু সাগর। কারণ এখানকার জল ভীষণ নোনা।

মীনাক্ষী মন্দিরের জন্যে কোন শহর বিখ্যাত?—মাদুরাই।

পৃথিবীর মধ্যে কোন সরীসৃপ সব থেকে ধীরে চলে?—কচ্ছপ। (০·১৭ মাইল এক ঘণ্টায়)।

কোন বছরে এই তিনটি ঘটনা ঘটেছিল: (১) বার্মা সাধারণতন্ত্র হলো, (২) শ্রীলঙ্কা স্বাধীন হলো এবং (৩) রাজা গোপালাচারী হলেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল?—১৯৪৮ সালে।

কোন্ দেশে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল?—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২২ সালে।

বর্তমান কিউবার সঙ্গে কোন ব্যক্তির নাম সংযুক্ত করা হয়?—ফিদেল কাস্ত্রো।

পাঞ্জাবে পাঁচটি নদীর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে দীর্ঘ?—শতদ্রু।

মহাকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র কোনটা?—ডগণ্টার বা কালপুরুষের শিকারী কুকুর লুব্ধক।

কোন কোন তারা মিলে সপ্তর্ষিমণ্ডল হয়েছে?—ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি—এই সাতটি তারা মিলে সপ্তর্ষিমণ্ডল।

বছরে কোন কোন দিনে দিনরাত সমান হয়?—২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীতে দিনরাত সমান হয়।

পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের ওপর ঘুরতে সময় নেয় ২৪ ঘণ্টা। অন্য কোন্ গ্রহ ২৪ ঘণ্টার একটু বেশী সময় নেয়?—মঙ্গল গ্রহ। সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিঃ।

পৃথিবীর আবর্ত্তন কোন দিক থেকে কোন্ দিকে?—পৃথিবীর আবর্তন পশ্চিম থেকে পূবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম কোন মহাকাশ যানে নভশ্চরকে মহাকাশে প্রেরণ করেছিল?—১৯৬১ সালের ৫ই মে, আমেরিকা ফেইথ-৩ উৎক্ষেপণ করে। এতে এলান শেফার্ড শতাধিক মাইল সোজাসুজি ওপরে উঠে যান।

ভারত সর্বপ্রথম কোন মহাকাশযান প্রেরণ করেছিল?—ভারত তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট রাশিয়ার সহযোগিতায় ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল উৎক্ষেপণ করে।

সবচেয়ে বৃহত্তম ও সর্বোচ্চ ভরবিশিষ্ট নক্ষত্র কোনটি?—সবচেয়ে বৃহত্তম ও সর্বোচ্চ ভরবিশিষ্ট নক্ষত্র হলো টানানটুলা নীহারিকায় হালকা নীল আর ১৩৬এ ₤(R+ 3১a); এর ভর ৩৫০০ (Solarmass); দূরত্ব হলো ১,৫০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে।

সূর্যকে বাদ দিলে কোন্ নক্ষত্র আমাদের নিকটতম?—সূর্যকে বাদ দিলে আমাদের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেনটাউরি (Proxima Centauri) এই নক্ষত্রটি ৪·২২ আলোকবর্ষ দূরে।

পদার্থবিদ্যায় কোয়াণ্টাম তত্ব আবিস্কার করে ১৯১৮ সালে কোন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান?—পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাংক।

'মেডুসা' কোন সামুদ্রিক প্রাণীর নাম?—জেলিফিসের নাম।

সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে জ্বলে কোন ধাতু?—ম্যাগনেশিয়াম।

কোন্ শহরকে ভারতের প্যারিস বলা হয়?—জয়পুর।

গৌতম কোন দর্শনের প্রবর্ত্তক?—ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা।

কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে মদ্যপান করাটা বিশেষ আচার?—মৃত্যুকে অতিক্রম করে নবজীবন লাভ করা যায় বলে মদ্যের অপর নাম মৃতসঞ্জীবনী। জন্ম, মৃত্যু ও দীক্ষার সময় এই কারণেই মদ্যপান আনুষ্ঠানিক রীতি। অনুন্নত মানবগোষ্ঠী আজও তাই মদ্যের সঞ্জীবনী শক্তিকে বিশ্বাস করে বলেই বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে মদ্যপান প্রথা চালু আছে।

দক্ষিণ ভারতের কোন শহরে জাঁকজমকের সঙ্গে দশেরা উৎসব হয়?—মহীশূর।

গ্রীসের কোন মনীষীকে বলা হয় বস্তুবাদী দার্শনিক?—ডিমোক্রিটাস (৪৬০—৩৫৭ খ্রীঃ পূঃ)।

শাকম্ভরী দেবীর কথা কোন পুরাণে আছে?—শ্রীশ্রীচণ্ডী।

রুশো তাঁর কোন পুস্তকে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করেছেন?—এমিলি।

আমাদের সৌরজগৎ-এর কোন গ্রহটিকে দানবগ্রহ বলে? —বৃহস্পতির আকার এত বিরাট যে একে বলে দানব গ্রহ (Giant planet)।

কোন যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদি দেখা যায়?—দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা টেলিস্কোপ।

কোন গ্রহের উপগ্রহ সব থেকে বড়?—শনির উপগ্রহ টাইটান হলো সব থেকে বড়। এর ব্যাস হলো ৩,৩০০ মাইল।

কোন গ্রহের উপগ্রহ সব থেকে ছোটো?—বৃহস্পতির ১০ নং উপগ্রহ (Leda) হলো সব থেকে ছোটো। এর ব্যাস হলো ৯ মাইল।

সোভিয়েট রাশিয়া সর্বপ্রথম কোন মহাকাশযানে নভশ্চরকে মহাকাশে প্রেরণ করেছিল?—১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল রাশিয়ার ভস্টক-১ এ করে ইউরি গ্যাগারিণ প্রায় ১০০ মাইল ওপরে ১০৮ মিনিটে একবার করে পৃথিবী পরিক্রমণ করেন।

কোন গ্রহের উপগ্রহ সব থেকে ভারী?—বৃহস্পতির ৩নং উপগ্রহ (Ganymede) আমাদের চাঁদের চেয়ে ২·০২ গুণ বেশী ভারী।

কোন্ পাখি পিছনদিকে হাঁটে?—হামিং বার্ড।

কোন্ বিখ্যাত বাঙালী কবি ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা যান? —জীবনানন্দ দাশ।

ভারতীয় সংবিধান প্রথম সংশোধিত হয়েছিল কোন সালে?—১৯৫১ সালে।

কোন্ বিখ্যাত লেখকের ছদ্মনাম "ক্যুইজ"?—চার্লস ডিকেন্স।

বর্তমানে কোন রাজনীতিককে "রাজা হরিশ্চন্দ্র" বলা হয়?—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে।

ভারতের 'অ্যালিয়াবেট' শহরটি কোন্ রাজ্যে অবস্থিত? —গুজরাটে।

কোন্ ভিটামিন ক্ষত নিরাময় প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে? —ভিটামিন C।

জার্মানীর 'রাইন' নদীর নামানুসারে কোন্ মৌলের নাম রাখা হয়েছে?—রিনিয়াম।

কোন্ মৌল সবচেয়ে বেশী সংখ্যক যৌগ গঠন করে? —কার্বণ।

পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত আছে কোন্ দেশে?—গ্রেট বিৃটেন।

কোন্ রাজার রাজত্বকালে মেবার মুঘলদের আধিপত্য স্বীকার করে নেয়?—জাহাঙ্গীর।

কোন্ রাজাদের রাজত্বকালে ইলোরার কৈলাস মন্দির নির্মিত হয়?—রাষ্ট্রকূট।

কোন্ বছর 'ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক'-র জন্ম হয়?—১৯৫৮।

সম্রাট আকবর কোন্ রাজপুত রমণীর পানি গ্রহণ করেছিলেন?—যোধাবাঈ।

কোন্ বিজ্ঞানীর নামে 'কম্পাঙ্ক নামাঙ্কিত?—হার্জ।

কোন্ মৌলিক গ্যাস সর্বাপেক্ষা ভারী?—র‍্যাডন।

কোন্ গ্রীক মনীষী প্রথম জীবনে তোৎলা ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে একজন বিখ্যাত বক্তা হন?—ডেমস্থিসিনি।

কোন্ গভর্নর জেনারেলের নামানুসারে ভারতের একটি পার্বত্য শহরের নাম রাখা হয়েছে?— লর্ড ডালহৌসি হিমাচল প্রদেশের পার্ব্বত্য নগরী।

কোন্ রাজার রাজত্বকালে কবি কালীদাস তাঁর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটক রচনা করেন?—চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।

নবম এশিয়ান গেমস-এ কুস্তিতে স্বর্ণপদক লাভ করে কোন্ দেশ?—ইরান।

ব্রেজিলের স্বাধীনতা দিবস বছরের কোন্ দিনটিতে পালিত হয়?—৭ই সেপ্টেম্বর।

কোন্ ধাতু সর্বাপেক্ষা হাল্কা?—লিথিয়াম।

'নিউটন' কিসের একক?—এম. কে. এস বলের একক।

কোন্ ওলিম্পিক ক্রীড়ায় ভারতীয় অ্যাথলিটরা প্রথম অংশগ্রহণ করেন?—অ্যান্ট ওয়ার্প ১৯২০।

কোন্ ভেষজ উদ্ভিদ থেকে স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং 'পেনিসিলিন' আবিষ্কার করেছিলেন?—পেনিসিলিয়াম নোটেটাম।

'গ্যাস ম্যান্টেল' তৈরী করতে কোন্ ধাতুর অক্সাইড ব্যবহৃত হয়?—থোরিয়াম।

গাছে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে কোন হর্মোন ?—ক্লোরিজেন।

বুদ্ধদেব কোন্ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ?—খৃীষ্ট-পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে।

কোন উটের পিঠে দুটি কুঁজ থাকে ?—ব্যাকট্রিয় উট।

'বয়লার পাইপ' তৈরি করতে কোন্ ধাতু ব্যবহৃত হয় ?—তামা।

কোন্ পাখির জিভ কণ্টকময় ?—মোটা বিনি।

কোন্ ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা রচনা করতেন ?—ভানু সিংহ।

কোন্ খেলায় সবচেয়ে বড় মাঠের প্রয়োজন হয় ?—পোলো।

'ডিয়েগো গারসিয়া' দ্বীপটি কোন্ মহাসাগরে অবস্থিত ? ভারত মহাসাগরে।

ভগবান বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন কোন্ স্থানে ?—কুশী-নগরে।

বোকারো ইস্পাত কারখানাটি ভারতের কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?—বিহার।

'মৃত্যু উপত্যকা' কোন দেশে উপস্থিত ?—আমেরিকায়।

ভারতের দীর্ঘতম খাল কোন্‌টি ?—বিচরনীয় খাল ১২৮ কিমি দীর্ঘ

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস কোন্‌টি ?—১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী।

পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত জলপ্রপাত কোন্‌টি ?—গের-সোপ্পা ২৫৩ ফুট উঁচু।

আয়তন হিসাবে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম দেশ কোন্‌টি ?—ভারতবর্ষ।

বর্তমান বিশ্বে উচ্চতম প্রাণী কোন্‌টি ?—জিরাফ।

বিশ্বের উচ্চতম হ্রদ কোন্‌টি ?—বলিভিয়ার টিটিকাকা হ্রদ।

কোন্ সালে শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন ?—১৬২৭।

ভারতের কোন্ সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণে প্রয়াসী হয়েছিলেন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিং ?—সতীদাহ প্রথা।

দ্বিতীয় পুলকেশী কোন বংশের রাজা ছিলেন ?—চালুক্য।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের প্রথম উপদেশ দিয়াছিলেন কোন্ স্থানে ?—সারনাথে।

ভারতের কোন্ সম্রাট মনসবদারী প্রথার প্রচলন করেন ?—সম্রাট আকবর।

কলিঙ্গ যুদ্ধ কোন্ রাজার জীবনে পরিবর্তন এনেছিল ?—রাজা অশোক।

কোন্ সাহিত্যিক 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন ?—কালী প্রসন্ন সিংহ।

'কামাল আতাতুর্ক' কোন্ দেশের জননেতা ছিলেন ?—তুরস্ক।

কোন্ সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হাম্পীতে পাওয়া গেছে ?—বিজয়নগর।

কোন্ মোঘল সম্রাট আত্মজীবনী লিখেছিলেন ?—বাবর।

কোন্ রাজার রাজত্বকালে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয় ?—দ্বিতীয় মহীপাল।

কোন্ ইংরেজ রাজার রাজত্বকালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী স্থানান্তরিত হয় ?—রাজা পঞ্চমজর্জ।

কোন্ দেশকে ইউরোপের ক্রীড়াভূমি বলা হয় ?—সুইজারল্যাণ্ড।

কোন্ দেশকে সহস্র হ্রদের দেশ বলে ? —ফিনল্যাণ্ড।

কোন্ বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় প্রথম অর্জুন পুরস্কার লাভ করেন ?—পি. কে. ব্যানার্জী ১৯৬১।

কোন্ টেষ্ট ক্রিকেট মাঠটি 'গাব্বা' নামে খ্যাত ?—ব্রিসবেন অস্ট্রেলিয়া।

'পলিটব্যুরো' কোন্ দেশের রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরামর্শদাতা কমিটির নাম ?—রাশিয়া।

প্রথম এলিজাবেথ কোন্ সালে ইংলণ্ডেশ্বরী হন ?—১৫৫৮।

কোন্ দেশে প্রধানমন্ত্রীর সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে চ্যান্সেলার নামে অভিহিত করা হয় ?—জার্মানী।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস কোন্‌টি ?—৪ঠা জুলাই।

পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর কোন্‌টি ?—প্রশান্ত মহাসাগর।

প্রথম কোন্ ভারতীয় মহিলা রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন ?—বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত।

হোয়াইট হাউসে প্রথম কোন রাষ্ট্রপতি বাস করে-ছিলেন ?—জন আডামস্।

কোন্ রাজাদের আমলে খাজুরাহোর বিখ্যাত শিব-মন্দির নির্মিত হয়েছিল ?—চাণ্ডেল।

কোন্ ভারতবাসী 'দেশবন্ধু' নামে পরিচিত ছিলেন ?—চিত্তরঞ্জন দাস।

'কুয়োমিন তাঙ' কোন্ দেশের রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী দল ?—চীন।

'সি. মার্টিন' ছদ্মনাম নিয়ে কোন্ ভারতীয় বিপ্লবী বাটাভিয়া যান ?—মানবেন্দ্র নাথ রায়।

ভারতে মুঘল শাসনের সময় ইংলণ্ডে কোন্ বংশের রাজা ও রাণীরা, রাজত্ব করতেন ?—টিউডর বংশীয়।

সোমনাথ মন্দির ভারতের কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?—গুজরাটে।

ইরানী কাপ এর নাম কোন্ খেলার সঙ্গে জড়িত ?—ক্রিকেট।

কোন্ চুক্তি অনুযায়ী ইন্দোচীনে লাওস ও কাম্বোডিয়া পৃথক রাষ্ট্ররূপে জন্মলাভ করে ?—জেনিভা চুক্তি।

কোন্ নদীকে 'চীনের দুঃখ' আখ্যা দেওয়া হয় ?—হোয়াং হো।

দক্ষিণ আমেরিকার কোন দুটি রাজ্যের সীমানায় সমুদ্র সৈকত নেই ?—বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ে।

'সন্মার্গ' দৈনিক পত্রটি ভারতের কোন্ ভাষায় প্রকাশিত ? 'সন্মার্গ' কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ?—হিন্দী। কলিকাতা।

পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ কোন ভাষায় কথা বলে ?—ম্যানাড্রিন বা উত্তর চাইনিজ। এই ভাষাই হলো চীনের সরকারী ভাষা।

সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার কোন্‌টি ?—য়েইফেল টাওয়ার (প্যারিস, ১০৫২ ফুট উঁচু)।

সবচেয়ে বড় ঘণ্টা কোন্‌টি ?—মস্কোর 'জার ঘণ্টা'। ওজন ২০০ টনের বেশী; লম্বা ১৯½ ফুট ব্যাস ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি।

ভারতে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাতে কোন পুরস্কার দেওয়া হয় ?—সোনার ময়ূর (গোল্ডেন পিক্‌ক)।

গার্ডিয়ান দৈনিক পত্রিকা কোন দেশ থেকে প্রকাশিত হয় ?—লণ্ডন (ইংল্যাণ্ডে)।

ভারতের দীর্ঘতম সেতু কোনটি ?—শোন নদী (বিহার)—লম্বায় ৩১৪৭ ফুট।

পৃথিবীর মধ্যে কোন শহরের খরচ সব থেকে বেশী ও সব থেকে কম ?—কলম্বোতে সব থেকে খরচ কম; টোকিও ও কিংসাসায় সব থেকে খরচ বেশী।

কোন্ দেশ সর্বপ্রথম যান্ত্রিক ঘড়ি নির্মাণ করে ?—চীন।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মন্দির কোনটি ?—আঙ্কর ভট্। ৪০২ একর জমি নিয়ে এর পরিসীমা। কম্বোডিয়ায়, বর্তমানে খামের।

পৃথিবীর মধ্যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সংখ্যার ছাত্রছাত্রী আছে ?—নুাইয়র্কের সিটি ইউনিভারসিটি। ১৯৭৬ সালের হিসাব অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২,৬৯,৯২৯।

ভারতের মধ্যে বৃহত্তম বিমানবন্দর কোনটি ?—সাণ্টা ক্রুজ। (বোম্বাই)।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ বিদ্যালয় কোনটি ?—একসময়ে ডি উইট ক্লিনটন হাইস্কুলের (ব্রনক্স, নুাইয়র্ক) ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২,০০০ (১৯৩৪ সালের হিসাব অনুযায়ী)। বর্তমানে ৬,০০০।

পৃথিবীর কোন দেশে বেশীর ভাগ কফি পান করে ?—সুইডেন। ১৩·৩৭ কে. জি. অথবা ২৯·৪৭ পাউণ্ড মাথা পিছু খরচ। ১৯৭৬ সালের হিসাব অনুযায়ী।

কোন দেশে প্রতিদিন লোকে বেশী পরিমাণ মাংস খায় ? উরুগুয়ের অধিবাসীরা। ৩০৯ গ্রাম প্রতিদিনের খরচ।

বাংলাভাষার কোন লিপি ব্যবহার করা হয় ?—ব্রাহ্মী লিপি।

পৃথিবীর মধ্যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাপেক্ষা ধনী ?—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম রেলষ্টেশন কোনটি ?—গ্র্যাণ্ড সেণ্টাল টার্মিনাল (নুাইয়র্ক)।

পৃথিবীর কোন দেশে মাথা পিছু চিনি খরচ হয় সব চেয়ে বেশী ?—ইস্রায়েল। দৈনিক মাথা পিছু খরচ ১৬৬ গ্রাম।

কোন উপজাতির মধ্যে পুরুষেরা দিনরাত মাথায় ঘোমটা দেয়, কিন্তু মেয়েরা কখনও মাথায় ঘোমটা দেয় না ?—সাহারা মরুভূমির টুয়ার এগ্ উপজাতি।

'বাংলো' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে ?—ভারতীয়

(হিন্দি)।

'চেরী ব্লসম'-এর জন্যে কোনদেশ বিখ্যাত ?—জাপান।

হিন্দী, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায় কোন লিপি ব্যবহার করা হয় ?—দেবনাগরী।

ভারতের সৈন্যদের সর্বোচ্চ সম্মানজনক কোন খেতাব দেওয়া হয় ?—ফিল্ড-মার্শাল।

কোন দিনে শিক্ষক দিবস পালিত হয় ?—৫ই সেপ্টেম্বর (ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণাননের জন্মদিনে এই শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। তাঁর জন্মদিন : ১৮৮৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর)।

কোন ধরনের হস্তশিল্পের জন্য মীরজাপুরের খ্যাতি ? কার্পেট।

প্রাচীন ইজিপ্টের লোকেরা কোন পাখীকে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে মনে রাখত ?—আইবিস।

ব্রাজিলের জনসাধারণ কোন ভাষায় কথা বলেন ?—পোর্তুগীজ। এটি সরকারী ভাষা।

কোন দেশে মাথা পিছু টেলিফোনের সংখ্যা বেশী ?—মোনাকো। ১০০০ জন ব্যক্তির ৬৬৫ জনের টেলিফোন আছে (১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারীর হিসাব মতে)। আমেরিকার ১০০০ জন ব্যক্তির মধ্যে ৬০১ জনের টেলিফোন আছে।

পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘতম ?—মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়—৪০০০ কক্ষ আছে।

কোন পৌরাণিক পাখী নিজের ছাই থেকে নিজেকে পুনরায় সৃষ্টি করে ও ওড়ে ?—ফিনিক্স পাখী।

মৌচাকের কোন্ মৌমাছির হুল নেই ?—ড্রোনদের।

পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম গির্জ্জা কোনটি ?—কলন ক্যাথিড্রাল (পশ্চিম জার্মানী)।

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে ধীরগামী প্রাণী কোন্‌টা ?—কচ্ছপ। এই প্রাণী প্রতি মিনিটে ৪৫৭ মিটার বেগে চলে।

সবচেয়ে বিষাক্ত মৌলিকপদার্থ কোনটা ?—প্লুটোনিয়াম তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

পৃথিবীর উচ্চতম হ্রদ কোন্‌টি ও উচ্চতা কত ?—পৃথিবীর উচ্চতম হ্রদ হল দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতের উপর অবস্থিত টিটিকাকা হ্রদ। এই হ্রদের উচ্চতা ৩,৯২০ মিটার।

কোন গাছের শাখা শান্তির প্রতীক ?—অলিভ।

দ্রুতগামী পাখী কোনটি ?—স্পাইণ টেইল্ড সুইফ্‌ট। ১৭১ কি. মি. ঘণ্টায়। ১৯৪২ সালে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র থেকে এর গতি নির্ধারণ করা হয়।

ভারতের জাতীয় পুষ্প কোনটি ?—পদ্মফুল।

পৃথিবীর কোন দেশ সর্বপ্রথম কাগজের ব্যবহার হয় ?—চীন।

ইজভেস্তিয়া দৈনিকপত্র কোন দেশ থেকে প্রকাশিত হয় ?—মস্কো (সোভিয়েট রাশিয়া)।

বিষাক্ত মাছ কোনটি ?—স্টোন মাছ। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রান্তীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী বিমান কোনটি ?—বোয়িং ৭৪৭। ৩৬২ থেকে ৪৯০ জন যাত্রী বহন করতে পারে। গতিবেগ ৯৭৫ কি. মি. ঘণ্টায়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন লাইব্রেরীতে বৃহত্তম সংখ্যার পুস্তক আছে ?—কংগ্রেস লাইব্রেরী (ওয়াশিংটন ডি. সি.)।

কোন ভারতীয় 'মিস ওয়ার্ল্ড' খ্যাতি পেয়েছেন—মিস রীতা ফারিয়া (১৯৬৯ সাল)।

এশিয়ার মধ্যে কোন দেশ সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে ?—জাপান। ১৯৭০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি।

চীনদেশ থেকে উদ্ভূত কোন জাতের কুকুর এখন পৃথিবী বিখ্যাত ?—পিকিংগিজ। স্প্যানিয়াল ও পাগ জাতীয় কুকুরের সঙ্গে সম্পর্কিত। অত্যন্ত চতুর, তবে খুবই বশ্য।

কোন জন্তুর চামড়ায় আমরা মরোক্কো চামড়া পাই ?—ছাগলের চামড়া। স্পেন ও মরক্কোর মুরেরা প্রথম এই ধরনের চামড়া তৈরী করেছিলো।

কোন পাখী কখনও নীড় রচনা করে না ?—কোকিল।

কোন মাছের জন্যে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি পৃথিবী বিখ্যাত ?—কড মাছ।

নাগাল্যাণ্ডের সরকারী ভাষা কোনটি ?—ইংরেজী। কথ্য ভাষা হলো নাগামিজ।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ফুল কোনটি ?—লিলি জাতীয় ফুল। ইন্দোনেশিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। ওজন ৬'৮ কেজি (আনুমানিক)। ফুটলে ৯ মিটারের মত পাপড়ি।

ভারতে বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন কোনটি ?—হাওড়া।

পৃথিবীর মধ্যে ছোট্ট কুকুর কোনটি ?—চি-ওয়া-ওয়া

(মেক্সিকো)।

পৃথিবীর কোন সহরে বৃহত্তম হোটেল আছে?—হোটেল রোসিয়্যা (মস্কো)। ৩২০৯ কক্ষ আছে।

প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি ?—কারউইন। স্থাপিত ১৲৫৯ (মরক্কোর ফেজ-এ)।

পৃথিবীর কোন চিড়িয়াখানায় সর্বাধিক সংখ্যার জন্তু-জানোয়ার আছে ?—পশ্চিম বার্লিনের চিড়িয়াখানায়। ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারীর হিসাবমত দেখা যায় যে, ২৩২৭ প্রজাতি, এবং মোট ১৩,৬৬৫ ধরনের নমুনা আছে।

ভারতীয় কোন মহিলা সর্বপ্রথম প্যারাশুট নিয়ে লাফ দেন ?—ক্যাপ্টেন চন্দ্র।

পৃথিবীর কোন দেশের ভাষা থেকে 'পোলা' শব্দটির উৎপত্তি ?—চীন সাধারণতন্ত্র। পুলা (Pual) শব্দ থেকে।

কোন দেশে বৃহত্তম সৈন্যসংখ্যা আছে ?—তিব্বত।

কোন জন্তু শ্রীলঙ্কার জাতীয় স্মারক চিহ্ন ?—সিংহ।

ভারতে কোন উৎসব প্রতি বারো বছর অন্তর অন্তর হয় ?—কুম্ভমেলা (এলাহাবাদ)।

ভারতের দীর্ঘতম প্ল্যাটফরম কোনটি ?—খড়্গপুর।

ভারতের কোন রাজ্যে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ?—হরিয়ানা।

ইস্রায়েলের সরকারী ভাষা হিব্রু। কিন্তু অন্য কোন ভাষায় ঐ দেশের লোক-সাধারণ কথা বলে ?—অ্যারবিক্।

ইংলন্ডে রয়েছে কেম্বিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ; আমেরিকায় এ ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় কোনগুলি ?—হার্বার্ট এবং ইয়ালে।

ভারতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোনটি ?—হিকির বেঙ্গল গেজেট।

আউস ধান, আমন ধান, ও বোরো ধান কোন্ কোন্ মাসে রোপন করা হয় ?—আউস ধান বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আমন ধান—আষাড়-শ্রাবণ মাসে ; বোরো ধান—পৌষ-মাঘ মাসে। তবে বোরো ধান সারা বছরই চাষ করা যায়।

লে-মণ্ডে দৈনিক পত্রটি কোন দেশ থেকে প্রকাশিত হয় ?—প্যারিস (ফ্রান্স)

'ফ্লেমিস' কোন দেশের সরকারী ভাষা ?—বেলজিয়াম।

ভারতে সর্ব্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার হলো 'ভারত-রত্ন'। এর পরের কোন সম্মানজনক পুরস্কার রয়েছে ?—পরপর পুরস্কারগুলি হলো ঃ পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ, এবং পদ্মশ্রী।

কোন নক্ষত্রের নাম সব চেয়ে বড় ?—নক্ষত্রের সবচেয়ে বড় নাম **Shurnarkabtis hashutu.**

আমাদের ছায়াপথে সবচেয়ে দূরের নক্ষত্র কোনটি ?—আমাদের ছায়াপথে সব থেকে দূরের নক্ষত্রটি ৮০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে।

পৃথিবীর কোন অঞ্চল সব থেকে উত্তপ্ত ?—নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়ে বলেই এই অঞ্চল সব থেকে তপ্ত।

পৃথিবীর কোন অঞ্চলে দিনের আলোয় ছায়ার দৈর্ঘ্য সমান থাকে ?—মেরু অঞ্চলে দিনের সব সময়ই ছায়ার দৈর্ঘ্য সমান থাকে। তার কারণ হলো মেরুতে সূর্য দিনের মধ্যে কখনোই দিগন্ত থেকে হেলে ওঠে বা দিগন্তের দিকে হেলে নামে না।

কোন প্রথম মহাকাশযানে প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে ?—১৯৬৭ সালের ২৩শে এপ্রিল রাশিয়া সুয়েজ-১ কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করে। এতে নভশ্চর ছিলেন কর্নেল ভ্যালাদিমির মিখাইলভিচ কোমারভ। প্যারাসুট ঠিকমত কাজ করতে পারে নি বলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনিই হলেন প্রথম মানুষ যিনি এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহান আছেন।

কোন মহাকাশযান সূর্যের দিকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল ?—১৯৭৬ সালের ১৬ই এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানীর যৌথ প্রচেষ্টায় হেলিয়স বি সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটির যন্ত্রপাতি নির্মিত হয়েছে দুটি দেশের যৌথ উদ্যোগে।

পৃথিবীর কোন অঞ্চল সব থেকে ঠান্ডা ?—দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের উষ্ণতা সব থেকে কম। শীতের দিনে এই উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রির (সেণ্টিগ্রেড) নিচে দশ থেকে ত্রিশ ডিগ্রীর পর্যন্ত নেমে যায়।

নাবিকরা কোন ধরনের মানচিত্র ব্যবহার করেন ?—নাবিকরা যে মানচিত্র ব্যবহার করেন তা আঁকা হয় ১৬শ শতাব্দীর ফ্লেমিশ কার্টোগ্রাফার ও গণিতবিদ মের্কাতের পদ্ধতিতে। তাকে বলা হয় 'মের্কাতরের অভিক্ষেপ'।

কোন নক্ষত্রটি সব চেয়ে উজ্জ্বল ?—সিরিরাস হলো উজ্জ্বল নক্ষত্র। আবার একে ডগস্টার বলা হয়।

একটা দৈত্যের নাম অনুসারে কোন ধাতুর নাম দেওয়া হয়েছে ?—নিকেল। জার্মান শব্দ কুফারনিকেল থেকে

শব্দটা নেওয়া হয়েছে। আর কুফারনিকেল কথাটার অর্থ তাম্র দৈত্য।

মানুষের শরীরের কোন জায়গায় 'হ্যামার, বা 'হাতুড়ি' আছে?—মধ্য কর্ণে তিনটে ক্ষুদ্রাস্থির মধ্যে একটির নাম হ্যামার বা হাতুড়ী।

কোন কবির রচিত কবিতা—দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত?—রবীন্দ্রনাথের। ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত তার লেখা কবিতা।

কোন মাছের গা থেকে সমুদ্রে জলের তলায় আলো দেখা যায়?—জোল ফিস।

'ধানের বাটি' কোন অঞ্চলকে বলা হয়?—চীনের হুনান অঞ্চলকে 'ধানের বাটি' বলে।

কোন পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক সবচেয়ে কম?—হিলিয়ামের।

কোন আধুনিক দেশে প্রাচীন সুমেরিয়া ছিল?—ইরাকে।

রেডিয়াম আবিষ্কার করা হয় কোন দেশে?—ফ্রান্সে।

সবচেয়ে কম দিন বাঁচে কোন পতঙ্গ?—মাছি। ১৮ থেকে ১৯ দিন বাঁচে।

চীন আয়তনে পৃথিবীতে কোন স্থান অধিকার করে।—চীন আয়তন পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

জ্যোতি বসু প্রথম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন কোন সালে?—১৯৮০ সালে।

কোন গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে?—বাঁশ গাছ।

কোন মাছ শত্রু দেখলে বাচ্চাকে মুখে পুরে নেয়?—কই মাছ।

সমুদ্রের কোন প্রাণী বাবার সঙ্গে থাকতে ভালবাসে?—সামুদ্রিক ঘোড়া (সী হর্স)।

স্থলভাগের সবচেয়ে বড় প্রাণী কোনটা?—আফ্রিকার হাতি (এর ওজন প্রায় সাড়ে ছ' টন। উচ্চতা তিন-মিটারের বেশী।

কোন ঘটনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন?—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

বামাচারী কাদের বলে?—তন্ত্রমতে যে পুরুষ পঞ্চমকারের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে চান তাঁকেই বলা হয় বামাচারী।

কৃষিকাজ আবিষ্কারের সম্পূর্ণ খ্যাতি কাদের প্রাপ্য? বাগিচা চাষ থেকেই কৃষিকাজের বিস্তার। বাগিচা চাষ নারীদের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়েছিল।

সফিস্ট কাদের বলা হতো?—বাগ্মীতা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ভ্রাম্যমান শিক্ষকরূপে প্রাচীন গ্রীসে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে একদল শিক্ষকের উদ্ভব ঘটে। এদের সফিস্ট বা কূটতার্কিক বলে অভিহিত করা হতো। এরা কোনো বিশেষ দার্শনিক মতের অনুসরণ করতেন না। প্রচলিত মতামতকেই তাঁরা শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখা করে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতেন।

ম্যানেজার কাদের বলে?—বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা মূলতঃ ধনতান্ত্রিক প্রথায় চলেছে; এবং যেখানে শিল্পপতি, শ্রমিক, ব্যাঙ্কার ইত্যাদি রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী একটা মতাদর্শ গড়ে উঠেছে; এই ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় রাখা এবং এইসব কাজের তদারকির দায়দায়িত্ব যে-সব ব্যক্তি গ্রহণ করেন তাঁদেরই বলে ম্যানেজার।

'হোয়াইট কলার' মধ্যবিত্ত কাদের বলে?—যে সব অনুন্নত দেশে বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্তরা (বুদ্ধি যাদের জীবিকা এই অর্থে) সরকারী আমলাদের পদে আসীন হয়ে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা পরিকল্পনায় নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন তাঁদেরই বলে 'হোয়াইট কলার' মধ্যবিত্ত।

'অ-জীবিকা' কাদের বলা হয়?—ভারতবর্ষে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রচারের সময় অ-জীবিকা নামক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোশাল বলে এক ব্যক্তি। অ-জীবিকা সম্প্রদায়ের অভিমত অ-জীবিকাবাদ বলে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাসে ব্যাখ্যাও হয়েছে।

'নিষাদ' বলা হয় কাদের?—অনু-আর্য জাতি। রামায়ণে নিষাদ জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্রা মাতা থেকেই নিষাদ জাতির উৎপত্তি।

'দি গোল্ডেন বাউ' কার রচনা?—জেমস জর্জ ফ্রেজার (১৮৫৪—১৯৪১)।

'দি মাদার্স' কার রচনা?—আর ব্রিফ্‌ফলট।

'সামাজিক প্রবন্ধ' কার রচনা?—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

'ম্যান মেকস্ হিমসেলফ' বইখানি কার রচনা?—গর্ডন চাইল্ড।

'রিলিজিয়ন এ্যান্ড দি রাইস অব ক্যাপিটালইজম' বইটি কার রচনা ?—আর. এইচ. টনি।

'দি মাউন্ড এ্যান্ড সোসাইটি' বইটি কার রচনা ?—ভি. প্যারেটো।

'এ্যান্টিডুরিং' পুস্তকখানি কার রচনা ?—ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ (১৮২০—১৮৯৫ খৃঃ)

'ক্রিয়েটিভ ইভল্যুশন' কার রচনা ?—হেনরী বার্গস (১৮৫৯—১৯৪১ খৃঃ)। ফরাসী দেশের স্বনামধন্য দার্শনিক।

'দি ফ্যামিলি অ্যামং দি অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিনস' বইখানি কার রচনা ?—ব্রোনিস্‌ল ম্যালিনোস্কি (১৮৮৪—১৯৪২)

'সোস্যাল এভল্যুসন' পুস্তকখানি কার রচনা ?—গর্ডন চাইল্ড।

'রাইম অফ দি অ্যানসিয়েন্ট মেরিনার' কবিতাটি কার লেখা ?—ইংরেজ কবি কোলরীজের।

ক্রাইম এ্যান্ড প্যানিশমেন্ট বইটা কার লেখা ?—রুশ সাহিত্যিক দস্তোয়েভস্কির লেখা।

লা মিজারেবল্ কাব্যগ্রন্থ কার লেখা ?—ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্টর হুগোর।

'গান্ধী' চলচ্চিত্রের হিন্দি-ভাষ্যে বেন কিংসলের মুখে যে সংলাপ আছে সেটা কার কন্ঠস্বর ?—পঙ্কজ কাপুরের।

ওয়ার এ্যান্ড পীস বইটা কার লেখা ?—লিও টলস্টয়ের।

অড টু নাইটিঙ্গেল কবিতাটি কার লেখা ?—ইংরেজ কবি কীটসের।

কার জন্মদিনের স্মরণে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক-দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয় ?—প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি স্বর্গত ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের।

সর্বহারা কারা ?—নিজের শ্রম ছাড়া যাদের আর কোনো সম্পদই নেই তারাই হলো সর্বহারা।

চাঁদের বুকে প্রথম পদক্ষেপ করেন কারা ?—অ্যাপোলো-১১ চড়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন নীল আর্মস্ট্রং, এড্ুইন অ্যালড্রিন আর মাইকেল কলিন্স। ২১শে জুলাই ১৯৬৯ সালে সকাল আটটা ছাব্বিশ মিনিটে মূলযান অ্যাপোলো-১১ থেকে বেরিয়ে আসা চন্দ্রযান ঈগল থেকে পৃথিবীবাসী আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিন চাঁদের মাটিতে পা রাখেন।

বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব কার ?—কৃষ্ণকুমার মিত্র বিলাতি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব দেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তিনি এই প্রস্তাব দেন।

Time Machine গ্রন্থটি কার লেখা ?—এইচ-জি-ওয়েলস্।

India wins freedom গ্রন্থটি কার লেখা ?—মৌলানা কালাম আজাদ।

'গোদান' গ্রন্থখানি কার লেখা ?—মুন্সী প্রেমচাঁদ।

কার অভিভাবকত্বে শিবাজীর শৈশব কাটে ?—দাদাজী কোন্ডদেব।

'গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া' কার সম্মানে নির্মিত হয় ?—রাজা পঞ্চম জর্জ।

মানবগোষ্ঠীর নিদর্শনকে মর্গান কটি ভাগে ভাগ করেছেন ?—বন্য দশায় মানবগোষ্ঠী, বর্বর দশায় মানব গোষ্ঠী ও সভ্য দশায় মানব সমাজ—মোট তিনটি ধাপে এবং প্রাচীন ট্রাইবাল সমাজ ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাজ নিয়েই মানবগোষ্ঠী কালে কালে নিজেদের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

মানুষের বিবর্তনের ধাপ লক্ষ্য করতে আমরা কটি স্তর লক্ষ্য করি ?—প্রথম ধাপ হলো ঃ বনের ফলমূল সংগ্রহ করে জীবনযাত্রা। মর্গান যাকে বলেছেন বন্য দশা এবং নৃতাত্ত্বিকরা যাকে বলেছেন প্রাচীন প্রস্তর যুগ।

দ্বিতীয় ধাপ হলো ঃ খাদ্য উৎপাদন করে জীবনযাত্রা। মর্গান যাকে বলেছেন বর্বর দশা এবং নৃতাত্ত্বিকরা যাকে বলেছেন নব্য প্রস্তর যুগ।

তৃতীয় ধাপ হলো ঃ নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা ও উৎপাদন প্রণালীর বিকাশ। মর্গান যাকে বলেছেন সভ্য দশা। এটি অবশ্য (ক) ব্রোঞ্জ যুগ (খ) প্রাচীন লৌহ যুগ (গ) সামন্ততন্ত্র (ঘ) ধনতন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

ব্লাড সিস্টেমের ভিত্তিতে মানবজাতিকে কটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?—কোনো কোনো বিজ্ঞানী ব্লাড গ্রুপের ভিত্তিতে মানবজাতিকে পাঁচটি জাতিতে বিভক্ত করেছেন। (ক) ককেশীয় (শ্বেত) (খ) নিগ্রোয়েড (কৃষ্ণ) (গ) মঙ্গোলয়েড (পীত), (ঘ) আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান (ঙ) অস্ট্রালয়েড।

বৌদ্ধধর্ম-দর্শনকে ক'টি ভাগে ভাগ করা যায় ?—(১) বৈভাষিক সম্প্রদায়, (২) সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়, (৩) যোগাচার সম্প্রদায়, (৪) মাধ্যমিক সম্প্রদায়।

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিকে ক'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?—ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (১) নাস্তিক সম্প্রদায় (বেদ বিরোধী অর্থে) : (ক) লোকায়ত (খ) বৌদ্ধ (গ) জৈন। (২) আস্তিক সম্প্রদায় : (ক) সাংখ্য (খ) যোগ (গ) ন্যায় (ঘ) বৈশেষিক (ঙ) পূর্ব-মীমাংসা (চ) উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত।

চাঁদের উষ্ণতা কেমন ?—মাথার ওপর সূর্য এলে চাঁদের উষ্ণতা দাঁড়ায় ২৪৩° ফারেনহাইট। সূর্যাস্তের সময় উষ্ণতা দাঁড়ায় ৫৮° ফারেনহাইট। আর রাতে দাঁড়ায়—২৬১° ফারেনহাইট।

পৃথিবীর আকৃতিটা কেমন ?—পৃথিবীর আকৃতি হলো অভিগোলক।

চাঁদের আবহাওয়া কেমন ?—চাঁদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বেড়েছে মহাকাশযানের কল্যাণে। চাঁদে জল নেই, হাওয়া নেই, সুতরাং সেখানে জীবনের অস্তিত্ব নেই। চাঁদে বাতাস নেই বলে শব্দের কোনো গতিবেগ নেই। চাঁদের আকর্ষণ বেগের ছ'ভাগের এক ভাগ (প্রায়) চাঁদে অবহ-মণ্ডল নেই বলেই জীব ও উদ্ভিদের বাসযোগ্য নয়।

চলতারকা (Variable Star) কাদের বলে ?—আকাশের কোনো কোনো তারকার দীপ্তি হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এই দীপ্তি কখনও অত্যন্ত নিয়মিত এবং কয়েক ক্ষেত্রে অনিয়মিত। এইসব তারকাদের বলে চলতারকা, **Vairable Star**।

বুধ গ্রহের আবহাওয়া কেমন ?—বুধ হলো সূর্যের নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব হলো ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ কিলোমিটার (প্রায়)। দিনের বেলায় বুধ যখন সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তখন তার উষ্ণতা হলো ৩৬০° সেণ্টিগ্রেড। এই তাপে সীসে পর্যন্ত গলে যাবে। বুধের যে দিকে অন্ধকার অর্থাৎ রাত তখন সেখানকার উষ্ণতা ২০° সেণ্টিগ্রেড। এ উষ্ণতা আমাদের ঘরের তম এই ক্ষুদ্র গ্রহে অভিকর্ষ কম, বায়ুমণ্ডল নেই বললেই হয়। সুতরাং এই নির্দয় গ্রহে কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী জন্মাতে ও বাঁচতে পারে না।

ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক কে কত সালে আবিষ্কার করেন ?—বৃটিশ বিজ্ঞানী জেমস্ ডুয়ারে ১৮৯২ সালে ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক আবিষ্কার করেন।

কতকগুলি লবণাক্ত ও স্বাদুজলের হ্রদের নাম কর।—লবণাক্তজলের হ্রদ হল—মরুসাগর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটা ইত্যাদি ও স্বাদু জলের হ্রদ হল—জেনেভা হ্রদ, অণ্টেরিও হ্রদ।

নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলচ্চিত্রে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ?—নির্বাক ছবি চোরকাঁটা ও চাষার মেয়ে যখন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলো তখন দর্শকদের সঙ্গে ছবির নির্মাতারা ছবি দেখতে দেখতে একটা বিশেষ শূন্যতা অনুভব করলেন। সেই চিন্তা থেকে আবহ সঙ্গীতের উদ্ভব হল। কিন্তু নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে আবহ সঙ্গীত আগে থেকে রেকর্ড করা সম্ভব ছিল না। খ্যাতনামা যন্ত্রবিদরা ছবি চলবার সময় সামনে বসে থেকে ছবির কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজনা বাজাতেন। বেশীরভাগ সময়েই ব্যবহার করা হত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর।

বঙ্গভঙ্গ কত সালে রদ হয় ?—১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল।

ভারতে কবে থেকে দূরদর্শন'-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ?—দিল্লীতে ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

কবে থেকে ভারতে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চলতে শুরু করে ?—১৯২৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী। বোম্বাই থেকে কুরলা।

মাদ্রাজে কবে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চলতে শুরু করে ?—১৯১৩ সালের ১১ই মে। মাদ্রাজ থেকে টামবারাম।

কলকাতায় প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে কবে ?—১৯০২ সালে।

কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম কবে চলে ?—১৮৮১ সালে।

ভারতের ডাক বিভাগ কবে থেকে কাজ শুরু করে ?—১৮৫৪ সালে।

নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয় কবে ?—১৯৪৫ সালে ৯ই আগষ্ট।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন কবে ?—১৯৭৫ সালে।

ভারতের ওপর চীন প্রথম করে আক্রমণ করে ?—১৯৬২ সালের ১৯শে সেপ্টবর।

কবে প্রচুর পরিমাণ উল্কাপাত হয়েছিল ?—সবচেয়ে বেশী উল্কাপাত হয়েছিল ১৯৬৬ সালের ১৬-১৭ নভেম্বর।

সব চেয়ে বৃহত্তম উল্কাপাত কবে হয়েছিল ?—১৯৭৬ সালের ৮ই মার্চ চীনে ৩৯০২ পাউণ্ডের একটি বৃহত্তম উল্কাপাত হয়েছিল।

কবে প্রথম চাঁদের অপর পিঠের ছবি পাওয়া গেছিল ? —১৯৫৯ সালের রাশিয়ার মহাকাশ যান লুনিক-৩ চাঁদের অপর পিঠের ছবি পাঠায়।

গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের পর পর সাতটা শীর্ষ সম্মেলন কবে কোথায় বসেছে ?—প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৬১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বেলগ্রেডে, দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে বেলগ্রেডে, তৃতীয় সম্মেলন হয় ১৯৭০।

গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের অষ্টম শীর্ষবৈঠক কবে কোথায় বসে ?—জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারেতে ১৯৮৬ সালের ১লা সেপ্টম্বর এই শীর্ষবৈঠক শুরু হয়।

কারা কবে প্রথম চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন ?—মার্কিন মহাকাশচারী জেমস এ লোভেল উইলিয়াম এ অ্যাণ্ডার্স ও ফ্র্যাংক বরম্যান ১৯৬৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর অ্যাপোলো-৮ এ চড়ে প্রথম চাঁদকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

সঞ্জয় গান্ধী নিহত হন কবে ?—১৯৮০ সালের ২৩শে জুন নতুন দিল্লীতে বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধী নিহত হন।

গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয় কবে এবং তখন এর নেতৃত্বে ছিলেন কারা ?—১৯৬১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু, মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ ও ঘানার প্রেসিডেণ্ট নক্রুমার নেতৃত্বে ২৫টি দেশকে নিয়ে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ বা জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়।

বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম ব্যবহার হয় কবে ?—১৯৩২ সালের মার্চে 'নটীর পূজা' ছবিতে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রয়োগ করা হয়েছিল। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ছাত্রছাত্রীরা এতে অভিনয় করেন। স্বয়ং ররীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এই ছবিতে দেখা গেছে। একটি অনুষ্ঠানকে ছবিতে তুলে রাখা হয়েছিল। তাই একে চলচ্চিত্র বলতেও অনেকের আপত্তি আছে।

ন্যাশনাল হেরাল্ড দৈনিক পত্রিকাটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ?—দিল্লী এবং লক্ষ্নৌ থেকে।

'আল আহরাম' দৈনিক পত্রটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ?—কায়রো (মিশর)।

'প্রাভদা দৈনিক পত্রিকা কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ? —মস্কো (সোভিয়েট রাশিয়া)।

পিপলস্ ডেইলি দৈনিক পত্রিকা কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ?—বেইজিং (চীন)।

'তেজ' দৈনিক পত্রিকা কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ?—উর্দু ভাষায় এই পত্রিকাটি দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

'ইকনমিক টাইমস্' দৈনিক পত্রিকা কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ?—বোম্বাই।

'বিশ্বামিত্র' দৈনিক পত্রিকাটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ?—একযোগে কলিকাতা পাটনা, বোম্বাই ও কানপুর থেকে।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কবে হয়েছিল ?—১৯০৫ সালে ২০ জুলাই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

'বেদুইন কাদের বলে ?—আরব, উত্তর আফ্রিকার একটি যাযাবর গোষ্ঠী।

কুশীদজীবী কাদের বলে ?—সাধারণতঃ চড়া হারে সুদে টাকা ধার দেয়।

ডন পত্রিকা কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ?—করাচী (পাকিস্তান)।

স্টেটসম্যান পত্রিকা কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ?—কলিকাতা ও নিউ দিল্লী থেকে।

স্যাটার্ন শব্দটি কোথা থেকে এসেছে এবং শব্দটির অর্থ কি ?—ল্যাটিন। বীজবপন করা।

'মালয়েশিয়া কবে গঠিত হয় ?—১৯৬৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর।

জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু হয় কবে ?—১৯৬৪সালের ২৭ শে মে।

ক'টি ধূমকেতু আবিস্কৃত হয়েছে ?—কয়েক হাজার ধূমকেতু আজ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে।

পৃথিবীর ক'টা উপগ্রহ আছে ?—পৃথিবীর একটি উপগ্রহ এবং সেটি হলো চাঁদ।

কোন গ্রহের ক'টা উপগ্রহ ?—

গ্রহ	উপগ্রহ
পৃথিবী	একটি

মঙ্গল	দুটি
বৃহস্পতি	বারোটি [আরও দু'তিনটি উপগ্রহ আছে, এ কথা বলেছেন বিজ্ঞানীরা]
শনি	দশটি
ইউরেনাস	পাঁচটি [আরও একটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে]
নেপচুন	দুটি

বুধ শুক্র ও প্লুটোর কোনো উপগ্রহ নেই।

সূর্যের আবহমণ্ডলে কটি স্তর? স্তরগুলির নাম কি কি?—সূর্যের আবহমণ্ডলের তিনটি স্তর। এই তিনটি স্তর হলো ; ফটোস্ফিয়ার, ক্রেমোস্ফিয়ার ও করোনা।

পৃথিবীকে কটি সময় মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে?—পৃথিবীকে বারোটি সময় মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে।

চীনের দীর্ঘ প্রাচীর কত লম্বা?—২,১৫০ মাইল লম্বা। আরও ১,৭৮০ মাইল গিয়েছে শাখা-প্রশাখা হিসাবে।

ভারতে কত বছর বয়স পর্যন্ত রেলওয়েতে ভাড়া লাগে না?—৫ বছর বয়স পর্যন্ত।

লং প্লেইং রেকর্ড এক মিনিটে ক'পাক ঘোরে?—৩৩⅓ আর. পি. এম।

ভারতীয় রেলপথে রেল ষ্টেশনের সংখ্যা কত?—প্রায় ৭,১০০র মত।

ভারতীয় রেলপথকে কটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে?—৯টি অঞ্চলে।

ক'দিস্তা কাগজে এক রিম কাগজ হয়?—২০ দিস্তে।

ভারতীয় রেলপথ দৈনিক কত মাল বহন করে?—দশ লক্ষ টনের ওপর।

খাঁটি সোনার মাপ হয় ক্যারাটে। খাঁটি সোনায় কত ক্যারেট সোনা থাকে?—২৪ ক্যারাট।

ভারতের কত সালে প্রথম ডাকটিকিট প্রচলিত হয়?—১৮৫৪ সালে।

একশ পয়সায় এক টাকা হয়। একশ কোপেকে কত হয়?—এক রুবল।

একটি পূর্ণ বয়স্ক অষ্ট্রেলিয়ান ক্যাঙারু ১½ মিটারের মত লম্বা হয়। জন্মাবার সময় এর মাপ কতটা?—২ সে·মি· লম্বা।

বর্তমানে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য দেশের সংখ্যা কত?—১০১।

ম্যাগসেসে পুরস্কারের আর্থিক মূল্য কত?—নগদ ২০ হাজার ডলার। এছাড়া আছে একটি প্রশস্তিপত্র।

সূর্য পৃথিবী থেকে কত গুণ বড়?—প্রায় তের লক্ষ পৃথিবী একসঙ্গে জড়ো করলে তবেই সূর্যের আয়তনের সমান হয়।

সূর্য থেকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের গড় দূরত্ব কত? সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এদের কত সময় লাগে?—

গ্রহদের নাম	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে
বুধ	৫ কোটি ৭৯ লক্ষ কি.মি. (প্রায়)	৮৮ দিন (প্রায়)
শুক্র	১০ কোটি ৮২ লক্ষ কি.মি. (প্রায়)	২২৫ দিন (প্রায়)
পৃথিবী	১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কি. মি. (প্রায়)	৩৬৫¼ দিন (প্রায়)
মঙ্গল	২২ কোটি ৭৯ লক্ষ কি.মি. (প্রায়)	৬৮৭ দিন (প্রায়)
বৃহস্পতি	৭৭ কোটি ৮৩ লক্ষ কি.মি. (প্রায়)	১২ বছর (প্রায়)
শনি	১৪২ কোটি ৭০ লক্ষ কি.মি. (প্রায়)	২৯½ বছর (প্রায়)
ইউরেনাস	২৬৮ কোটি ৯৬ লক্ষ কি.মি. (প্রায়)	৮৪ বছর (প্রায়)
নেপচুন	৪৪৯ কোটি ৬৭ লক্ষ কি.মি. (প্রায়)	১৬৫ বছর (প্রায়)
প্লুটো	৫৯০ কোটি ৭২ লক্ষ কি.মি. (প্রায়)	২৪৮ বছর (প্রায়)

সূর্যগ্রহণের সর্বোচ্চ স্থিতিকাল কতটা?—সূর্যগ্রহণের দীর্ঘতম পূর্ণ কলা হলো ৭½ মিনিট। গ্রহণের সব কলা ৪½ ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে।

পৃথিবীর কৌণিক মাপ কত?—গোলীয় পৃথিবীর পরিধির কৌণিক মাপ ৩৬০°।

এক ঘণ্টায় কত ডিগ্রী সময়-মণ্ডলের পার্থক্য হয়?—প্রতি ঘণ্টায় ১৫° ডিগ্রী সময় মণ্ডলের পার্থক্য হয়।

পৃথিবীর ওজন কত?—পৃথিবীর ভর হলো $৫·৯৭৪ \times ১০^{২৭}$ গ্রাম বা প্রায় ৬০০০ ট্রিলিয়ন টন এটাই হলো পৃথিবীর ওজন। এখানে ভর ও ওজন সমার্থক।

পৃথিবীর বয়স কত ?—পৃথিবীর বসয় পাঁচশ কোটি বছরের মত।

পৃথিবীর আয়তন কত ?—পৃথিবীর আয়তন প্রায় একান্ন কোটি বর্গমাইল।

মঙ্গল গ্রহ কত বছর অন্তর অন্তর পৃথিবীর কাছে আসে ?—প্রায় প্রতি পনের বছর মঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে এবং উজ্জ্বল হয়।

নিরক্ষবৃত্ত ধরে পৃথিবীটা ঘুরলে কত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা হবে ?—৩৯,৮৪৩·৯২ কিলোমিটার।

সূর্যের তাপ ও আয়তন কত ?—সূর্যের অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা হলো প্রায় ১৬,০০০,০০০k (কেলভিন) সূর্যের গড় ব্যাস হলো ৮৬৫,১৭০ মাইল।

পৃথিবীতে কোনো বস্তুর ওজন যদি ১ কেজি হয় তবে চাঁদে তার ওজন কত হবে ?—ওজন হবে ১/৬ কে.জি, (প্রায়)।

টমাস মরগ্যান মানুষের জীনের সংখ্যা কত বলেছিলেন ?—মানুষের জীনের সংখ্যা ২৪।

ভাকরা বাঁধের উচ্চতা কতো ?—২২৬ মিটার।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স কতো ?—৬৫ বছর।

ব্যাডমিণ্টন নেটের কেন্দ্রস্থলের উচ্চতা কতো ?—৫ ফিট।

ক্রিকেট বেইল (Bail) এর দৈর্ঘ্য কতো ?—৪ ৩/৮ ইঞ্চি।

১৯৭৫ সালের এশীয় বাস্কেটবল প্রতিবোগিতায় ভারতের স্থান কতো ছিল ?—৬ষ্ঠ।

ক্রিকেট স্ট্যাপের উচ্চতা কতো ?—৭১·১২ মিটার।

লন টেনিস নেট এর উচ্চতা কতো ?—৮০·৫ সে মি.

দাবার বোর্ডে কতগুলি বর্গক্ষেত্র আঁকা থাকে ?—৬৪টি।

রাগবি খেলায় একটি দলে কতো জন খেলোয়াড় থাকে ? ১৫ জন।

কত সালে হিন্দু বিধবা পুনঃবিবাহ প্রথা আইনত, স্বীকৃত হয় ?—১৮৫৬।

কত সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয় ?—১৯৪২।

বক্সিং রিং এর মাপ কত ?—১৪ থেকে ২০ স্কোয়ার ফিট।

১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতে কত জন ভাইসরয় ছিলেন ?—তের জন।

হিমালয়ের ত্রিশূল শৃঙ্গের উচ্চতা কত ?—৭১২০ মিটার।

ক্রিকেট স্টাপের দৈর্ঘ্য কত ?—মাটির উপরে ২৮ ইঞ্চি।

কোন সাহিত্যিক 'বনফুল' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন ?—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

কত সালে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ?—১৯১৭।

ওলিম্পিক গেমসে বাস্কেটবলকে প্রথম অন্তর্ভুক্ত করা হয় কত সালে ?—১৯৩৬।

আইরিশ প্রজাতন্ত্রের জনক ডি. ভ্যালোরার মৃত্যু হয় কত সালে ?—১৯৭৫।

কত সালে 'কুতুব মিনার' নির্মিত হয় ?—১১৯৯ সালে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় কত সালে ?—১৯১৪।

নীল নদের দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার ?—৬৫০০ কিলোমিটার।

একটি ক্রিকেট বলের পরিধি কত ?—প্রায় ৯ ইঞ্চি।

ভারত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় কত সালে ?—১৯৫০ সালে।

ভারতের জাতীয় পতাকার দৈঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কত ?—৩·২।

ক্রিকেট পিচ্ এর দৈর্ঘ্য কতো ?—২০·১২ মিটার।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয় কত সালে ?—১৭৭৫ সালে।

গুর্খা যুদ্ধ শুরু হয় কত সালে ?—১৮১৪ সালে।

নীল নদের দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার ?—৬৫৩০ কিলোমিটার।

উড়িষ্যা চিল্কা হ্রদের দৈঘ্য কত ?—৭০ কিলোমিটার।

'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে কত সালে ?—বাংলা ১১৭৬ সালে।

'ত্রিপশ মিশা' ভারতে আসেন কতো সালে ?—৯৪২ সালে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব কত দিন স্থায়ী হয় ?—১০ দিন।

সুয়েজ খাল কত সালে খোলা হয় ?—১৮৬৯ সালে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কতদিন যাবৎ চলেছিল ?—চার বছর আটত্রিশ দিন।

আওরঙজেব কতো বছর রাজত্ব করেছিলেন ?—প্রায় ৫০ বছর।

সান ইয়াং সেন এর মৃত্যু হয় কতো সালে ?—১৯২৫ সালে।

ভারত থেকে ব্রহ্মদেশ পৃথক হয়েছিল কতো সালে ?—১৯৩৭ সালে।

ভারতের বর্তমান আয়তন কত ?—৩২৮—৭৭৮২ বর্গ কিমি.

দিল্লীর কুতব মিনারের উচ্চতা কত ফুট ?—২৯০ ফুট।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কত সালে ?—১৯৩০।

মাদার টেরেসা 'ভারত রত্ন' উপাধি লাভ করেন কত সালে ?—১৯৮০।

মানুষের কতগুলি পঞ্জরাস্থি (Rib) থাকে ?—২৪টি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কতো সালে দেহত্যাগ করেন ?—১৯২৫ সালে।

বর্তমানে ভারতের সংবিধানে ক'টি মৌলিক অধিকার আছে ?—ছটি।

সুব্রত কাপের ফুটবল খেলোয়াড়দের নর্ব্বোচ্চ বয়ঃসীমা কতো ?—১৭ বছরের কম।

ওলিম্পিক ক্রীড়ায় টেনিস খেলাকে প্রথম অন্তর্ভুক্ত করা হয় কতো সালে ?—১৮৯৬ সালে।

সংক্ষিপ্ত অক্ষর

অক্সন ?—অফ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি।

আই. এ. এস ?—ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্টেটিভ সার্ভিস।

আই. এন. এ. ?—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি।

আউ. এ. এ. আই ?—ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া।

আই. এন ?—ইণ্ডিয়ান নেভি।

আই. সি. সি. ?—ইণ্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স।

আই. আই. পি. এ ?—ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অব পাবলিক অ্যাডমিনিসট্রেশন।

আই. এ. ডি. এফ ?—ইণ্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ডেভলপমেণ্ট ফাণ্ড।

আই. আই. এ. আর ?—ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এগরিকালচারাল রিসার্চ।

আই. এ. ই. সি ?—ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন।

আই. এফ. এস ?—ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস।

আই. বি. ডব্লু. এল ?—ইণ্ডিয়ান বোর্ড অফ ওয়াইল্ড লাইফ।

আই. এফ. টি. ইউ ?—ইনটারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস।

আই. এ. এফ. ?—ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স।

আই. ই. এস ?—ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস।

আই. সি. আই ?—ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ।

আই. সি. আর. সি ?—ইনটারন্যাশনাল কমিটি অফ দি রেড ক্রস।

আই. সি. এম. আর ?—ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ।

আই. এ. সি ?—ইণ্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল কোর।

আই. ডি. পি. এল ?—ইণ্ডিয়ান ড্রাগস্ অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিকালস লিমিটেড।

আই. সি. বি. এম ?—ইনটার কন্টিনেনট্যাল ব্যালাসটিক মিসাইল্।

আই. এফ. এ. ?—ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

আই. এস. আই.?—ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্স ইনষ্টিট্যুট।

আই. সি. এ. ও. ?—ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশন।

আই. আই. টি .—ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অফ টেকনোলজি।

আই. এ. এম. সি ?—ইনটারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশান।

আই. ই. এস ?—ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস।

আই. সি. এফ. টি. ইউ ?—ইনটারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি টেড ইউনিয়নস।

আই. এল, ও ?—ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশান।

আই. সি. এইচ. আর।—ইণ্ডিয়ান কাউনসিল অব

হিস্টোরিকাল রিসার্চ।

আই. টি. ইউ।—ইনটারন্যাশনাল টেলিকম্যুনিকেশান ইউনিয়ন।

আই. এম. এস।—ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস।

আই. কিউ।—ইনটেলিজেণ্ট কোশেণ্ট।

আই. এম. এফ ?—ইণ্টারন্যাশনাল মানিটারি ফাণ্ড।

আই. পি. সি ?—ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড।

আই. ও. সি ?—ইণ্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি।

আই. পি. এস ?—ইণ্ডিয়ান পোলিস সার্ভিস। ইণ্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস।

আই. এম. এ ?—ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমী।

আই. টি. ও ?—ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশান। ইনকাম ট্যাক্স অফিসার।

আই. এন. টি. ইউ. সি ?—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।

আই. এস. টি ?—ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম।

আই. এস. আর. ও ?—ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশান।

আই. সি. জে ?—ইণ্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাষ্টিস।

আই. পি. আই ?—ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস ইন্‌ষ্টিট্যুট।

আর. এ. এফ ?—রয়্যাল এয়ার ফোর্স।

আর. টি. ও ?—রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট অফিসার। রোড ট্রাফিক অফিসার।

আর. এস. এস ?—রাস্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ।

আর. বি. আই ?—রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া।

আর. এস. ভি. পি ?—রিপ্লাই ইফ ইউ প্লিজ।

আর. এস. পি ?—রেভলিউশনারি সোসালিষ্ট পার্টি।

আর. পি. এম ?—রেভলিউশান পার মিনিট।

আর. এন. এ ?—রাইব্যোনিউক্লিক অ্যাসিড।

আর. সি. সি ?—রেইনফোর্সড সিমেণ্ট কন্‌ক্রিট।

R. B. C.-এর সম্পূর্ণ কথাটা কি ?—রেড ব্লাড করপাসেল।

ই. এফ. টি. এ ?—ইউরোপীয়াম ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশান।

ই. ডি. সি ?—ইউরোপীয়াম ডিফেন্স কমিউনিটি।

ই. সি. টি ?—ইলেকট্রো কনভ্যালস্যাণ্ট থোপি ইলেকট্রিক শক ট্রিটমেণ্ট।

ই. সি. জি ?—ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম।

ই. সি. ই ?—ইকনমিক কমিশন ফর ইউরোপ।

ই. অ্যাণ্ড. ও. ই ?—এররস্‌ অ্যাণ্ড ওমিশানস এক্‌সেপ্‌টেড।

ই. সি. এম ?—ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট।

ই. ই. সি ?—ইলেক্‌ট্রো এন্‌সেফ্যালোগ্রাফী।

ইকোসোক ?—ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল কাউন্সিল।

ই. সি. জি. সি ?—এক্সপোর্ট ক্রেডিট অ্যা ড গ্যারাণ্টি করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া।

ই. ই. জি ?—ইলেকটো এন্‌সেফ্যালোগ্রাফী।

ই. সি. এ, এফ, ই ?—ইকনমিক কমিশান ফর এশিয়া অ্যাণ্ড ফার ইস্ট।

ই, ই, সি ?—ইউরোপীয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি।

ই, এম, ইউ ?—ইলেক্‌ট্রিক মাল্‌টিপল ইউনিট।

ই, এস, আই ?—এমপ্লয়িজ স্টেট ইন্‌সিয়োরেন্স স্কীম।

ই, আর ?—ইষ্টার্ণ রেলওয়ে।

ই, এম, এফ ?—ইলেক্‌ট্রো মোটিভ ফোর্স।

ইনটারপেলে ?—ইনটারন্যাশনাল পুলিশ অর্গাইজেশন।

ইনটেলেক্স ?—ইনটারন্যাশনাল টেলিপ্রিণ্টার এক্সচেঞ্জ।

ইকসন ?—ইন্ডিয়ান ষ্টিল ওয়ার্কাস কনস্ট্রাকশন কম্পানী।

ইউ. কে ?—ইউনাইটেড কিংডম।

ইউ. এন. আই. ডি. ও ?—ইউনাইটেড নেশন্‌স ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট অর্গাইাইজেশান।

ইড. এন. আই ?—ইউনাইটেড নিউজ অফ ইণ্ডিয়া।

ইউ. এন. ই. এস. সি. ও ?—ইউনাইটেড নেশান্‌স এডুকেশানাল সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশান।

ইউ. পি. এস. সি ?—ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন।

ইউ. এস. আই. এস ?—ইউনাইটেড স্টেটস ইউফরমেশন সার্ভিস।

ইউ. এন. এইচ. সি. আর ?—ইউনাইটেড নেশান্‌স হাই কমিশনারস ফর রেফিউজিস।

ইউ. টি. আই ?—ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া।

ইউ. এন. সি. এ. এফ. ই ?—ইউনাইটেড নেসন্‌স

কমিশন ফর এশিয়া অ্যাণ্ড ফার ইস্ট।

ইউ. এস. এ ?—ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা।

ইউ. এন. আর. ডব্লু. এ।—ইউনাইটেড নেশান্‌স রিলিফ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস এজেন্সী।

ইউ. জি. সি ?—ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন।

ইউ. এন. ও ?—ইউনাইটেড নেশান্‌স অর্গানাইজেশন।

ইউ. এন. আই. সি. ই. এফ ?—ইউনাইটেড নেশন্‌স ইণ্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস ইমার্জেন্সী ফাণ্ড।

ইউ. এন. সি. টি. এ. ডি ?—ইউনাইটেড নেশান্‌স কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট।

ইউ, এন, এফ, পি, এ ?—ইউনাইটেড নেশান্‌স ফাণ্ড ফর পপুলেশন অ্যাকটিভিটিজ্‌।

ইউ. এস. এস. আর ?—ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোসালিস্ট রিপাব্লিকস।

ইউ. এন. ই. এফ ?—ইউনাইটেড নেশানশ ইমার্জেন্সী ফোর্স।

ইউ. এন. ডি. পি ?—ইউনাইটেড নেশান্‌স ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম।

ইউ. এন. আর. আর. এ ?—ইউনাইটেড নেশান্‌স রিলিফ অ্যাণ্ড রিহাবিলিটেশান অ্যাডমিনিস্ট্রেশান।

ইউ. এ. ই ?—ইউনাইটেড অব রাএমিরেটস।

ইউ. এফ. ?—ইউনাইটেড ফ্রণ্ট।

এ. জি ?—অ্যাকাউণ্টটাণ্ট জেনারেল। অ্যাডজুটাণ্ট জেনারেল।

এ. পি. আই ?—অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া।

এ. ভি. সি ?—আর্মি ভেটেরেনারি কোর।

এ. আর. পি ?—এয়ার রেড প্রিকশানস।

এ. এ. ই. এ. এন ?—অ্যাসোসিয়েশান অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ার নেশন্‌স।

এ. আর. এ এম. সি. ও ?—আরবিয়ান-আমেরিকান অয়েল কোম্পানী।

এ. আই. আর ?—অল ইণ্ডিয়া রেডিও।

এ. এস. পি. এ. সি ?—এশিয়ান অ্যাণ্ড প্যাসিফিক কাউনসিল।

এ. ডি. ?—অ্যানো ডোমিনি। অর্থাৎ ইন দি ইয়ার অফ লর্ড খাইস্ট।

এ. টি. এস ?—অ্যাণ্টি-টিটেনাস সিরাম।

এ. এম. ?—অ্যাণ্টি-মেরিডিয়াম, মানে—বিফোর নূন।

এ. এম. আই. ই ?—অ্যাসোসিয়েট মেম্বার অফ দি ইনষ্টিটিউট অফ এঞ্জিনিয়ার্স।

এ. এস. সি ?—আর্মি সার্ভিস কোর।

এ. এ. এফ ?—অক্সিলিয়ারি এয়ার ফোর্স।

এ. আই. টি. ইউ. সি ?—অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।

এ. আই. আই. এম. এস ?—অল ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটুট্যট অফ মেডিকেল সায়েন্স।

এ, সি. সি ?—অক্সিলিয়ারি ক্যাডেট কোর।

এ. সি. ইউ ?—এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন।

এ. এম. সি ?—আর্মি মেডিক্যাল কোর।

এ. বি. এম ?—অ্যাণ্টি-ব্যালিষ্টিক মিসাইল্‌স।

এ. আই. সি. সি ?—অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি।

এ. ডি. এম. কে ?—আন্না দ্রাভিডিয়া মুন্নেত্রা কাজ্‌হাগাম।

এ. ডি. বি ?—এশিয়ান ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাঙ্ক।

এ. ডি. সি ?—এইড্‌-ডি-ক্যাম্প।

এ. আই ?—এয়ার ইণ্ডিয়া।

এ. সি ?—অল্‌টারনেটিং কারেণ্ট। অশোক চক্র।

এন. এ. ই. পি ?—ন্যাশনাল অ্যাডাল্ট এডুকেশান প্রোগ্রাম।

এন. পি. এফ. সি ?—ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ফিটনেস্‌ কোর।

এন. এ. এফ. ই. এন ?—নিয়ার অ্যাণ্ড ফার ইস্ট নিউস (এজেন্সী)

এন. ডি. সি ?—ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউনসিল।

এন. ডি. এফ ?—ন্যাশনাল ডিফেন্স ফাণ্ড।

এন. সি. সি. আর. এস ?—ন্যাশনাল কো-ওর্ডিনেশন কমিটি ফর রেলওয়ে মেনস স্ট্রাগল।

এন. সি. সি. ?—ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর।

এন. এম. ই ?—ন্যাশনাল মেরিট এগজামিনেশন।

এন. ইউ. জে ?—ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস্‌।

এন. আই. ডি. সি ?—ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলমেণ্ট কর্পোরেশান।

এন. টি. পি ?—নর্মাল টেম্পারেচার অ্যাণ্ড প্রেসার।

এন. আই. এস ?—ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ স্পোর্টস।

এন. এম. ডি, সি ?—ন্যাশনাল মিনারাল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশান।

এন. পি. এল ?—ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরি।

এন. বি ?—নোটা বেনে। নোট ওয়েল। টেক নোটিস।

এন. সি. ডি, সি ?—ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেণ্ট

এন. আর ?—নর্দার্ণ রেলওয়ে।

এন. সি. ই. আর. টি ?—ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং।

এন. এস. সি ?—ন্যাশনাল সার্ভিস কোর।

এন. বি. ও ?—ন্যাশনাল বিল্ডিংস অর্গানাইজেশান।

এন. ই. এফ. এ ?—নর্থ ইস্ট ফ্রণ্টিয়ার এজেন্সী।

এন. সি. এস. টি ?—ন্যাশনাল কমিটি অন সায়েন্স টেকনোলজি!

এম. ডি ?—ডক্টর অফ মেডিসিন।

এস. আই. এস. এ ?—মেইনটিন্যান্স অফ ইনটার্ণাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট।

এন. এ.এস. এ ?—ন্যাশনাল এয়ারোনটিস অ্যাণ্ডস্পেস অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান (ইউ. এস. এ)।

এন. টি. সি ?—ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশান।

এন. জি. আর. আই ?—ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ।

এন. ডি. এ ?—ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি।

এন. টি. পি. সি ?—ন্যাশনাল থার্মাস পাওয়ার কর্পোরেশান।

এন. এ. টি. ও ?—নর্থ আটলাণ্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশান।

এন. এন. ডি. পি ?—নাগা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি।

এন. ই. আর ?—নর্থ ইস্টার্ণ রেলওয়ে।

এন. এফ. ডি. সি ?—ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশান।

এস. বি. আই ?—ষ্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া।

এস. সি. আই ?—শিপিং কর্পোরেশান অফ ইণ্ডিয়া।

এস. এ. আই. এল ?—স্টিল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

এস. ডি. ও ?—সাব ডিভিশনাল অফিসার।

এস. ই. এ. ডি. ও ?—সাউথ ইস্ট এশিয়া ডিফেন্স অর্গানাইজেশান।

এস. ডি. আর ?—স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস।

এস. এস. বি ?—সার্ভিস সিলেকশান বোর্ড।

এস. টি. সি ?—স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশান।

এস. ইউ. এন. এফ. ই. ডি ?—স্পেশাল ইউনাইটেড নেশানস ফাণ্ড ফর ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট।

এস. এইচ. এ. পি. ই ?—সুপ্রীম হেড কোয়ার্টার্স অ্যালাউড পাওয়ার্স ইন ইউরোপ।

এস. আই. এস ?—সিক্রেট ইণ্টেলিজেন্স সার্ভিস (বৃটিশ)।

এস. পি. সি. এ ?—সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশান অফ ক্রুয়েল্‌টি টু অ্যানিমালস।

এস. এস ?—স্টীম শিপ।

এস. আর ?—সাপ্লিমেণ্টারি রুলস। সাদার্ন রেলওয়ে।

এস. ই. আর ?—সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে।

এস. ও.এস ?—সেভ আওয়ার সোলজ (বিপদ সংকেত)।

এস. ই. এ. টি. ও ?—সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশান।

A. N. S.-এর সম্পূর্ণ কথাটা কি ?—অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম।

এফ. আর. এস ?—ফেলো অফ রয়েল সোসাইটি।

এফ. টি. আই. আই ?—ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিস ইনষ্টিটুট অফ ইণ্ডিয়া।

এফ. এ. ও ?—ফুড আণ্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশান।

এফ.সি. আই ?—ফুডকরপোরেশান অফ ইণ্ডিয়া ফার্টিলাইজার কর্পোরেশান অফ ইণ্ডিয়া।

এফ. বি. আই ?—ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশান।

অফ. আর. জি ?—ফেডারেল রিপাব্লিক অফ জার্মানি।

এফ. আর. সি. এস ?—ফেলো অফ দি রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস।

এফ. এম ?—ফিল্ড মার্শাল।

এফ. আর. সি. পি ?—ফেলো অফ দি রয়্যাল কলেজ

অফ ফিজিসিয়ানস।

এফ, আই, সি, সি, আই ?—ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অফ কর্মাস অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজ।

এইচ, জি ?—হর্মোন গ্রোথ।

এইচ, পি, সি ?—হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশান।

এইচ, ই ?—হিজ এক্সেলেন্সি। হাই এক্সপ্লোসিভ। হার এক্সেলেন্সি।

এইচ. এ. সি ?—হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশান।

এইচ. সি. এফ ?—হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর।

এইচ. ইউ. ডি. সি. ও ?—হাউসিং অ্যাণ্ড আরবান ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশান।

এইচ. পি ?—হর্স পাওয়ার। হোরাইজণ্টাল প্লেন। হিমাচল প্রদেশ।

এইচ. এম. টি ?—হিন্দুস্থান মেসিন টুলস।

এইচ. এ. এল ?—হিন্দুস্থান এয়ারোনাকিস্ লিমিটেড।

এল. এম ?—লুনার মডিউল।

এল. এল. এম ?—মাষ্টার অফ লস্।

এল. এম. জি ?—লাইট মেশিন গান।

এল. এস. ডি ?—লাইসারজিক অ্যাসিড ডাইথিলামাইড।

এল. এল. ডি ?—লেগাম ডক্টর। ডক্টর অফ লস্।

এল. এল. বি ?—ব্যচিলর অফ লস্।

এল. আই. সি ?—লাইফ্ ইনসিয়োরেন্স কর্পোরেশন।

এল. বি. ডব্লু ?—লেগ বিফোর উইকেট।

এম. এল. সি ?—মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল।

এম. সি ?—মিউনিসিপ্যাল কমিটি। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট। মেট্রোপলিটন কাউন্সিল।

এম. পি ?—মেম্বার অফ পার্লিয়ামেণ্ট। মিলিটারী পলিস।

এম. ই. এস ?—মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস।

এম. সি. সি ?—মেরিলবোন ক্রিকেট ক্লাব।

এম. এল. এ ?—মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি।

এম. এড ?—মাস্টার অফ এডুকেশন।

এম. এম. টি. সি ?—মিনারেল অ্যাণ্ড মেটাল ট্রেডিং কর্পোরেশন।

এম. ও ?—মানি অর্ডার।

এম. এ ?—মাষ্টার অফ আর্টস।

এম. টি ?—মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট।

এম. এস. সি ?—মাস্টার অফ সায়েন্স।

এম. এস. এস ?—ম্যানাসক্রিপ্টস্।

এম. পি. জি ?—মাইল পার গ্যালন।

এম. ভি. সি ?—মহাবীর চক্র।

এম. পি. এইচ ?—মাইল পার আওয়ার।

এম, আর সি, পি ?—মেম্বার অফ দি রয়্যাল একাডেমি অফ সায়েন্স।

এম. আর. এ. এস ?—মেম্বার অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি।

এম. বি. বি. এস ?—ব্যাচিলার অফ মেডিসিন অ্যাণ্ড ব্যাচিলার অফ সার্জারী।

এম. ভি. ডি ?—সোভিয়েট সিক্রেট পোলিশ (সংকেত নাম)।

ও. পি. ই. সি ?—অর্গানাইজেশান অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্ট কানট্রিজ।

ও. এন. জি. সি ?—অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন।

ও. আই. এল ?—অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

ও. এম ?—অর্ডার অফ মেরিট।

ও. এ. পি. ই. সি ?—অর্গানাইজেশান অফ আরব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্ট কানট্রিজ।

ও. এ. এস ?—অর্গানাইজেশান অফ আমেরিকান স্টেটস।

ও. সি. এস ?—ওভারসিজ কম্যুনিকেশান সার্ভিস।

ও. এ. ইউ ?—অর্গানাইজেশান অফ আফ্রিকান ইউনিটি।

কমেকন ?—কাউনসিল অব মিউচুয়্যাল ইকনমিক অ্যাসিস্ট্যান্স। (ইস্ট ইউরোপীয়ান্)

কে. ডব্লু ?—কিলো ওয়াট।

কে. জি ?—কিণ্ডার গার্টেন।

জি. ডি. আর ?—জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিক।

জি. সি. এম ?—গ্রেটেস্ট কমন মেজার।

জি. বি. এস ?—জর্জ বার্ণার্ড শ।

জি. এন. পি ?—গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট।

জি. ও. আই ?—গর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া।

জি. এম. টি ?—গ্রীণিচ মিন টাইম।

জি. এস. টি ?—গ্লোবাল সিস্টেম অফ ট্রেড।

জি. পি. ও ?—জেনারেল পোষ্ট অফিস।

জি. ও. সি ?—জেনারেল অফিসার কম্যানণ্ডিং।

জি. আই. সি ?—জেনারেল ইনসিয়োরেন্স কর্পোরেশান।

জি. পি. এফ ?—জেনারেল প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড।

জি. এ. টি. টি ?—জেনারেল এগ্রিমেণ্ট অন ট্যারিফ এণ্ড ট্রেড।

জে. এ. এল ?—জাপান এয়ার লাইনস।

জে. পি ?—জাষ্টিস অফ পীস। জনতা পার্টি।

জেড. এস. আই ?—জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া।

টি. ভ. এ ?—টেনেসি ভ্যালি অথরিটি।

টি. ডব্লু. এ ?—ট্রান্স ওয়ালর্ড এয়ারলাইনস।

টি, টি, ই ?—ট্রাভলিং টিকেট এগজামিনার।

টি. এন. টি ?—ট্রাই-নাইট্রো টলিউন (হাইলি এক্সপ্লোসিভ)।

টি. এম. ও ?—টেলিগ্রাফিক মানিওর্ডার।

টি. আই. এস. সি. ও ?—টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী।

টি. আই. এফ. আর ?—টাটা ইনষ্টিটিয়্যুট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ।

টি. ই. এল. ই. এক্স ?—টেলিপ্রিণ্টার এক্সচেঞ্জ।

টি. এ ?—টেরিটোরিয়াল আর্মি। ট্রাভেলিং আলাউন্স।

টি. ই. এল. সি. ও ?—টাটা ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড লোকোমোটিভ কোম্পানী।

টি. ই. আর. এল. এস ?—থুম্বা ইকোয়েটোরিয়াল রকেট ল্যানডিং ষ্টেশান।

টি. ডি. এ ?—ট্রেড ডেভলপমেণ্ট অথরিটি।

টি. সি ?—ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিল।

টি, বি ?—টিউবার কিউলোসিস্।

টি, এ, বি ?—টেকনিক্যাল এসিস্‌টাণ্ট বোর্ড।

ডি, এম, জেড ?—ডিমিলিটারাইজড্ জোন।

ডি, এ, ই ?—ডিপার্টমেণ্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি।

ডি, এন, এ ?—ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড।

ডি, আই, আর ?—ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুলস।

ডি, এম ?—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ডেপুটি মিনিস্টার।

ডি, এল, ও ?—ডেড্ লেটারস্ অফিস।

ডি, ভি, সি ?—দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন।

ডি, লিট ?—ডক্টর অফ লিটারেচার।

ডি, এস, সি ?—ডক্টর অফ সায়েন্স।

ডি, এ ?—ডিয়ারনেস এলাউয়েন্স।

ডি, ডি, টি ?—ডাইক্লোরো—ডাইফিনিয়ল ট্রাইক্লোরোইথেন।

ডি, সি ?—ডেপুটি কমিশনার। ডেপুটি কণ্টোলার। ডাইরেক্ট কারেণ্ট।

ডি, পি, আই ?—ডাইরেক্টর অফ পাব্লিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন।

ডব্লু, এফ, টি, ইউ ?—ওয়াল্ডর্ড ফেডারেশান অফ ট্রেড ইউনিয়ন।

ডব্লু, এফ, পি ?—ওয়াল্ডর্ড ফুড প্রোগ্রাম।

ডব্লু, আর ?—ওয়েষ্টার্ড রেলওয়ে।

ডব্লু, এম, ও ?—ওয়াল্ডর্ড মেটিওরিয়লজিক্যাল অর্গানাইজেশান।

ডব্লু, এইচ, ও ?—ওয়াল্ডর্ড হেলথ অর্গানাইজেশান।

ডব্লু, ই, ডি ?—ওয়াল্ডর্ড এনভায়ার্ণমেণ্ট ডে।

পি, ডব্লু ডি ?।—পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট।

পি, ভি, সি ?—পরম বীর চক্র।

পি, এফ, এল, পি ?—পপুলরে ফ্রণ্ট ফর দি লিবারেশান অফ প্যালেস্টাইন।

পি, এল, ও ?—প্যালেস্টাইন লিবারেশান অর্গানাইজেশান।

পি, টি ?—ফিজিক্যাল ট্রেনিং।

পি, ডি, এ ?—প্রিভেণ্টিভ ডিটেন্‌শান অ্যাক্ট।

পি, এস ?—পোস্টস্ক্রিপ্ট।

পি, সি, এস ?—পাব্লিক সিভিল সার্ভিস।

পি, আর, ও ?—পাব্লিক রিলেশান অফিসার।

পি, এম ?—পোষ্ট মেরিডিয়েম (আফটার নুন)। প্রাইম মিনিষ্টার।

পি, পি ?—পাব্লিক প্রোসিকিউটার বা পার্টিকুলার

পারসন।

পি, সি, সি ?—প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি।

পি, ও, ডব্লু ?—প্রিজনার অফ ওয়ার।

পি, ইউ, সি ?—পেপার আন্ডার কন্সিডারেশান।

পি, ', এফ, এন, এ ?—প্যান আফ্রিকান নিউজ এজেন্সী।

পি, আই, এন ?—পোস্টাল ইনডেক্স নাম্বার।

পি, টি, আই ?—প্রেস ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া।

পি, এ, সি ?—পাব্লিক আফেয়ার্স কমিটি। পাব্লিক অ্যাকাউণ্টস কমিটি।

পি, এম জি ?—পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল।

পি, আই, বি ?—প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরো।

পি, ও ?—পোস্টাল অর্ডার। পোস্ট অফিস।

পি, এইচ, ডি ?—ডক্টর অফ ফিলোসফি।

পি, এস, সি ?—পাব্লিক সার্ভিস কমিশান।

বি, সি ?—বিফোর খ্রাইস্ট।

বি, ই, এল ?—ভারত ইলেকট্রনিকস লিমিটেড।

বি, বি, সি ?—বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশান।

বি, আর, এল ?—ভারত রিফাইনারিজ লিমিটেড।

বি, এ ?—ব্যাচেলার অফ আর্টস।

বি, এস, এস ?—ভারত সেবক সমাজ।

বি, সি, জি, ?—ব্যাসিলাস কামলেট গয়েরিণ (এ্যাণ্টি টিউবারকিউলোসিজ ভ্যাকসিন)।

বি, এইচ, ই, এল ?—ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড।

বি, এইচ, ইউ ?—বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি।

বি, এ, আর, সি ?—ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার।

বি, ফার্ম ?—ব্যাচেলর অফ ফার্মাসী।

বি, এল, ডি ?—ভারতীয় লোক দল।

বি, টি, এইচ, ইউ ?—বৃটিশ থার্মাল ইউনিট।

বি, এস, সি ?—ব্যাচেলর অফ সায়েন্স।

বি, কম ?—ব্যাচেলার অফ কমার্স।

বি, ই ?—ব্যাচেলার অফ ইঞ্জিনীয়ারিং।

বি, এড ?—ব্যাচেলার অফ এডুকেশান।

বি, ও, এ, সি ?—বৃটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশান।

বি, এস, এফ ?—বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।

ভি, এস, সি, সি ?—বিক্রম সারাভাই স্পেস সেণ্টার।

ভি, সি ?—বীর চক্র। ভিক্টোরিয়া ক্রশ। ভাইস কাউন্সেল। ভাইস চ্যান্সেলর।

ভি, পি, পি ?—ভ্যালু পেয়্যাবল পোস্ট।

ভি, আই পি ?—ভেরি ইম্পর্টট্যাণ্ট পারসন।

সি. এ ?—চার্টার্ড অ্যাকাউন্টট্যাণ্ট। কস্ট অ্যাকাউণ্ট ট্যাণ্ট।

সি, এল, আর, সি ?—সেণ্ট্রাল ল্যাণ্ড রিফর্মস্ কমিটি।

সি. আই. টি. ইউ ?—সেণ্ট্রার অফ ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন্স।

সি এম. ডি. এ ?—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেণ্ট। অথরিটি।

সি. বি. আই ?—সেণ্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশান।

সি. আই, এ ?—সেণ্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী। (ইউ, এম, এ)

সি, এম, এ, এল ?—কোল মাইনস্ অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

সি, অ্যাণ্ড, এ জি ?—কম্পটোলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল।

সি, এন, এস ?—চীফ্ অফ্ দি ন্যাভাল স্টাফ।

সেণ্টো ?—সেণ্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশান।

সি, এম, ?—চীফ্ মিনিস্টার। কম্যাণ্ড মডিউল।

সি, এইচ, এস ?—সেণ্ট্রাল হেল্থ সার্ভিস।

সি, আই, এল ?—কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

সি, আই, ডি ?—ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশান ডিপার্টমেণ্ট।

পি, আর, পি, এফ ?—সেণ্ট্রাল রিসার্ভ পুলিশ ফোর্স।

সি, এ, এস ?—চীফ অফ আর্মি স্টার্ফ ; চীফ অফ্ এয়ারস্টাফ।

সি, পি, এইচ, ই, আর, আই ?—সেণ্ট্রাল পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারং রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট।

ক্যাণ্টাব ?—অফ কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি।

কমস্যাট ?—কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কর্পোরেশন। (ইউ, এস, এ)।

সি, সি, আই ?—ক্রিকেট ক্লাব ইণ্ডিয়া।

সি, এফ টি, আর, আই ?—সেণ্ট্রাল ফুড টেকনলজি-ক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট। (মহীশূর)।

সি, এফ, আর, আই ?—সেণ্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিট্যুট।

সি, টি, ও ?—সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস।

সি, ই, এস, সি ?—ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান।

সি এস, আই, আর ?—কাউন্সিল অফ সায়েন্টি-ফিক অ্যাণ্ড ইনডাষ্টিয়াল রিসার্চ।

সি, জি, এন্ড, সি, আর, আই ?—সেণ্ট্রাল গ্লাস এ্যাণ্ড সিরানিক রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট।

সি, আর ?—সেণ্ট্রাল রেলওয়ে।

সি, আই, ডব্লু, টি, সি ?—সেণ্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্টেশান কর্পোরেশান।

সি, পি, আই (এম)?—কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া।

সি, আই, টি ?—ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট।

সি, ও, ডি ?—সেন্ট্রাল অর্ডন্যান্স ডিপো। ক্যাশ অন ডেলিভারি।

সি, পি, আই ?—কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া (মার্কসিস্ট)

সি, ও ?—কম্যাণ্ডিং অফিসার।

চতুর্থ অধ্যায়

খেলাধূলা কুইজ

টেবিল টেনিস খেলাকে আগে কি খেলা বলা হত ?—পিং পং।

'আইস-হকি'র বলকে কি বলা হয় ?—পাক।

'হর্স-পোলো' খেলায় যে ব্যাটটা ব্যবহার করা হয় তার নাম কি ?—ম্যালেট।

স্পেনের জাতীয় খেলার নাম কি ?—বুল ফাইটিং।

স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় খেলার নাম কি ?—রাগবি ফুটবল।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ স্টেডিয়ামের দ্বিতীয় নামটি কি ?—কার্লটন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় খেলা কি ?—বেস্‌বল।

এন, এস, সি, আই, অক্ষরগুলির অর্থ কি ?—ন্যাশনল স্পোর্টস ক্লাব অব ইণ্ডিয়া।

জুজুৎসু কি ?—জাপানী কুস্তি।

ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়ান ওভার' বলতে কি বোঝায় ? ৮ বলে ১ ওভার।

ক্রিকেট ব্যাটের হাণ্ডেলের নিচেকার অংশটিকে কি বলে ? ব্লেড।

জাপানের জাতীয় খেলা কি ?—জুজুৎসু।

ডুরাণ্ডকাপ কোথায় খেলা হয়, ১০৭২ কোন বিজয়ী ?—দিল্লী। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।

টেনিস বলের মাপ কি ?—২ থেকে ২$\frac{৫}{৮}$ পরিধি।

বিলিয়াড খেলার টেবিলের মাপ কি ?—১০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া ৩ ফুট উচ্চতা।

ভারতের ন্যাশনাল হকি টুরনামেন্ট-এর ট্রফির নাম কি ?—রঙ্গস্বামী কাপ।

ভারতের জাতীয় খেলা কি ?—হা-ডু-ডু।

M. C. C. কি ?—Marylebone Cricket Club [ইংলন্ডের এই ক্লাবের নিয়ম অনুসরণ করিয়া বর্তমান ক্রিকেট খেলা পরিচালিত হয়।]

'অ্যাসেস্‌ (Ashes) বলিতে কি বুঝা যায় ?—ইলংণ্ড অস্ট্রেলিরার ক্রিকেট টেস্ট খেলায় জয়লাভের পুরস্কার।

ক্রিকেট খেলার পরিচালককে কি বলে ?—খেলোয়াড়ের সংখ্যা কত ?—আম্পায়ার। মোট—১১ জন।

সাতার কয় প্রকার ও কি কি ?—চার ধরনের। (১) ফ্রী-স্টাইল (২) ব্রেষ্ট স্টেট্রাক (৩) বাটার ফ্লাই স্টোক (৪) ব্যাক স্টেট্রাক।

এসিয়াড ফুটবলে ভারতের স্থান কিরূপ ?—১৯৫১ (দিল্লী) এবং ১৮৬২ (জাকার্তা) ভারত সোনা পায় এবং ১৯৭০ (ব্যাংকক)-এ রূপো পায়।

ক্রিকেট খেলায় গুগ্‌লি কি ?—বলের গতি একদিক থেকে অন্য দিকে এসে আছড়ে পড়ে।

ডেভিস কাপ কি ?—লন টেনিস খেলার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লডকের উপকন্ঠে উইম্বল্‌ডন নামক স্থানে হয়। বিখ্যাত আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড় D F. Davi ইহার প্রতিষ্ঠাতা (১৯০০ খ্রীঃ)।

'ইয়র্কার' কি ?—ক্রিকেট খেলায় গতিসম্পন্ন বল যখন ব্যাটের তলায় আছড়ে পড়ে।

ঘোড়দৌড় মেডেন' কি ?—যে ঘোড়া (স্ত্রী/পুরুষ নির্বিশেষে) একবারও দৌড়ে বিজয়ী হয় নি।

শ্রেষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের জন্যে ভারতে যে প্রতিযোগিতা হয় তাতে বিজয়ীকে কি পুরস্কার দেওয়া হয় ?—ভারতশ্রী।

শাবাসন কি ? এই আসন করার উদ্দেশ্য কি ?—প্রতিটি আসন করার সময় লম্বাভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হয়। শরীরকে যত পরিমাণে হাল্কা রাখা যায় তার জন্য চেষ্টা করতে হয়।

রাগবি খেলায় 'ড্রপ কিক' কি ?—মাটিতে বলটি ফেলে দিয়ে হাফ ভলিতে বল কিক্‌ করা।

বাংলা দেশের প্রাচীন খেলার নাম কি ?—কাবাডি হলো বাংলা দেশের একটি প্রাচীন খেলা।

নবম এশিয়াডে ভারতের গুরুত্ব কি ?—আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি জুয়ান আনতোনিয়ো সমরনং-এর উপস্থিতি। ভারতের আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম ও সর্বাঙ্গসুন্দর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি অভিমত প্রকাশ

করেন আগামী অলিম্পিক গেমস এই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

রঞ্জি ট্রফি ?—বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় নবনগরের জাম সাহেব প্রিন্স রণজিৎ সিংজীর স্মৃতিরক্ষার্থে পাতিয়ালার মহারাজ প্রবত্ত স্বর্ণনির্মিত কাপ। রণজিৎ সিংজীর ডাকনাম ছিল 'রঞ্জি'। রঞ্জি টুপি প্রতিযোগিতাই ভারতীয় ক্রিকেটে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

হ্যাটট্রিক শব্দটি কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে ?—এক সময়ে ক্রিকেট খেলোয়াড়রা মাথায় লম্বা টুপি পরতেন এবং যখন কোনো খেলোয়াড় পর পর তিনটি বলে তিনটি উইকেট পেতেন তখন সেই খেলোয়াড়কে একটি সাদা লম্বা টুপী পুরস্কার দেওয়া হত।

হকি খেলায় পরিচালককে কি বলে ?—হকি খেলায় কজন পরিচালক থাকেন ?—আম্পায়ার। সাধারণত হকি খেলায় দু'জন আম্পায়ার থাকেন।

আসন কি ?—যোগব্যায়ামের এক একটি ভঙ্গীকে এক একটি আসন বলে। যোগ-শাস্ত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, স্থিরভাবে সুখকর অবস্থানই আসন।

ক্রিকেট খেলায় আম্পায়ার কি ভাবে 'বাই' বুঝিয়ে দেন ?—ডান হাত সোজা লম্বাভাবে কাঁধ সমান সমান তুলে ধরে।

ক্রিকেট খেলায় আম্পায়ার কি ভাবে 'নো বল' জানিয়ে দেন ? কাঁধের ওপর ডান হাত লম্বা করে তুলে জানিয়ে দেওয়া হয় 'নো বল'।

ডিসকাম থো কি ?—সাধারণভাবে ধাতুর বেড় দেওয়া চাকতি ২·৫ মিটার ব্যাসার্ধের ভেতর থেকে ছুঁড়তে হয়। এবং ওজন ৪ পাউন্ড ৬·৪ আউন্স এবং ব্যাস ৮½ ইঞ্চি বা ২২ সে· মি।

৪—২—৪ পদ্ধতির খেলার অর্থ কি ?—ফুটবল খেলা। ৪ জন ফরোয়ার্ড, ২ জন লিঙ্কম্যান, ৪ জন ডিফেনডার, অবশ্য গোল রক্ষকও থাকছে রক্ষণভাগে।

রোহিনী খাদিলকার কি জন্যে বিখ্যাত ?—এশিয়ার দাবা খেলার 'রাণী' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। স্থান : হায়দ্রাবাদ। ১৯৮১ সালের ২০শে জানুয়ারী।

ক্রিকেট খেলার মাঠ সাজসরঞ্জাম সম্বন্ধে কি জান ?—মাঠ গোল বা ডিমের আকৃতি হয়। উইকেট পীচের আয়তন ৬৬ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট চওড়া। দুই উইকেটের মধ্যে ব্যবধান ২২ গজ। স্ট্যাম্প মাটির উপরে ২৭ ইঞ্চি। দুইটি বেলের দৈর্ঘ্য ৯½ ইঞ্চি।

ব্যাট ৩৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৪¼ ইঞ্চি চওড়া। বোলিং ক্রীজ ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। বলের ওজন ৫½ হইতে ৫¾ আউন্স।

আয়োজক দেশ হিসাবে ভারত নবম এশিয়াডে কিরূপ স্থান লাভ করে ?—নিঃসন্দেহে প্রথম কারণ সকল দেশের প্রতিনিধিরা দিল্লী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নির্মিত এসিয়ান গেমস ভিলেজ, এসিয়াড সেণ্টার, ইন্দ্রপ্রস্থ স্টেডিয়াম, সুটিং রেঞ্জ, এবং যমুনা ভেলোড্রোম প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ব্যবস্থাপনা ও আতিথেয়তা সম্বন্ধে বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

তেহেরানে ১৯৭৪ সালে যে স্টেডিয়ামে এশিয়ান গেমস্ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই স্টেডিয়ামের নাম কি ?—এরিয়ানের স্টেডিয়াম।

সফ্টবল খেলার ব্যাট কি রকম দেখতে হয় ?—সফ্টবল খেলার ব্যাট শক্ত কাঠের তৈরী। এই ব্যাট দেখতে প্রায় ব্যায়ামের মুগুরের মত। ব্যাটটি লম্বায় ৮৬·৩৬ সে· মি এবং চওড়ায় ৬·৩৫ সে· মি। তবে ব্যাটটির সব জায়গা সমান চওড়া নয়।

হার্ডল বেল কি ?—দশটি হার্ডল থাকে (এক ধরণের বাধা সৃষ্টিকারী কাঠের পোষ্ট)। হার্ডলগুলির মধ্যেকার দূরত্ব কম-বেশী থাকে। (১১০/২০০ মিঃ বা ৪০০ মিঃ, পুরুষ ; ১০০/২০০ মিঃ, মহিলা) দৌড়ে বাধাগুলো পার হয়ে যেতে হয়।

অলিম্পিক গেমস্-এ ল্যাটিন ভাষায় কি উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছে ?—অ্যাটটিয়াস, ফরটীয়াস, সিটিয়াস (Attius Fortius, Citius) অর্থ হলো, উন্নত, শক্তিশালী, দ্রুত।

অলিম্পিক প্রতিযোগীদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেন তাঁদের দেওয়া হয় স্বর্ণ পদক। প্রাচীন গ্রীসে খেলোয়াড়দের কি দেওয়া হত ?—অলিভ পাতার মালা ও মুকুট। অনেক সময় পাইন গাছের পাতাও ব্যবহার করা হতো।

ভেরা ক্যাসলাভাস্কা-ওডলাজিল কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন ?—জিমন্যাসটিক্স-এ ব্যক্তিগত পারদর্শিতার জন্যে ভেরা ক্যাসলাভাস্কা ওডলাজিল (চেকোশ্লোভাকিয়া) ৭টি স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলেন (অলিম্পিক ক্রীড়া)।

সাতারে বাটার ফ্লাই স্টোক কি ?—এখানে সাঁতারুর কাঁধ

জলের ওপর ভেসে থাকবে তার হাত দু'টি একসঙ্গে জলের ওপরে সামনের দিকে নিয়ে পুনরায় একই ভাবে জল টেনে পেছনে আনতে হয়। সাঁতারুর দেহের ভারসাম্য থাকে বুকের ওপর। এই সাঁতারে পা খাড়া ভাবে ওপর নিচু করা যায়। সমাপ্তি রেখায় পৌঁছলে সাঁতারু দু'হাত স্পর্শ করতে পারে।

অলিম্পিক শব্দার্থ কি ?—'জাতির গৌরব ও রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষার জন্য অলিম্পিক খেলার আইন কানুন পালন করবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করছি। আমরা আরও প্রতিজ্ঞা করছি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মহান ঐতিহ্য রাখবার জন্য আমরা খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করব।

এসিয়ান গেমস্ বা এসিয়াড কি ?—লক্ষ্যাত্মক বাণী (Motto) : Ever Onward (এভারঅনওয়ার্ড)—এগিয়ে চলতে থাকো।

প্রতীক [Symbol] : শ্বেত পতাকায় একত্রে মালার আকারে গাঁথা থাকে চৌত্রিশটি সদস্য-দেশের প্রতীক চৌত্রিশটি ছোট বলয় (Ring)।

উদ্দেশ্য : জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ক্রীড়াঙ্গণে মিলিত হইয়া শারীরিক শক্তিমত্তা ও ক্রীড়াশৈলীর পরিচয় দান এবং এই মিলনের মাধ্যমে শান্তি ও মৈত্রীর পথ প্রশস্ত করা।

ব্রতচারীর একটি প্রচলিত গান কি ?—

চল্ কোদাল চালাই
ভুলে মনের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই
যত ব্যাধির বালাই
বলবে "পালাই পালাই"
পেটের খিদের জ্বালায়
খাব ক্ষীর আর মালাই
চল্ কোদাল চালাই।

জিমন্যাস্টিক্স কি ?—জিমন্যাস্টিক্স এক ধরনের ব্যায়াম দ্বারা দেহকে বলিষ্ঠ ও সুন্দর করে তোলা যায়। ছেলেদের জন্যে : ফ্রী-স্ট্যাডিং এক্সারসাইজ, হরাইজেন্টাল বার প্যারালেল বার, রিং ভল্ট প্রভৃতি। মেয়েদের জন্যে : প্যারালেল বার, বিহ ব্যালান্স, লং হর্স প্রভৃতি।

হাড়ুয়া খেলা কি ?—এক ধরনের লাঠি খেলা। এর জন্যে বাঁশের লাঠির প্রয়োজন, খেলেয়াড়কে নিজের উচ্চতা অনুযায়ী লাঠি নিতে হয়। হাড়ুয়া খেলায় লাঠি এত জোরে চলে যে সে লাঠি দেখা যায় না। এ খেলা জানলে ৩০ জনের মত ব্যক্তির আক্রমণকে প্রতিহত করা যায়।

অলিম্পিক কমিটির পতাকায় পাঁচটি রিং ও পাঁচটি রঙ আছে। এর তাৎপর্য কি ?—নীল, হলুদ, কালো, সবুজ এবং লাল—পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক হলেও যে কোনো একটি কোনো রং কোনো দেশের জাতীয় পতাকার রং হবেই। রিং গুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকছে।

ক্যালিস্থেনিক্স্ কি ?—ক্যালিস্থেনিক্স কথাটি গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে। 'কেলস'-এর অর্থ সুন্দর 'স্থেনস' এর অর্থ শক্তি অর্থাৎ ক্যালিস্থেনিকস্-এর অর্থ হলো 'সুন্দর শক্তি'। বিনা যন্ত্রপাতিতে শরীর চর্চা অর্থাৎ ব্যায়াম করাই করাই ক্যালেস্থেনিক্সের উদ্দেশ্য। দেয়েদের শরীর চর্চার জন্যেই এই ব্যায়ামের উদ্ভব।

ডঃ ইমানুয়েল লাসকার কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন ? —১৮৮৬ সাল থেকে বিশ্ব দাবা খেলা স্বীকৃত। ডঃ ইমানুয়েল লাসকার (১৮৬৮-১৯৪১, জার্মানী) ১৮৯৪ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর দাবা খেলায় বিজয়ী হয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের স্বীকৃতি পান।

'দাড়িয়া বান্ধা খেলা কি ?—দাড়িয়া বান্ধা খেলা একটি দেশী খেলা। পশ্চিম ভারতে এই খেলার চলন বেশী তবে সেখানে এই খেলাটির নাম আত্যাবাত্যা'। অনেক জায়গায় এই খেলাকে 'গাদী' খেলা বলা হয়। এই খেলায় মাঠের দৈর্ঘ বেশ বড় হতে হবে।

ভেরা মেনচিক-স্টিভনসন কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন ?—মহিলা বিভাগের দাবা খেলায় বিজয়ী হিসাবে ভেরা মেনচিক ষ্টিভেনসন (১৯০৬-৪৪ বৃটেন) বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের স্বীকৃতি অর্জন করেন। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত তিনি বিজয়ী হন।

ভারত সরকার অর্জুন পুরস্কার কি কারণে দেন ?—১৯৬১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া কাউনসিল অব স্পোর্টস-এর অনুমোদনক্রমে বছরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। খেলা-ধূলার উন্নতির জন্যে ক্রীড়াবিদদের সম্মানে ভূষিত করার জন্যে অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিশ্ব ক্রিকেটে শ্রেষ্ঠ নামটি কি ?—অস্ট্রেলিয়ার ডন

ব্র্যাডম্যান (বর্তমানে যিনি Sir Donald George Bradman)। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় ক্রিকেটারের আবির্ভাব ঘটিয়াছে কিন্তু ব্র্যাডম্যানের প্রতিভার তুলনা মিলে না।

ব্র্যাডম্যানের কৃতিত্ব : (১) টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান—৯৭৪ (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, ১৯৩০)। (২) টেস্টে একদিনে সর্বোচ্চ রানসংগ্রহ—৩০৯ (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩০)। (৪) টেস্ট খেলায় সর্বাপেক্ষা বেশী শত রান—২৯ বার, ৫২টি টেস্টে (১৯২৮-১৯৪৮)। (৫) টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত মোট ৬৯৯৬ রান (গড়ে ৯০'৯৪)।

অলিম্পিক ক্রীড়া কি ?—আন্তর্জাতিক খেলাধূলার শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা ৭৭৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দ হইতে ৩৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি ৫ বৎসর অন্তর প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিয়া নগরীর প্রান্তরে নানাপ্রকার ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। তাহার অনুকরণে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে পিয়ারী দ্য কুবার্তিন ইহার পুনরায় প্রবর্তন করেন। উক্ত সাল হইতে বিশ্ব-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রূপে ইহা ৪ বৎসর পর পর এক-এক দেশে অনুষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্যাত্মক বাণী (motto) : সিটিয়াস, অলটিয়াস, ফরটিয়াস অর্থাৎ আরও গতির পরিচয় দাও, আরও উঁচুতে ওঠো এবং আরও শক্তিধর হও।

অলিম্পিকের শ্বেতপতকার পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক পাঁচটি বলয় (Ring) একত্রে গাঁথা থাকে।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দ হইতে মেয়েরা ইহাতে অংশগ্রহণ করিতেছে।

এসিয়াড কি করে হল ?—আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ভারতীয় সদস্য গুরুদত্ত সোঁধি ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে অলিম্পিক গেমসের সময় এসিয়ার সমবেত ক্রীড়া-প্রতিনিধিদের কাছে দুটি প্রস্তাব রাখেন : (১) ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এসিয়ান অ্যাথলেটিকসের চ্যাম্পিয়ান-শিপের আয়োজন করা হোক। (২) অলিম্পিক গেমসের মত এসিয়ান গেমস ফেডারেশন গঠন করে প্রতি চার বৎসর অন্তর এসিয়ান গেমসের অনুষ্ঠান করা হোক। অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী তেরটি এশীয় দেশের প্রতিনিধি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সোঁধির মত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অন্যতম সদস্য ফিলিপিনসের প্রতিনিধি জোরগে ভারগাস ইহা জোরের সহিত সমর্থন করেন। এই দুইজন অলিম্পিক আদর্শের পূজারীর প্রচেষ্টায় এবং সারা বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী লোকের ক্রীড়া প্রতিনিধিদের সক্রিয় সহযোগিতায় ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ১৯৫১ সালের ৪ঠা মার্চ এসিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়।

মহম্মদ আলির নাম কি জন্যে বিখ্যাত ?—মহম্মদ আলি হজ (খৃস্টান : ক্যাসিয়াস মারসেলাস ক্লে—১৯৪২, ১৭ই জানুয়ারি) এমন একজন ব্যক্তি যিনি দু দু'বার হেভিওয়েট খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী সোনি লিস্টনকে হারিয়ে প্রথমবার খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালের ৩০শে অক্টোবর তিনি জর্জ ফোরম্যানকে পরাজিত করেন। ১৯৭৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী লিয়ন স্পিঙ্কস-এর কাছে তিনি পরাজিত হন, ঐ বছরে নিউ অরলিয়েন্স-এ ১৫ই সেপ্টেম্বর-এ তিনি স্পিঙ্কস্‌কে পরাজিত করে তাঁর খ্যাতি পুনরুদ্ধার করেন।

গ্রা. প্রী, (Grand Prix) প্রতিযোগিতা কি ? কোন্ খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় (কলিকাত অনুষ্ঠিত) বিজয়ী হন ?—টেনিস খেলার প্রতিযোগিতা ১৯৭৫ সালে কলিকাতায়অনুষ্ঠিত এই খেলায়(সিংগলসে) কৃষ্ণকায় যুবক বিজয় অমৃতরাজ চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

দিল্লীতে ১৯৭১ সালে তিনি প্রথম চাম্পিয়ান হয়েছিলেন।

(ডাবলসে) বিজয়ী—ওরান টেস ও গিসবার্ট।

বিজিত ?—বিজয়ী ও আনন্দ অমতরাজ।

বজ্রাসন কি ? বজ্রাসন করলে কি উপকার পাওয়া যায় ?—পা দুটো পিছনের দিকে মুড়ে পায়ের গোড়ালির ওপর পাছা রেখে সোজা হয়ে বসতে হয়। হাত দুটো জানুর ওপর র‍্যখতে হয়। প্রথম ৩০ সেকেণ্ড করে ৪ বার এবং কিছুদিন অভ্যাসের পর একটানা ৪।৫ মিনিট ধরে এই আসন করতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।

বজ্রাসন করলে সায়টিকা বা অন্যান্য বাত থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পায়ের পেশী ও স্নায়ু সবল ও বলিষ্ঠ হয়। রাতের আহারের পর ৫।১০ মিনিট এই আসন অভ্যাস করলে খাদ্যদ্রব্য হজম হয়।

পদ্মাসন কি ? পদ্মাসনে কি উপকার পাওয়া যায় ?—দুটি পা আসনে ছাড়িয়ে সোজা হয়ে বসতে হবে। এবার ডান পা হাটুর কাছ থেকে ভেঙে বাঁ জানুর ওপর রাখতে হবে। তারপর বাঁ পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে ডান পায়ের ওপর রাখতে হবে। মেরুদণ্ডকে সটান সরল রেখায় রেখে

বাঁ হাত বাঁ উরুর ওপর এবং ডান হাত ডান উরুর ওপর রেখে সোজা হয়ে বসতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ৩০ সেকেণ্ড পর পর পা বদল করে বসতে হবে। ৪—৫ মিনিট করে বার চারেক অভ্যাস করতে হবে।

এই আসনে মনঃস্থির হবে। পায়ের বাত ভালো হবে। মেরুদণ্ড সবল ও নমনীয় হবে।

রিলে গেমস কি ?—রিলে গেমস বিভিন্ন খেলার মধ্যে অন্যতম। প্রধানতঃ শীতের সময়ের খেলা! এই খেলায় তিন চারজনকে নিয়ে একটি দল হয়। ঐ দলকে একটি নির্দিষ্ট ট্রাক—২০০ বা ৪০০ মিটার—ঐ দলকে অতিক্রম করতে হবে। ট্রাকটি যদি ৪০০ মিটারের মত হয় তাহলে চারজন থাকলে প্রত্যেককে প্রতি ১ ০ মিটার অন্তর-অন্তর দাঁড়াতে হয়। তাহলে প্রত্যেককে ১০০ মিটার করে দৌড়াতে হবে। দৌড়ের সময় একটি ব্যাটন প্রথম জন দৌড়ে গিয়ে দ্বিতীয় জনকে, দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনকে, তৃতীয় জন চতুর্থ জনকে দেয়। চতুর্থ জনই খেলাটি শেষ করে। সুতরাং যে দলের চতুর্থ ব্যক্তি সমাপ্ত রেখাটিকে আগে ছুঁতে পারবে তারাই বিজয়ী হয়।

ধনুরাসন কি ? এই আসন করলে কি উপকার পাওয়া যায় ?—প্রথমে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হয়। পা দুটো হাঁটুর কাছে ভেঙে পেছনের দিকে বাঁকাতে হবে। হাত দুটোকে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে নিয়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের গোড়ালির কাছে পায়ের পাতার সংযোগস্থলে চেপে ধরতে ধরতে হবে। পায়ের পাতা জোড়া রেখে এবং হাঁটু সাধ্যমত ৬-৭ ইঞ্চি ফাঁক রাখতে হবে। এবার বুক ও হাঁটু দুটোকে সাধ্যমত ঊর্ধে তুলতে হবে। বুক ও ঘাড়কে যতটুকু পারা যায় পিছন দিকে বাঁকাতে হবে। এতে সমস্ত শরীরের ভার তলপেটে পড়বে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ৩-৪ বার করতে হবে ও শবাসন করতে হবে।

এই আসন করলে পেট ও কোমরের মেদ কমবে ; প্লীহা ও যকৃতের কাজ ভাল হবে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অজীর্ণ, বাত ও বহুমূত্র রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়।

হলাসন কি ? এই আসনের উপকারিতা কি ?—প্রথমে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে হয়। দু'হাত শরীরের দু'পাশে রেখে মাটিতে চেপে রাখতে হয়। তারপর পা জোড়া ও সোজা অবস্থায় তুলে মাথার পিছন দিকে রাখতে হবে। থুতনি যেন বক্ষস্থল স্পর্শ করে। এভাবে ৩০ সেকেণ্ডের মত থেকে আবার পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। ৩০ সেকেণ্ডের মত বিশ্রাম নিয়ে ৩-৪ বার করে এটি অভ্যাস করতে হয়। এই আসন অভ্যাস করলে মেরুদণ্ড সবল, বলিষ্ঠ ও কর্মক্ষম থাকে। পেটের যাবতীয় রোগ, টনসিলের ব্যাধি, বহুমূত্র ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে। এতে শরীরের মেদও কমে, হৃদযন্ত্র সবল হয়।

ম্যারাথন রেস কি ?—খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে গ্রীসের বিরুদ্ধে পারসিক অভিযান শুরু হয়। ম্যারাথনের রণক্ষেত্রে এথেন্সে পারসিকদের অভিযান প্রতিরোধ করে। এই সময় ফিডিপাইডিস নামে এক দূত স্পার্টার পথে রওনা হন। মাত্র দু'দিনে প্রায় দেড়'শ মাইল পথ অতিক্রম করে তিনি স্পার্টায় গিয়েছিলেন। স্পার্টার সাহায্যের প্রতিশ্রুতির সংবাদ বহন করে আসেন ম্যারাথনের রণক্ষেত্রে। ম্যারাথন যুদ্ধের বিজয় সংবাদ নিয়ে ছুটে আসেন এথেন্সে। নগরীর দ্বারদেশে পৌঁছিয়ে তিনি নাগরিকদের জানান—আমরা জয়লাভ করেছি।'' এই তাঁর শেষ কথা। তারপর তাঁর অবসন্ন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অমর দূত ফিডিপাইডিসের স্মৃতির স্মরণে ম্যারাথন প্রবর্তিত হয়েছে সেইদিন থেকে।

সন্তোষ ট্রফি কি এবং পশ্চিমবঙ্গ ইহা কতবার পাইয়াছে ?—[প্রথমারম্ভ—১৯৪১] প্রতিযোগিতা রাজ্য ভিত্তিতে হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ফুটবল দল ইহাতে অংশগ্রহণ করে। এক এক বৎসর এক এক রাজ্যে খেলা হয়। মোট ৩৮ বার এই খেলা হইয়াছে। বিজয়ী রাজ্য চ্যাম্পিয়নরূপে ট্রফি লাভ করে। বাংলা মোট ২৯ বার খেলে ২০ বার চ্যাম্পিয়ান হয়। ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯—পশ্চিমবঙ্গ উপর্যুপরি পাঁচ বৎসর ধরিয়া চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে।

ফেডারেশন কাপ কি ? কোন কোন সালে কোন কোন দল পাইয়াছে ?—ভারতের দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই খেলায় সারা ভারতের বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করে এবং যে দল বিজয়ী হয় সেই দল সেই বৎসরের ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলরূপে চিহ্নিত হয়। এই খেলা ১৯৭৭ সালে এনার্কুলামে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।

সাল	স্থান	বিজয়ী দল
১৯৭৭	এনার্কুলাম	আই· টি, আই (বাঙ্গালোর)
১৯৭৮	কোয়েম্বাটুর	মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল (কলিকাতা) যুগ্মবিজয়ী।

১৯৭৯ গৌহাটি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (জলন্ধর)
১৯৮০ কলিকাতা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল (কলিকাতা) যুগ্মবিজয়ী।
১৯৮১ মাদ্রাজ মোহনবাগান (কলিকাতা)
১৯৮২ কোজিকোড মোহনবাগান (কলিকাতা)।

'জুলে রিমে কাপ' নাম হইবার কারণ কি? কাপটি-কী রকমের? উহা কি এখনও ট্রফি হিসাবে আছে?—প্রতিযোগিতাটি শুরু হওয়ার কালে 'ফিফার' প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ছিলেন ফরাসী দেশের ফুটবল কর্তা জুলে রিমে। তিনিই কাপটি দান করেন। উহা ৪ কিলো নিরেট সোনার তৈরী পরীমূর্তি, এক ফুট উঁচু, গায়ে জুলে রিমের নাম খোদাই করা। কোন দেশ তিনবার বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হইলে তাহাকে আর কাপটি ফেরৎ দিতে হইবে না। ইহাই ছিল দাতার ঘোষিত অভিপ্রায়। ব্রাজিল ১৯৭০ সালে তিনবার জয় সম্পূর্ণ করে, তাই নিয়মানুসারে জুলে রিমের সোনার পরী ব্রাজিলের ঘরে চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে। পরবর্তী ১৯৭৪ সাল হইতে এই প্রতিযোগিতায় নূতন বিশ্বকাপ দেওয়া হইতেছে। কাপটির নাম "ফিফা কাপ" (FIFA CUP)।

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিতোগিতা অনুষ্ঠানের সাধারণ নিয়ম কি?—প্রথম দিকে লীগের ধাঁচের খেলায় দল বাছাই হয়। বাছাই দলগুলি লইয়া গ্রুপ গঠিত হয়। শেষ পর্যায়ের খেলায় এই গ্রুপগুলি অংশ গ্রহণ করে। শেষ পর্যায়ের খেলাটি এক-এক বৎসর এক এক দেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাই বিশ্ব ফুটবলের শ্রেষ্ঠ আসর।

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা কি? উহার উদ্দেশ্য কি?—ইহা বিশ্বফুটবলের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা। ইহা দ্বারা পৃথিবীতে কোন্ দেশ ফুটবলে শ্রেষ্ঠ তাহাই নির্ণীত হয়। প্রতিযোগিতাটি আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা Federation of the International Football Association (সংক্ষেপে FIFA) কর্তৃক ১৯৩০ সালে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল। তখন কাপটির নাম ছিল জুলে রিমে ট্রফি (Jules Remit Trophy)।

পৃথিবীর প্রাচীনতম খেলা হলো লাঠি ও বলের খেলা। সম্ভবত এই খেলা তারই রূপান্তর। ফ্রান্সের লোকেরা হকেট নামে খেলত, ইংলণ্ডের লোকেরা তাদের কাছ থেকে শিখল কিন্তু নাম দিল হকি। হকি খেলা দু রকমের হয় আইস হকি ও ফিল্ড হকি। ১৮৭০ সালে কানাডার আইস হকি খেলার জন্ম হয়। এই খেলা ছয় জন মিলিয়া লাঠি ও রবারের বলের সাহায্যে খেলে। মাঠের খেলা এগার জন মিলে বল ও স্টিকের সাহায্যে খেলে। মাঠের দৈর্ঘ্য ১০০ গজ লম্বা ও প্রস্থ ৫৫ বা ৬০ গজ।

অলিম্পিকে হকি খেলা ১৯২৮ সাল থেকে স্থান পেয়েছে।]

হকিতে ভারতের স্থান কিরূপ—এমন একদিন ছিল যখন হকিতে ভারত ছিল অদ্বিতীয়। ১৯২৮ সালে প্রথম অলিম্পিক হকিতে যোগ দিয়া ১৯৬৪ স ল পর্যন্ত ৬টি অলিম্পিকে ভারত বিশ্ব হকি চ্যাম্পিয়ান হওয়ার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখায়। ১৯৮০ সালে মস্কো অলিম্পিকে ভারত দীর্ঘ ১৬ বছর পর চ্যাম্পিয়ান হয়। সম্প্রতি ভারতীয় হকি বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকার।

হকির যাদুকর' বলিতে কাহাকে বোঝায়?—ভারতের অসাধারণ কুশলী হকি ফরোয়ার্ড ধ্যানচাঁদ ঐ নামে প্রসিদ্ধ।

ভারতের নর্ক-আউট হকি প্রতিযোগিতা কোন্‌টি সবচেয়ে প্রাচীন ও কোথায় হয়?—বেটন কাপ (Beighton Cup) প্রতিযোগিতা ১৮৯৫ সালে শুরু, প্রতি বৎসর এপ্রিল-মে মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়।

কোন কোন দল সবচেয়ে বেশী জয়ী হইয়াছে?—মোহনবাগান ১৪ বার পাইয়াছে তার মধ্যে ৬ বার যুগ্ম বিজয়ী। ক্যালকাটা কাস্টমস ১১ বার উপর্যুপরি পাইয়াছে।

উপর্যুপরি তিনবার কোন্ কোন্ দল জয়ী হইয়াছে?—ক্যালকাটা কাস্টমস (১৯০৮-১৯১০ ও ১৯৩০-৩২), বি, এন আর, (১৯৪৩ ১৯৪৫) এবং মোহনবাগান (১৯৭৩ ১৯৭৫)।

হকি খেলায় বর্তমান বিশ্ব-চ্যাম্পিয়াক কোন্ কোন্ দেশ?

বৎসর	সাল	বিজয়ী	রানার্স	গোল
১৯৭১	বার্সিলোনা	পাকিস্তান	স্পেন	১—০
১৯৭৩	আমস্টারডাম	হল্যাণ্ড	ভারত	৬—৪
১৯৭৫	কুয়ালালামপুর	ভারত	পাকিস্তান	২—১
১৯৭৮	বুয়েন্স আয়ার্স	পাকিস্তান	হল্যাণ্ড	৩—২
১৯৮১	বোম্বাই	পাকিস্তান	পশ্চিম জার্মানী।	৩—১

আপ্পু কি?—সৌভাগ্য আনয়নকারী কল্পিত প্রাণী। ইহাকে ইংরাজীতে Mascot (মস্কট) বলে।

এই মসকটের মূর্তি অঙ্কিত করা হয় অনুষ্ঠিত দেশের সনাতন ভাবমূর্তির দিকে লক্ষ্য রেখে। ইহা সাধারণত অনুষ্ঠিত দেশের বিখ্যাত জীবজন্তুর প্রতিকৃতি হইতে লওয়া হয়। যেমন রাশিয়ার বিখ্যাত পশু ভাল্লুক মস্কোয় অনুষ্ঠিত ২২তম অলিম্পিকের প্রতীক, তেমনি ভারতে অনুষ্ঠিত ৯ম এসিয়াডের প্রতীক হাতী (আসামের জঙ্গলের হাতী বিখ্যাত)। অপরদিকে ১৯৮৮ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে। সিওলে এবং তাহার মসকট স্থির হয়েছে সেই দেশের সনাতন ভাবমূর্তির প্রতিফলনে একটি বাঘের মূর্তি।

ফুটবল মাঠের আয়তন কিরূপ ?—বড় বড় খেলার মাঠ ১২০ গজ লম্বা ৮০ গজ চওড়া হওয়াই নিয়ম। ছোটদের খেলার মাঠ ৮০ গজ লম্বা ও ৬০ গজ চওড়া।

পেনাল্টি এরিয়া কতটা ?—এটা আয়তাকার ক্ষেত্র। লম্বায় ৪৩ গজ এবং চওড়ায় ১৮ গজ।

গোলের দুইটি পোস্টের মধ্যে ব্যবধান কত ?—২৪ ফুট।

গোলপোস্ট কতটা উঁচু থাকে ?—মাটি হইতে ক্রসবারের তলা পর্যন্ত ৮ ফুট।

গোল পোস্ট ও ক্রস্‌বার কতটা চওড়া ?—৫ ইঞ্চির বেশী নয়।

(ক) ফুটবলের ঘের ও ওজন কিরূপে হওয়া নিয়ম ?—ঘের ২৭ হইতে ২৮ ইঞ্চি এবং ওজন ১৪ হইতে ১৬ আউন্স।

(খ) খেলোয়াড়ের সংখ্যা কত ?—মোট ১১ জন।

প্রসঙ্গস উল্লেখ্য—পূর্বে ভারতে খালি পায়ে খেলা হইত। ১৯৫৫ সাল হইতে সম্পূর্ণতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

রেফারী কাকে বলে ? তাঁর দায়িত্ব ও ক্ষমতা কিরূপ ? —ফুটবলে দুই দলের খেলা যিনি পরিচালনা করেন তাঁকে বলে রেফারী (Referee)। খেলোয়াড়রা যাহাতে খেলার আইন-কানুন লঙ্ঘন না করেন তাহা দেখাই তাঁহার কাজ। আইন লঙ্ঘন ঘটিতে দেখিলে তিনি বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁহার মুখের বাঁশী অকারণে বাজে না। গোল হইল, কি হইল না, তাহা সম্পূর্ণ রেফারীর বিচারের বিষয়। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য দুই ধারে দুইজন লাইনস-ম্যান থাকেন। কোনো সন্দেহের ক্ষেত্রে রেফারী লাইনস্‌ম্যানদের মতামত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাহারাও ভুল দেখিলে বলিতে পারেন, কিন্তু লাইনস্‌ম্যানের কথা মানা বা না মানা রেফারীর ইচ্ছা। মোট কথা বাঁশী মুখে এই মানুষটিই খেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁহার পরিচালনা সম্পর্কে কোনো পক্ষের অভিযোগ থাকিলে তাহা খেলার পরে কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে করিতে হয়।

ফুটবল খেলা কি ভারতীয় খেলা ?—ইহার সূত্রপাত কিভাবে হয় ?—ফুটবল ছিল ইংরেজদের খেলা। গত শতাব্দীর শেষভাগে ইহা কলিকাতায় প্রথম দেখা দেয়। নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী নামক হেয়ার স্কুলের একটি ছাত্রই নাকি এই খেলার সূত্রপাত করেন। তাই নগেন্দ্র-প্রসাদকে ভারতীয় ফুটবলের জনক বলা হয়। ফুটবল খেলা কলিকাতা হইতে ক্রমে ভারতের সর্বত্র শহর-গ্রামে স্কুল-কলেজে ছড়াইয়া পড়ে এবং জনপ্রিয়তায় খেলাধুলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে। এইভাবে এই খেলা এখন আমাদের জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে।

ভারতে সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা কোনটি ?—১৮০২ খৃস্টাব্দে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত মিলিটারী বনাম বোম্বাই আইল্যাণ্ড।

আই, এফ, এ, কি ?—ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়শন (Indian Football Association)—ভারতের ফুটবল খেলার প্রথম নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রক সংস্থা, কলিকাতায় ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। ইহারই তত্ত্বাবধানে কলিকাতার বিখ্যাত লীগ ও শীল্ড প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়।

আই, এফ, এ, লীগ ও শীল্ড ছাড়া ভারতে বড় ফুটবল প্রতিযোগিতা আর কি কি আছে ?—ডুরাণ্ড কাপ (দেল্লী), রোভার্স কাপ (বোম্বাই), দিল্লী ক্লথ মিলস্‌ প্রতিযোগিতা (দিল্লী), সন্তোষ ট্রফি, ফেডারেশন কাপ। ছাত্রদের জন্য আছে স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড (সারা ভারত বিশ্ব-বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ) ও সুব্রত মুখার্জি কাপ (সারা ভারত স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ)।

ভারতের আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা কি ?—জওহরলাল নেহেরু আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতি-যোগিতা। প্রথম কলিকাতায় ১৯৮২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী উদ্বোধন হয়।

ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া ও উরুগুয়ে—এই ছয়টি দেশ প্রতিযোগিতা করিয়াছিল। ৪ঠা মার্চ ফাইন্যাল খেলায় উরুগুয়ে ২—০ গোলে চীনকে পরাজিত করিয়া জয়ী হইয়াছে।

কলিকাতায় নৈশ ফুঠবল কার উদ্যোগে কোথায় আয়োজিত হয় ?—কলকাতার শতবর্ষের ইতিহাসে রাত্রি-

কালীন খেলাটি প্রথম মোহনবাগান মাঠে অনুষ্ঠিত হয় বেঙ্গল চেম্বারর্স অব কমার্সের উদ্যোগে। উক্ত সংস্থা ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোহনবাগান মাঠকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে দেয়। ফিলিপস্ এদেশেই তৈরী করেছেন হ্যালোজেন ল্যাম্প—ভালোভাবে খেলা দেখা এবং টেলিভিশনের কাজে কোন অসুবিধা ইহাতে হয় না। ২০ মিটার উঁচু চারিটি মিনারের উপর প্রচুর আলো দেয় এমন হাই প্রেসার মার্কারি ভেপার ফ্লাডলাইটের সাহায্যে সারা মাঠ দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়।

আই, এফ, এ, লীগ ও শীল্ড প্রতিযোগিতায় কাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে ?—লীগে কলিকাতার স্থানীয় দলগুলি এবং শীল্ডে ভারতের যে-কোন দল। শীল্ডে সম্প্রতি ভারতের বাহির হইতেও প্রতিযোগী আহ্বান করা হইতেছে।

আই, এফ, এ, লীগে প্রথম বিভাগের প্রতিযোগিতায় গোড়ার দিকে দেশীয় কোন্ দল সবচেয়ে বেশী সাফল্য দেখায় ?—লীগের শুরু ১৮৮৯ সালে। তখন হইতে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কোনো দেশীয় দল লীগ চ্যাম্পিয়ন হইতে পারে নাই—হয় একটি গোরা সৈন্যদল নয়তো ক্যালকাটা বা ডালহৌসী ক্লাব (ইংরেজ) জিতিয়াছে। একমাত্র মোহনবাগান ১৯১৬, ১৯২০, ১৯২১, ১৯২৫ ও ১৯২৯ সালে এবং ইষ্টবেঙ্গল ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে রানার্স আপ হইতে পারিয়াছিল। ১৯৩৪ সাল হইতে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের গতি পরিবর্তিত হয়।

আই, এফ, এ, লীগে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রেকর্ড কিরূপ ?—তিনটি ক্লাবেরই রেকর্ড গৌরবজনক, যথা—

চ্যাম্পিয়ান ঃ

মোহনবাগান ঃ ১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪ ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪ ১৯৬৫ ১৯৬৯, ১৯৭৬, ১৯৭৮, ১৯৭৯

বাইটন কাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—হকি।

ইরাণী কাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—ক্রিকেট।

১৯১৬, ১৯৪০, ১৯৪৪ ?—প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে অলিম্পিক খেলা বন্ধ ছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ফরেস্ট হিলস্-এ কোন খেলা অনুষ্ঠিত হয় ?—টেনিস।

ওয়েলিংটন ট্রফি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—দাঁড় বেয়ে সালতি (নৌকা) চালানো।

কানাডা কাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—গলফ।

কোন খেলার সঙ্গে হাওয়া সিং-এর নাম যুক্ত ?—বক্সিং (মুষ্টি যুদ্ধ)।

ওয়াকার কাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—গলফ (ইংল্যাণ্ড)।

কোন ভারতীয় উইমেব্লেডন জুনিয়র খেতাব অর্জন করেন ?—আর কৃষ্যান।

'টী' শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—গল্ফ।

টক্সোফিলি কোন খেলার নাম ?—তীরছোঁড়া (আর্চারি)।

কোন্ ভারতীয় দাবা খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন—মানুয়েল আরোন।

'ডামি' শব্দটি কোন খেলায় ব্যবহার করা হয় ?—ব্রীজ খেলা তাস।

টমাস কাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন

—'গ্যামবিট'শব্দটি কোন খেলায় ব্যবহার করা হয় ?—দাবা খেলা।

'ব্রিজ খেলায় বিশ্বের সেরা টিম কোন দেশের ?—ব্লু টিম (ইটালী)

ফুটবল খেলায় আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় কোন ট্রফি দেওয়া হয় ?—সন্তোষ ট্রফি।

পশ্চিম ভারতের বোম্বেতে ফুটবলের কোন্ টনরামেণ্ট অনুষ্ঠিত হয় ?—রোভার্স কাপ।

কোন খেলায় তিনবার জাম্প দিতে হয় ?—হপ, স্টেপ এবং জাম্প।

রামনিবাস রুইয়া চ্যালেঞ্জ গোল্ড কাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—ব্রীজ।

রামানুজন ট্রফি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—টেবিল টেনিস (জুনিয়ার বয়স)।

'জকি' নামটি কোন ধরনের খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—ঘোড় দৌড়।

'বিশপ' শব্দটি কোন্ খেলার সঙ্গে যাক্ত ?—দাবা খেলা।

ভারতীয় ডাবরী জিতেছিল ১৯৭২ সালে কোন ঘোড়াটি ? —প্রিন্স খার্তম।

ভারতে কোন মহিলা সর্ব প্রথম ইংলিস চ্যানেল সাঁতরে পার হন ?—কুমারী আরতী সাহা।

মারডেকা কাপ' কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত—ফুটবল

(এশিয়া)।

মহারাষ্ট্রে কোন খেলা খুব জনপ্রিয় ?—খো-খো খেলা।

বড় মাঠের সবচেয়ে কোন খেলার প্রয়েজেন হয়—গলফ।

ডয় ডেভিস কারা ১৯৭১ সালে কোন দল বিজয়ী হয় ?—আমেরিকা।

সর্বপ্রথম কোন দেশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৮৫৯। আমেরিকা খেলেছিল গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে।

মাউণ্ট এভারেস্ট কোন্ ব্যক্তি একাইদুবার উঠেছিলেন ?—নওসঙ গোম্বু নামে একজন শেরপা। ১৯৬৩ এবং ১৯৬৫ সাল।

বক্সিং-এর সময় দেহের কোন অংশকে মার্ক হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ?—সোলার প্লেকসাম পেটে কোন ঘুষি পড়লে প্রচণ্ড দৈহিক ক্ষতির সম্ভবনা।

কোন বছর থেকে ডেভিস কাপের খেখা শুরু হয় ? কার নামে এই নামকরণ হয় ?—১৯০০ সালে। ডিউইট ফিলে ডেভিস (আমেরিকান)।

'বুল্স আই' শব্দটি কোন খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত ?—রাইফেল স্যুটিং কেন্দ্রী।

১৯৬৬ সালে জুলে রিমে কাপের খেলা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ? বিজয়ী হয়েছিল কোন দল ?—ইংল্যাণ্ড। বিজয়ী দল ইংল্যাণ্ড।

কোন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সব চেয়ে শেষে আসে ?—স্লো-বাই-সাইকেল রেস।

জয়লক্ষ্মী কাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—ন্যাশানল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপ (মহিলা)।

কোন্ স্পোর্টস-এ 'বেটন' হস্তান্তরিত করা আবশ্যিক শর্ত ?—রিলে রেস।

কোন্ খেলায় বিজয়ী দল পেছন দিকে হটে যায় ?—টাগ-অব-ওয়ার। দড়িটানাটানি।

শীতকালে স্পোর্টস অনুষ্ঠানে আয়োজনে ইউরোপের কোন দেশ বিখ্যাত ?—সুইজ্যারল্যাণ্ড।

টেবিল টেনিসে ১৯৮০ সালে কোন মহিলা, অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন ?—মিস ইন্দু পুরী।

বোম্বের কোন মাঠে টেষ্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয় ?—ব্রেফোন ষ্টেডিয়াম ও ওয়ানখাদে ষ্টেডিয়ামে।

৮৫ রাইফেল স্যুটিং-এ কোন মহিলা 'অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন ?—কুমারী ভুবনেশ্বরী কোটা।

মিউনিক অলিম্পিকে ১৯৭২ কোন দেশে সব চেয়ে বেশী সংখ্যক স্বর্ণ পদক অর্জন করেছিল ?—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র।

ভারোত্তলনে কোন দেশ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান হয় ?—চীন (৩২১ পয়েণ্ট) সাল ১৯৮১, ১৯শে অগাস্ট। স্থান, ন্যাগোয়া (জাপান)

ভারতীয় কোন্ দল একই বছরে রোভার্স কাপ, ডুরাণ্ড কাপ এবং আই, এফ, এ, শীল্ড বিজয়ী হয়েছিল কোন দল ?—১৯৭৭ সালে মোহনবাগান।

ভারতীয় কোন্ দল কবে প্রথম আই, এফ, এ শীল্ড বিজয়ী হয় ?—মোহনবাগান, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে।

হবিদত্তের নাম কোন খেলায় যুক্ত ?—বাস্কেটবল। ১৯৬৯ সালে অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন।

অলিম্পিকে ক্রীড়াতে ভারতের কোন খেলোয়াড় ১৯৬৪ সালে স্বর্ণ পদক লাভ করে ছিলেন ?—চরণজিৎ সিং।

অলিম্পিক খেলায় কোন দেশ সব থেকে বেশী স্বর্ণ পদক, রৌপ্য পদক ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছিলেন ১৯৮০ সালে ?—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। ৮০টি স্বর্ণ পদক, ৬৯টি রৌপ্য পদক এবং ৪৬টি ব্রোঞ্জ পদক।

কোন মহিলা খেলার ইতিহাসে দ্বিতীয়বার একইসঙ্গে চারটি খেতাব অর্জন করেন—উইমব্লেডন, ইউ, এস, এ, অষ্ট্রেলিয়া এবং ফ্রান্স ?—মার্গারেট স্মিথ কোর্ট (অষ্ট্রেলিয়া)। ১৯৭০ সাল।

বিশ্ব টেবিল টেনিস খেলায় এশিয়া ২০ বছর ধরে সোয়েথলিং কাপ দখলে রেখেছিল। ইউরোপের কোন দেশ এই দখলকারীকে ভেঙ্গে দেয় ?—সুইডেন। ১৯৭৩ সালের ৯ই এপ্রিল।

কোন ধরনের স্পোর্টস-এ প্রতিযোগীকে কাঁচির মত ভঙ্গী নিতে হয় ?—হাই জাম্প। বার পার হওয়া সময় এই ভঙ্গীটি প্রায় অপরিহার্য।

কুচবিহার ট্রপি খেলায় কোন বিজয়ী প্রতিযোগী এই পুরস্কার পায় ?—আন্তঃ বিদ্যালয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশীপ (ভারত)।

কোন্ অলিম্পিক খেলায় কোন্ ব্যক্তি একাই সর্বাধিক স্বর্ণ পদক অর্জন করেন ?—মার্ক স্পিট্জ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) ৭টি স্বর্ণ পদক অর্জন করেছিলেন সাঁতারে ১৯৭২ সালে মিউনিক অলিম্পিকে।

অন্তরাজ্য খেলাধূলায় ১৯৮১ সালে কোন রাজ্য সর্বাধিক পদক লাভ করেছিল ?—কেলারা ১৮টি স্বর্ণপদক ; ১৬টি রৌপ্যপদক ; ১২টি ব্রোঞ্জপদক।

ক্রিকেটে কোন্ কোন্ দেশের খ্যাতি বেশী ?—অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—এই তিনটিই প্রথম সারির। দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ড-এরও কিছু খ্যাতি আছে।

কোন হকি খেলোয়াড় প্রথম অর্জন পুরস্কার লাভ করেই ?—পৃথিবপাল সিং

কোন্ বাঙালী হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাঁতারে পৃথিবীতে রেকর্ড করেন ?—প্রফুল্ল ঘোষ। ঐ অবস্থায় ৬১ ঘণ্টা ১৩ মিঃ সাঁতরাইয়া ছিলেন।

জুলে রিমের কাপের এত মর্যাদা কেন ?—এত মূল্যবান সোনার কাপ আর কোথায়ও নেই ; ৪ কিলো সোনায় গড়া ১ ফুট উঁচু একটি পরীর মূর্ত্তি। গায়ে খোদাই করা আছে জুলে রিমে। যে-দল তিনবার চ্যাম্পিয়ান হবে কাপটি চিরতরে তাদের তবে। এ পর্যন্ত ব্রাজিল জুলে রিমে কাপটি চিরতরে অধিকার করেছে (১৯৫৮, ১৯৬৬ এবং ১৯৭০)।

'ম্যাটাডর' শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ? এই খেলায় সফলতা লাভ করেন কারা ?—বুল ফাইটিং (ষাঁড়ের লড়াই) ল্যাগার্টিজো (১৮৪১-১৯০০) তাঁর জীবদ্দশায় ৪,৮৬৭টি ষাঁড় হত্যা করে সফল ম্যাটাডর-এর খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর জন্ম র‍্যাফেল ম্যানিলায়। দীর্ঘদিন ধরে ষাঁড়ের লড়াই চালিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন বিয়েনভোনিডা (১৯২২-৭৫) অ্যান্টনিও মেজিয়াস (১৯৪২-১৯৭৪)।

বাস্কেট বল খেলায় অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান কোন দেশ ? —১৯২৬ সাল থেকে বাস্কেট বল খেলা প্রবর্তিত হলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বারই বিজয়ী হয়। আমেরিকা ১৯৭২ সালে সোভিয়েট যুক্ত-রাষ্ট্রের কাছে পরাজিত হলেও (বিতর্কিত) ১৯৭৬ সালে মন্ট্রিয়েল অলিম্পিকে পুনরায় বিজয়ীর সম্মান পায়।

দাবা খেলার উৎপত্তি কোন দেশে ?—প্রাচীন ভারতে দাবা খেলার উৎপত্তি ; তখন এর নাম ছিল 'চতুরঙ্গ'। 'দাবা' শব্দটি পারস্য থেকে উদ্ভূত হয়। এই খেলা তিন হাজার বছর পূর্বে ভারত প্রচলিত ছিল।

'রাবার শব্দটি কোন খেলায় ব্যবহার করা হয় ?—ব্রিজ খেলা ; আর ক্রিকেট (পর পর তিনটি খেলার মধ্যে কোনো দল দুটিকে জিতলে রাবার পায়)

'লর্ডস'-এ গ্রীষ্মের দিনে কোন খেলা দেখা যায় ?—ক্রিকেট ম্যাচ। ইংলণ্ডে লর্ডস হলো ক্রিকেট খেলার কেন্দ্র-স্থল এবং ম্যারিলীবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এম. সি. সি.) উৎস ভূমি।

পেরেকের শয্যায় কোন মহিলা এক নাগাড়ে ত্রিশ ঘণ্টা শুয়েছিলেন ?—গিরাল্ডাইন উইলিয়মস। ইংল্যাণ্ডে হার্ড ফোর্ডসায়ার-এ ১৯৭৭ সালে ১৮—১৯ মার্চ ভদ্রমহিলা তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা দেন। তিনি মিরাণ্ডা নামে পরিচিত (কুইন অব ফাকিরস)।

আই. এফ. এ. শীল্ডে ভারতীয় কোন কোন দলগুলি নামকরা ওদের চ্যাম্পিয়ন শিপ কত কত সালে হয় ?—যথাক্রমে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং।

[কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমারম্ভ—১৮৯৩]

চ্যাম্পিয়ান ঃ

ইস্টবেঙ্গল ঃ ১৯৪৩, '৪৫, '৪৯, '৫০, '৫১, '৫৮, '৬১, '৬৫, '৬৬, '৭০, '৭২, '৭৩, '৭৪, '৭৪, '৭৬* '৮১*

মোহনবাগান ঃ ১৯১১, '৪৭, '৪৮, '৫৪, '৫৬, '৬০, '৬১*, '৬২, '৬৯, '৭৬* '৭৭, '৭৮*, '৭৯, '৮১*, '৮২

[১৯৬১, '৭৬, '৮১ সালে মোহন-বাগাত ও ইস্টবেঙ্গল যুগ্ম বিজয়ী। এবং ১৯৭৮ সালে মোহনবাগান ও রাশিয়ার আরারাত ক্লাব যুগ্ম-বিজয়ী।]

মহামেডান ঃ ১৯৩৬, '৪০, '৪২, '৫৭, '৭১

ডুরাণ্ড কাপে কলিকাতায় কোন্ কোন্ দল বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে ?—[দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। আরম্ভ—১৮৮৮]—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল।

চ্যাম্পিয়ান ঃ

মোহনবাগান ঃ ১৯৫৩, '৫৯, '৬০*, '৬৩, '৬৪, '৬৫, '৭৪, '৭৫, '৭৭, '৭৯, '৮০।

ইস্টবেঙ্গল ঃ ১৯৫১, '৫২, '৫৬, '৬০, '৬৭, '৭২, '৭৮।

[*১৯৬০ সালে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল যুগ্মবিজয়ী]

মহামেডান স্পোর্টিং ১৯৪০ সালে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে।

টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ান হয় ১৯৮১ সালে কোন দেশ? ৩৬তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় চীন বিজয়ী হয়। সাল, ১৯৮১, ২৬শে এপ্রিল। স্থান নোভি স্যাড (যুগোশ্লোভিয়া)।

এসিয়ান গেমসে কোন কোন দেশ অংশ গ্রহণ করে?—এসিয়া মহাদেশের প্রতিটি দেশ ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এসিয়া ভূখণ্ডে রাশিয়ার বিশাল অংশ থাকিলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া ইউরোপীয় ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই কারণে এই খেলায় তাহারা অংশ গ্রহণ করে না।

ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে কোন কোন বাঙালী বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন?—নীতিন্দ্রনাথ রায়, ডোভার হইতে ১০ ঘণ্টা ২১ মিনিটে পার হন (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭)—পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশের) ব্রজেন দাস ১০ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে পার হন ফ্রান্স হইতে। ব্রজেন দাস ১২ দিনে ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া বিশ্বরেকর্ড করেন।

আজ পর্যন্ত কোন কোন সালে ও কোন কোন দেশে এসিয়াড হয়েছে এবং তাহাতে অংশগ্রহণকারী দেশ, প্রতিযোগী ও ইভেণ্টের (খেলার প্রকৃতি) সংখ্যা কত?—

সাল	স্থান	অংশগ্রহণকারী দেশ	প্রতিযোগীর সংখ্যা	ক্রীড়াসূচীর দফা (ইভেণ্ট)
১৯৫১	দিল্লী	১১	৪৮৯	৬
১৯৫৪	ম্যানিলা	১৮	৯৭০	৮
১৯৫৮	টোকিও	২০	১,৪২২	১৬
১৯৬২	জাকার্তা	১৭	১,৭৪৫	১৪
১৯৬৬	ব্যাংকক	১৮	৯,৯৪৫	১৪
১৯৭০	ব্যাংকক	১৮	১,৭৫২	১৩
১৯৭৪	তেহরান	১৯	২,৮৬৯	১৬
১৭৭৮	ব্যাংকক	২৫	৩,৮৪২	১৯
১৯৮২	দিল্লী	৩৩	৪,৫০০	২১

এসিয়াডে কোন কোন দেশ বেশী পদক পাইয়াছে?

জাপান—প্রথম হইতে অংশগ্রহণ করিয়া পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীরা পাইয়াছে সোনা ৫৫৫টি, রূপো ৪০১টি, ব্রোঞ্জ ২৯৪টি = মোট ১২৫০টি।

চীন—ষষ্ঠ গেমস হইতে অংশগ্রহণ করিয়া সোনা ১৪৫টি, রূপো ১৩৩টি, ব্রোঞ্জ ১১৭টি = মোট ৩৯৩টি।

দক্ষিণ কোরিয়া—দ্বিতীয় গেম হইতে অংশগ্রহণ করিয়া সোনা ১১২টি, রূপো ১১৬টি, ব্রোঞ্জ ১৫৫টি = মোট ৩৩৯টি।

নেহেরু গোল্ডকাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত, কোথায় প্রথম এই কাপের জন্য প্রতিযোগতা হয়? বিজয়ী দল কে?—নেহেরু গোল্ডকাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার নাম। ১৯৮২ সালে কলকাতার ইডেন উদ্যানে এর খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বছরে এই প্রতিযোগিতায় কোরিয়া, চীন, উরুগুয়ে, যুগোশ্লোভিয়া, ইটালি এবং ভারত অংশ করে। ফাইনাল খেলায় উরুগুয়ে চীনকে দু'গোলে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ী হয়।

আই. এফ. এ. শীল্ড সর্বপ্রথম কোন ভারতীয় দল জয় করে এবং কবে?—মোহনবাগান ১৯১১ সালে ইংরেজ দল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেণ্টকে পরাজিত করিয়া পাইয়াছে।

রোভার্স কাপে কলিকাতার কোন কোন দল সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্বের অধিকারী—যথাক্রমে ইস্টবেঙ্গল মহামেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হায়দরাবাদ পুলিশ উপর্যুপরি পাঁচ (১৯৫০—১৯৫৪) বার জয়ী হইয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে।

[বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমারম্ভ—১৮৯১]

চ্যাম্পিয়ান:

ইস্টবেঙ্গল: ১৯৪৯, ১৯৬২*, ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭২*, ১৯৭৩*, ১৯৭৪*, ১৯৮০*।

[১৯৬২, ১৯৭৩, ১৯৮০ সালে যথাক্রমে অন্ধ্র পুলিস, মোহনবাগাম ও মহামেডানের সহিত যুগ্মবিজয়ী]

মহামেডান: ১৯৪০, ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৮০*।

মোহনবাগান: ১৯৫৫, ১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২*, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৮১।

[১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গলের সহিত যুগ্মবিজয়ী]

১৯৮২ সালে: প্রথম বিদেশী দল হিসাবে ইরাকের "সালাউদ্দিন ক্লাব" পাইয়াছে।

বিশ্ব-অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় কোন কোন দেশ চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে?

সাল	স্থান	চ্যাম্পিয়ান
১৯০৮	লণ্ডন	গ্রেট ব্রিটেন
" ১২	ষ্টকহলম	গ্রেট ব্রিটেন
" ২০	এণ্টওয়ার্প	বেলজিয়াম

" ২৪	প্যারী	উরুগুয়ে
" ২৮	আমস্টারডাম	উরুগুয়ে
" ৩২	লস্ এঞ্জেলস	খেলা হয় নাই।
" ৩৬	বার্লিন	ইতালী
" ৪৮	লণ্ডন	সুইডেন
" ৫২	হেলসিঙ্কি	হাঙ্গারী
" ৫৬	মেলবোর্ন	রাশিয়া
" ৬০	রোম	যুগোশ্লোভিয়া
" ৬৪	টোকিও	হাঙ্গারী
" ৬৮	মেক্সিকো	হাঙ্গারী
" ৭২	মিউনিখ	পোল্যাণ্ড
" ৭৬	মনট্রিল	পূর্ব জার্মানী
" ৮০	মস্কো	চেকোশ্লোভাকিয়া

সন্তোষ ট্রফি ১৯৭১ কে বিজয়ী হয়েছিলেন ?—পশ্চিম-বঙ্গ সার্ভিসিসকে পরাজিত করে।

হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন ১৯৭১ সালে কে হয়েছিলেন ?—জো ফ্রাজিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান।

ভারতের কে ৪০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন ?—মিলখা সিং—(৪৫৬ সেকেণ্ডে)।

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১৯৮২ সালে বিজয়ী হয়েছে কে ?—ইতালী।

লন টেনিস চ্যাম্পিয়ন ১৯৭২ সালে কে হয়েছিলেন ?—জে. মুখার্জী।

ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠাতা কে ?—গুরুসদয় দত্ত।

'বয়স্কাউট'-এর প্রতিষ্ঠাতা কে ?—লর্ড ব্যাডেন-পাউরেল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় কে ? ডন ব্যাড-ম্যান।

ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম কে ফুটবল খেলা প্রচার করেন ?—নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

বাস্কেটবলে ১৯৮০ সালে কে অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন ?—ওমপ্রকাশ।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় কে ?—রুডি হার্তোনা ৭ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

টেবিলটেনিসে জাতীয় (সিংগলসে) কে তিনবার জয়ী হয়েছেন ?—কুমারী সৈয়দ সুলতানা।

'অর্জ্জুন' পুরস্কার ১৯৮০ সালে ক্রিকেট খেলায় কে পেয়েছিলেন ?—কপিলদেব।

ভারত ও সিংহলের মধ্যবর্তী পক প্রণালী সাঁতারের রেকর্ড কে করেন ?—বৈদ্যনাথ দাস। ১৪ ঘণ্টা ৫০ মিঃ (১৯৬৭ খ্রীঃ), ১৪ ঘণ্টা ১৩ মিঃ (১৯৬৯ খ্রীঃ)।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় কে ?—রুডি হাতোনা। জন্ম ইন্দোনেশিয়ার সুরাবায়ার ১৯৪৮ সালে। ৭ বৎসর ধরে ব্যাডমিণ্টনে প্রথম নাম।

দীর্ঘতম ঘোড়দৌড়ে কে খ্যাতি অর্জন করেন ?—১২০০ মাইল দৌড়। স্থান পর্তুগাল। ঘোড়া—এমির।

দিল্লীতে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয় যে স্টেডিয়ামে তার নাম কি ?—ফিরোজ শা কোটলা গ্রাউন্ড।

এশিয়াড-এ ১৯৭০ সালে কে (মহিলা বিভাগে) ৪০০ মিটার দৌড়ে বিজন ?—মিস্ কামাশজিং সাধু (ভারত)।

সবচেয়ে কম সময়ে কে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হন ?—ব্যারি ওয়াটসন। ৯ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট।

১৯৭১ সালে পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলস্-এ উইম্বলিডন-এ বিজয়ী হন কে ?—জে ডি নিউকোম্ব (অষ্ট্রেলিয়া)।

'অর্জ্জুন' পুরস্কার পেয়েছিলেন ফুটবলে ১৯৮০ সালে কে ?—প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অলিম্পিক ম্যারাথনে কে দুবার বিজয়ী হন ?—অ্যাবেব বিকিলা (ইথিওপিয়া)। ১৯৬০ এবং ১৯৬৪।

পক প্রণালী কে সর্বপ্রথম সাঁতার দিয়ে পার হয়েছিলেন ?—মিহির সেন ১৯৬৬ সালের ৫ই ও ৬ই এপ্রিল ২৫ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটে পক প্রণালী পার হয়েছিলেন।

টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক রান করেছে কে ?—ইংলণ্ডের জীয়ফ্ বয়কট (Geoff Boycott)। ১০৮টি টেস্টে ৮১১৪ রান করিয়া সোবার্সের (৯৩টি টেস্টে) ৮০৩২ রানের রেকর্ড ভাঙ্গিয়া দেন।

হকি গোল্ড কাপ বোম্বে টুর্নামেণ্টে ১৯৭১ সালে কে জয়ী হয়েছিলেন ?—সার্ভিসেসকে পরাজিত করে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস টিম। ১৯৭২ সালে, মে মাসে।

সেইলা স্কট কে ?—বৃটিশ মহিলা। বিমানে একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে একা লণ্ডন থেকে নাইরোবী পাড়ি দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন।

সর্বভারতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় (পুরুষ বিভাগ) কে চ্যাম্পিয়ান হন ?—সৈয়দ মোদী, প্রকাশ পাড়ুকোনকে বেজওয়াদায় ১৯৮১ সালের ৩০শে জানুয়ারী পরাজিত

করেন।

পৃথিবীর মধ্যে কনিষ্ঠতম হেভি-ওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ান কে?—ফ্লয়েড প্যাটারসন। ২১ বছর ৩৩১ দিন যখন বয়স তখন তিনি এই বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন।

বিশ্ব জিমন্যাস্টিক্ প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত খেতাব অর্জন করেন কে?—বোরিস শাখলিন (সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র) ১৯৫৪—'৬৪র মধ্যে দশটি। একাই ৬টি স্বর্ণ-করেছেন।

১৯৭৩, '৭৩ ও '৮০ সালে মোটর দৌড়ে কে আফ্রিকান সাফারি অর্জন করেছিলেন?—শেখর মেহেতা। তিনি একজন ভারতীয় শিল্পপতির পুত্র (কেনিয়া)।

সাইকেলকে সম্পূর্ণ থামিয়ে কোনো কিছুতে ভর না দিয়ে কে বেশী সময় সাইকেলে থাকতে পেরেছিলেন?—ডেভিড স্টীড। কোন কিছুতে ভর না দিয়ে ৯৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সাইকেলে ছিলেন। সাল, ১৯৭৭, ২৫শে নভেম্বর।

সর্বপ্রথম কে ডোভার থেকে ইংলিশ চ্যানেল লাইফ-জ্যাকেট না নিয়ে সাঁতরে পার হয়েছিলেন?—মার্চেণ্ট নেভি ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব (বৃটেন)। ১৮৭৫ সালে ২৪-২৫ আগষ্টসময় লেগেছিল ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট।

অলিম্পিক গেমস-এ (১৯০০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত) কে তীরন্দাজ হিসাবে ৬টি স্বর্ণপদক ও তিনটি রৌপ্য পদক অর্জন করেছিলেন?—হিউবার্ট ভ্যান ইউনিস (বেলজিয়াম) (১৮৬৬—১৯৬১)।

আলি মহম্মদ কে?—লুস ভিলের এক নিগ্রো ১৯৪২ সালে জন্ম। ক্যাসিয়াস্ ক্লে নামে জগদ্বিখ্যাত বক্সার। মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে নতুন নাম নেন মহম্মদ আলি। অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্সার।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের নামে যা তা বলে দম্ভোক্তি করে থাকে।

প্যাটার্সনকে বলেন, র‍্যাবিট্। ডোব ম্যানকে ব লন মামি। চুভালোকে বলেন, ওয়াশারম্যান। সোনি লিস্টনকে বলেন, বিগ্ আগলিবম্ বাগনারকে বলেন, রাশিয়ান ট্যাঙ্ক।

টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন কে?—অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলি (Denis Lilee) ১৯৮১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর মেলবোর্ন মাঠে ল্যারী গোমেসের উইকেটটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ল্যানস গিবসের ৩০৯টি উইকেটের রেকর্ড ভাঙ্গিয়া দেন। লিলি তারপর আরোও উইকেট পেয়েছেন এবং এখনো তিনি অস্ট্রেলিয়া দলের নিয়মিত খেলোয়াড়।

ক্রিকেট খেলার আধুনিক আইন প্রণয়ন কে করেন?—ক্রিকেট খেলার নিয়ম কানুন তৈরী করার জন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা নেই, ইংলণ্ডের মেরিলীবোর্ণ ক্লাব (এম. সি. সি.) ক্রিকেট খেলার সমস্ত আইন-কানুন তৈরী করে পৃথিবীর সকল দেশই তা মেনে নেয়।

ইংলিশ চ্যানেল তিনবার পারাপারে রেকর্ড করেন কে?—শিকাগোর ২৬ বৎসর বয়স্ক শারীর শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক জন এরিকসন বিরামহীন অবস্থায় তিনবার চ্যানেল পারাপার করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন (২০শে আগষ্ট, ১৯৮১)। মোট সময় লাগিয়াছে ৩৮ ঘণ্টা ২৭ মিনিট।

নবম এসিয়াডে সর্বাপেক্ষা কৃতি খেলোয়াড় কে?—জাপানের হামার থোয়ার শিগোনোবু মুরোকুশি।—ব্যাংককে ৬৬ সালে তিনি রুপো পান। গত ষোল বৎসর ধরিয়া নিজেকে উন্নত রাখিয়াছেন এবং লোহার বল ছোঁড়ার পর পর চারটি এসিয়াডে সোনা পাইয়াছেন।

বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় কে?—ব্রাজিলের পেলে। আসল নাম আরান্তিস দো নাসিনেন্তো এড্সন্ (Arantes Do Naseimento Edson) ফরোয়ার্ডের প্লেয়ার। ইনি বড় খেলায় এ পর্যন্ত ১০০-এর বেশী গোল করিয়াছেন—এ কৃতিত্ব প্রায় অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত।

বর্তমান বিশ্বের সেরা ফুটবলার কে?—ইতালির পাওলো রসি (১৯৮২-র বিশ্ব ফুটবলে নির্বাচিত)।

ভলিবল খেলায় সর্বমোট কজন খেলোয়াড় থাকে?—প্রতি দলে ৬ জন করে ১২ জন।

ফুটবল খেলার গোলপোস্টের মধ্যে ব্যবধান কত?—৮ গজ।

ভলিবলের কোর্টের মাপ কতটা?—৩০ ফুট × ৩০ ফুট।

ফুটবল মাঠের গোলপোস্টের উচ্চতা কতটা হওয়া বাঞ্ছনীয়?—৮ ফুট উচ্চতা।

রাগবী খেলায় কয়জন খেলোয়াড় থাকে?—প্রতি দলে ১৫ জন করে ৩০ জন।

টেবিল টেনিসের বলের ওজন কত?—৩৭ থেকে ৩৯ গ্রেন।

বাস্কেট বল খেলায় ফ্রি থ্রো দিয়ে গোল করলে কতটা

পয়েণ্ট পাওয়া যায় ?—একটি পয়েণ্ট।

ক্রিকেট খেলায় দু'টি উইকেটের মধ্যে ব্যবধান কত ? – ২২ গজ।

ব্রাজিল কতবার ফুটবল খেলায় বিশ্বকাপ বিজয়ী হয় ? —তিনবার। ১৯৫৮, '৬২, '৭০।

বাস্কেট বল খেলার মাঠের আয়তন কতটা ? ৮৫ ফুট ×৪৬ ফুট (সব থেকে বড় আয়তন)।

লন টেনিস নেটের উচ্চতা কতটা হয় ?—৯১·৪৪ সে.মি, (৩ ফুট)।

গলফ খেলায় মাটিতে কতগুলি গর্ত থাকে ? —১৮টি।

ক্রিকেট বলের স্বাভাবিক ওজন কতটা হওয়া উচিত ?—সাড়ে পাঁচ থেকে পৌনে ছয় আউন্স।

এসিয়ান গেমস কত বৎসর অন্তর হয় ?—১৯৫১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি চার বৎসর অন্তর হয়।

'ওয়াটার পোলো' খেলায় সর্বসমেত কতজন খেলোয়াড় থাকে ?—৭ জন করে ১৪ জন।

আই, এফ, এ, শীল্ড চ্যাম্পিশান ১৯৬১ সালে কোন দল হয়েছিল ?—মোহনবাগান।

আগা খাঁ কাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?—হকি।

হকি খেলার মাঠের আয়তন কতটা ?—১০০ গজ × ৫৫ গজ থেকে ৬০ গজ।

দাবা খেলার বোর্ডে কটা ঘর থাকে ?—৬৪টি ঘর থাকে।

পোলো খেলার চক্কর কয়টি ?— চারটি।

ফুটবল খেলার মাঠের আয়তন কত ?—১০০—৫৬ গজ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) অথবা ১৩০ × ৫৬ গজ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ)।

এশিয়ায় কতবার বিশ্ব-টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ?—পাঁচবার। বোম্বাই (১৯৫২), টোকিও (১৯৮৬), পিকিং (৫৬৭), নাগোয়া (৫১৭১) ও কলিকাতা ১৯৭৯)।

এসিয়াডে ভারত আজ পর্যন্ত কতগুলি পদক পাইয়াছে ? প্রথম হইতে অংশ গ্রহণ করিয়া সোনা ৭৬টি, রুপো ১টি, ব্রোঞ্জ ১০৫টি=মোট ২৭৬টি।

অরুণ ঘোষ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ? তিনি কি কোনো পুরস্কার পেয়েছিলেন ?—ফুটবল। ১৯৬৫ সালে অর্জুন পুরস্কার পান।

অলিম্পিক গেমস্-এ ম্যারাথন দৌড়ের কতটা পথ ?—২৬ মাইল, ৩৮৫ গজ অর্থাৎ ৪২·১৯ কি, মি,।

ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল খেলার কৃতিত্ব কাহার।—ক্রিকেটের প্রথম মহারথী সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাবলিউ. জি. গ্রেস (W. G. Grace)। ৫০ বৎসর খেলেন (১৮৬৪ ১৯১৪)।

হার্ডল রেসে প্রতিযোগীদের কটি হার্ডল পার হতে হয় ? —দশটি হার্ডল। অবশ্য হার্ডলগুলির মধ্যে কম বেশী দূরত্ব থাকে। (১০০।২০০ বা ৪০০ মিঃ, পুরুষ, ১১০। ২০০ মিঃ)

অলিম্পিক গেমস-এ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১৯৮০ সালে কোন কোন স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে ?—চেকোশ্লাভাকিয়া (স্বর্ণ), পূর্ব জার্মানী (রৌপ্য) ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র (ব্রোঞ্জ পদক)।

নবম এসিয়াডে কত প্রকারের খেলা ও কতকগুলি পদক ছিল ?—খেলা একুশ প্রকারের। পদকের সংখ্যা, সোনা—১৮৪টি, রুপো—১৮৪টি, ব্রোঞ্জ—১৯১টি=মোট ৫৫৯টি।

'সালতি' দৌড়ে অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন কারা (পুরুষ ও মহিলা)?—গের্ট ফ্রিড্রিকশন (সুইডেন) সবচেয়ে বেশী স্বর্ণপদক লাভ করেন (পুরুষ)। লুডমিলা পিনায়েভা (সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র) সবচেয়ে বেশী স্বর্ণপদক লাভ করেন (মহিলা)।

টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০০ রান ও ২৫০টি উইকেট পাওয়ার কৃতিত্ব কার ?—ইংলন্ডের ইয়ান বোথাম। তিনিই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি এই কৃতিত্বের অধিকারী। বর্তমানে ইংলণ্ডে একজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়।

ফুটবলের সম্রাট কাকে বলা হয় ?—ব্রাজিলের পেলে। পেলের আসল নাম এডসন. আরান্তিন দো-নাসি মেন্টো।

হকির যাদুকর কাকে বলা হয় ?—হকির ফরোয়ার্ড খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ।

কলিকাতায় ৩৩তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান কাহারা ?—পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে ঃ ইস্তভন জনিয় (হাঙ্গেরী)। পুরুষদের ডবলস ফাইনালে ঃ ইস্তাভন জনিয়র ও গ্যাবোর গারগেলি (হাঙ্গেরী)। মেয়েদের সিংগলস ফাইনালে ঃ পাক ইয়ন সুন (উঃ কোরিয়া)। মেয়েদের ডবলস ফাইনাল ঃ মারিয়া আলেকজান্ড্রা (রুমানিয়া) ও সোকো তাকাহাসি (জাপান। কিক্সড ডবলস ফাইনালে ঃ স্ট্যানিশ্লাভ গোমো জকভ এবং এ,

ফ্যায়ারভম্যানস (রাশিয়া)।

দীনেশ খান্নার নাম উল্লেখযোগ্য কেন ?—ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় হিসাবে।

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার খেলায় জয়ী হওয়াকে বলে 'আশেস' পাওয়া। এমন ধরনের নাম হলো কেন ?—রসিকতা পূর্ণ শোক স্মারক চিহ্ন। ১৮৮২ সালে স্পোটিং টাইমস-এ বলা হয় যে, দেহের ভস্মীভূত ছাই অষ্ট্রেলিয়ায় পাটানো হবে। ১৮৮২-৮৩ সালে ইংলণ্ডদল অষ্ট্রেলিয়াতে বিজয়ী হলে মেলবোর্ণের ভদ্র মহিলারা ক্রিকেট স্টাম্প ও বেল পুড়িয়ে তার ছাই একটি পাত্রে (আর্ন) তাঁদের (বিজয়ী-দলকে) উপহার দিয়েছিলেন।

নবম এশিয়াডে কত প্রকারের খেলা ছিল এবং কোন প্রকারের পদকক টি করিয়া ছিল ?

খেলা (ইভেন্ট)	সোনা	রূপো	ব্রোঞ্জ
১. অ্যাথলেটিকস	৪০	৪০	৪০
২. সাঁতার	৩৪	৩৪	৩৪
৩. স্যাটিং	২২	২২	২২
৪. বকসিং	১২	১২	১২
৫. কুস্তি	১০	১০	১০
৬. ভারোত্তলন	১০	১০	১০
৭. ব্যাডমিণ্টন	৭	৭	১৪
৮. সাইক্লিং	৭	৭	৭
৯. টেবিল টেনিস	৭	৭	৭
১০. টেনিস	৭	৭	৭
১১. ইকোয়েস্টিয়ান (অশ্বারোহণ)	৪	৪	৪
১২. জিমন্যাসটিকস	৪	৪	৪
১৩. রোয়িং (নৌ-বাইচ)	৪	৪	৪
১৪. ইয়টিং (পালতোলা নৌ-চালনা)	৪	৪	৪
১৫. তীরন্দাজী	২	২	২
১৬. গলফ	২	২	২
১৭. বাসকেট বল	২	২	২
১৮. হকি	১	১	১
১৯. ভলিবল	২	২	২
২০. ফুটবল	১	১	১
২১. হ্যাণ্ডবল	১	১	১
	১৮৪	১৮৪	১৯১

নবম এশিয়াডে পদকজয়ী কতটি দেশ ও তাহাদের পদকের খতিয়ান কত ? –অংশ গ্রহণকারী ৩৩টি দেশের মধ্যে পদক পাইয়াছে ২৫টি দেশ।

দেশ	সোনা	রূপো	ব্রোঞ্জ	মোট
চীন	৬১	৫১	৪১	১৫৩
জাপান	৫৭	৫২	৪৪	১৫৩
দক্ষিণ কোরিয়া	২৮	২৮	৩৭	৯৩
উত্তর কোরিয়া	১৭	১৯	২০	৫৬
ভারত	১৩	১৯	২৫	৫৭
ইন্দোনেশিয়া	৪	৪	৭	১৫
ইরান	৪	৪	৪	১২
পাকিস্তান	৩	৩	৫	১১
মঙ্গোলিয়া	৩	৩	১	৭
ফিলিপিনস	২	৩	৯	১৪
ইরাক	২	৩	৪	৯
থাইল্যাণ্ড	১	৫	৪	১০
কুয়েল	১	৩	৩	৭
মালয়েশিয়া	১	০	৩	৪
সিঙ্গাপুর	১	০	২	৩
সিরিয়া	১	১	১	৩
লেবানন	০	১	০	১
আফগানিস্তান	০	১	০	১
হংকং	০	০	১	১
ভিয়েৎনাম	০	০	১	১
বাহরিন	০	০	১	১
কাতার	০	০	১	১
সৌদি আরব	০	০	১	১
মোট	১৯৯	২০০	২১৫	৬১৪

নবম এশিয়াডে ভারত কোন কোন বিষয়ে কি কি পদক পাইয়াছে ?

খেলা	সোনা	রূপো	ব্রোঞ্জ	মোট
অ্যাথলেটিকস	৪	৯	৮	২১
বকসিং	১	২	৩	৬
ঘোড়সওয়ারি	৩	১	১	৫
ব্যাডমিণ্টন	—	—	৫	৫
কুস্তি	১	১	২	৪
ইয়াটিং				

(পালতোলা- নৌ-চালনা)	১	১	১	৩
গলফ	২	১	—	৩
স্ক্যাটিং	—	২	১	৩
ভারোত্তলন	—	—	২	২
হকি (মেয়ে)	১	—	—	১
হকি (পুরুষ)	—	১	—	১
টেনিস	—	১	—	১
ওয়াটারপোলো	—	—	১	১
নৌ-বাইচ	—	—	১	১
মোট	১৩	১৯	২৫	৫৭

ক্রিকেটের জন্ম কোথায় ?—ইংলণ্ডে।

অলিম্পিক গেমস্-এর জন্ম কোথায় ?—প্রাচীন গ্রীসে।

আইস হকি জন্ম কোথায় ?—কানাডায়। (এখানে অবশ্য শুধু হকি বলা হয়)।

ইয়াংকি স্টেডিয়াম কোথায় ?—বঙ্কিং (নিউইয়র্ক)।

ইপ্সম কোথায় ? এখানে কোন খেলা হয় ?—ডার্বি হর্স রেস (ইংল্যাণ্ড)।

হকি খেলার জন্ম কোথায় ?—ফ্রান্সে।

কিনান স্টেডিয়াম কোথায় ?—জামসেদপুর (ভারত)।

গলফ খেলার জন্ম কোথায় ?—স্কটল্যাণ্ড।

এশিয়ান গেমস সর্বপ্রথম কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?—নিউ দিল্লীর ন্যাশনল স্টেডিয়ানে। সাল ১৯৫১

নেহেরু স্টেডিয়াম কোথায় ?—মাদ্রাজ।

অলিম্প গেমস ১৯৬৮ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?—মেক্সিকোয়।

১৯৭৪ সালে কোথায় এশিয়ান গেসস অনুষ্ঠিত ?—তেহেরাণে।

ব্যাডমিন্টন খেলার জন্ম কোথায় ?—ভারতবর্ষে।

ভারতে রোভাস কাপ কোথায় খেলা হয় ?—বোম্বাই ?

ম্যারকানা ফুটবল স্টেডিয়াম কোথায় ?—ব্রাজিল, আসন সংখ্যা ৩,৫০,০০০।

গ্রীণ পার্ক স্টেডিয়াম কোথায় ?—কানপুর (ভারত)।

শিবাজী হকি স্টেডিয়াম কোথায় ?—নিউদিল্লী।

ক্রিকেট খেলা কলকাতায় কোথায় হয় ?—ইডেন গার্ডেনস।

মেলবোর্ণ, সিডনী, দিল্লী ও কুইবেকের মধ্যে কোথায় অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হয় ?—মেলবোর্ণ। ষোড়শতম অলিম্পিক গেমস।

এশিয়াড কোথায় অঙ্কুরিত হয় এবং কবে ?—দিল্লীর পাতিয়ালা হাউসে ১৯৪৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী। কারণ ঐ তারিখে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি মহারাজ যদবীন্দ্র সিংয়ের সভাপতিত্বে এশিয়ার সমবেত ক্রীড়াপ্রতিনিধিরা খেলার রূপরেখা, আইনকানুন ও সংগঠনের নামকরণ সম্বন্ধে পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নবম এশিয়াডের প্রতীক কি ?—যন্তর-মন্তর।

নবম এসিয়ান গেমস কোথায় কিভাবে হয়েছিল ?—নয়া দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে গেমসের হিন্দী স্তোত্রগীতি রবিশঙ্করের বৃন্দবাদন সুরে মুখরিত হল। সৌরশক্তি থেকে মশাল জ্বালিয়ে ভারতের প্রধানন্ত্রী তুলে দিলেন রানার রাম সিং-এর হাতে। বাণী "এভার অনওয়াড" (এগিয়ে চলতে থাকো)—মনে হয় যেন আর্ষ ঋষির বাণী "চরৈবতি" (এগিয়ে চল)-র প্রতিধ্বনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ৬৫তম জন্মদিনে জুয়ান আনতোনিয়ো সমরনং-এর উপস্থিতিতে ১৯শে নভেম্বর বৈকাল ৪টার সময় নবম এসিয়াডের উদ্বোধন। নানা দেশের নানা রকম পোশাক ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে সকল প্রতিযোগীর প্রতিনিধি হয়ে শপথ নিলেন গীতা জুৎসী। আর শেষ দিন পর্যন্ত রইল মশালের পবিত্র আগুন ও মস্কো অলিম্পিকের ভালুক বাচ্চা মিশার অনুকরণে হাতীর বাচ্চা আপ্পু।

এ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগীতার ফাইনাল কোথায় কোথায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং কোন কোন দেশ চাম্পিয়ান হইয়াছে ?

["জুল রিমে" ব্রাজিল তিনবার বিজয়ী হওয়ার পর "ফিফা কাপ"]

সাল	স্থান	চাম্পিয়ান
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে
'৩৪	ইটালী	ইটালী
'৩৮	ফ্রান্স	ইটালী
	(যুদ্ধের জন্য খেলা বন্ধ)	
'৫০	ব্রাজিল	উরুগুয়ে
'৫৪	বার্নে	পঃ জার্মানী
'৫৮	সুইডেন	ব্রাজিল

১৯৬২	চিলি	ব্রাজিল
'৬৬	ইংলণ্ড	ইংলণ্ড
'৭০	মেক্সিকো	ব্রাজিল
'৭৪	মিউনিখ	পঃ জার্মানি
'৭৮	আর্জেণ্টিনা	আর্জেণ্টিনা
'৮২	ম্যাড্রিড	ইতালি
'৮৬	মেক্সিকো	আর্জেন্টিনা

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা কোথায় হয় এবং কাহারা উহাতে অংশ গ্রহণ করে ?—মালয়েশিয়াতে হয়, প্রাচ্যের সব দেশই যোগ দিতে পারে। ভারত প্রথমাবধিই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়া আসিতেছে।

অলিম্পিক খেলা কবে থেকে শুরু ?—১৮৯৬ সালে। এথেন্সে।

ভারত ক্রিকেট ক্লাব কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?—১৯৩৪-৩৫ সালে অ্যাণ্টনি ডিমেলার উদ্যোগে পাতিয়ালার মহারাজ ভূপেন্দ্র সিং-এর সভাপতিত্বে নয়া দিল্লী শহরে "ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া" প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারত টেস্ট ক্রিকেটে কবে প্রথম জয়ী হয় ?—ইংল্যাণ্ড বনাম ভারত। খেলা হয় মাদ্রাজের চীপক মাঠে। ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২।

রঞ্জি ট্রফির শুরু কবে থেকে ?—১৯৩৪-৩৫ সালে।

ক্রিকেটে বিশ্বকাপ হয় কবে? ইহাতে কোন দল বিজয়ী হয় ?—১৯৭৫ সালে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হয়।

ভারতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম পরাজয় হয় কবে ?—কলিকাতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতের কাছে ৮৫ রানে পরাজিত হইয়াছে ১৯৭৪-৭৬ সালে।

অলিম্পিক ক্রীড়া সর্বশেষ কোথায় কবে অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রেষ্ঠ সাতটি দেশের তুলনামূলক পদক প্রাপ্তির সংখ্যা কিরূপ ?—২২তম অলিম্পিক ক্রীড়া মস্কোর সেন্ট্রাল লেনিন স্টেডিয়ামে ১৯৮০ সালের ১৯শে জুলাই হইতে ৩রা আগস্ট এই পনের দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে নাই এবং অপর ৩৬টি দেশ রাশিয়ার আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের জন্য অলিম্পিকের বিরোধিতা করেন।

অধিক পদক বিজয়ী প্রথম সাতটি দেশ

দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
সোভিয়েত রাশিয়া	৮০	৬৯	৪৬
পশ্চিম জার্মানী	৪৭	৩৭	৪১
বুলগেরিয়া	৮	১৬	১৬
কিউবা	৮	৭	৫
ইটালী	৮	৩	৪
হাঙ্গেরী	৭	১০	১৫
রুমানীয়া	৬	৬	১৩

[২৪তম অলিম্পিক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে লস্ এঞ্জেলস্-এ অনুষ্ঠিত হইবে।